CONTENTS

---

1. Please read "Calling Attention" on the page 3 in place of "Questions & Answer". 61

2. Please read "Discussion on the Motion of thanks on the Governor's Address' in place of Headlines othereise printed on the odd number of pages from 5 to 45. 61

3. Please read "Assembly Proceedings (2nd March, 1988) in plan of" Private Members Resolutions" on the even number of pages from 24 to 44. 61

LIST of MEMBERS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY (SIXTH LEGISLATIVE ASSEMBLY)

Sl. No. & Name of Constituency	Name of Members
1	2
1. Simna (ST)	*Shri Abhiram Deb Barma.
2. Mohanpur	Shri Dhirendra Chandra Deb Nath.
3. Bamutia (SC)	Shri Prakash Ch. Das.
4. Barjala	Shri Dipak Kumar Roy.
5. Khayerpur	Shri Ratan Lal Ghosh.
6. Agartala,	Maharani Bibhu Kumari Devi.
7. Ramnagar	Shri Surajit Datta.
8. Town Bordowali	Shri Sunhir Ranjan Majumder.
9. Banamalipur	Shri Ratan Chakraborty.
10. Majlishpur	Shri Dipak Nag.
11. Mandaibazar (ST)	Shri Rashi Ram Debbarma.
12. Takarjala (ST)	Shri Tarani Debbama.
13. Pratapgarh (SC)	Shri Anil Sarkar.
14. Badharghat	Shri Dilip Sarkar.
15. Kamalasagar	Shri Matilal Sarkar.
16. Bishalgar	Shri Samir Ranjan Barman.
17. Golaghati (ST)	Shri Budha Debbarma
18. Charilam	Shri Matilal Saha.
19. Boxanagar	Shri Billal Mia,
20. Nalchar (SC)	Shri Sukumar Barman.
21. Sonamura	Shri Rashik Lal Roy.
22. Dhanpur	Shri Samar Choudhury.
23. Ramchandraghat (ST)	Shri Dasaratha Deb.
24. Khowai	Shri Arun Kumar Kar.

* The Member died on the 28th March, 1988.

1	2
25. Ashsarambari(ST)	Shri Bidya Ch. Debbarma.
26. Promodnagar	Shri Nripen Chakraborty,
27. Kalyanpur	Shri Makhan Lal Chakraborty,
28. Krishnapur (ST)	Shri Khagendra Jamatia,
29. Teliamura	Shri Jitendra Sarkar,
30. Bagma (ST)	Shri Ratimohan Jamatia,
31. Salgarah (SC)	Shri Gopal Ch. Das,
32. Radhakishorepur	Shri Chitta Ranjan Saha,
33, Matabari	Shri Kashiram Reang,
34. Kakraban	Shri Keshab Majumder,
35. Rajnagar (SC)	Shri Nakul Das,
36. Belonia	Shri Amal Mallik,
37. Santirbazar	Shri Gouri Sankar Reang.
38. Hrishyamukh	Shri Badal Choudhury,
39. Jolaibari (ST)	Shri Brajamohan Jamatia,
40. Manu (ST)	Shri Angju Mog
41. Sabroom	Shri Sunil Kumar Choudhury,
42. Ampinagar (ST)	Shri Nagendra Jamatia,
43. Birganj	Shri Jawhar Saha,
44. Raima Valley (ST)	Shri Rabindra Debbarma,
45. Kamalpur	Shri Bimal Sinha,
46. Surma (SC)	Shri Rudreswar Das,
47. Salema (ST)	Shri Dinesh Debbarma,
48. Kulai (ST)	Shri Diba Chandra Hrnagkhawl,
49. Chhawmanu (ST)	Shri Purna Mohan Tripura,
50. Pabiachhara (SC)	Shri Bidhu Bhusan Malakar,
51. Fatikroy	Vacant,
52. Chandipur	Shri Baidyanath Majumder,
53. Kailashahar	Shri Birajit Singa,
54. Kurti	Shri Fayzur Rahaman,
55. Kadamtala	Shri Jyotirmoy Nath,
56. Dharmanagar	Shri Kalidas Dutta.
57. Jubarajnagar	Smti Biva Rani Nath,
58. Pencharthal (ST)	Seri Sushil Kumar Chakma,
59. Panisagar	Shri Subodh Das,
60. Kanchanpur (ST)	Shri Drao Kumar Reang,

TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY

SPEAKER

Shri Jyotirmoy Nath

DEPUTY SPEAKER

Shri Ratimohan Jamatia

PANEL OF CHAIRMEN

1. Shri Rashiklal Roy.
2. Shri Ratanlal Ghosh.
3. Shri Buddha Deb Barma.
4. Shri Keshab Majumder.

SECRETARY

Shri B. K. Bhattacherjee.

GOVENMENT OF TRIPURA

LIST OF THE MINISTRS SHOWING THEIR PORTFOLIOS

Sl. No.	Name of Minister.	Name of Departments assigned.
1.	Shri Sudhir Ranjan Majumder, Chief Minister.	a. Political.
		b. Administrative Reforms.
		c. Confidential & Cabinet.
		d. Secretariat Administration.
		e. Appointment & Services.
		f. Planning & Coordination.
		g. Finance.
		h. Public Works.
		.i Transport.
		j. Local Self-Government.
		k. Power.
		l. Industries.
		m. Co-operation.
		n. Parliamentary Affairs.
2.	Shri Ngendra Jamatia, Minister.	a. Agriculture.
		b. Fisheries.
		c, Animal Husbandry.
		d. Jhumia Rehabilitation including Ruber Plantation Corporation.
3.	Shri Samir Ranjan Barman, Minister.	a. Home.
		b. Law.
		c. Printing & Stationery.
		d. Statistics.
		e. Information, Cultural Affairs Tourism.

1	2	3
4.	Maharani Bibhu Kumari Devi, Minister.	a. Revenve.
5.	Shri Kashiram Reang, Minister.	a. Health & Famiiy Welfare. b. Jail. c. Relief & Rehabilitation.
6.	Shri Drao Kumar Reang, Minister.	a. Forest. b. Science, Technology and Environment. c. Tribal Welfare (including A. D. C.) d. Welfare of Scheduled Castes.
7.	Shri Arun Kumar Kar, Minister.	a, Education. b, Labour,
8.	Shri Birajit Sinha, Minister,	a. Rural Development. b. Panchayat. c. Tribal Rehabilitation in Plantations & Primitive Group Programme.

Sl No.	Name of Minister of State	Departments assigned.
1.	Shri Matilal Saha, Minister of State.	a. Food & Civil Supplies. b. Industries. c. Finance. d. Transport.
2.	Shri Rabindra Deb Barma, Minister of State.	a. Power. b. Cooperation.
3.	Shri Ratan Chakraborty, Minister of State.	a. Information, Cultural Affairs & Tourism. b. Youth Services c. Parliamentary Affairs,
4.	Shri Jawhar Saha, Minister of State.	a Local Self Government, b. Rural Development, c. Panchayat, d. Home.
5.	Shri Surajit Datta, Minister of State.	a. Public Works, b. Jail, c. Relief & Rehabilitation,
6.	Shri Billal Mia, Minister of State.	a. Agriculture. b. Fisheries, c. Animal Husbandry,
7.	Shri Prakash Ch. Das, Minister of State.	a. Forest, b. Science, Technology & Environment, c. Tribal Welfare, d. Welfare of Scheduled Castes,
8.	Shri Kalidas Dutta, Minister of State.	a. Revenue, b. Law, e. Home,
9.	Smt. Biva Rani Nath, Minister of State.	a. Education, b. Women Welfare, c. Health & Family Welfare,

PROCEEDINGS OF TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY UNDER THE PROVISIONS OF THE COSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on Monday, the 29th February, 1988 at 11 A.M.

PRESENT

Shri Rasik Lal Roy, Speaker *Protem* in the Chair, the Chief Minister 6 (Six) Ministers 9 Ministers, of State and 41 Members.

ELECTION OF THE SPEAKER

Shri Rasik Lal Ray (Speakar Protem) :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজ ত্রিপুরার ৬ষ্ঠ বিধানসভার প্রথম অধিবেশনের প্রথম সভা। আজকের এই সভায় আমাদের প্রথম কার্যসূচী হচ্ছে, বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচন করা। এই বিষয়ে সদস্যগনকে ইতিপূর্বেই অবহিত করা হয়েছে। আমি এই সভাকে জানাচ্ছি যে, অধ্যক্ষ পদের জন্য তিনটি মনোনয়নপত্র পাওয়া গিয়েছে।

মাননীয় সদস্য শ্রী জ্যোতির্ময় নাথ মহোদয়ের নাম প্রস্তাব করে দুটি মনোনয়ন পত্র পাওয়া গিয়েছে। একটি মনোনয়ন পত্রের প্রস্তাবক বিধানসভার নেতা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয় এবং সমর্থক মাননীয় মন্ত্রী শ্রী রতন চক্রবর্তী মহোদয়। অপর মনোনয়ন পত্রের প্রস্তাবক মাননীয় মন্ত্রী শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় এবং মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বীরজিত সিন্‌হা মহোদয়।

মাননীয় সদস্য শ্রী বিমল সিন্‌হার নাম প্রস্তাব করে আরেকটি মনোনয়ন পত্র পাওয়া গিয়েছে। এর প্রস্তাবক হলেন বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা মাননীয় সদস্য শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী মহোদয় এবং সমর্থক হলেন মাননীয় সদস্য শ্রী দশরথ দেব মহোদয়।

পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তিনটি মনোনয়ন পত্রই বৈধ। কিন্তু মনোনয়ন পত্র তিনটি হলেও প্রার্থী সংখ্যা হচ্ছে দু জন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেউ মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করেন নি। কাজেই ত্রিপুরা বিধানসভার কার্যপরিচালন বিধির ৯(২) ধারা মোতাবেক গোপন ব্যালটের মাধ্যমে বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন পর্যায়ক্রমে সদস্য মহোদয়দের নাম ডাকলে তাঁরা এসে অধ্যক্ষ নির্বাচনে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

(ভোট গণণার পর স্পীকার প্রোটেম মাননীয় সদস্য শ্রী জ্যোতির্ময় নাথ মহোদয়কে স্পীকার পদে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করেন। সভার নেতা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার এবং সদস্য শ্রী রসিকলাল রায় মহোদয় বিরোধী দলের নেতা শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী মহোদয় নির্বাচিত অধ্যক্ষ মহোদয়কে অধ্যক্ষের আসনে বসার জন্য আগাইয়া দিয়া আসেন)।

শ্রী জ্যোতির্ময় নাথ (অধ্যক্ষ) : মাননীয় সদস্যগণ, সর্বপ্রথমে আমি এই সভার সকল মাননীয় সদস্যকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাকে নবগঠিত ত্রিপুরা বিধান সভার অধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত করার জন্যে।

পরিষদীয় গণতন্ত্রে বিধান সভার অধ্যক্ষ পদটি অত্যন্ত গৌরবময় এবং ঐতিহ্য মণ্ডিত । এই পদে যিনি কাজ করবেন তাঁকে অবশ্যই নিরপেক্ষ এবং সুবিবেচক হতে হবে। আমি সকলকে নিশ্চিত করতে চাই যে ইই গুরুত্বপূর্ণ পদের ঐতিহ্য এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে আমি সর্বাদাই সচেষ্ট থাকব এবং সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করব। আপনাদের আরও নিশ্চত করতে চাই যে সভার কার্য-পরিচালনায় ব্যাপারে আমি যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেব এবং যে পদ্ধতিতে সভাকে পরিচালনা করব সেগুলি এই সভা কর্তৃক প্রণীত আইন পরিষদীয় গণতন্ত্রের রীতিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ থাকবে। সেগুলি কোন অবস্থাতেই কোন বিশেষ ব্যাক্তি দলের দ্বারা প্রভাবিত হবে না। সভার সকলের মনে আমি এই বিশ্বাস উৎপাদন করার চেষ্টা করব যে, আমার আচরণে আমি একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছি এবং আমার চিন্তায় ও কর্মে সর্বপ্রকার বিতর্কের উর্ধে থেকে পরিষদীয় গণতন্ত্রের প্রতি অনুগত একজন সভাধ্যক্ষ হিসেবে আমি আমার কাজ করে যাচ্ছি।

কিন্তু আমার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে যদি আমি সভার কার্য পরিচালনায় আপনাদের সকলের যথা শাষক ও বিরোধী দলের সমস্ত সদস্যদের সাহায্য ও সহযোগিতা না পাই।

সুতরাং সভার সকল মাননীয় সদস্যের প্রতি আমার একান্ত আবেদন যে এই সভাকে সুশৃঙ্খল এবং শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনার ব্যাপারে আপনারা আমাকে সর্বতো ভাবে সাহায্য করবেন ।

'ধন্যবাদ'

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার, (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা নবনির্বাচিত অধ্যক্ষ মহোদয়কে আমার দলের পক্ষ থেকে এবং সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আপনার সকল কাজে এবং সমস্ত সিদ্ধান্ত নত মস্তকে মেনে নেব। এই কথা বলেই পুনরায় আপনাকে আমার অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (প্রমোদনগর) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই বিধানসভায় অধ্যক্ষ হিসেবে আপনি নির্বাচিত হওয়ার বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে, ভারতীয় সংবিধানের যে পরিষদীয় গণতন্ত্রের ব্যবস্থা রয়েছে তাতে অধ্যক্ষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন। বিরোধী দলের ভূমিকা পালনের জন্য আপনাকে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আশা করছি যে আমরা ও বিভিন্ন সময়ে কোন জটিল পরিস্থিতির উপস্থিত হলে আপনার সাহায্য এবং সহযোগিতা পাব। আমরা জানি যে বিধানসভার কাজ সব সময় খুব সহজ হয় না। অনেক সমস্যার আমাদের মোকাবিলা করতে হয়। বিরোধী দলের বিশেষ করে অধ্যক্ষ মহোদয়ের

উপর সেই সময়ে নির্ভরশীল হতে হয়। সেই সমস্ত কথা মনে রেখে আপনাকে অনুরোধ করব যাতে বিরোধী দল তাদের ন্যায্য অধিকার এবং সংগত ব্যবস্থার আপনার কাছ থেকে পায়। আমরা আশা করছি, আপনার প্রতিশ্রুতি এবং আমাদের সহযোগিতা মিলিতভাবে এই বিধানসভার কাজ জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষায় সাহায্য করবে। ধন্যবাদ।

শ্রীবিমল সিনহা (কমলপুর) .—অনারেবল স্পীকার, স্যার, আপনি এই নবগঠিত বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ায় অভিনন্দন জানাই এবং আমরা আশা করছি যে, এখানে বিরোধী দলের যারা আছেন, আপনি বলেছেন সংবিধানে স্বীকৃত গণতান্ত্রিক সমস্ত অধিকারকে সুরক্ষার ব্যাপারে আপনার নিরপেক্ষতা বজায় রাখবেন। আমরা আশা করব গণতন্ত্র রক্ষার জন্য এবং সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য এই হাউসকে আমরা সাহায্য করব এবং আপনি অধ্যক্ষ নির্বাচনে জয়ী হওয়ায় আমার ব্যক্তিগত অভিনন্দন জানাচ্ছি।

অধ্যক্ষ মহোদয়.—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং বিরোধী দলের নেতা মাননীয় সদস্য যেভাবে সভাকে পরিচালনার জন্য, সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করার জন্য অঙ্গীকার বদ্ধ হয়েছেন এবং বলেছেন তার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় অদ্য বেলা ২—৩০ মিনিটে বিধানসভার উদ্বোধনী ভাষন প্রদান করবেন। আশা করি আপনারা সকলেই নির্ধারিত কার্যসূচী অনুযায়ী সভায় উপস্থিত থাকবেন।

এই সভা অদ্য বেলা ২—৩০ মিনিট পর্যন্ত মুলতুবী রহিল।

The House re-assembled at 2-30 P. M, with the Hon'ble Speaker in the Chair, The Chief Minister. 6 (six) Ministers, (Nine) Ministers of State and 41 Members were present.

GOVERNOR'S ADDRESS

At 2-30 P.M. General K. V. Krishna Rao (Retd.) Governor of Tripura, arrived at the Assembly Chamber and addressed the House as follows :—

Mr. Speaker and Hon'ble Members.

I am vere happy to welcome you to this First Session of the Legislative Assembly for the year 1988 By electing you to the august Office of the Members of Legislative Assembly, the people have reposed great faith in you. At the outset, I wish you all success in your endeavours to serve the people of Tripura.

2. You are meeting to-day under momentous circumstances when a new Government has been voted to power by the people under the best traditions of a democratic process, resulting in change after a decade of rule by the Left Front. The result of the recent Assembly Elections is a clear verdict of the people of Tripura on the performance of the previous Government and an aseertion of their faith in progressive and welfare-oriented policies of our respected and dynamic Prime Minister Shri Rajiv Gandhi. At the outset, I wish to express the gratitude of my Government for all the help and assistance rendered by the Central Government. in enabling the administration of the

State to hold a peaceful and fair poll in Tripura, which led to the installation of a Government of the people's choice.

3. I must take this opportunity to compliment the people of Tripura, for fearlessly performing their basic democratic duty of exercising their franchise and expressing their choice by participating in the poll in great numbers, even though attempts were made from some quarters to disrupt polling process.

4. My Government will endeavour to follow the path shown to us by the Father of the Nation, Mahatma Gandhi and will continue to vigorously Policies laid down by Shri Jawharlal Nehru and Smti. Indira Gandhi. The Government will cooperate fully with the Prime Minister Shri Raiiv Gandhi in his great take to modernise the economy and take the country into 21st Csntury as a strong nation. The Government thanks the Prime Minister Shri Rajiv Gandhi for his assurance ta the people of Tripura that the proecess of economic development of the State will be accelerated and hopes that such a joint endeavour by the Central Government and the State Governmet will result in ushering an era of rapid develoment and all-round well-being for the people of Tripura. The process has already started and very soon a team of senior officers from Central Government is going to visit Tripura to take stock of various problems being faced by the State and suggest ways and means of tackling such problems.

5. There can be no doubt that tbe people who ushered in this change will be having great expectations from the Government. I am confident that my Government will spare no efforts in fulfilling the legitimate aspirations of the people. The most important task at this juncture, before my Government is to crnete an atmosphere of peace and tranquility all over the State. As you are aware, the State had passed through a difficult period when violence by insurgents had reached very great proportions. The measures taken by the Central Government like declaration of the entire State as 'disturbed area under Armed Forces (Special Powers) Act, induction of Army and constitution of a Speeial Task Force to deal with insurgency, have been designed to crush the extremists and bring parmanent peace and tranquility to the State. My Government is firm in its resolve to eliminate this menace once and for all. While my Government will deal most sternly with those indulging in violence, it will fympathetically consider the cases of such mis-guided youth who abjure violence and express their commitment to join the main stream of the society as peaceful citizens. Hon'ble Members, my Government's faith in and commitment to the Unity and Integrity of India is total and unshakeable.

6. My Government will also give very high priority towards maintaining law and order in the State. No efforts will be spared in providing security of life and property to all residents of the State. Anpbody who attempts to disturb law and order and tries to take the law in his own hands, will be firmly dealt with. Illegal arms

and ammunition held by peaple will be recovered. The Government is confident that all the people of Tripura will extend their full co-operation. so that the Government is able to bring about an atmostphere of peace and security within the shortest possible time.

7. My Government, which has come into power through Alliance between Congress(I) and Tripura Upajati Yuba Samity, will do its best to promote communal harmony between all ethnic groups and to hasten the pace of developmet of Tribals, so that the feeling of deprivation and backwardness among the Tribals is removed and they are able to join the mainstream of the society as equal partners. The Government will take special measures to ensure that the development process in Tribal areas is acclerated and special programmes are launched to attain this goal. My Government recognise that rehabilitation of "jhumias' on a permanent basis is one of the most important tasks, as far as economic development of Tribal people is concerned. It is also to be recognised that the task of permanent rehabilitation of 'jhumias' is not an easy one and it has to be ensured that the package to be delivered to the 'jhumias has to be such that it is able to provide them with a steady income year after year. All efforts will be made by my Government towards implementing suitable programmes in this direction, including rehabilitation of 'jhumias' on plantation crops like rubber. Another aspect of development of Scheduled Tribes people is cincere implementation of the Tribal Sub-Plan. My Gavernment will ensure that adequate outlays flow in the Tribal Sub-Plan from various development sectors and the Sub-Plan is implemented vigorously with all sincerity with special emphasis of locating as many development schemes as possible within the Tribal Sub-Plan areas.

8. My Government is firm in its resolve of providing a better deal to the people belonging to the Scheduled Castets, weaker sections of the society, minorities and backwards Clasess. It will ensure that such disadvantaged sections of the society are enabled to develop rapidly so that they can catch up with the rest of the society. The communal harmony will be maintained at all costs and adequate steps will be taken under the Prime Minister's 15-Point Programme for maintenance of communal harmony.

9. My Government try to ensure that investments made result in higher productivity, because unless productivity in all fields increases, the real improvement in the living conditions of the people cannot be achived. The State has to maintain a fine balance between its welfare programmes and the programmes for economic development. The wealth of the State has to be increased to provide better quality of

life, especially to the poor and to enable it to expand even the welfare programmes. My Government will, therefore, ensure that much greater attention is paid towrrds improving the prnductivity of various sectors of the economy. It will also try to get more funds from the Central Government for investments in key sectors of economy like Industrial Development, Power Development and Development in Agriculture and allied fields. As emphasized by the Prime Minister, all efforts will be made to improve productivity in the agriculture sector so that farmers could reap the benefit from increased production. My Government is aware that it is vital to increase the area under assured irrigation if a stable rate of growth is to be assured in the agriculture sector. The implementation of on-going medium irrigation projects will be expedited and new projects will be taken up to harness the irrigation potential that is available in the State. Efforts will also be made to improve the prodectivity of the tea gardens and the construction of the NEC assisted tea factories will be expedited. The Government will continue to expand the plantations of rubber and will complete the construction of the Rubber Centrifuging Plant coming up in South District expeditiously. The Governmen will also expand the cultivation of Horticultural crops and ensure that the Juice Concentrate Plant set up at Kumarghat is not starved of raw materials. A large procject of Cashew cu'tivation will also be taken up and I am happy to inform the Houee that the project has been cleared by the National Bank for Agriculture and Rural Department which has also approved another project for Horticulture development in the Staje. With these two projects, the Horticulture Development Corporation of the State will embark on an ambitious programme of putting the unprodnctive 'tilla' lands to the best optimum use and thereby increase the wealth of the State and provide a good quality of life to a large number of people. Flhhds and drougt have been causing considerabe havoc in Tripura from time to time. My Government will take measures to combat this menanee, by undertaking suitable Irrigation and Fiood Control Schemes.

10. Our State, which hitherto lacked in industrial raw materials, has now been blessed with the discovery of aboundant reserves of Natural Gas. My Government will seek assistance of the Central Government in harneessing this precious resource for the rapid industrialisation of the State. The Project to generate 75 MW of power from gas in the process of being techno-economically cleared by the Central Electricity Authorito and has been agreed in the principle by the Planning Commission to be included as a Regional project under the Nort Estarn Council Plan. Efforts are are also being mnde to be included as a Regional project under the North Eastern Coucil Plan. Efforts are also being made to set up a Methanol Plant in the joint sector. A project report has also been got prepared for supply gas for domestic use in tee Greater Agartala area and very high priority will be

given towards implementatien of this project. I am sure, the availability of Natvral Gas will open new vistas in the industrial development of the State ; and such an industrial development will have profound impact on the unemployment problem in the State, which remains a cause of concern for my Government.

11. My Government is commtted towards holding of what is loosely trmed as "Loan Mela." What is really meant is the Bank loans would be made available to poor people under a crash programme, so that the poor and dis-advantaged people get immediate assistance for their economic upliftment without having to go from pillar to post. Removal of poverty is a challenging task before my Government and 20-Point Programme with schemes like IRDP, RLEGP. NREP etc will be given very high priority. My Government has already been able to obtain an additional outlay of Rs. 2.00 crores from Central Government under IRDP which will enable the Government to cover aditional 8000 second dose cases and 5000 new cases. The Government will also make efforts to ensure highe allocations under NREP and RLEGP.

12. Government recognises the importance of small scale industries and cottoge industries in the economic deveiopment of the State. The glorious tradition and skill in handicrafts as also weaving has to be harnessed so that a large number of people, inclvding artisans belonging to scheduled tribes, scheduled caste and weaker sections of the society may increase their incomss. Self-empl opment facilities will be expanded rapidly, All posible help will be giyen tc the entrepreneurs to set up small scale industries. Efforts will be made to presuade Government of India to extend the transport subsidy. The process of establishment of growth centres will be expedited. The Government will spare no efforts in tackltng the vexed problem of unemployment in parctical and effective manners.

13. My Government is fully aware that lot of work is still to be done in the fill of housing and sanitation. During this International Decade for Water Supply and Sanitation, special efforts will be made to provide better housing and sanitation facilties, specially to scheduled castes, scheduled tribes, other weaker sections of the societiyand minorities. Indira Awas Yojna for providing low cost house to scheduled tribes will be implemented with renewed vigour,

14. The rising prices of Essential Commodities have been a cause for grave concern, as these result in great hardship to the common people. My Government will maintain effective cordination with Central Government and other organisation to ensure that regular supply is maintained.

The administrative machinery will also be geared up and Black-Marketeering, Hoarding and Unlawful Profiteering will be effectively dealt with.

15. My Government will give very high priority for Education. The Tripura University which has recently been set up, will be extended all the co-operation and help so that it can emerge as an institution of eminence in this part of the Country. Special attention will be given for creation of a healthy atmosphere in Schools and Colleges. The New Education Policy, evolved after indepth deliberations and intensive National debate, will be implemented in its letter and spirit. The State is confident of achieving the target of hundred percent coverage in respect of enrolment in upper primary stage before 1995, the target fixed under the New Education Policy. Educational facilities through Kok Borak will be expanded and measures will be taken so that the standards of education in schools in interior areas are improved.

16. The Government would like to harness the energies of students and youth for creating an atmosphere of peace and well-being in the entire State. Adequate attention will also be given towards expansion of facilities for sports and other youth activities.

17. My Government pays rich tributes to those martyrs who sacrificed their lives in their struggle against the mis-rule of the Left Government for the last ten years. A suitable memorial will be constructed in the memory of our great leader Smti. Indira Gandhi, who worked so zealously for making the Country strong and ultimately sacrificed her life for the Unity and Integrity of the Country. Everybody knows that she had so much affection and love for the people of this isolated part of the Country. A Shahid Minar will also be constructed in the memory of those who lost their lives since 1980 disturbances to commemorate the Tribal-Non-Tribal unity in the State. A suitable memorial will also be constructed in memory of Late Parimal Saha, ex-MLA, who represented the struggle against autocratic rule of Left Front and sacrificed his life in the process.

18. My Government would like its employees to give of their best, towards achieving various goals set by the Government. While the Government would do its best to satisfy the legitimate aspirations of its employees, it will not tolerate indiscipline, slackness and corruption. A major thrust of my Government will be to weed out corruption from public life and Administration. This is absolutely necessary in order to establish faith of the people in the programmes and policies of the Government and in the Government itself.

19. I have highlighted a few of the important issues that face my Government at this juncture. My Government has a large number of programmes for the people of Tripura, as outlined in the Manifestos. The new Government has been in office only for less than a month. It will priorities the various programmes, keeping in view the resources available and the infrastructural constraints. It will, however, make every possible endeavour to implement all the programmes as expenditiously as possible. In this gigantic task, my Government seeks co-operation of all the Members of this august House and above all, the people of Tripura.

20. Hon'ble Members, I hope you will have useful discussions during this Session and you will keep the overall interests of the people above everything else. I wish you all very satisfying and successful deliberation.

Jai Hind.

At the conclusion of the Governor's Address the House dispersed and re-assembled at 3-15 P. M. with the Hon'ble Speaker in the Chair. The Chief Minister, 6 (six) Ministers, 9 (Nine) Ministers of state and 41 Members were present.

LAYING OF GOVERNOR'S ADDRESS.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ আমি এখন সভার কাজ সুরু করছি। আমি এ সভাকে জানাচ্ছি যে কাজ বেলা ২—৩০ ঘটিকায় মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় এই সভায় যে উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছেন ঐ ভাষণের একটি প্রতিনিধি সভার সামনে পেশ করতে আমি বিধান-সভার সচিব মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

সচিব মহোদয় ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় রাজ্যপাল আজ বেলা ২—৩০ মিনিটে বিধানসভায় যে ভাষণ দিয়েছেন তার একটি প্রতিলিপি এই সভায় আমি পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, মাননীয় রাজ্যপাল ঐ ভাষণের প্রতিলিপি "নোটিশ অফিস" থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য। বর্তমান অধিবেশনের সভার কার্য্যের সময়সূচী অনুযায়ী মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের ভাষণের উপর আলোচনা আগামী ১লা মার্চ, মঙ্গলবার, ১৯৮৮ ইংতারিখে আরম্ভ হবে। এবং এ ভাষণের উপর যে কোন সদস্য অন্তই অপর একজন সদস্য মহোদয় কর্তৃক সমর্থিত ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব আনতে পারেন। ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাবের উপর সংশোধনী প্রস্তাবও আনা যাবে। যদি কোন সদস্য রাজ্যপালের ভাষণের উপর সংশোধনী প্রস্তাব আনতে চান তাহলে উক্ত সংশোধনী প্রস্তাব আগামী ১লা মার্চ, মঙ্গলবার, ১৯৮৮ ইং বেলা ১১ ঘটিকার মধ্যে বিধান সভার সচিবালয়ে তাহা জমা দিয়ে যাবেন।

QUESTIONS & ANSWFRS.

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্য্যসূচিতে সংশ্লিশট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যদের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি সদস্য মহোদয়দের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত প্রশ্নটির নামবার জানাবেন এবং সংশলিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ৩। ফাইনেনস ডিপার্টমেনট।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার মুখ্যমন্ত্রী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ৩।

প্রশ্ন	উত্তর
১) তৃতীয় বেতন কমিশনের প্রতিবেদন সরকার কবে পেয়েছেন ?	১) তৃতীয় বেতন কমিশনের রিপোট সরকারের কাছে বিগত ১২-২-৮৮ ইং তারিখে পেশ করা হয়েছে।
২) এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত সুপারিশ সমূহ কবে থেকে রাজ্যে কর্যোকরী করা হবে ?	২) এখনই বলা সম্ভব নয় পরীক্ষা নিরিক্ষা করা হচ্ছে

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেনটারী স্যার, এই রিপোর্টে তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী-দেরকে কি কি সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।

শ্রী সমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেনটারী স্যার, এখন পর্য্যন্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটুকু দেখেছেন তার ভিতরে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের বেতন হারের সংগে পার্থক্য কি ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্য মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে এটা পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তরে রয়েছে। এই মুহূর্তে কোন কিছু বলা সম্ভব নয়।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী (প্রমোদ নগর) :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই কমিশনের রিপোর্টে কি রিকমেনডেশন করা হয়েছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্মচারীদের স্বার্থে জানাবেন কি না ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্য মন্ত্রী) :—এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সময় মত জানানো হবে।

শ্রী দশরথ দেব (রামচন্দ্র ঘাট) :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই রিপোর্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সরকার কি সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা পরে জানা যাবে কিন্তু কমিশন কি রিকমেনডেশন করেছেন সেটা প্রকাশ করা হবে না কেন ? ইট ইজ নট সিক্রেট থিং।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা স্তরে আছে। আমরা কর্মচারীদের প্রতি কতটুকু সহানুভূতিশীল এবং তাদের স্বার্থ যে আমরা গভীর সহানুভূতির সংগে দেখি তার প্রমাণ আমরা সর্বভারতীয় মূল্যসূচী ৬৮৮ পর্যন্ত তাদেরকে ডি. এ দিয়েছি। সেটাই প্রমাণ। এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রফেশন্যাল টেক্স দেওয়ার Excution লিমিট সেটাকে আমরা বাড়িয়ে ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার করেছি। আমরা যে কর্মচারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল এই দুইটি ঘোষণা থেকেই তা বুঝা যায়। তাদের যে ন্যায্য পাওনা সেটা আমরা দিয়ে দেবো। কিন্তু এই মুহূর্তে তৃতীয় বেতন কমিশনের রিপোর্ট সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তরে আছে। কাজেই সেটা বলা এখনই সম্ভব নয়।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—আর একটা সাপ্লিমেন্তারী করতে চাই। যেখানে আর কোন প্রশ্নই নেই সেখানে আর একটির পারমিশান দেওয়া যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার :—আমি ৩টির জায়গায় চারটি পারমিশান দিয়েছি সাপ্লিমেণ্টারী করার। তবে আজকের দিনের জন্য আপনাকে আর একটি সাপ্লিমেণ্টারী করার পারমিশান দেওয়া গেল। আপনি বলুন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের বেতন কমিশনের সুপারিশ দেওয়ার পর রাজ্য সরকার যে পে কমিশন বসিয়ে ছিল কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের পরিপ্রেক্ষিতে যাতে, এখানে তাদের বেতন ভাতা ইত্যাদির সুপারিশ করার জন্য যদি এটা প্রকাশ করা না হয়, তাহলে তারা কি করে বুঝতে পারবেন যে, কেন্দ্রীয় পে কমিশন যে বেতন ভাতা ইত্যাদি দিয়েছেন এবং রাজ্য পে কমিশন যে সুপারিশ করেন তা মিলিয়ে দেখবে কি করে ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমি আগেই বলেছি, এই মুহূর্তে তা প্রকাশ করতে পারব না। প্রকাশ করব না তা বলি নি।

গ.........ণ্ড ......গো.........ল

মিঃ স্পীকার :—আমি সভার কাছে অনুরোধ রাখছি, আপনারা একটু শান্ত হউন।

মিঃ স্পীকার :—তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নটির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। (ANNEXURE—"A")

: : স্মৃতি-তর্পন : :

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার পরবর্ত্তী কার্য্য সূচী হলো :—

"ত্রিপুরার প্রাক্তন বিধায়ক প্রয়াত প্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্তের স্মৃতি তর্পন"।

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য প্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত গত ২৪শে অক্টোবর, ১৯৮৭ইং তারিখে তাঁর কৃষ্ণনগরস্থিত বাস ভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বৎসর।

তিনি ১৯১২ সালে অবিভক্ত বাংলাদেশের কুমিল্লায় জন্ম গ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় মাত্র ১১ বৎসর বয়সে তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন এবং অনুশীলন সমিতির সভ্য হন। ১৯২৮

সালে তিনি জওহরলাল নেহেরু ও নেতাজীর আদর্শে প্রভাবিত হয়ে কুমিল্লায় দেশবন্ধু বান্ধব সমিতি গঠন করেন। ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত তিনি এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন জেলে আটক ছিলেন। ১৯৩৮ সালের ২৩শে মার্চ তিনি জেল থেকে মুক্তি পান এবং ত্রিপুরা কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টির সদস্য হন। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি পুনরায় বিভিন্ন জেলে বন্দী ছিলেন। দেশ বিভাগের পর তিনি স্থায়ী ভাবে বসবাসের জন্য ত্রিপুরায় চলে আসেন। ১৯৬২ সালে নির্ব্বাচনে তিনি সি. পি. আই. প্রার্থীরূপে মোহনপুর কেন্দ্র থেকে জয়ী হন। পরে তিনি বর্ষীয়ান নেতা শচীন্দ্র লাল সিংহের আহ্বানে কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং ১৯৬৭ সালে বিপুল ভোটে মোহনপুর কেন্দ্র থেকে জয়ী হন। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কংগ্রেস (আই)র বিভিন্নসংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে ত্রিপুরাবাসী একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ এবং মানবদরদীকে হারাল।

এই সভা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে ২(দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ করছি।

মাননীয় সদস্যগণ দাঁড়িয়ে দু মিনিট নিরবতা পালন করেন।

মি স্পীকার :—তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্য মন্ত্রী প্রয়াত মারুডুরু গোপালন রামচন্দ্রন এর স্মৃতি তর্পন।

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং সর্ব্ব ভারতীয় আন্না দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজ গাম (এ. আই. ডি. এম. কে) এর প্রতিষ্ঠাতা মারুডুর গোপালন রামচন্দ্রন গত ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৮৭ইং রাত্রি একটায় রামবরম্ উদ্যানে নিজ বাসভবনে ঘুমন্ত অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বৎসর।

১৯১৭ সালের ১৭ই জানুয়ারী শ্রীলঙ্কার কান্ডিতে রামচন্দ্রন জন্মগ্রহন করেন। নিতান্ত কম বয়সে বাবাকে হারাতে হয় এবং মাত্র সাত বছর বয়সে রামচন্দ্রনকে পড়াশুনার পাট তুলে দিতে হয়। এর অল্প কিছুদিন পরেই তিনি মাদুরাই অরিজিন্যাল বয়েজ ড্রামা কোম্পানীতে যোগ দেন। সেখান থেকে ক্রমে তিনি তামিল চলচ্চিত্রের জগতে প্রবেশ করেন এবং চিত্রতারকার বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। ভারতে চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেতা থেকে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার তিনিই প্রথম দৃষ্টান্ত। রাজনীতিতে তাঁর প্রথম আবির্ভাব ১৯৫২ সালে সি. এন. আন্নাদুরাই কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ডি. এম. কে. দলে যোগদানের মধ্য দিয়ে। ১৯৬০ সালে তিনি রাজ্য বিধান-সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ডি. এম. কে. মন্ত্রিত্বের প্রথম পর্বে ক্ষুদ্র সঞ্চয় উপদেষ্টা পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন তিনি। ১৯৭১ সালে ডি. এম. কে. দলের বিপুল ভোটে বিজয়ে তাঁর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭২ সালে করুনানিধির বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ শেষ পর্য্যন্ত আন্না দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম(এ. ডি. এম. কে) দল গঠনে রামচন্দ্রনকে বাধ্য করে। ১৯৭৭ সালে ডি. এম. কে র পরাজয় এবং এ. ডি. এম. কে.র বিজয় অভিযান শুরু হয়। ঐ বছরই রামচন্দ্রন ক্ষমতায় আসেন এবং মৃত্যু অবধি তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন ছিলেন। ভারতের

মধ্যস্থতা মানিয়া শ্রীলঙ্কা সরকারের সঙ্গে আলোচনায় জঙ্গী তামিল গোষ্ঠীদের সম্মতি, ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তি অনুমোদন প্রতিটি ক্ষেত্রে রামচন্দ্রন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। তামিলনাড়ুর মানুষের আশা আকাঙ্খার মূর্তি প্রতীক হিসাবে রামচন্দ্রন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেও কোনও সময়েই দেশের জাতীয় জীবনের মূল স্রোত থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন হতে দেন নি। "বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য" জাতীয় জীবনের এই মূল মন্ত্রের মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন নিষ্ঠাবান দেশ প্রেমীককে হারাল।

এই সভা রামচন্দ্রননের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে, তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে ২(দু) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার প্রতি সমৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(মাননীয় সদস্যগণ দাঁড়িয়ে দু মিনিট নীরবতা পালন করেন।)

মি: স্পীকার:—সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফর খান এর স্মৃতি তর্পন। আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শেষ নায়ক, মানবিকতার মহত্তম আদর্শের মূর্ত প্রতীক, হিন্দু মুসলমান ঐক্যের লড়ায়ের বড় যোদ্ধা সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফর খান গত ২০শে জানুয়ারী, ১৯৮৮ ইং পেশোয়ারের লেডি রিডিং হাসপাতালে ভোর পৌনে ছটায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৮৯০ সালে পেশোয়ার জেলার উটমানজাই গ্রামে তাঁরে জন্ম। পিতা খান সাহিব বহরম খান। ইংরেজ শাসকের আমলে জেল তাঁর তিরিশটি বছর কেটেছে। পেশোয়ার মিশন স্কুলে পড়াশুনার পাঠ শেষ হলে তিনি সামরিক বাহিনীতে চাকরীর দরখাস্ত করলেন। বাবার একান্ত বাসনা ছিল গফফর ইংলণ্ডে গিয়ে ইঞ্জিয়ারিং পড়ুক। কিন্তু ততো দনে তিনি নিজেই তাঁর জীবনের প্রভু হতে পেরেছেন। যথেষ্ট বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, নিজের দেশ এবং দেশবাসীর সেবাতেই সম্পূর্ণরূপে আত্মা নিবেদন করবেন। বিশের দশকের একেবারে গোড়াতেই আলাপ হল হাজি আবদুল ওয়াহিদের সঙ্গে। শুরু হয়ে গেল সমাজ সংস্কারমূলক কাজের এক বৈচিত্র পূর্ণ জীবন। শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে লাগলেন একের পর এক। ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হলে গফফর খান তাঁর খোদাই খিদমদগার দল নিয়ে এই আন্দোলনে যোগ দেন। খান আবদুল গফফর খানের চরিত্রের একটি পরম বৈশিষ্ঠ ছিল উচ্চপদ এবং পুরস্কার বিমুখতা। তৎকালে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ কংগ্রেস দু-দুবার মন্ত্রীসভা গঠন করে, কিন্তু একবারও মন্ত্রী পদে বা কোন উচ্চ পদে তাঁকে দেখা যায়নি। স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীর স্বার্থে সংগ্রামে নিজেকে একজন প্রকৃত সৈনিক রূপে দেখাই তাঁর আকাঙ্খা ছিল। এই আকাঙ্খাকে তিনি বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারত-বৃটিশ বৈঠকে গফফর খান দেশ ভাগের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করেন। কংগ্রেস দেশ ভাগ মেনে নেয়। এই আঘাত তিনি কোনও দিন ভুলতে পারেন নি। পাকিস্তানের জন্ম হলেও শান্তিধর্মে বিশ্বাসী এই সৈনিক রনে ভঙ্গ দেননি। বহুবার তাঁকে পাকিস্তানের জেলে যেতে হয়েছে নায্য সংগ্রামে অংশ গ্রহনের কারনে।

১৯৬৯ সালে মহাত্মাগান্ধীর জন্ম শতবার্ষিকীতে যোগ দিতে এবং আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার জন্য জওহরলাল নেহেরু পুরস্কার নিতে তিনি এদেশ এসেছিলেন। ১৯৮৫ সালে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে শতবার্ষিকী উৎসবে যোগ দিতে তিনি ফের ভারতে আসেন। ১৯৮৭ সালে বাদশা খান শেষবারের মতো চিকিৎসার জন্য ভারতে আসেন। এখানে অবস্থানকালেই অসুস্থ নেতাকে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান " ভারত রত্ন " উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

তাঁর মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং শোক সন্তপ্ত পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে ২ (দু) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ করছি।

(মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ দাঁড়িয়ে ২ মিনিট মৌন পালন করেন)

মিঃ স্পীকার :— ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয় ভূষণ ব্যানার্জীর স্মৃতি তর্পন

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ত্রিপুরার বিধান সভার প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্য এবং সি. এফ. ডি.-র প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয় ভূষণ ব্যানার্জী ১৯৮৮ সালের জানুয়ারী মাসে ধর্মনগরে তার নিজ বাস ভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বৎসর

তিনি ১৯১৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা জেলার বিক্রমপু'র জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩৬ সাল থেকেই কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি অনুন্নত সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। ১৯৭২ সালে তিনি কদমতলা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী রূপে জয়ী হন। তিনি একজন সুবক্তা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে ত্রিপুরা কংগ্রেস (আই) একজন দক্ষ রাজনীতিবিদকে হারাল এবং ত্রিপুরাবাসী হারাল একজন নিরলস কর্মী ও জনদরদী নেতাকে।

তাঁর মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে। এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সভার সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে ২(দু) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ করছি।

(মাননীয় সদস্যগণ দাঁড়িয়ে দুই মিনিট নীরবতা পালন করেন)

মিঃ স্পীকার :—ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক তরুনী মোহন সিন্হার স্মৃতি তর্পন। আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ত্রিপুরার বিধান সভার প্রাক্তন বিধায়ক তরনী মোহন সিন্হার গত ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৮৮ ইং রাত ১১ ঘটিকায় ফটিকরায় কেন্দ্রের কৃষ্ণনগর যাওয়ার পথে এক মোটর দুর্ঘটনায় গুরুতর ভাবে আহত হন এবং গত ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৮৮ ইং কৈলাশহর হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

প্রয়াত সিন্হা গত ১৯৭৭ ইং এবং ১৯৮৩ ইং সালের বিধানসভা নির্বাচনে পর পর দু'বার কৈলাশহর মহকুমার ফটিকরায় কেন্দ্র থেকে সি. পি. আই (এম) প্রার্থীরূপে বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৮ ইং সালের বিধানসভা নির্বাচনেও সি. পি. আই (এম) প্রার্থী হিসাবে তিনি প্রতিদ্বন্দী ছিলেন।

এই সভা প্রয়াত সিন্হার অকাল মৃত্যুতে গভী শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের ২ (দু) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ করছি।

(মাননীয় সদস্যগণ দু মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করেন)।

শোক প্রস্তাব

মি: স্পীকার :— গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, গত ১.৯.৮৭ইং তারিখ থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন তারিখে বিচ্ছিন্নতাবাদী, উগ্রপন্থী, সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপের ফলে ত্রিপুরার নানা জায়গায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বেশ কিছু নিরীহ নাগরিক, নিরাপত্তা কর্মী ও অফিসার নিহত হয়েছেন।

এই সভা নিহতদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছে এবং আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে তাঁদের শোক সন্তপ্ত পরিবার পারিজনদের প্রতি।

এই সভা আশা করে রাজ্যের সকল অংশের শান্তিকামী গণতন্ত্রপ্রিয় এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকগণ সকল প্রকার সন্ত্রাসবাদী ও উস্কানীমূলক কার্যাবলী এবং সম্প্রীতি বিনষ্টের লক্ষ্যে অশুভ শক্তিসমূহের যে-কোন অপপ্রয়াসকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে মোকাবিলা করে রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা নেবেন।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের ২ (দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে নিহতদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুরোধ করছি।

(মাননীয় সদস্যগণ দু মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করেন)।

PRESENTATION AND ADOPTION OF REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE.

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ সভার পরবর্ত্তী আলোচ্য বিষয় হলো, "বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা"।

বর্ত্তমান অধিবেশনের ২৯শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার, ১৯৮৮ইং থেকে ২রা মার্চ্চ, বুধবার, ১৯৮৮ইং পর্য্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য" বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটি" যে সময়-নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীরসিকলাল রায় (সোনামুড়া):—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধান সভার বর্ত্তমান অধিবেশনের ২৯শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার, ১৯৮৮ইং থেকে ২রা মার্চ্চ, বুধবার, ১৯৮৮ইং পর্য্যন্ত বিভিন্ন কার্য্যসূচী আলোচনার জন্য" বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি" যে সময়-নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন তার রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :—এখন রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উৎথাপন করতে আমি মাননীয় শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীরসিকলাল রায় :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে' "বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত"।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোশানটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :—"বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত"।

(রিপোর্টটি সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

MOTION OF THANKS ON THE GOVERNOR'S ADDRESS.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :— মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের উপর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব উৎথাপন। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরতন চক্রবর্তী মহোদয়কে আহ্বান করছি তাঁর প্রস্তাব উৎথাপন করতে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—আজকে যে বি, এ, সির রিপোর্ট পেয়েছি তাতে নেক্নট রেফারেন্স পিরিয়ড এবং কলিং এটেনশান।

মিঃ স্পীকার :—আজকে রেফারেন্স পিরিয়ড বা কলিং অ্যাটরেষান কিছুই আসে নাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী একটা নোটিশ দিয়েছেন। সেই নোটিশের বিষয়বস্ত হল :—গত ২৫-১-৮৮ইং তারিখে আর কে নগর ফার্মে গনহত্যার আক্রান্তদের মধ্যে আহত ও হাসপাতালে চিকিৎসিত পশ্চিম নোয়াবাদীর শ্রীশান্তি রঞ্জন দেবকে পরে ২৫-২-৮৮ তারিখে পূর্ব থানায় অবৈধভাবে আটক করা এবং প্রচণ্ড ভাবে মারপিট করে মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার ঃ—ইট হ্যাজ নট কাম বিফোর টেন এ, ম,। ১০টার পরে যেটা এসেছে সেটা কালকে বিবেচনা করা হবে।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :— স্যার, আমার একটা কলিং অ্যাটেনশান ছিল। আমি ১০টার আগেই দিয়েছি। আমার নোটিশের বিষয়বস্ত হল:—রাজ্যের বর্ত্তমান সরকার ত্রিপুরা বহুল প্রচলিত "ডেইলী দেশের কথা" ও গণশক্তি পত্রিকা কেনা বন্ধ করা সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :—যেহেতু আপনার কলিং অ্যাটেনশানের নোটিশ ১০ টার আগে আসে নাই সেইহেতু এটা কালকে, বিবেচনা করা হবে।

শ্রী সমর চৌধুরী :—স্যার, আমার একটা কলিং অ্যাটেনশান ছিল "গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরার কর্মচারী আন্দোলনের নেতা শ্রী দীপক মজুমদারকে সমস্ত সমাজবিরোধী দুবৃর্ত্তরা তার বাড়ীতে এবং সে বাড়ী থেকে পালাবার চেষ্টা করার পর সেখানেও তাকে আক্রমন করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সি, আর, পি, এফ, দ্বারা তাকে প্রচণ্ড ভাবে মারপিট করে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে এই সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :—যেহেতু এই কলিং অ্যাটেনশানটি ১০ টার পরে এসেছে, সেটা আমার বিবেচনা করব পরবর্ত্তী সময়ে।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :—স্যার, আমার একটা রেফারেন্স পিরিয়ড ছিল। আমি ১০ টার আগে দিয়েছি। আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হল :—গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ইং তারিখে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী, শ্রী কাশীরাম রিয়াং-এর উপর বোমা নিক্ষেপের ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার আপনাদের কলিং অ্যাটেনশান, ইট উইল বি কন্‌সিডারড্‌ লেটার অন। নাউ আই অ্যাম ষ্টার্ট মাই বিজনেস। এখন মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়-এর ভাষনের উপর ধন্যবাদস‚চক প্রস্তাব উত্থাপন। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী শ্রী রতন চক্রবর্ত্তী মহোদয়কে আহ্বান করছি তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রী রতন চক্রবর্ত্তী (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :—নিম্নলিখিত মর্মে ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপালের নিকট সভার কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করা হউক যে, ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ইং তারিখে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় এই সভায় যে ভাষন প্রদান করিয়াছেন তার জন্য ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্যবৃন্দ কৃতজ্ঞ।"

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী :—আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি।

মিঃ স্পীকার :—এই ধন্যবাদস‚চক প্রস্তাবের উপর যদি কোন সদস্য মহোদয় সংশোধনী প্রস্তাব আনতে চান, তিনি আগামী ১লা মার্চ, মঙ্গলবার ১৯৮৮ইং তারিখে বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত বিধানসভা সচিবালয়ে তা জমা দিতে পারছেন।

এই সভা আগামী ১লা মার্চ, মঙ্গলবার, ১৯৮৮ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

ADMITED UNSTARRED QUESTION NO. 3

Name of Member—Shri Samar Choudhury

Will the Minister-in-charge of the S. A. Deptt. be pleased to State—

প্রশ্ন

১। দিল্লী, কলিকাতা এবং গৌহাটি ত্রিপুরাভবন সমূহে বসবাস করার জন্য ভাড়া বাবদ কোন কোন ব্যক্তির নিকট কত টাকা বকেয়া পড়ে আছে। (সেই সকল ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা)।

প্রশ্ন

২। উক্ত বকেয়া টাকা সংগ্রহের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ?

উত্তর

MINISTER IN-CHARGE-OF THE S A DEPARTMENT : CHIEF MINISTER (SHRI SUDHIR RANJAN MAJUMDER)

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

উত্তর

২। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY, ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE OTHER CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on Ist March, 1988, Tuesday, at 11 A. M.

Shri Jyotirmoy Nath, Speaker in the Chair, the Chief Minister, 6 (six) Ministers 9 (Nine), the State Ministers 41 Mambers,

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ---আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বললে তিনি তাঁর পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী ও শ্রীনকুল দাস।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) ঃ---এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৫।

মিঃ স্পীকার ঃ---এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৫।

শ্রীবীরজিৎ সিনহা (গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী) ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার---৫ ।

প্রশ্ন

১। প্রতি ব্লকে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত বি,ডি,সি গুলিকে সম্প্রতি ভেঙ্গে দেওয়ার কারণ কি ; এবং

২। গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচীকে কার্য্যকরী করার ব্যবস্থায় সরকারী কি নীতি গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। বি,ডি,সি, গুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে বলে কোন তথ্য সরকারের জানা নেই।

২। বিবিধ গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচী কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নির্দ্ধারিত নির্দ্দেশাবলী অনুযায়ী রূপায়িত হইতেছে।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বি,ডি,সি, মিটিং না ডাকার জন্য বি,ডি,সি র মেম্বার সেক্রেটারীদেরক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গাঁও প্রধানদের সঙ্গে তারা যেন কোন সম্পর্ক না রাখেন। এগুলি সত্য কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিচ্ছি। প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের কাছে এই সমস্ত বি,ডি,সি এবং পঞ্চায়েত সম্পর্কে অনেক অভিযোগ রয়েছে। আমরা সেই অভিযোগগুলি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি এবং এই অভিযোগগুলি সমাপনান্তে আমরা এগুলিকে সাময়িকভাবে ডিফাংক্ট করে রেখেছি। এগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়তঃ গ্রামীণ উন্নয়নের যে-সমস্ত কর্মসূচী রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের সেই নির্দেশ মত সরকারের যে প্রশাসনিক মেশিনারি রয়েছে তার মাধ্যমে সেটা করা হচ্ছে।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত যে পঞ্চায়েত এবং জন-প্রতিনিধিদের নিয়ে যে বি,ডি,সি সে--সমস্ত কমিটিগুলির ব্যাপারে তাদের কাছে যদি কোন অভিযোগ থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তদন্ত করবেন। কিন্তু তদন্ত করতে গিয়ে বি,ডি,সি-কে ডিফাংক্ট করে রাখা, পঞ্চায়েতকে কাজ করতে না দেওয়া তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া, এটা তারা করতে পারেন কিনা? বি,ডি,সি, এবং পঞ্চায়েতগুলি-ত শুধু সি,পি,এমের না সেখানে কংগ্রেসেরও বি,ডি,সি ও পঞ্চায়েত রয়েছে। কাজেই তাদের এই গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করার অধিকার এই সরকারের আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, যা করা হয়েছে তা আইন মাফিক করা হয়েছে আমাদের সরকারের অধিকার রয়েছে তদন্ত করার।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া) ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই অ-গণতান্ত্রিক অর্ডার দিয়ে গ্রামের এন,আর,ই,পি, ও এস,আর,ই,পি'র কাজ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। তারফলে গ্রামের দরিদ্র জন-সাধারণ ও জুমিয়া যারা তারা আজকে অনেকেই কাজ না পেয়ে অনাহারে অর্ধাহারে আছে। কাজেই এই ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নেবেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছি, এটা ঠিক না। সব কাজই চলছে। কাজ বন্ধ করে রাখা হয়েছে বলে আমাদের কাছে কোন রিপোর্ট নাই। মাননীয় সদস্যরা যদি জানেন কোথায়ও কাজ বন্ধ করে করে দেওয়া হয়েছে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেব। তবে আমরা জানি যে কাজ পুরোদমে চলছে।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিগত ১০ বছরে বাম-ফ্রন্টের শাসনকালে যেসব পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আছে সে-সব পঞ্চায়েতের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্ত কমিশন গঠন করে তদন্ত করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে এসবের তদন্ত চলছে এবং যত শীঘ্র সম্ভব আমরা তদন্ত করব।

মিঃ স্পীকার ঃ---৩ টার উপরে সাপ্লিমেন্টারী হয়ে গেছে, আর হবেনা। তবে বিরোধী দলের নেতাকে সুযোগ দিচ্ছি আপনি বলুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (প্রমোদনগর) ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের কিছু টাকা বি,ডি,সি'র হাতে দেওয়া হয় বিভিন্ন কাজ-কর্ম করার জন্য যেহেতু তাদের নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচার নাই। এটা সত্য কিনা যে এই টাকাগুলি খরচ করা যাচ্ছেনা, কারণ এই টাকাগুলি খরচ করার একটি পদ্ধতি আছে সেটা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। সেটা হচ্ছে নিবাচিত সংগঠেনের মাধ্যমে এই টাকাগুলি বিলি-বন্টন করা হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর

বলেছেন যে, দুর্নীতির তদন্ত করা হবে। আমরাও চাই যে দুর্নীতির তদন্ত হোক কিন্তু তার কোন পদ্ধতি থাকবেনা, জবরদস্ত একটা সার্কুলার দিয়ে সমস্ত সংগঠনগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া হবে, এটা কোন পদ্ধতি না, এটা অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, মূল প্রশ্নের সঙ্গে এটা কোন সঙ্গতি নাই তবে আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি যে বিরোধীদল নেতা যেটা বলছেন যে, ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে আসলে ভেঙ্গে দেওয়া হয়নি, এটাকে ডিফাংক্ট করে রাখা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এ,ডি,সি, সম্পকে বলছি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, আমি জবাব দিচ্ছি ত। আমি বলেছি যে বি,ডি,সি যে ফাংশনটা করতো এখন সেটাকে ডিফাংক্ট করে রাখা হয়েছে এবং সে কাজটা বি,ডি,ও'র হাতে ন্যাস্ত করা হয়েছে, এখন বি,ডি,ও, সে টাকাটা এ,ডি,সি'কে হস্তান্তর করবেন।

শ্রীরসিকলাল রায় (সোনামুড়া) ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না যে, বিগত দিনে এ,স, আর, ই,পি এবং এন,আর,ই,পি-র মাধ্যমে গ্রামে যে সমস্ত রাস্তাঘাটের কাজ করা হয়েছে সে-সমস্ত রাস্তার তৈরীর কাজের টাকাগুলি দলীয় লোকদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এইটাও জানা আছে কি না যে, ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর পঞ্চায়েতকে দিয়ে এই সব কাজ না করিয়ে নিজেদের লোক-দের দিয়ে কাজ করিয়েছেন।?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন সে সম্পর্কে তদন্ত চলছে। তবে মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন যে ১৯৭৮ সালেই বামফ্রন্ট ক্ষমতায় বসেই গণতান্ত্রিক পঞ্চায়েতগুলি এবং সংগঠনগুলিকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন-----(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আপনারা চুপ করে বসুন, আমাকে শান্তভাবে সভার কাজ পরিচালনা করতে দিন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, এই ভাবে বিরোধীতা করলে সভার কাজ চলা সম্ভব হবে না।

মিঃ স্পীকার ঃ আমি এখন পরবর্তী প্রশ্নকর্তার নাম বলছি।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নের উপরে আমাকে আরেকটা সাপ্লিমেন্টারীর প্রশ্ন করার সুযোগ দিন।

মিঃ স্পীকার ঃ ঠিক আছে, বলুন।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জবাব দেবেন কি যে, সাঁতচাঁদ ব্লক যেখানে উপজাতিরা রয়েছেন এবং এখানে ১১ হাজার উপজাতি লেবার রয়েছে। কিন্তু গত পাঁচ ছয় দিন যাবৎ এই ১১ হাজার লেবারের সকল কাজকর্ম বন্ধ হয়ে পড়েছে। এবং এ,ডি,সি-র ৪৫ লক্ষ টাকা বি,ডি,সি-র হাতে রয়েছে, সেটা খরচ করা হচ্ছে না, জুমিয়াদের জুম বীজ বিতরণের কথা, সেটাও বন্ধ রয়েছে। পঞ্চায়েত সেক্রে-টারীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে পঞ্চায়েত প্রধানদের সঙ্গে তারা যেন কোন সম্পর্ক না রাখেন। এমন কি জুমিয়াদের জুমবীজ বিতরণের জন্য জুম বীজ পারচেজ করাও বন্ধ রয়েছে। এই সমস্ত খবর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে স্বতন্ত্র প্রশ্ন করলে জবাব দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীসমর চোধুরী ঃ স্যার, এইটা বি,ডি,সি-র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ---স্যার, এই সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে বলতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি এখন পরবর্তী নাম ডাকছি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার---৬।

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা (উপজাতি পুনর্বাসন মন্ত্রী) ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার---৬।

প্রশ্ন (১) ইহা কি সত্য যে, পুনর্বাসনের কর্মসূচীতে যে সকল জুমিয়া পরিবার এখনো উপকৃত হন নাই তাদের জুম কাটা সম্প্রতি নিষেধ করা হয়েছে?

উত্তর ইহা সত্য নয়।

প্রশ্ন (২) ঃ সত্য হলে প্রায় ১৮ হাজার জুমিয়া পরিবারের জীবিকার কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহন করবেন?

উত্তর ঃ—প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, গত কয়েকদিন ধরে এই জুম কাটে যারা জুমিয়া--বিশেষকরে লংতরাই, আঠারমুড়া- এই সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে যে সমস্ত জুমিয়া রয়েছে তাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে বাধা দেওয়া হচ্ছে তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে, এবং কোথাও কোথাও ফরেস্ট থেকে তাদের এরেস্ট করছে, গ্রেপ্তার করে হাজতে পুরছে, এই সমস্ত তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না?

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা (উপজাতি পুনর্বাসন মন্ত্রী) ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, এই রকম কোন তথ্য সরকারের কাছে নেই।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---কৈলাসহরের এস,ডি,ও-এর কাছে ডেপুটেশান দেওয়া হয়েছে, কাঞ্চনপুর ব্লকে বি,ডি,ও-এর কাছে ডেপুটেশান দেওয়া হয়েছে। এবং সেখানে উপজাতি কৃষকরা তারা সকলেই ডেপুটেশান দিয়েছেন, দাবী করেছেন যাতে এইটা বন্ধ করা হয়। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খোঁজ নেবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ---মিঃ স্পীকার, আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে চাই যে, এই রকম তথ্য এলে নিশ্চয়ই সেটা তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই জুমিয়াদের পুনর্বাসন দিয়ে তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকার কি চিন্তা ভাবনা করছেন, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মচমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় রাজ্যপাল গতকাল এই বিধানসভায় যে ভাষণ দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে, যে, ইন্‌সেন্টিভ্ প্রোগ্রাম নেওয়া হবে প্ল্যান্‌টেশনের মাধ্যমে। এইটা মাননীয় গভর্নরের ভাষণে উল্লেখ রয়েছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, খোয়াই মগাইছড়াতে জুমিয়াদের যে ১৯৯০ টাকা স্কীমে বাগান করা হয়েছিল ইদানিং ফরেস্ট-এর লোকেরা গিয়ে তাদের

বাধা দিয়েছেন যে এইটা তারা করতে পারবে না। এই সমস্ত তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আলাদা প্রশ্ন এলে উত্তর দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীবিমল সিন্‌হা ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে জুম কাটা বন্ধ হয়নি। জুম কাটা যদি বন্ধ না হয় তাহলে এই জুম কাটার জন্যে বি,ডি,সি থেকে কত ম্যান ডেজ্ স্যাংসান করা হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রশ্ন এলে জবাব দেওয়া যাবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি এখন পরবর্তী নাম বলছি। মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর) ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার---১৮।

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা (গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী) ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার---১৮।

প্রশ্ন (১) ঃ---ইহা কি সত্য যে, পঞ্চায়েত ও বি,ডিসি, সমূহের মাধ্যমে আই, আর, ডি,পি, এবং এন,আর,ই,পি, ইত্যাদি কাজ না করার জন্য রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

উত্তর ঃ---আই,আর,ডি,পি এবং এন,আর,ই,পি, ইত্যাদি পরিকল্পনা সরকার সরকারী কর্মচারীদের মাধ্যমেই কার্য্যকরী করা হচ্ছে। কাজেই পঞ্চায়েত বা বি,ডি,সি-কে দিয়ে কাজ না করার কোন প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এতদিন এই এস,আর,ই,পি : এন,আর,ই,পি, এবং আই,আর,ই,ডি,পি ইত্যাদি নির্বাচিত পঞ্চায়েত বা নির্বাচিত যে সংস্থা পঞ্চায়েত তাদের মাধ্যমেই এই সমস্ত কাজ হত বিগত কংগ্রেস আমলে এই নির্বাচিত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এই কাজগুলি করা হত না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এই নির্বাচিত সংস্থার উপর এই উন্নয়নমূলক দায়িত্ব দিয়েছেন এবং এইভাবে জনসাধারন সরাসরি কাজে অংশ নিতে পেরেছেন। কিন্তু বর্তমানে উক্ত কাজ না করার ফলে জনসাধারণ এই সব কিছু পাচ্ছেন না। কাজেই আমার প্রশ্ন হলো এই নির্বাচিত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এই আই,আর,ডি,পি এন,আর,ই পি, এবং এস,আর,ই,পি ইত্যাদি প্রকল্প করা হবে কি না?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলতে চাই যে এই এন,আর,ই,পি, এবং আই,আর,ডি,পি ইত্যাদি সেন্ট্রালী স্পন্সর্ড প্রোগ্রাম। সুতরাং তার একটা নির্দেশাবলী রয়েছে এবং সেই সমস্ত নির্দেশাবলী নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। তার বাইরে কোন কাজ করা হচ্ছে না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ভারত সরকারের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের নীতিতে তারা বিশ্বাসী কিনা? গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের সমস্ত পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করায় তারা বিশ্বাস করেন কিনা? এই ডিসেন্ট্রালাইজেশানের নীতি তাঁরা অগ্রাহ্য করছেন, এটা তারা স্বীকার করেন কিনা?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ-- এটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ গ্রামের পুওরার সেক্শনের জন্য কি করা প্রয়োজন সেটা তাদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই সবচেয়ে ভাল জানেন। সুতরাং কর্মচারীরা তাদের জন্য কাজ করতে গিয়ে কাদের সংগে পরামর্শ করবেন আই,আর,ডি,পি এবং এস, আর, ই,পি এর কাজের বেলাতে?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ যেভাবে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার নিয়ম নীতি করা আছে সেটা অনুসরণ করেই করা হয়েছে।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ --ভারত সরকারের নীতি যে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ এবং গ্রামস্তরে পঞ্চায়েতের সংগে আলোচনা, এটা নিষেধ আছে কিনা। পঞ্চায়েত সেক্রেটারীরা কি করে জনগণের প্রয়োজন জানবেন।?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ---উত্তর দেওয়া হয়েছে যে পঞ্চায়েতগুলি দুর্ণীতির জন্য তদন্ত চলছে। সাময়িকভাবে সেটা স্থগিত রাখা হয়েছে। গ্রামের কাজে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে কি হবে না, এই প্রশ্ন এখন উঠে না।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস ঃ---ভারত সরকারের নির্দেশাবলী কি সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ---আলাদা প্রশ্ন করলে জানাব।

মীঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---এডমিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার---১৪।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী, সমবায়) ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার---১৪।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রুদ্রসাগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির বর্তমান বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্ তাদের মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও সাধারণ সভা এবং নির্বাচন না করে বে-আইনী ভাবে ক্ষমতায় রয়েছেন ;

২। ইহাও কি সত্য যে ডাইরেক্টরগণের কর্তৃক সমিতির স্বার্থ-বিরোধী ও বে-আইনী কার্যকলাপের ব্যাপারে সরকারী তদন্ত হয়েছিল ;

৩। যদি হয়ে থাকে তবে এই তদন্তে কি প্রকাশ পেয়েছে এবং সরকার এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

উত্তর

১। রুদ্রসাগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি নামে কোন সমবায় সমিতি রেজিস্ট্রি-ভক্ত করা হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি নামে একটা সমিতি রেজিস্ট্রি করা হয়েছিল, সাধারণভাবে সেটাকেই রুদ্রসাগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি বলা হয়ে থাকে। এই সমবায় সমিতি নির্বাচনে কংগ্রেস(আই)-এর নামে লড়ে জিতেছে এবং এই সমিতির বোর্ড অব ডিরেক্টররা এমনভাবে দুর্নীতি করেছে, টাকা চুরি করেছে, মাছের পোনা নষ্ট করেছে,

গাড়ীর অপব্যবহার করেছে। এই ব্যাপারে একটা তদন্ত করা হয়েছিল। সেই রিপোর্টে কি প্রকাশ পেয়েছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী), সমবায়) ঃ---মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য এইখানে যে প্রশ্ন করেছেন যে' রুদ্রসাগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি', তার উত্তর আমি দিয়ে দিয়েছি। সুতরাং মাননীয় সদস্য যদি আলাদাভাবে প্রশ্ন করেন তাহলে তার উত্তর আমি দিতে পারি।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---স্যার, আলাদা প্রশ্ন করার কথা এখানে উঠে না। একটা সমবায় সমিতি রয়েছে রুদ্রসাগরে।

শ্রীনগেন্দ্রে জমাতিয়া (মন্ত্রী) ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার। স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে প্রশ্ন পেয়েছেন তার উত্তর দেওয়া হয়েছে যে এইরকম কোন সমবায় সমিতি নেই। সুতরাং যার সাথে ঘটনা জড়িত নয় সেই ব্যাপারে হাউসে আলোচনা চলতে পারে না।

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন তারকা চিহ্ন-বিহীণ প্রশ্নটির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। ANNEXURE—"A"

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন উল্লেখ পর্ব। আমি, আজ কতিপয় মাননীয় সদস্যদের নিকট হতে উল্লেখ পর্বের কয়েকটি নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে সেগুলির বিষয়বস্তু উৎথাপন করার জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (প্রমোদনগর) ঃ---স্যার, আমরা গতকাল উল্লেখ পর্বের জন্য যে সমস্ত নোটিশ দিয়েছি, সেগুলি সম্পর্কে আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সেগুলি বিবেচনা করে আপনার মতামত জানাবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---সেগুলির মধ্যে কিছু বিবেচনা করা হয়েছে, আর কিছু বিবেচনা করা হয় নি।

এখন, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়কে তাঁর উল্লেখ পর্বের নোটিশের বিষয়বস্তু উৎথাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, উল্লেখ পর্বে আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হল, 'গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ ইং তারিখে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীকাশীরাম রিয়াংঃ-এর উপর বোমা নিক্ষেপের ঘটনা সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন, আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য কর্তৃক উৎথাপিত বিষয়বস্তুর উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি এক্ষুনি তাঁর বক্তব্য রাখতে অপরাগ হন, তবে তিনি সময় চেয়ে নিতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে তিনি এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন আমাকে জানিয়ে দিতে পারেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আগামী ৭-৩-৮৮ ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আগামী ৭।৩।৮৮ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখতে সম্মত হয়েছেন।

পরবর্তী উল্লেখ পর্বের নোটিশটি দিয়েছেন, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুসারে এটি উৎথাপন করার অনুমতি আমি দিয়েছি। এখন, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়কে তাঁর উল্লেখ পর্বের নোটিশটির বিষয়বস্তু উৎথাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, উল্লেখ পর্বে আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হল, 'গত ২৫-১-৮৮ ইং তারিখে আর,কে নগর ফার্মে গণহত্যার আক্রান্ত-কারীদের মধ্যে আহত ও হাসপাতালে চিকিৎসিত পশ্চিম নোয়াবাদীর শ্রীশান্তিরঞ্জন দেবকে পরে ২৫-২-৮৮ ইং তারিখে পূর্ব থানায় অবৈধভাবে আটক করে এবং প্রচণ্ডভাতে মারপিট করে মিথ্যা স্বীকারুক্তি আদায়ের চেষ্টা সম্পর্কে।'

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন, আমি ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য কর্তৃক উৎথাপিত বিষয়বস্তুর উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি এক্ষুনি তাঁর বক্তব্য রাখতে অপরাগ হন, তবে তিনি সময় চেয়ে নিতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে তিনি এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখবেন, তা আমাকে জানিয়ে দিতে পারেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আগামী ৭-৩-৮৮ইং তাপ্রিখে এই বিষয়ের উপর আমার বক্তব্য রাখবো।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ,আগামী ৭-৩-৮৮ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখতে সম্মত হয়েছেন।

পরবর্তী উল্লেখ পর্বের নোটিশটি দিয়েছেন, মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুসারে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এটির বিষয়বস্তু উৎথাপন করার অনুমতি আমি দিয়েছি। এখন, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়কে তাঁর উল্লেখ পর্বের নোটিশটির বিষয়বস্তু উৎথাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনিয়া) ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার উল্লেখ পর্বের নোটিশটির বিষয়বস্তু হল, '১৯৮৮ইং এর জানুয়ারীর শেষভাগে বিলোনিয়া মহকুমার কাঞ্চননগরের শান্তি কলোনীতে ১১ জন খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন, আমি ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় যদি আজই তাঁর বক্তব্য রাখতে অপরাগ হন, তবে পরে কবে, কখন তিনি এই বিষয়ের উপরী তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন, তা আমাকে জানিয়ে দেবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আগামী ৮-৩-৮৮ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ৮-৩-৮৮ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখতে সম্মত হয়েছেন।

শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা (রাধাকিশোরপুর) ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, উল্লেখ পর্বের জন্য আমারও একটা নোটিশ দেওয়া ছিল, সেটার কি হল বুঝতে পারছি না?

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, আপনার নোটিশটা এ্যালাউ করা হয় নি।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন, দৃষ্টি আকর্ষণী' প্রস্তাব। আমি বেশ কয়েকটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশ পেয়েছি। সেগুলির মধ্যে মাননীয় সদস্য রতি-মোহন জমাতিয়া মহোদয়, যে নোটিশটি দিয়েছেন, তা উৎথাপন করার সম্মতি আমি দিয়েছি তাঁর নোটিশটির বিষয়বস্তু হল' 'গত ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ইং তারিখে উদয়পুরে বিশ্বজিত সাহা সি,পি,এমের সমর্থিত দুস্কৃতিকারীদের দ্বারা আক্রান্ত ও নিহত হওয়া সম্পর্কে।

এখন, আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন, তবে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ দেবেন, যে-দিন তিনি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ---মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আগামী ৯-৩-৮৮ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ৯-৩-৮৮ইং তারিখে এই বিষয়ের ওপর তাঁর বিবৃতি দিতে সম্মত হয়েছেন।

পরবর্তী দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস মহোদয় ঘ আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথা উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। তাঁর নোটিশ টির বিষয় বস্তু হল, 'গত ১ই ফেব্রুয়ার আনুমানিক সকাল সাড়ে দশটার সময় ৩২---রাধাকিশোরপুর বিধান সভা কেন্দ্রের ক্যার, এস পি'র নব-নির্বাচিত বিধায়ক শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহার বাড়ীতে একদল কংগ্রেস(ই) সমর্থিত দুস্কৃতকারীদের দ্বারা বোমা, ফট্‌কা, রাম-দা প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আক্রমণ ও ভাঙ্গচুর করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা সম্পর্কে'।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ৯-৩-৮৮ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর তাঁর বিবৃতি দিতে সম্মত হয়েছেন।

এখন, আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি এক্ষুনি তাঁর বিবৃতি দিতে অপরাগ হন, তবে পরে কবে তিনি এই বিষয়ের উপর তাঁর বিবৃতি দিবেন, আমাকে জানিয়ে দিতে পারেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আগামী ৯-৩-৮৮ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ-- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ৯-৩-৮৮ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দিতে সম্মত হয়েছেন।

পরবর্তী দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুযায়ী নোটিশটির বিষয়বস্তু উৎথাপন করার অনুমতি আমি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হল, 'গত ৫-২-৮৮ ইং ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মাঃ)র উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির অফিসগৃহ প্রথমত কতিপয় কং(ই) সমাজবিরোধী দ্বারা ভাঙ্গচুর বিলুটপাট ও পরে পুলিশ কর্তৃক সম্পূর্ণ বে-আইনী ভাবে অফিস সীল করা সম্পর্কে'।

এখন, আমি ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি এক্ষুনি তাঁর বিবৃতি দিতে অপরাগ হন, তবে পরে কবে তিনি এই বিষয়ের উপর তাঁর বিবৃতি দিবেন তা আমাকে জানতে পারেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ--মি স্পীকার, স্যার, আমি আগামী ৯-৩-৮৮ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ৯-৩-৮৮ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর তাঁর বিবৃতি দিতে সম্মত হয়েছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আরও যে কলিং এটেনশান নোটিশ ছিল, সেগুলি কি পরে বিবেচনা করা হবে?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) ঃ—নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি সেগুলি দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয় বিবেচনা করা হবে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে দিয়ে থাকলে তো সেগুলি আর বিবেচনা করার কোন প্রশ্নই আসে না।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি এই হাউসে বলেছিলেন যে, যেগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি আসবেই। তাই আপনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেটাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার,, ত্রিপুরা বিধানসভা রুলস্ এণ্ড প্রোসিডিউর এণ্ড কণ্ডাক্ট অব বিজনেস অনুসারে সেখানে যে নির্দিষ্ট সময় বেধেঁ দেওয়া হয়েছে এই সময়ের মধ্যে যদি জমা না পড়ে তাহলে পরের দিন কনসিডার করা হতে পারে। কিন্তু কালকের নোটিশ যদি আজকে না আসে তাহলে কনসিডারেশনের কোন প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনকুল দাস ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেটাই স্মরণ করে দিচ্ছি।

MOTION FOR ELECTION TO ASSEMBLY COMMITTEE

মিঃ স্পীকার :— Hon'bly Members, cnsequent upon the dissolution of the last Assembly all the Assembly Committees have automatically disolved. As this is the first Session after the General Election, in pursuance of Rule 202 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly 5(five) elected Committees, namely -(1) Committee on Public Accounts, (11) Committee on Estimates, (111) Committee on Public Undertakings, (1V) Committee on Welfare for Scheduled Tribes and (V) Committee on Welfaje for Schedule Castes are to be elected by the House for the period upto 31st March, 1989. Now, I would request the Leader of the House/Ministsr of Parliamentary Affairs to move a Motion in this regard to obtain consent of the House,

Shri Sudhir Ranjan Majumder (Chief Minister):—Mr. Speaker Sir, in pursuance of Rule 98 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, I beg to move that "the House do proceed to elect eleven members in each of the Committee namely-(i) Committee on Public Accounts (ii) Committee on Estimates. (iii) Committee on Public Unber takings, (iv) Committee on Welfare for Scheduled Tribes (v) Committee on Welfare for Scheduled Castes according to the principle of proportional representation by means of single transferable vote for the period upto 31st March, 1989 as required under Rule 202 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly.

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Motion to vote. The Motion before the House is that —"The House do proceed to elect eleven Members in each of the Committee namely (i) Committee on Public Accounts, (ii) Committee on Estimates, (iii) Committee on Public Undertakings, (iv) Committee

on Welfare for Scheduled Castes according to the principle of proportional representation by means of single transferable vote for the period upto 31st March, 1989 as required under Rule 202 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly."

[Then the motion was put to voice vote and unanimously passed.]

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE

Mr. Speaker: —সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল : —Laying of the Tripura Chit Funds Rules, 1987, as required under Sub-section (3) of Section 89 of the Chit Funds Act, 1982".

আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী (অর্থমন্ত্রী) মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলসটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

Shri Sudhir Ranjan Majumder (Chief Minister):—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় I beg to lay before the House a copy of the Tripura Chit Funds Rules, 1987, as required under Sub-section (3) of Section 89 of the Chit Funds Act, 1912.

Mr. Speaker —সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল —Laying of the Notification No. F. 6(1)-PD/79-P.II dated the 27th October, 1987 issued by the Government of Tripura under the proviso to Sub-sectian (4) of Section 1 of the Tripura Security Act. 1980, extending the period by two years beyond the 25th January, 1988 during which the Act shall remain in force in the State of Tripura.

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিফিকেশানটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

Shri Samir Ranjan Barman (Home Minister) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় I beg to lay before the House a copy of the Notification No. F. 6(1)-PD/79.II, dated the 27th October, 1987 issued by the Government of Tripura under the proviso to Sub-section 4 of Section 1 of the Tripura Security Act, 1980, extending the period by two years beyond the 25th January, 1988 during which the Act shall remain in foree in the State of Tripura.

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় পেশ করা রুলস্ এবং নোটিফিকেশনটির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

PRESENTATION OF THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1987-88.

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো ঃ—'১৯৮৭-৮৮ইং আথিক সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী উৎথাপন'। এখন আমি মাননীয় অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি ১৯৮৭-৮৮ইং আথিক সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী সভায় উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি '১৯৮৭—৮৮ইং আথিক সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী' সভার সামনে পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়কে অনুরোধ করছি 'নোটিশ অফিস' থেকে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী সম্বলিত প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেবার জন্য এবং যে সকল সদস্য মহোদয়গণ ১৯৮৭-৮৮ইং আর্থিক সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর (ডিমাণ্ডস্ ফর সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস্ ফর দি ইয়ার ১৯৮৭-৮৮) ছাটাই প্রস্তাবের (কাট মোশান) নোটিশ দিতে চান, তাঁরা আগামী ৫ই মার্চ, শনিবারের মধ্যে তাঁদের নোটিশ বিধানসভা সচিবালয়ে জমা দিতে পারবেন।

MOTION ON VOTE ON ACCOUNT FOR A PART OF THE FINANCIAL YEAR 1988-89

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কার্মসূচী হলো ঃ---'১৯৮৮-৮৯ইং আর্থিক সনের ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরী সাপেক্ষে উক্ত আর্থিক বৎসরের আংশিক সময়ের জন্য অগ্রীম অর্থ মঞ্জুরীর প্রস্তাব উৎথাপন' আমি এখন মাননীয় অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী (মুখ্য-মন্ত্রী) মহোদয়কে ১৯৮৯ইং সনের আর্থিক বৎসরের ব্যয় মঞ্জুরী সাপেক্ষে উক্ত আর্থিক বৎসরের আংশিক সময়ের জন্য অগ্রীম ব্যয় মঞ্জুরীর প্রস্তাব উৎথাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি '১৯৮৮-৮৯ইং আর্থিক সনের ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরী সাপেক্ষে উক্ত আর্থিক বৎসরের আংশিক সময়ের জন্য অগ্রীম অর্থ মঞ্জুরীর প্রস্তাব' সভার সামনে উৎথাপন করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---ভোট অন্ এ্যাকাউন্ট মোশানটি বিবেচনা এবং পাশ করার জন্য আগামী ৮ই মার্চ দিনটি ধার্য করা হয়েছে।

GOVERNMENT MOTION

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট হইতে ঋণ মেলা সম্পর্কীয় ব্যাপারে একটি মোশান পেয়েছি।

মোশনটির বিষয়বস্তু হলো ঃ---Lone Affairs be taken in to Considaration

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে মোশানটি সভার সামনে উৎথাপন করতে এবং উহার উপর বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ---মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি "লোন মেলা অ্যাফেয়াস' মোশনটি সভার সামনে মুভ করছি।

স্যার, এই ত্রিপুরা রাজ্যে ঋণ মেলা নিয়ে একটি দক্ষ যজ্ঞ হয়ে গেছে। ঋণ মেলা কেন করা হচ্ছে? আমরা যখন বিরোধী দলে ছিলাম, তখন এই রাজ্যের গরীব মানুষের জন্য, বিশেষ করে দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী যারা আছেন তাদের জন্য কিছু করার জন্য চেষ্টা করেছিলাম। তারা যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং এর মাধ্যমে কিছু করে যাতে নিজেদের জীবিকা অর্জন করতে পারে, বেকারী দূর করতে পারে সেই জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা দাবী পেশ করেছি। আমরা সেই সময়ে আশা করেছিলাম, তদানীন্তন সরকার যারা নিজেরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন, গরীব মানুষের জন্য তাঁরা কিছু করবেন, দেশের থেকে গরিবী দূর করবেন এবং যাঁরা নিজেরাও সব সময় বলে আসছিলেন, 'আমরা সর্ব্বহারার প্রতিনিধি' তাঁদের কাছে আমি নিজে আশা নিয়ে গিয়েছিলাম, আবেদন রেখেছিলাম, এই রাজ্যের দলমত নির্বিশেষে গরীব বেকাররা যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সে জন্য এখানে যে জাতীয়কৃত ব্যাঙ্ক রয়েছে এবং ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে ঋণ মেলা করার জন্য সরকারের কাছে সহযোগিতার আহ্বান করেছিলাম। কিন্তু আমি এখনও বুঝতে পারছি না, সে সময় সরকার কেন এর বিরোধীতা করলেন। সরকারের বিরোধীতার জন্য আমরা সে সময় ঋণ মেলা করতে পারি নি। দরিদ্র দূরীকরনের বিভিন্ন কর্ম্মসূচীতো নেওয়া হয়েছিল, তাহলে কেন

এই রাজ্যে ঋণ মেলা হল না? কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার---রাজীব সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, দেশের গরীব মানুষের অবস্থার উন্নতির জন্য ব্যাপক ভাবে কিছু করার উদ্দেশ্য নিয়েই এটা করা হয়েছে। এই ঋণ মেলাতে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না। গরীব যারা আছে, বেকার যারা আছে তারা যদি ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পায়, তা নিয়ে সে যদি নিজের বেকারত্ব দূর করে নিজের অবস্থার উন্নতি করে এর মধ্যে কি রাজনীতি থাকতে পারে? আমরা যখন বিরোধী দলে ছিলাম তখন আমরা বলেছিলাম, এজন্য আমরা কোন আন্দোলন করব না, আমরা সবাই মিলে আসুন, ঋণ মেলার ব্যবস্থা করি। তা যখন করা যায়নি, তখন আমরা গরীবের পক্ষ নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করি। আমাদের দাবীতে সায় দিয়ে প্রধান মন্ত্রী এবং তদানীন্তন অর্থ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জনার্দন পূজারী ২৩শে অক্টোবর এই ত্রিপুরায় ঋণ মেলার জন্য ফর্ম দেওয়া হবে বলে ব্যাঙ্ক থেকে ঘোষণা করেন। স্টেট ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য ব্যাঙ্ক ও শাখা সহ মোট ১৬৩টি ব্যাঙ্ক থেকে ফর্ম দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেন। শুধু মাত্র কংগ্রেসকে ফর্ম দেওয়া হবে তা নয়। যারা আগে লাইন দেবে তারাই ফর্ম পাবে। তদানীন্তন অর্থ-মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এর বিরোধীতা করেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুটা সিং আশ্বাস দিয়েছিলেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে যদি ফোর্স লাগে তবে সেই ফোর্স সরকারকে দেওয়া হবে। তবুও ঋণ মেলা আমরা করতে পারিনি। হাজার হাজার মানুষ সেদিন লাইনে দাঁড়িয়েছিল। এই হাজার হাজার মানুষ যারা লাইনে দাঁড়িয়েছিল, তারা কোন্ মানুষ? এই সব মানুষ কংগ্রেস বুঝে না, কমিউনিষ্ট বুঝে না। তাঁদের সামনে বাঁচার রাস্তা হিসাবে এসেছিল এই ঋণ মেলা। সেদিন আমি জানিনা কেন সরকারী মদতে একদল দুষ্কৃতকারী তাদের উপর চড়াও হয়েছিল এবং বহু ঘটনা ঘটল। এর ইতিহাস একটা রক্তাক্ত ইতিহাস, এর ইতিহাস গরীব মেহনতী মানুষের রক্ত ঝড়ার ইতিহাস। আমরা সেদিন প্রতিটি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। দেখলাম কারো হাত নেই, কারো বা পা নেই, কারো বা অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নেই। বিভিন্ন ভাবে জঘন্য আক্রমণ সেদিন তাদের উপর হয়েছিল যার ফলশ্রুতি হিসেবে বেশ কিছু লোককে প্রান দিতে হয়েছিল। আমি জানিনা তাদের কি অপরাধ ছিল? আমি সেদিন প্রতিটি হাসপাতালে গিয়েছি, প্রতিটি দুঘটনাস্থলে গিয়েছি, তারা আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমাদের কি অপরাধ ছিল? আমরা ফরম নিতে এসেছি, কিন্তু ঋণ মেলার ফরম আমাদেরকে দেওয়া হয়নি। আমি সেদিন ঘোষণা করেছিলাম, ঋণ মেলার ফরম বিলিকে কেন্দ্র করে সেদিন যে জঘন্য আক্রমণ করা হয়েছিল, এটা যুদ্ধ ঘোষণার সামিল। একটা সরকার সেদিন গরীব মেহনতী মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, তাদেরকে খুন করেছিল। আমি সেদিন এই আক্রমনের শিকার থেকে গরীব মেহনতী মানুষদের বাঁচাতে পুলিশের সাহায্য চেয়েছিলাম কিন্তু পাইনি। পুলিশের বড় কর্তাদের সেদিন পাইনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকেও সেদিন আমি পাইনি। যেখানে গরীব মানুষের সেদিন প্রান দিতে হয়েছিল। তাই, কিছুদিন আগে আমি দিল্লীতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে দেখা করেছি, রাজ্যে দ্রুত ঋণ মেলা সংগঠিত করার জন্য আবেদন রেখেছি এবং তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রাজ্যে দ্রুত ঋণ মেলা সম্পন্ন করার। আমরা সেদিন ঘোষণা করেছিলাম যে ঋণ মেলার ফর্ম সেদিন যারা নিতে পারেননি, সেই ঋণ মেলার ফর্ম যাতে জনগণের কাছে পৌছে তার জন্য জনগণের মধ্যমেই আমরা ঋণ মেলার ফরম বিলি করার ব্যবস্থা করেছিলাম। কারণ, আমরা যদি আবার ব্যাংকের মাধ্যমে ফরম বিলির ব্যবস্থা করি তাহলে আবারও বহু লোককে হয়তো প্রান দিতে হবে। প্রাক্তন সরকার ব্যাংকের কর্মকর্তাগণকে ডেকে নিয়ে কোনঠাসা করে রেখেছিলেন, তারা বলেছিলেন, আমরা অসহায়, সুতারাং ঋণ মেলা করতে পারব না। এই ঋণ মেলা কোন পার্টিগত ব্যাপার না, এটা দলমত নির্বিশেষে সবাই পাবে। সেদিন আমরা জনগণের মাধ্যমে 8 লক্ষ ফরম বিলি করেছিলাম এবং এই ফরমগুলির নেবার জন্য তদানিন্তন প্ল্যানিং মিনিষ্টার জনার্দ্দন পূজারীর নিকট আবেদন করেছিলাম এবং তাঁরই নির্দেশে ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আমাদের কাছ থেকে ফরমগুলি নিয়েছিলেন। আমি দিল্লী গিয়ে

বলে এসেছি দ্রুত ঋণ মেলা নিষ্পত্তি করতে এবং কেন্দ্রীয় সরকারও রাজী হয়েছেন। এই রাজ্যে ঋণ মেলা হবে এবং এই ঋণ মেলায় সহযোগিতা করার জন্য সরকারী, বেসরকারী দলের সহযোগিতা চাইছি, প্রশাসনের সহযোগিতা চাইছি। ব্যাংকের কর্ম-কর্তাদের আমি মহাকরণে ডেকে নিয়ে ঋণ মেলায় সহযোগিতা করার জন্য আহবান জানালে তারা সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছেন। এবং ফরমগুলির প্রসেসিং এর কাজও দ্রুত গতিতে চলছে। ঋণ মেলা পারটিকুলার কোন দলের জন্য না, ঋণ মেলায় কতটাকা সাহায্য পাওয়া যাবে, সেটাও কোন বড় প্রশ্ন নয়, বড় প্রশ্ন হচ্ছে গরীব মানুষগুলিকে ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া। গরীব মানুষগুলি যাতে ঋণ পেতে পারে তার জন্য ত্রিপুরার কংগ্রেস(ই) ও টি ইউ জে এস এলাইয়েন্স সরকার সর্বতোভাবে সহ-যোগিতা করবে। এই ঋণ মেলা পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে, ভারতবর্ষের সর্বত্র হয়েছে। গরীব মানুষগুলি যদি ঋণ নিয়ে ফেরৎ দিয়ে আবার ঋণ নিতে পারে তাহলে একদিকে যেমন তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে, তেমনি, ত্রিপুরা রাজ্য ও উন্নতির স্তরে পৌঁছতে পারবে। ঋণ মেলার ফরমগুলির প্রসেসিং-এর কাজ দ্রুত গতিতে চলছে, এবং এই রাজ্যে দ্রুত ঋণ মেলা হতে পারে তার জন্য হাউসের পক্ষ থেকে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন রাখছি এবং কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে দ্রুত ঋণ মেলার ব্যবস্থা করছেন এবং ব্যংক কর্তৃপক্ষ দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছেন। তাদের এই কাজ কর্মে আমি ব্যক্তিগত ভাবে সন্তোষ্ট। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পিকার ঃ—অন্যান্য দলের সদস্যদেরও এতে আলোচনার সুযোগ আছে। তবে যাঁরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে চান, তাঁদের নামের তালিকা যেন আমার কাছে পেশ করেন। বিষয়টির জন্য এক ঘন্টা সময় নিদ্ধারিত।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (প্রমোদনগর) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ঋণ মেলা সম্পর্কে হাউসে যে বক্তব্য রেখেছেন তার জন্য তাকে অভিনন্দন জানাই। প্রাক্তন রাজ্য সরকার ব্যাংকের কাজ কতখানি সম্প্রসারিত করেছেন সে শুধু রাজ্য বাসিন্দারাই নয় সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষই দেখেছেন যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ব্যাংকের কাজ সম্প্রসারিত হয়েছে ত্রিপুরায়। এমনকি একটা জুমিয়াও ব্যাংকের ঋণ পেয়েছে যেটা তারা কোনদিন কল্পনাও করতে পারত না। কাজেই ব্যাংকের ঋণ গরীবের ঘরে যাক্ এটাই প্রাক্তন রাজ্য সরকারের নীতি ছিল। এ বিষয়ে অন্ততঃ গরীব মানুষ কোনদিন সন্দেহ করেননি। কিন্তু তারা দেখেছেন যে ঋণ পাওয়ার জন্য ব্যাংকের দরজা বড় লোকদের জন্য যতখানি খোলা, গরীবের জন্য ততটা নয়। স্যার, আই, আর, ডি, পি'র টাকা হলো যার কোন সম্পত্তি নেই তার জন্য। দারিদ্র সীমার নীচে যারা বাস করেন তাদের জন্য। কিন্তু ব্যাংকের অফিসে গিয়ে দেখতে পেলাম যে আই, আর, ডি. পি-তে ঋণ নিতে হলে তাদের জমির পরচা থাকতে হবে, অন্যথায় তারা ঋণে পাবে না। পাঁচ বছর এটার বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হয়েছে, গাইড লাইন ব্যাখ্যা করতে হয়েছে। কি করে তহশীল অফিস থেকে কাগজ এনে তারা আই, আর, ডি, পি, গ্রহণ করতে পারে? কেন্দ্রীয় সরকার বড় লোকের সরকার। কারণ তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে টাকা ফেরৎ দিতে পারেন কালোবাজারী করে বিভিন্ন অসৎ উপায়ে, কি গরীব মানুষ তো ওটা পারে না। সে জন্য এই রাজ্যের মধ্যে শতকরা ৫০ জন ডিফলটার ভারতবর্ষের মধ্যে সম্ভবতঃ হয়েছে। ডিফলটার মানে কি? ব্যাংকের দরজা তাদের কাছে খোলা নেই। এস, টি, এস, সি এবং অন্যান্য অংশের যারা গরীব মানুষ শ্রমজীবি মানুষ এবার ঋণ নিলে দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়। কতবার বলেছি সেই প্রাক্তণ অর্থমন্ত্রীর প্রথম দাবীর কাছে বলেছি, পরের অর্থমন্ত্রী মিঃ সিংহকে বলেছি তিনি এখন নেই যে অল্প টাকা দিননা, এত টাকা হবে, আমি হিসাব করে দিয়েছিলাম ৮কোটি,, ১০কোটি হবে, এটা রাইট অংক করে দিন না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তারপর লিখেছি তেওয়ারী সাহেবকে।

(গণ্ডগোল)

স্যার, বর্তমান অর্থমন্ত্রীকেও লিখেছি, কি লিখেছি, ? যে, আপনি যদি রাইটঅংক করতে না পারেন আমাকে ঋণ দিন, আপনার সরকার তো আমেরিকা থেকে ঋণ আনতে পারে, আমি তো পারি না। আমি রিজার্ভ ব্যাংক থেকে ঋণ আনতে পারি। রিজার্ভ ব্যাংকে লিখেছি যে আমার ১০ কোটি টাকা ঋণ দিন এই গরীব মানুষগুলির ঋণের ভার আমি নেব, রাজী হয় নি। কত চোখের জল পড়ছে এখন গরীব মানুষের জন্য! ভোটের জন্য চোখের জল গরীবের জন্য নয়। ভোট পাওয়ার জন্য কত জালিয়াতি করতে পারে, সীমাহীন জালিয়াতি। আমি বিস্তৃত বিবরণ দিতে চাই না। আপনারা কি লিখেছেন ইউ, বি, আইকে এই ঋণ মেলা করতে সেই চিঠি আমার দপ্তরে আছে। আমরা লিখিনি, রিজার্ভ ব্যাংক জানে না ঋণ মেলা হচ্ছে। তারপর একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সারকিট হাউসে বসে বিবৃতি দিলেন, টেপ রেকর্ড আছে, রাজ্য সরকার দরকার নেই, রাজ্য পুলিশের দরকার নেই, আমি আমার ভলানটিয়ার নিয়ে

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ---পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, এটা রিলেভেন্ট কিনা? মোটেই রিলেভেন্ট না, আই ওয়া ন্ট অন্যারাাবল অপজিশ্যান লিডার হি স্যুড বি বিলিভেন্ট টু দি সাবজেক্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ--স্যার, জালিয়াতির তথ্য চাচ্ছেন আর দিতে গেলে ভীত হচ্ছেন। আমি সেটা প্রধান মন্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলাম যে, আপনার মন্ত্রী এতদূর পর্য্যন্ত গেছেন, রাজ্য সরকার লাগে না, পুলিশ লাগে না, আমার কংগ্রেস ভলেনটিয়ার আমি কমিটি করে দিয়েছি তারা ঋণটা বন্টন করে দেবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, বুটা সিং বলেছেন যত পুলিশ, যত প্যারা-মিলিটারি লাগে আমি দেব। আমি শুনে খুশী হয়েছি যে ভদ্রলোক আধা ব্যাটেলিয়ান সি,আর,পি, দিতে পারেন নি টি, এন, ভিকে দমন করার জন্য, ঋণ মেলার জন্য প্যারা মিলিটারি ফোর্স পাঠিয়ে দিতে পারেন, এটা লক্ষনীয় যে টি,এন,ভি, দমন করার জন্য নয়, ভোটের জন্য প্যারা মিলিটারি ফোর্স পাঠাবার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আমার জানা নেই কাকে লিখেছেন, কখন লিখেছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, এই যে ঋণ মেলা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর বর্তমান সিদ্ধান্ত বা অনুরোধ, এখানে দেখা যাচ্ছে সিদ্ধান্ত অনুসারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক রাজ্য সরকার নয়, তার কতগুলি নর্মস ফমর্স ইত্যাদি আছে সেগুলি অগ্রাহ্য করে তারা দেন নি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় বিরোধী দলের নেতা, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে। আমার কাছে আট জন মাননীয় সদস্যের নামের লিষ্ট আছে। এই বিজনেসের উপর এক ঘন্টা সময় ধার্য্য করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—আমাদের কয়জন বলছেন?

মিঃ স্পীকার ঃ---আপনাদের দু'জন বলছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---আমার মেম্বার হিসাবে মিনিট ঠিক করে দিন।

শ্রীদশরথ দেব (রামচন্দ্রঘাট) ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, একডিং টু প্রপোরসনেটলি উই গেট ২৮ মিনিটস্ আউট অব্ ওয়ান আওয়ার, কাজেই আমাদের ২৮ মিনিট আমরা ব্যবহার করতে পারি। ওয়ান ম্যান ক্যান স্পীক, টু ম্যান ক্যান স্পীক, থ্রি ম্যান ক্যান স্পীক দি টাইম উয়িল বি ডিভাইডেড টুয়িন দি স্পীকারস্ অব্ দি অপজিশ্যান এ্যাণ্ড অনলি রুলিং পার্টি দে উয়িল গ্যাট ৩০।৩২ মিনিটস্ ওনলি ইনক্লুডিং দি স্পীচ মেইড বাই দি মিনিষ্টারস্, দিস ইজ দি পার্লামেন্টারী প্রসিডিউর।

মিঃ স্পীকার ঃ--আপনাদের ২৫ মিনিট ধার্য্য করা হয়েছে, শাসক দলের ৩০ মিনিট ধার্য্য করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—ঠিক আছে, আমি ১৫ মিনিট বলব। কয় মিনিট আমি বলেছি ?

মিঃ স্পীকার ঃ—৫ মিনিট।

.মঃ স্পীকার ঃ—৫ .ম.নট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—পাঁচ মিনিট বলেছি, আর ১০ মিনিট বলব।

স্যোর, ঋণ মেলা সম্পর্কে ভোটের আগে নয়, ভোটের পরে যে কোন সময় ঋণমেলা হোক, আমাদের বক্তব্য ছিল যে, নির্বাচনের কাজে ঋণমেলা ব্যবহার করা যাবেনা। আমি কর্‌াশ হয়েছি। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া রাজী হয়েছেন। ঋণমেলা করেনি, ওদের খুশী জানুয়র জন্য। আমি তাদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম ২৮শে ।রী আগরতলা প্যারেড গ্রাউণ্ডে, ১জন বক্তা ঘোষণা করলেন, যে, নির্বাচনের পরে ঋণমেলা হবে। এইটা উকরাপটেড। নির্বাচনের মাত্র ৩ দিন বাকী। তার মধ্যে ঘোষণা করে দেওয়া আমি নির্বাচনের পরে ঋণমেলা করব। যিনি প্রধানমন্ত্রী, এর চেয়ে করাপ-শান হতে পারেনা। ইলেকশান করাপশান। তারপেরও আমি বলছি ঋণমেলা করুন, কিন্তু আমাদের বক্তব্য আছে। সেই বক্তব্য হচ্ছে, যারা শতকরা ৫০ ভাগ লোক যাদের জন্য ব্যাংকের দরজা বন্ধ হয়ে আছে, তাদের দরজা খুলে দিতে হবে। ডিফলটারস্‌কে ঋণ দিতে হবে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে, ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রেতে যারা প্রথম এসেছে তার প্রথম পাবে। ব্যাংকের দরজায় কারা প্রথম এসেছে সেটা দেখতে হবে। নিয়ম মত ব্যাংকের আবেদন পত্র ইত্যাদি সেগুলি দাখিল করতে হবে। আমরা বলেছি, যে যত তড়োতাড়ি হয় নির্বাচনের পরে, ব্যাংকে বলেছি ঋণমেলা করুন। কত টাকা ওদের ব্যাংকে আছে আমি পরীক্ষা করে নিচ্ছি, কত গরীব মানুষ পায় আমরা পরীক্ষা করে নব। সমস্ত ব্যাংকের দরজা যদি খুলে দেওয়া হয়, সবচেয়ে বেশি খুশী হব আমরা। কারণ আমরা বড়লোকদের তাবেদার নই। আমি এখনও সন্দেহ পোষণ করছি যে, ঋণ নিয়ে দলবাজি হবে কিনা? এই ঋণ নিয়ে আগামী পঞ্চায়েত ইলেকশান, অন্যান্য কমিটির ইলেকশান করার জন্য ব্যবহার করা হবে কিনা? সেটা বন্ধ করতে হবে। প্রত্যেক গরীব মানুষ যাতে পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। আর একটা জিনিষ দেখেছি, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ঐখানে ১ দিনে শত শত কোটি টাকা বন্টন করা হয়েছিল। উনি বলেছেন ১ হাজার টাকা গেছে প্রকৃত দরখাস্তকারীর পকেটে, আর বাকী ৪ হাজার টাকা কংগ্রেস আইয়ের পকেটে। রাজ্যস্তরে, বিভাগ স্তরে, এলাকা স্তরে সমস্ত টাকা বন্টন করে নিয়েছে দালালরা। এইটাও এইখানে হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেটা সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করা দরকার। ঋণ মেলা নিয়ে যে দুর্নীতি ঋণের আবেদন পত্র বিলি করার সময়ে ওরা শুরু করেছে। এক-একটা আবেদন পত্র বিলি বন্টন করার, কাজ করার সময়েতে হাজার হাজার লক্ষ টাকা ওরা নির্বাচনের তহবিলে আদায় করেছে সেইসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে।

মিঃ স্পীকারঃ —মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী আজকে যে ঋণ মেলা সম্পর্কে এই হাউসে যে আমাদের আলোচনা করার জন্য যে সুযোগ দিয়েছেন সেজন্য আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, অত্যন্ত আনন্দিত হলাম যে আজকে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যে মধুর ভাষণ দিয়েছেন এই হাউসে তা শুনে। কারণ এই বামফ্রন্ট সরকার ৭৮-এ ক্ষমতায় আসার পরে এই রাজ্যে আজকে গরীবের সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, আমরা দেখতে পাই আমাদের বিগত কংগ্রেসী আমলের ৩০ বৎসরের শাসনে এই রাজ্যে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করত শতকরা ৬৩ জন, আর বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আজকে এই রাজ্যে শতকরা ৮৫ জন লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। এই হচ্ছে বাম-ফ্রন্ট সরকারের, জনদরদী সরকারের নমুনা। গরীব সরকারের নমুনা। আজকে

তারা মধুর বুলি দিচ্ছেন এই হাউসে। কিন্তু আজকে আমরা এই রাজ্যে জনগণের কল্যাণের জন্য, যারা দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করছেন, তাদের অর্থনৈতিক স্বয়ং সম্পূর্ণ করার জন্য আমরা ঋণমেলা চেয়েছিলাম এই বিধানসভায়। আজকে যিনি বিরোধী দলনেতা উনি হাউসে বিরোধীতা করেছিলেন, জনগণের পেটে লাথি মেরেছিলেন সেই সরকার। আজকে খুনের রাজত্ব কায়েম করেছে সেই বামফ্রন্ট সরকার। আমরা কি দেখতে পাই, বিগত ১০ বৎসরে ১৪ হাজার লোক খুন হয়েছে। একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে একটা অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করে রেখেছিল এই বামফ্রন্ট সরকার। আজকে এই ঋণ মেলা কার জন্য? এই ঋণমেলা গরীবের জন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আবার বিরোধীতা হচ্ছে এই ঋণমেলার ব্যাপারে। এই হচ্ছে জনদরদীর নমুনা। আমরা দেখতে পাই আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার, বামফ্রন্ট সরকারের হাতে কোটি কোটি টাকা দিয়েছেন। এই অর্থ দিয়ে তাদের ক্যাডার পোষা রাজনীতি এই রাজ্যে কায়েম করেছিল বিগত বামফ্রন্ট সরকার। আজকে বহু মায়ের সিথির সিদুঁর মুছেছেন সেই সরকার, বহু মায়ের শিশুকে হত্যা করেছে সেই সরকার। গরীবের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে ভাতের মুঠো। আজকে ভারতবর্ষে অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে গরীবের সংখ্যা বেশী এবং এই রাজ্য সবচেয়ে অনুন্নত। তার জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এই ঋণ মেলা দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার সেখানে বাধার সৃষ্টি করেছিলেন।

মিষ্টার স্পীকার স্যার, আমাদের এই রাজ্যের এই উগ্রপন্থী দমন করার জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার সেই বামফ্রন্ট সরকারকে হাজার হাজার সি আর পি দিয়েছেন, মিলিটারী দিয়েছিলেন। কিন্তু জনগণ ঋণ মেলার ঋণ নিতে ব্যাংকে যাবে সেখানেও আজকে আমাদের বিরোধী দল নেতা, তিনি বলেছিলেন যে আইন শৃংখলা নষ্ট হতে পারে। যারা গরীব তারা ঋণ নেবেন সেখানে আইন শৃংখলা বিঘ্ন হতে পারে, আজকে কি প্রমাণ হল? মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে কোথায় সেই উগ্রপন্থী? আজকে আমরা বলতে পারি উগ্রপন্থী তাদের বাড়ীতেই ছিল। আজকেও আমরা দেখতে পাই সেই উগ্রপন্থীকে তারা মদত দিচ্ছেন, আবার তারা খুনের রাজত্ব কায়েম করার চেষ্টা করছেন। বিগত কয়েক দিনের কংগ্রেস ও টি ইউ জে এস সরকার বসতেই বসতেই আজকে সারা ত্রিপুরায় একটা ইতিহাস রচনা হয়ে গেছে, আজকে এখানে আর রক্ত ঝরেনি, রাজ্যের সাধারণ মানুষ আজকে শান্তিতে ঘরে ঘুমাতে পারছেন। আর ঐ সরকারের দৌলতে মানুষ দিশাহারা হয়ে গিয়েছিলেন। এই রাজ্যের জনগণ রায়, দিয়েছেন এবং তার ফলশ্রুতিও পেয়েছেন, হাত চিহ্নে ভোট দিয়েছেন বলে প্রথমেই আমার কর্মচারী ভাইদের ৫ টা ডি.এ, দিয়েছি, এই হাতে ৫ টা আছুল তাই। আর গরীব মেহনতী মানুষ আমাদের ভোট দিয়েছিলেন বলে তাদের জন্য আমরা দিয়েছি ঋণ মেলা। বাধা সৃষ্টি করবেন না, আমাদের কাজ শুরু করতে দিন, ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের সেবা করতে দিন। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতাকে বলছি আমাদের এই সরকারকে সহযোগিতা করুন, সাহায্য করুন। আমাদের সেই ঋণ মেলা নিয়ে আমরা রাজনীতি করতে চাই না, আপনিও বলুন কাকে ঋণ মেলা দিতে হবে, আমর দিয়ে দেব, খুনের রাজত্ব কায়েম করতে যাবেন না, খুনীদে জন্য আমরা টাকা দেব না এই সরকার কোনদিন খুনীকে টাকা দেয়নি।

মিঃ স্পীকারঃ---মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, আর ২ মিনিট আছে।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথঃ---শেষ করছি স্যার,। আজকে আমরা দেখছি কি যে, যারা জনদরদী সরকার ছিলেন, আজকে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের চোখে কাটা পড়ে গেছে, কিন্তু একটা কথা স্মরণ রাখবেন যে, কংগ্রেস এমন একটা দল তারা রক্ত দিতে জানে প্রাণ দিতে জানে, তারা প্রাণ দিয়ে দেশকে রক্ষা করতে জানে,

শ্রীমতি গান্ধীও রক্ত দিয়ে তার ইতিহাসকে রক্ষা করেছেন, তবু এই খুনী সরকারের হাতে বা এই বিচ্ছিন্নতাবাদীর হাতে তুলে দিতে চাননি। তাই কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, দেশকে রক্ষা করেছেন, ত্রিপুরার জনগন তার রায় দিয়েছেন, আজকে ঐই খুনী সরকারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কংগ্রেস টিইউ জেএস এর একটা যৌথ সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই মাননীয় বিরোধী দল নেতা যিনি আছেন ওনার কাছে আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ জনগণের সেবা করার জন্য আমরা যে প্রতিজ্ঞা করেছি, শপথ নিয়েছি এবং আমাদের কংগ্রেসের ইস্তাহার আমরা গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দিয়েছি এই ইস্তাহার মতে কাজ হবে। বামফ্রন্ট সরকারের ইস্তাহারটা মনে হয় তাদের পকেটেই আছে তারা প্রকাশ করতে রাজী হননি। আপনাদের ইস্তাহার প্রকাশ করবেন কি, সেটার মধ্যেতো খুনের কথা লেখা আছে, আপনারা তো রক্ত চান আপনারাতো শান্তি চান না। আমরা এই রাজ্যে আমাদের এই ইস্তাহার কার্য্যকরী করতে চাই, তাই কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যের জনগণের জন্য আমাদের সেই ঋণ মেলার ব্যবস্থা করেছেন। তাই আমি আমাদের মাননীয় বিরোধী দল নেতাকে বলছি তিনি আমাদের সহযোগিতা করুন এবং জনগণের জন্য যে ঋণ মেলার কথা আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী এই হাউসে পেশ করেছেন তাক সমর্থন করার জন্য আমি অনুরোধ করছি, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ-মাননীয় সদস্য শ্রীরতন ঘোষ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি ঋণ মেলা ত্রিপুরা রাজ্যে হচ্ছে এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনিও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন আজকে যারা বিরোধী দলে রয়েছেন এই কিছু দিন আগেও যারা মন্ত্রী ছিলেন, যারা গরীব মানুষের বন্ধু বলে নিজেদের দাবী করতেন, আজকে করেন কি না জানি না, তাদের সেই সময়টার লম্বা ইতিহাস রক্তের, সেই কথায় আমি এখন যাব না। মানুষ ফর্ম আনতে গিয়েছিলো সেখানে মানুষকে খুন হতে হয়েছিল। আজকে বিরোধী দলের নেতা যিনি রয়েছেন তিনি বলেছেন যে ঋণ মেলা সম্পর্কে আমরা স্বাগত জানাই ওনার দলের মানুষ, সেই দিনও দেখেছি একটা প্রশাসন যখন ক্ষমতায় ছিল তখন বোমা বন্দুক রামদা কাঁধে নিয়ে গ্রামকে হাম মজার করে দিয়েছে, বিলোনিয়া থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত। এই কলংকের ইতিহাস, তার পরেও ওনারা বলতে পারেন যে আমরা অগরীবের বন্ধু। মিঃ স্পীকার স্যার, এই কলংকের ইতিহাসে যারা বলি হয়েছেন, যাদের হাত চলে গেছে ঐ অর্জুন মজুমদারের মত ছেলেদের, যারা নিহত হয়েছেন, তাদের জন্য একটা ব্যবস্থা করার জন্য মিঃ স্পীকার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে ঋণ মেলা হতে যাচ্ছে এই কথাটা যখন ঘোষণা করলেন তখনও বহু মানুষ আবার কাঁদবে এই বলে যে, এই ঋণ মেলার ফর্ম আনতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদী কমিউনিস্ট ঘাতকের হাতে বহু মানুষকে খুন হতে হয়েছে বিশেষ করে আমার মনে আছে আমাদের খয়েরপুর অঞ্চলে প্রকাশ্য দিবালোকে তিনটা যুবককে টেনে এনে খুন করা হয়েছিল। শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এখানে রয়েছেন, ৫ঠা নভেম্বর তিনি মানে বর্তমান বিরোধী দল নেতা বক্তৃতা করতে গিয়েছিলেন সেখানে পুলিশ, সি আর পি বেষ্টনের ভিতরে এবং সেখানে তিনি বলেছিলেন এই ছেলে নাকি গুণ্ডামি করেছিল। আজকে এই বিধানসভার ভিতরে দাঁড়িয়ে আমি আবার বলছি সেই দিন একটি বারের জন্যও তৎকালীন শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী একটু হিসাব করতে চেষ্টা করলেন যে এতগুলি কোপ দিয়ে যারা কুপিয়ে কুপিয়ে তাদের হত্যা করেছে তাদের সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার একটু আফসোস রয়েছে, এর পরেও ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কতটুকু শ্রদ্ধা থাকবে ওনার উপর আমি জানি না। আপনারা বলেন গরীবের বন্ধু, বড় বড় চিৎকার দেন, লেলিনের কথা হামেশাই বলেন, আপনারা সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা রয়েছে, কত কত বড় একটা গণ্ডগোল সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সেই দিন হয়েছে, অথচ একটা পুলিশের টিকির দেখা পাওয়া যায়নি, সমস্ত পুলিশকে লক আপে রেখে দিয়েছিলেন কি সেই দিন?

এদিকে যেখানে গনতান্ত্রিক আন্দোলন কংগ্রেস করেছে, টি ইয়ু জে এস করেছে সেখানে পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে ঠেঙ্গিয়েছেনে মানুষকে, আপনাদের এই ইতিহাস কলংকের ইতিহাস। আজকে শরীরের কথা বলার আগে আমিমবিশ্বাস করি এইযে ঋণ মেলা হতে যাচ্ছে তাতে যে প্রতিশ্রুতি ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষকে দেওয়া হয়েছে সেই প্রতিশ্রুতি ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষ আদায় করেছে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে। সুতরাং সহযোগীতা করুন সন্ত্রাস বন্ধ করতে, মানুষের ম্লঈয়নে এবং রক্তের হোলি খেলা বন্ধ করতে সহযোগীতা করুন, আগামী প্রজন্মকে বাঁচতে দন। আপনাদের নিকট থেকে আমরা এই শিক্ষা আশা করিনি, এ কথা প্রশাসনের মধ্যে বসে থেকে আপনারা প্রশাসনের নাকের ডগার সামনে দিয়ে হাজার হাজার গুণ্ডা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে।

মিঃ স্পীকারঃ---মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীরতনলাল ঘোষঃ---এক মিনিট স্যার। আজকে বিরোধী শিবিরে যারা রয়েছেন তাদের কাছে অনুরোধ করছি, এখানে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রীও রয়েছেন ওনার কাছেও অনুরোধ রছি আগরতলা শহর সহ সারা ত্রিপুরায় যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করত প্রকাশ্য দিনের বেলায় যারা খুন করত, তারা কোন শিবিরে ছিল আমরা জানি, অনুগ্রহ করে তাদেরকে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুন। এইটা শুধু কথার কথা নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিগত দশ বছরে ত্রিপুরা রাজ্যটাকে একথা কলংকের স্পট দিয়ে দিয়েছেন আপনারা, আমরা মুছে দিতে চাই, সবাইকে নিয়ে বাঁচতে চাই। কাজেই যারা বিরোধী ভূমিকায় রয়েছেন তাদের কাছে আবেদন করছি যারা নিহত হয়েছেন ছোট ছোট খুনে নয়, রাজনৈতিক পরিকাঠামোর ভিতরে রেখে তাদেরকে প্ল্যান মাফিক খুন ক করানো হয়েছে, তাদের কথা একটু নুতন করে ভাবুন, আমরা চাই না নুতন করে মানুষ খুন হোক, তাই এখানে যে ঋণ মেলা হচ্ছে তাতে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি এই বলে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা রাষ্ট্রমন্ত্রী ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী তথা এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় সুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয়কে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না এই কারনে যে, দীর্ঘ দিনের লড়াইয়ের ফলে এই রাজ্যের গরীব মানুষ তাদের ন্যার্য পাওনা ঋণ মেলার সুযোগ আদায় করতে পেরেছেন বলে এবং এই সুযোগ পাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ করে ভারতয়ে প্রধান মন্ত্রী এবং এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আন্তরিক সহযোগিতার কারণেই তাদেরকে ধন্যবাদ জানাইতে হয়। এই রাজ্যের গরীব মানুষের পরিসংখ্যানে দিয়ে যদি দেখি তাহলে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত এই রাজ্যে দারিদ্রসীমার নীচে যারা বসবাস করত তার সংখ্যা ছিল শতকরা ৬৭ ভাগ। গত দশ বছরে কেন্দ্রের কাছ থেকে গরীব মানুষের নাম করে কোটি কোটি টাকা যেভাবে নেওয়া হয়েছিল তাতে আমরা দেখলাম সেই দশ বছরের মাথায় এই রাজ্যের গরীব মানুষের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো শতকরা ৮৭ ভাগ। তাহলে আজকে এই কথাটা মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে জানতে চাই যে, যারা আজকে বিরোধী ভূমিকায় আছেন এবং যারা নিজেদের গরীবের বন্ধু বলে জাহির করে থাকেন, তারাই বলুন দশটা বছর কোটি কোটি টাকা গরীব মানুষের নাম করে কেন্দ্র থেকে এনেছিলেন সেই টাকা কার পকেটে গিয়েছিল? মিঃ স্পীকার স্যার,, সম্ভবত সেই জবাব তারা দিতে পারবেন না এবং পারবেন না বলেই পরিসংখ্যানটা তারা আমাদের সামনে তুলবেন না। মোটর শ্রমিক সমবায় সমিতির নাম করে মার্ক্সবাদী কমিয়্যুনিষ্ট পার্টীর নেতা, এম.এল.এ. এবং তাদের ছেলেদের নামে, ভাইয়ের নামে কোটি কোটি টাকা পাইয়ে দিয়েছিলেন.। যদি নাম জানতে চান আমি বলব---এই হাউসে একজন মেম্বার রয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা, এবং তথ্য নিয়ে খোঁজ করে দখুন---এরা নাকি আবার গরীবের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, একজন প্রাক্তন বিধায়ক যিনি এই হাউসে নেই তার সম্পর্কে কোন অভিযোগ করা আনপার্লামেন্টারী। এটা ঠিক নয়।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যিনি এই হাউসে উপস্থিত নেই তার সম্পর্কে কিছু বলা ঠিক নয়।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি নাম বলছিনা, এই ধরনের নাম এবং তথ্য রয়েছে---এই তথ্য যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে তাই মাননীয় বিরোধী দলের নেতা সেইটা চাচ্ছেন না।

তারপর ইটের ভাটার নামে সমবায় সমিতির মাধ্যমে নিজেদের দলের ক্যাডারদের কিছু পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে দেখা গেছে ইটের ভাটা লাটে উঠেছে। কাজেই এই নতুন সরকারের কাছে আবেদন রাখছি, যে, এই সব ব্যাপারে যেন যথাসম্ভবভাবে তদন্ত করার দেখা হয়। কারন ত্রিপুরার মানুষ আজ এই সব কিছু জানতে চান। তারপর লটারী কেলেংকারী ইত্যাদি ফাঁস করার জন্য যাতে তদন্ত করা হয় সে জন্যও আমি এই নতুন সরকারের কাছে আবেদন রাখছি। এই রাজ্যের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা কিভাবে তারা আত্মসাধ করেছেন সেটা ত্রিপুরার মানুষের জানার অধিকার রয়েছে। আইনগত প্রশ্ন তুলে এই হাউসকে ঠকানো যাবে কিন্তু গরীব মানুষকে আর অন্ধকারে রাখা যাবে না।

আমাদের সরকার গরীব মানুষের জন্য ঋণ মেলা আয়োজন করেছেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি পদ্ধতিতে একা করা হবে সেটা বলেছেন। এই ঋণমেলা করার ক্ষেত্রে আমাদের অতীতে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা থেকে আমরা দেখছি যে, বিগত দশ বছরে এই রাজ্যে ক্যাঠার রাজ চালু করা হয়েছিল। আমরা দেখেছি এই সরকার ক্যাডার রাজকে খতম করে গরীব মানুষের সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

স্যার, আজকে এইটা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, গত ২৩শে এবং ২৪শে অক্টোবর, এই রাজ্যে ঋণ মেলা করতে গিয়ে এই রাজ্যের গরীব মানুষেরা ব্যাংকের সামনে গিয়েছিলেন কিন্তু সেখানে মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির খুনে বাহিনীর লোকেরা কংগ্রেস-টি,ইউ,জে,এস,-এর সমর্থক যারা ঋণ মেলায় অংশ নিতে গিয়েছিলেন তাদের উপর অত্যন্ত নৃসংশভাবে অত্যাচার করেছে। এমনকি তাদের হাত থেকে মহিলারা পর্য,ন্ত রেহাই প্রায়নি। তাদের অত্যাচারে অনেকে প্রান হারিয়েছেন এবং অনেক আহত ও পঙ্গু হয়ে পড়েছেন। কিন্তু এইটা অভিনন্দনযোগ, যে, নতুন রাজ্যসরকার এই অল্প সময়ের মধ্যে ক্ষমতায় বসেই ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সাহায, দেবার জন্যে বিভিন্ন ব,বস্থা নিয়েছেন। মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির খুনে বাহিনীর অত,াচারের একটা করুন দৃষ্টান্ত আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। সেদিন ২৪শে অক্টোবর গরীব মানুষ পুরুষ ও মহিলারা ব্যাংকে গিয়েছেন ঋণ মেলার ফরম্ আনবার জন্যে। সেখানে কয়েক হাজার মানুষ গিয়েছিলেন। এমন সময় মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির খুনে বাহিনী সেখানে রামদাও, বোমা ইত্যাদি নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং অত্যন্ত নৃশংসভাবে জাতি-উপজাতি মা,বোনদের উপরেও অত্যাচার শুরু করে। তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি ৮০ বছরের বৃদ্ধা আশাবালা দাস। মারাত্মক আহত হয়ে সে হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং পরে সেখানেই সে মারা যায়। সুতরাং আজকে তাদের চোখে এই করুন কান্না শোভা পায়না। কাজেই প্রকৃত গরীব মানুষের কল্যাণে কাজ করার মানসিকতা নিয়ে কাজ করার জন্য আহবান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাধ।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া অবিলম্বে ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের যে গাইড লাইন আছে সে অনুসারে ঋণ মেলা করার জন্য যে অনুমোদন দিয়েছেন তার জন্য আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। রিজার্ভ ব্যাংক অব্ ইণ্ডিয়া যে গাইড্ লাইন দিয়েছে সে গাইড লাইনকে রাজ্য সরকার অনুসরণ করবে বলে আমি

আশা করি। মিঃ স্পীকার স্যার, গত আগষ্ট-সেপ্টেম্বর থেকে এই ঋণ মেলার ব্যাপারে বিশেষ করে কংগ্রেস(ই) দল চারিদিকে যে সংগঠন করেছিল সেটা আমরা দেখেছি। এটা কেমন ধরনের ব্যবস্থা যে সাদা কাগজে সই করে সেটা ব্যাংকে জমা দিয়েছে। জমা দিয়ে বিভিন্ন ব্যাংকের সামনে হামলা শুরু করেছে। যার ফলে বিভিন্ন ব্যাংকের ম্যানেজাররা নিরাপত্তার জন্য আমাদের কাছে দৌড়ে এসেছিল। কিভাবে টাকা দেওয়া হবে তার কোন নিয়ম সেখানে চলবেনা, তদন্ত সেখানে চলবেনা। তারপরে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীরাও এসে এটার সঙ্গে যোগদান করল। এখন যিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তখন তিনি কংগ্রেস(ই)'র প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং এজন, প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আজকেও বলছেন যে তাকে ৪ লক্ষের উপর ফর্ম দেওয়া হয়েছিল। তিনি কোথা থেকে এই ফর্ম পেলেন? আমরা জানি যে রিজার্ভ ব্যাংক অব্ ইণ্ডিয়া তাদের গাইড লাইন অনুসারে প্রত্যেকটা ব্যাংকের অপারেশন এরিয়া ঠিক করে দিয়েছেন যেখানে থেকে তারা ফর্ম পাবে। যত রকম ঋণের পদ্ধতি আছে তার গাইড লাইনও আছে। কিন্তু আমরা দেখলাম সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বাড়ী বাড়ী গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস কর্মীদের হাতে ঋণের ফর্ম। স্যার, অবাক হওয়ার কথা যে ভোটের আগে তারা ঋণের ফর্ম নিয়ে বাড়ী গিয়ে বলছে যে, ছেলের মাথায় হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করুন আপনার ৫ হাজার টাকা ঋণ আমরা আপনার বাড়ীতে এনে পৌঁছে দেব কিন্তু ভোটটা হাত চিহ্নে দিতে হবে। বিশ্বাস করুন আমরা সরকার হলে নিজেদের থেকে টাকা দেব। স্যার, এভাবে তারা জনগণকে বলেছেন। স্যার, ইউ,বি,আই'র চেয়ারম্যান, আর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ২ জন ও ত্রিপুরার কংগ্রেস(ই) প্রেসিডেন্ট মিলে পরামর্শ করেছিল কোন রকমে এই ফর্মগুলিকে নিয়মিত অর্থাৎ রেগুলারাইজ করা যায় কিনা। আজকে আমি উদ্বেগ প্রকাশ করছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেখানে বলেছেন যে, তিনি ৪ লক্ষ ফর্ম পেয়েছেন এবং সেগুলি ব্যাংকে জমা দিয়েছেন। তাহলে সেগুলি কোথায় চেক্-আপ করা হয়েছে? আমরা জানি, ত্রিপুরার ৩ লক্ষের উপর কৃষকরা এই ফর্ম নিয়ে সই করে বিভিন্ন ব্যাংকে জমা দিয়েছে। তাদের কাছে এখনও তার রসিদ আছে। কাজেই রিজার্ভ ব্যাংকের গাইডলাইন গ্রহণ করা হবে কিনা? আমরা মনে করি পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের নিয়ে মিটিং করে কারা কারা বেনিফিশিয়ারি অর্থাৎ কারা কারা ঋণ পাওয়া উচিত তা ঠিক করা। স্যার, এই ঋণ মেলা করতে গিয়ে ২৩শে অকটোবর ৮টা লোক খুন হয়ে গেল। তারমধ্যে পুলিশের রিপোর্ট ৬টা লোক সি,পি,এমের আর ২ জন লোক কংগ্রেস(ই)র। কংগ্রেস(ই)'র ২ জন লোক খুন হয়েছে বোমা তৈরী করতে গিয়ে। কার কি পরিচয় সেটা পুলিশের কাছে একজন একজন করে রিপোর্ট আছে। পুলিশের কাছে রিপোর্ট আছে যে কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা ঐ বিশ্রামগঞ্জে, সোনামুড়ায়, সদরে, খোয়াইতে গিয়ে এসব খুন করেছে। এসব কেন করা হয়েছে? মানুষের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য, মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করার জন্য এসব করা হয়েছে। তারা নির্বাচনকে সামনে রেখে এই ঋণ মেলা করতে চেষ্টা করেছিল। তার বিরুদ্ধে মানুষ আন্দোলন করেছিল,, ব্যাংকের অফিসাররা আন্দোলন করেছিল, যুবকরা আন্দোলন করেছিল। তারা নির্বাচনকে কলুষিত করতে চেষ্টা করেছিল। ঋণ মেলার নির্দিষ্ট গাইড-লাইন মেনে, জন-প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করে, পঞ্চায়েতগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে, ব্যাংকের যারা কর্মচারী অফিসার তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে লোকদের হাতে এই ঋণের টাকা পৌঁছাক এটা আমরা চাইছি। এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী হোক এইটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---দ্যা হাউজ ইজ এডজোর্ণড টিল টু পি. এম.।

AFTER RECEEAT 2-00 P.M.

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন ঋণ মেলা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয়।

শ্রীরসিকলাল রায় (সোনামুড়া) ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঋণ মেলা সম্পর্কে যে মোশন এনেছেন আমি তাকে সমর্থন জানাই। মাননীয় বিরোধী দলের

নেতা এবং মাননীয় বিরোধী দলের হুইপ মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী এখানে কিছু বক্তব্য পরিবেশন করেছেন। সেই সম্পর্কে আমি বিরোধী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, আমাদের ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্য রতন ঘোষ যে অভিযোগ করেছেন তা কি অস্বীকার করতে পারেন? মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরীর বক্তব্যে তো এর কোন উল্লেখ নেই বা তিনি এর কোন প্রতিবাদও করেন নি।

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি যে যখন ঋণ মেলার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল তখন ত্রিপুরা রাজ্যে নির্বাচনের কোন প্রস্তুতি ছিল না। সেই সময়ে ত্রিপুরায় গ্রামে গঞ্জে ৮৩ শতাংশের উপরে চলে গেছে দারিদ্রে সীমা। এটা বামফ্রন্ট সরকারের অপদার্থতা প্রমাণ করে। সেখানেও তারা বলেছেন যে ঋণ মেলা করা উচিত নয়। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট ২০ দফা কর্মসূচী ত যে সমস্ত পরিকল্পনায় অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন ত্রিপুরার গরীব মানুষের জন্য, তাদের উন্নয়নের জন্য সেই অর্থ তাঁরা দলীয় স্বার্থে, একমাত্র নিজেদের ক্যাডারদের জন্যই ব্যয় করেছিল। অন্যদের জন্য খরচ করেছেন এমন কোন নজীর গত দশ বছরের মধ্যে নেই। সেখানে সাধারণ গরীব মানুষ কিছু একটা করে জীবিকা নির্বাহ করবে বলে বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিদের কাছে ধর্না দিয়েও কিছু পানি নি। তাই কংগ্রেস পার্টি দরিদ্র মানুষের জন্য আন্দোলন করেছিল, প্রতিটি দরিদ্র মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা করার জন্য। শুধু ত্রিপুরায় নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যেই ঋণ মেলা হয়েছে। যারা দরিদ্রের বন্ধু হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিয়েছিলেন তারা সেই গরীবকে টাকা দেওয়ার জন্য অনীহা প্রকাশ করেছিলেন। শুধু অনীহা নয় সেই ঋণ মেলার উপলক্ষে খুন সন্ত্রাসও শুরু করে দিয়েছিলেন। বিরোধী দলের সবাই এটা মনে করেছিলেন যে, যদি আমরা সরকারে থাকি তাহলে এটা ঘটতে দেব না। সেইজন্য তারা নিজেরাই সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। ঋণ মেলার যে ফর্ম দেওয়া হয়েছিল সেগুলি ব্যাংকের নিয়ম মেনেই করা হয়েছিল। তারপরেও তারা বলেছেন যে ঋণ মেলার ফরম কোথা থেকে এসেছে। লোক ঋণ মেলার ফর্ম জমা দেওয়ার জন্য ব্যাংকে গিয়েছিল। মাননীয় স্পীকার, স্যার, সেই দিন একটা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, যে অবস্থা সম্পর্কে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। আমি বলতে চাই, তৎকালীন যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি না হয় সন্ত্রাস সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু ওনাদের বাহকেরা তো সেটা করেছিলেন। বিরোধী দলের তারা অস্বীকার করতে পারেন না যে, প্রত্যক্ষভাবে হাজার হাজার মানুষের চোখের সামনে ঋণ মেলা উপলক্ষে যে খুন হয়েছে তার জন্য সরকার কিছুই ব্যবস্থা নেন নি। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য ঋণ মেলা হবেই। আজকে আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে আজকে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা বলেছেন যে, উনি এই ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন। তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে গ্রামে গঞ্জে যে টাকা গরীবের জন্য দেওয়া হয়েছিল সেটা তারা আত্মসাৎ করেছে। আমি সন্তোষ প্রকাশ করছি যে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তারা এই ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন। স্যার, উনারা কিছুক্ষণ আগে পঞ্চায়েত সম্পর্কে বলেছেন, কিন্তু আমি তাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, তারাই তো ক্ষমতায় ছিলেন, তাদের সময়েই তো যা কিছু হওয়ার হয়ে গেছে, এখন সেই সম্পর্কে আমাদের কেন প্রশ্ন করছেন? পঞ্চায়েতের মধ্যে দুর্নীতি চলছে বলে উনারা যেটা বলতে চাইছেন, তাতো এখন যারা বিরোধী দলে আছেন, তাদের আমলেই হয়ে গেছে। কাজেই আমি আশা করছি যে এই বাস্তব সত্যটা তারা স্বীকার করবেন। মাননীয় সদস্য সমরবাবু বলেছেন যে, ১৯৭৯ সাল থেকে রুদ্রসাগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিতে নানা রকমের দুর্নীতি চলে আসছে, তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তো আপনারাই সেখানে ছিলেন, আপনারা কেন সেই সব দুর্নীতি বন্ধ করেননি? কেনই বা সেই সমবায়ের মাধ্যমে কমিটি ছাড়া লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন? কাজেই আপনারা নিজেরাই যে এ'সব করার জন্য দায়ী তা তো ইতিহাসেই লেখা আছে, আর সেই ইতিহাসকে আজ তার মুছে ফেলা যাবে না। ৫ই ফেব্রুয়ারী নির্বাচনের সর্বশেষ ঘোষণার পর থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে তো আজ পর্যন্ত কোন টি এন ভি'র হামলা হয় নি, কেন টি এন ভি, তো আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন

বাবু এবং উপমুখ্যমন্ত্রী দশরথ বাবুকে অথবা রাজ্যের অন্য কোন মানুষকে খুন করতে আসে নি। তারা এখন কোথায় গেল, এই প্রশ্ন আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মনে জেগে উঠেছে, একথা বলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে, মোশান মুভ করেছেন, তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে ত্রিপুরা রাজ্যে ঋণ মেলা করা সম্পর্কে যে মোশান মুভ করে যে বক্তব্য রেখেছেন, তাকে আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন জানাচ্ছি। আজকে আমরা এই হাউসে কি দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি? আমরা দেখছি যে কয়েকদিন আগেও যারা শাসক গোষ্টি ছিলেন, আজকে তারা আমাদের বিরোধী পক্ষের আসনে বসে আছেন, তা সত্ত্বেও তারা ত্রিপুরা রাজ্যে ঋণ মেলা করার ব্যাপারে বিরোধীতা করছেন। আমি নিজেও বিগত বিধান সভার একজন সদস্য ছিলাম এবং আমরা এই বিধানসভায় ঋণ মেলা করার বিষয়ে একটা প্রস্তাব তখনও এনেছিলাম, কিন্তু তখনও তারা আমাদের প্রস্তাবের বিরোধীতা করেছিলেন এবং বিরোধীতা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যে ঋণ মেলা হলে বা ঋণ মেলা করার জন্য ফর্ম আসলে, তারা সেগুলি টুকরা টুকরা করে গোমতির জলে ভাসিয়ে দেবেন। তারা এসব কথা তখন বলেছিলেন, কারণ তখন তারা শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। তাই আমি মনে করি যে, তাদের সেজন্য লজ্জা হওয়া উচিত। কারণ এই ঋণ মেলার বিরোধীতা করার জন্যই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আজকে তাদেরকে বিরোধীর দলে বসিয়েছেন। তাই আমি বলতে চাই যে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মেহনতি ও গরীব মানুষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে ঋণ মেলার আয়োজন করতে চেয়েছিলেন, এই বিরোধী দল যারা তখন ক্ষমতায় ছিলেন তারাই তার বিরোধীতা করেছিলেন। আজকে অবশ্য তারা সেটার সরাসরি বিরোধীতা করছেন না বটে তবু বলছেন যে ঋণমেলা যেটা করা হবে সেটা ঠিকঠিক ভাবে হবে কিনা, তাতে সন্দেহ প্রকাশ করছেন। এই রকম সন্দেহতো গত দশ বছর ধরে করে আসছেন এবং সেই সন্দেহের বশীভূত হয়ে তারা পঞ্চায়েতগুলিকে তাদের রাজনৈতিক আখড়ায় পরিণত করেছেন,। পঞ্চায়েতগুলিতে যেসমস্ত পঞ্চায়েত সেক্রেটারী আছে, তারা সবাই বলতে গেলে ডিফলটারস্, সেও আবার এক টাকা বা দুই টাকার জন্য নয়, লক্ষ লক্ষ টাকার। তাদের কেউ বি,ডি,ও সাহেবের কাছে তাদের হিসাবপত্র দিতে পারছেন না, এমন কি ডি,সি,সি, বিলও দিতে পারছনে না। অথচ কিছুক্ষণ আগেই, তারা এই পঞ্চায়েত সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন, তাই আমি বলতে চাই অভিযোগ করার আগেই তাদের এটা জানা উচিত ছিল যে, পঞ্চায়েতে যা কিছু ঘটেছে, তার জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। কারণ, সেই সব পঞ্চায়েতের সমস্ত হিসাব নিকাশ পরীক্ষা নিরীক্ষা করার প্রশ্ন রয়েছে। কাজেই তারা ঋণ মেলার বিরোধীতা করেছিলেন, সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের স্বার্থের বিরোধীতা করেছিলেন বলে আমি মনে করি। তাই, আমি তাদের কাছে অনুরোধ করব তারা ঋণমেলার বিরোধীতা করে যে ভুল করেছিলেন, সেটা যেন এখন আর না করেন বরং সহযোগিতা করেন, কারণ দরকার হলে আমরা আপনাদেরকেও ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করব, আপনাদের এজন ভয় করার কোন কারণ নাই। কাজেই ঋণ মেলার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আপনারা যে অপপ্রচার করেছিলেন বিধান সভার নির্বাচনের আগে, সেটা করা যে আপনাদের কত ভুল হয়েছে, সেটা এখন আপনারা একটু বুঝবার চেষ্টা করুন। তা নাহ'লে আমরা এটাও বলতে বাধ্য হব যে, নির্বাচনের আগে বিরোধী দলের নেতা যিনি মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন ছিলেন, তিনি তো সিগারেটের প্যাকেটের কাগজে চিরকুট লিখে বিভিন্ন পি,ডব্লিউ,ডি'র ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে পাঠিয়েছেন যে অমুক কন্ট্রাকটারকে কাজ দাও, যাতে করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া যায়। শুধু কি তাই? চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রেও আপনারা এসব করেছেন, এমন কি উপজাতিদের সুতা বিলির ক্ষেত্রেও আপনারা প্রতিটি ব্লকের মধ্যে এসব করেছেন, যে সমস্ত পঞ্চায়েতে সরকারী বিরোধী সদস্য ছিলেন, তাদের মাধ্যমে কিছু না দিয়ে শুধু মাত্র সরকারী দলের সদস্যদের মাধ্যমে বিলি বন্টনের কাজ সেরেছেন। এসব সম্পর্কে আমরা এই বিধানসভায় প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম, কিন্তু

আমাদের সেই প্রতিবাদে আপনারা কান দেন নাই। তাই এখন, আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এবার আপনারা ঋণ মেলার বিরোধীতা করবেন না, কারণ এই ঋণ মেলা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ গরীব মাপুষ ও মেহনতি মানুষের স্বার্থে। যদি আপনারা এবারও এটার বিরোধীতা করেন, তবে আপনারা আরও বেশী করে জন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন। তাই, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ঋণ মেলার সম্পর্কে যে মোশান মুভ করেছেন, তাকে সমর্থন জানিয়ে, আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করিছ।

PROGRAMME FOR ELECTION TO ASSEMLLY COMMITTEES

Mr. Speaker :- In inform the Hon'ble members that I have drawn up the following programme for election of members to the Committee on Public Accounts, Committee on Estimates, Committee on Public Undertakings, Committee on Welfare of Scheduled tribes and Committee on Welfare of Scheduled Castes :

1.	Date & Time for submission of nomination papers	2-3-88 at 12 Noon
2.	Date & Time for withdrawal of nomination papers	4-3-88 at 10 A.M.
3.	Date of scrutiny of	4-3-88 at 1—45 P.M.
4.	Date of Election, if necessary	5-3-88 from 11 A.M. to

Next business before the House is the discussion on Motion of Thanks on the Governor Address.

DISCUSSION ON THE MOTION OF THANKS ON THE GOVERNORS ADDRESS.

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল' মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এসেছে তাঁর উপর আলোচনা। ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাবটি দিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরতন চক্রবর্তী মহোদয় এবং সমর্থন করেছেন করেছেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রীমতিলাল সাহা মহোদয়। প্রস্তাবটি হল ঃ--"নিম্নলিখিত মর্মে ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপালের নিকট সভার কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করা হউক যে ২৯শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার, ১৯৮৮ইং তারিখে মাননীয় রাজ্যপাল এই সভায় যে ভাষণ প্রদান করিয়াছেন তার জন্য ত্রিপুরার বিধান সভার সদস্যবৃন্দ গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।" মাননীয় সদস্যগণের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের উপর আমি কয়েকটি সংশোধনী নোটিশ পেয়েছি। সংশোধনীগুলির তালিকা মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত তালিকা উল্লেখিত সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি উৎথাপন করা হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। আলোচনা শুরু হবার পূর্বে উভয় দলের হুইপদেরকে আমি অনুরোধ করব এই আলোচনায় তাদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের একটি নামের তালিকা আমায় দেবার জন্য। আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরতন চক্রবর্তী মহোদয়কে অনুরোধ করছি মূল প্রস্তাবটির এবং সংশোধনী প্রস্তাবের উপর আলোচনা আরম্ভ করার জন্য।

শ্রীরতন চক্রবর্তী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—অন্যারেবল স্পীকার স্যার, গতকল্য মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের ভাষণের উপর আমি যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এনেছিলাম এবং মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের ভাষণের উপর মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে কিছু সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন, আমি এই সংশোধনী প্রস্তাবগুলির ব্যাপক বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে নির্বাচন গণতান্ত্রিক কাঠামোর একটা অপরিহার্য্য অংগ এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন হচ্ছে এমন একটা পদ্ধতি যার মধ্যে দিয়ে

প্রতিফলিত হয় জনসাধারণের আশা আকাঙ্খা এবং জনগণের আশা আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক হচ্ছে সরকার। এখানে ত্রিপুরা রাজ্যে বিগত নির্বাচনে ত্রিপুরার মানুষের আশা ও আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক হল এই কংগ্রেস ও টি ইউ জে এস. মন্ত্রীসভা। স্বভাবতঃই এই প্রথম বিধানসভায় আমরা আশা করেছিলাম যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এবং রীতি নীতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বিরোধীরা চলবেন কারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধীদের ভূমিকা অত্যন্ত মর্য্যাদাপূর্ণ। আমরা আশা করেছিলাম বিরোধী সদস্যরা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ শুনবেন। কিন্তু আজকের এই সংশোধনী দেখে মনে আমার হচ্ছে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ না শুনে এবং তৎপরবর্তী সময়ে যে সমস্ত সংশোধনী আনা হয়েছে একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় সেই সংশোধনীগুলির মধ্যে কিছু বাস্তব বোধের অভাব আছে। কারণ মাননীয় রাজ্যপাল বিভিন্ন দিক দিয়ে রাজ্যের সার্বিক সমস্যাগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন বলে আমার বিশ্বাস। এই সংশোধনীগুলির সংগে বাস্তব অবস্থার কোন সামঞ্জস্য নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, এখানে একটা সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে শিল্পের ব্যাপারে, প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যাপারে রাজ্যপালের ভাষণে কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু এখানে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় যে শিল্পের ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক গ্যাসের সম্ভাবনার কথা মাননীয় রাজ্যপাল সুস্পষ্টভাবে তার ভাষণে উল্লেখ করেছেন। এখানে একটা গ্যাসভিত্তিক ৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুত উৎপাদন প্রকল্প কেন্দ্রীয় বিদ্যুত কর্তৃপক্ষের কারিগরি অর্থনৈতিক অনুমোদনের ব্যাপারে বিবেচনাধীন আছে। টি ইউ জে এস এবং কংগ্রেস মন্ত্রীসভা ত্রিপুরার মানুষের বিগত দশ বছরের অবদমিত আশা আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক। কারণ আমরা দেখছি যে, গত দশ বছর থেকে, ৫০ দশক থেকে এবং তারও পরবর্তী সময় ১৯৮০ সালের জুন থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে সুমহান ঐতিহ্য বাংগালী ও উপজাতীদের সম্পর্ক, তাতে বিভিন্ন সময়ে সংকীর্ণতার কারণে এবং সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে চরিতার্থ করার জন্য এই সুমহান সম্পর্কে চির এবং ফাটল ধরেছে। এই সম্পর্কে পুনঃ স্থাপিত করার জন্য, ভারতীয় আদর্শ এবং ভারতীয় চরিত্রকে তুলে ধরার জনী ত্রিপুরার জনগণ চেয়েছিলেন যে উপজাতীয় এবং বাঙ্গালীদের ঐক্যকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে কংগ্রেস এবং টি ইউ জে এস হাতে হাত মিলিয়ে চলুক। তার ফলশ্রুতিতে কংগ্রেস এবং টি ইউ জে এস জোটবদ্ধ হয়েছে এবং ত্রিপুরার জনগণ রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য এই সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। সেই ব্যাপারে রাজ্যপাল বিস্তৃতভাবে তার ভাষণে উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, উপজাতীরা যাতে নিজেদেরকে বঞ্চিত অবহেলিত মনে না করেন তার জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যারা অনুন্নত, উন্নয়নের মুখ দেখতে পারেন নি সেই ক্ষেত্রে জুমিয়া পুনর্বাসনের মাধ্যমে, উপজাতী সাব-প্ল্যানের মাধ্যমে উপজাতীদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে দেওয়া হয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে যাতে গণতা-গণতান্ত্রিক শ্লোগান শক্তিশালী হয় এবং গণতান্ত্রিক আসল মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয় সেই জন্য টি,ইউ,জে,এস এবং কংগ্রেস জোটকে ভোট দিয়েছে। সেখানে আমরা দেখছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ সমস্ত রকমের প্ররোচনা ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে সুস্পষ্টভাবে রায় দিয়েছেন। এবং সেটা পরবর্তী সময়ে তৎকালীন শাসক দল কর্তৃক প্রসংশিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ শান্তিপূর্ণভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, তারও পরবর্তী সময়ে এই নির্বাচনের ফলাফলকে উপেক্ষা করার মানসিকতা বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। কারণ এই সংশোধনীগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে ত্রিপুরার উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণার বিরোধীতা করা হয়েছে। এটা নিশ্চয়ই মনে করতে পারেন যে যে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণার প্রস্তাব গত ১৯৮৮ সনের ডিসেম্বর এবং জানুয়ারী ১৬ এবং ২৫ তারিখে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। তারও পরবর্তী সময়ে আইন শৃঙ্খলার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে যাতে ত্রিপুরার মানুষ তাদের গণ-তান্ত্রিক ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে সেই ব্যাপারটাকে সুনিশ্চিত করার জন্য সেই

দিন উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করা হয়েছিল। তার অর্থ এই ছিল না যে, সেনা বাহিনী ত্রিপুরার জনগণের ভোটাধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করুক বা ভোট কেন্দ্রে ঢোকে ভোটার-দেরকে প্রভাবিত করুক। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যারা উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণাকে একটা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করছেন। কারণ বাংলাদেশ সীমানা থেকে ১৫ কিলোমিটার এলাকায় উপদ্রুত ঘোষণা করার কথা ছিল কিন্তু পরে দেখা যায় প্রত্যন্ত অঞ্চল ছাড়া মিশ্র বসতি এলাকায় গত ডিসেম্বর এবং জানুয়ারীতে প্রায় ১০০ জন লোক সেদিন খুন হয়েছে। সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে ত্রিপুরাকে উপদ্রুত ঘোষণা করা হয়েছিল। মাননীয় রাজ্যপাল তার ভাষণে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের হারানো আস্থা এবং তাদেরকে যেভাবে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল সেখান থেকে তাদেরকে উদ্ধারের জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ভবিষ্যত জীবনের একটা রূপরেখা উল্লেখ করছেন। উপজাতি, তফশিলী জাতি, বেকার, ছাত্র যুবক এবং শ্রমিকদের সমস্যা দূর করার জন্য কতকগুলি প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন। এই প্রকল্পগুলির স্বার্থক রূপ-রেখা ফুটে উঠেছে যখন বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্পায়ন হচ্ছে। কারণ আমরা বিশ্বাস করি, ত্রিপুরা রাজ্যের যদি উন্নয়ন হয়, সঠিক ভাবে যেটা গত ১০ বছরে আমরা দেখেছি, শিল্পে ত্রিপুরা পিছিয়ে পড়েছে। আজকে আমরা সেখানে যদি, শিল্প, কৃষি, বিদ্যুৎ, জল-সেচ এই সব কিছুর মাধ্যমে এবং শিল্পের মধ্যে বিশেষ করে প্রাকৃতিক গ্যাস দিয়ে ৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প যদি এইখানে হয়, তাহলে শিল্পের দিক থেকে আমরা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারব, এবং তাতে বেকার সমস্যারও একটা সুষ্ঠ সমাধানের পথ খুঁজে পাব। শুধু তাই নয়, এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আই,আর, ডিপি-তে আরো অতিরিক্ত ২ কোটি টাকা অনুদান এনেছে। এটা এই সরকারের কৃতিত্বের, কথা এবং তা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য একটা সুসংবাদ বলে আমি মনে করি ৪র্থত, ঋণ মেলা। এই ঋণ মেলার ব্যাপারে পরিস্কার ভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। যে ঋণ মেলা সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটাবে বলেই এখানে প্রস্তাবিত হয়েছিল, এবং বিভিন্ন সময়ে এটা দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, ১৯৮৭-৮৮ সালে আজকের যিনি বিরোধী দলের নেতা, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে পরিস্কার ভাবে বলেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের যে ৫ হাজার টাকার ঋণ দেওয়ার প্রকল্প ছিল এই ঋণ দেওয়ার প্রকল্পটি কয়েকটি শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমস্ত নোটিফায়েড এলাকায় এবং তার বাইরের সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন। তৎ পরবর্তী কালে উনার আচরণে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি, তখনকার ভাষণ এবং তৎ পরবর্তী সময়ে উনার কোন বক্তব্যে সংঘতিপূর্ণ ছিল না। এবং সেটা ত্রিপুরার মানুষের পক্ষে, দুর্ভাগ্যের, এবং গণতন্ত্রের পক্ষে বিপদের যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি যদি তাঁদের লক্ষ্য এবং আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়, এবং শুধু মাত্র নিজের দলীয় সংকীর্ণতার জন্য সাধারণ মানুষের চাদিহাকে, তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে, তাহলে সেই রাজ্যের মানুষ সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে, বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে, যেটা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, লক্ষ্য করেছি। ঋণ মেলাকে উপলক্ষ্য করে ত্রিপুরা রাজ্যে যে অপ্রীতিকর এবং ভয়ংকর কিছু ঘটনা ঘটে গেছে তার মধ্যে দিয়ে আমরা যারা রাজনৈতিক দল করি, তাঁদের একটাই উদ্দেশ্য থাকতে হবে যে, কি করে আমরা জনসাধরণকে খুশী করতে পারব, উপকৃত করতে পারব। কি করে তাদের আর্থিক অবস্থাকে আরো উন্নতির দিকে টেনে নিয়ে যাব। আমরা প্রত্যেকেই একটা কথা বলে থাকি, আমরা শ্রেণীহীন সমাজ চাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, গত ১০ বছরে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, নতুন করে একটা শ্রেণীর জন্ম দেওয়া হয়েছে,---সুবিধাভোগী শ্রেণী। যে শ্রেণী সাধারণ মানুষ থেকে দূরে সরে গেছে এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি গভীর আস্থা না থাকায় যে অহংবোধ জন্ম নিয়েছে সেই অহংবোধই সেদিনকার সেই সরকারকে সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল বলেই দরিদ্র মানুষের যে আশা-আকাঙ্খা সেই আশা-আকাঙ্খার প্রতি আঘাত এসেছিল। সেই আঘাতের ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা দেখেছি, নির্বাচনের জয় পরাজয়ের মাধ্যমে জনসাধারণ সুস্পষ্ট রায় দিয়ে কংগ্রেস—

টি, ইউ, জে এস-কে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। কাজেই এই রায়কে সঠিকভাবে মেনে নেবার জন্য, গণতান্ত্রিক ভাবে এই রায়কে মেনে নিয়ে নিজেদেরকে মূল্যায়ন করা উচিত এবং সেই মূল্যায়নের মাধ্যমেই গণতন্ত্রের জয় সূচিত হবে। কারণ, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই তার ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে মুক্ত থাকতে হবে। কারণ, আমরা বিশ্বাস করি, মুক্ত থাকলেই সাধারণ মানুষকে আরো অধিকতর কি ভাবে সাহায্য দেওয়া যায় তার জন্য তাদের সংগ্রামকে পরিচালিত করবেন, এবং তাদের বাস্তব বুদ্ধি এবং গঠনমূলক সমালোচনা উপহার দেবেন সাধারণ মানুষের নিকট, যাতে করে ভবিষ্যতে মানুষ আরো বেশী সুযোগ পেতে পারে। যাতে করে সরকার তাঁর পক্ষে যদি কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে সেই ত্রুটি সংশোধন করে নিয়ে আরো জনকল্যাণমুখী হতে পারে সে জন্য সার্বিকভাবে তাঁদেরকে সাহায্য করার প্রয়োজন। এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণকে বয়কট করে, আমি মনে করি, গণতন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়েছে। কারণ, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ শুনলে এবং তার পরবর্তী সময়ে সংশোধনী করে সমালোচনা করলেই হয়ত উপযুক্ত কাজ হত। কারণ সেইটা গণতন্ত্রের প্রতি এবং সরকারের প্রতি মানুষের যে আস্থা সূচিত হয়েছে সেই আস্থার প্রতি সমর্থন জানান হত। মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় তাঁর ভাষণে সমস্ত দিক দেখিয়েছেন এবং বলেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে বলেছেন, ১৯৯৫ সনকে টার্গেট করছেন যখন ১০০ জনের মধ্যে ১০০ জনই শিক্ষার আওতায় এসে যাবে। ক্রীড়া এবং যুব কর্মসূচীর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য। আমার মনে হয়, গত ১০ বছরে ক্রীড়া এবং যুব কর্মসূচীর মাধ্যমে তরুন এবং যুবকদের যেভাবে অনুপ্রাণিত করার প্রয়োজন ছিল সেভাবে অনুপ্রাণিত করা হয় নি, এবং বিশেষ ভাবে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক কারণে, হিংসা এবং দলীয় সংকীর্ণতার কারণে তাদের ভেতরে একটা সাহসিকতার অভাব, চরিত্র এবং আত্ম-বিশ্বাশের অভাব ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাজে পিণ্ট হয়েছে। যেটাকে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে সুস্পণ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটাকে সম্প্রসারিত করে ক্রীড়া ক্ষেত্রে আরো মুক্ত এবং উদার পরিবেশ গড়ে অধিকতর ভাবে বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশে গ্রহণ করান যায় এবং তাদের জন্য যাতে একটি পরিকল্পনা গড়ে দিতে পারি তার জন্য এই শিল্প-কারখানার মাধ্যমে বেকারদের সমস্যা সমাধানে এবং তাদেরকে সমাজের সঙ্গে আরো নিবিড়ভাবে পরিচিত করান, ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সমস্যার সঙ্গে আরো বেশী করে পরিচিত হতে হবে। সরকারী কর্মচারীদের কথাও বলা হয়েছে। তারা যথাসাধ্য কাজ করবেন এবং তাদের দাবী দাওয়ার পূরণে সরকারও যথাসাধ্য চেণ্টা করবেন। তাঁরা যে প্রতিশ্রুতিবিদ্ধ এটা পরিষ্কার হয়েছে সরকারী কর্মচারীদের বকেয়া পাঁচ কিস্তি ডি,এ, প্রদান। যদিও তা রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে নেই, তথাপি আমি এই প্রসঙ্গে বলতে চাই, কর্মচারীদের ক্ষেত্রে তাদের যেমন অনিয়মানুবর্তিতা, কাজের অবহেলা প্রভৃতি বরদাস্ত করা হবে না বলে যা বলা হয়েছে তা সঠিক ভাবেই বলা হয়েছে, ঠিক তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্যও বর্তমান সরকার সচেণ্ট, এবং সেদিকে পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে। আবাসন প্রকল্পের কথাও এখানে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিভিন্ন ভাবে আবাসন প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সাহায্য করা হবে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, নিয়মিত সরবরাহ সঠিক রাখার কথাও পরিস্কার ভাবে এইখানে উল্লেখ করা হয়েছে। কালোবাজারী, মুনাফাখোর, পুঁজিপতিদের ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক সমস্যা সমাধানের দিকে এইখানে এইখানে সুস্পণ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলা হয়েছে। যেটা ত্রিপুরা রাজের মানুষের পক্ষে সবচেয়ে জরুরী। শিল্পের জন্য যেমন দরকার পরিবেশ, আবার সেই শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য যে মানসিকতা সেই মানসিকতা যদি সৃণ্টি করতে হয়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে যেটা সবচেয়ে বেশী দরকার সেটা হচ্ছে, পাহাড়ী-বাঙ্গালীদের ভেতরে পারস্পরিক বিশ্বাস, পারস্পরিক মর্য্যাদাবোধ এবং সৌভ্রাতৃত্ববোধ সেটাকে ফিরিয়ে এনে আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠা করা। যে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এমন একটা বাতাবরণ ত্রিপুরা রাজ্যে সৃণ্টি হবে যে বাতাবরণে শিল্পের পরিবেশ গড়ে উঠবে, এবং সেই শিল্পের পরিবেশ সঙ্গে সঙ্গে বেকারদের, যুবকদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে।

আমি আশা করি, এবং বিশ্বাস করি, আমরা যারা এই বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে এসেছি, জনগণের আশা আকাঙ্খাকে বাস্তবায়িত করার জন্য আমরা আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করব, এবং মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় যে সমস্ত সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন, সেই সমস্ত সমস্যা সামাধানে যাতে সাধারণ মানুষের স্বার্থে দূর করতে পারি তার জন্য মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা আমি পূর্বেই বলেছি, বিরাট বিশাল এবং মর্য্যাদাময়। সমস্ত দিকে অকুন্ঠ সমর্থন হয়ত পাওয়া যাবে না তবে আমি বিশ্বা করি, উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে প্রথমেই কোন মনোভাব দ্বারা আক্রান্ত না হয়ে যে ভাবে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে বয়কট করে তৎপরবর্তী সময়ে সংশোধনী আনা হয়েছে, সেই মতেজ ভাব না রেখে অন্তত এই প্রথম বিধানসভায় এসে আশা করেছিলাম একটু সহযোগিতার মনোভাব, সহযোগিতার মনোভাব রেখে এই সরকারকে নতুন পরিবেশে কাজ করার জন্য সাহায্য করা এবং নতুন যারা সদস্য হয়েছেন তাদের সাথে বিভিন্ন গঠনমূলক আলো- চনার মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদেরও সাহায্য করবেন, যাতে করে ত্রিপুরার সাদের সমস্যা সমাধান আমরা সেবাই সঠিকভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারি, এবং আমাদের সে অংশ গ্রহণে ত্রিপুরার মানুষ যাতে উপকৃত হয়। আমি আশা করব এবং বিশ্বাস পরের এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি যারা শ্রদ্ধাশীল এবং শ্রদ্ধাশীল বলেই নির্বাচনের অবস্থাকে সম্পূর্ণ ভাবে পর্যালোচনা করে এই পবিত্র বিধানসভায় আমাদের ভূমিকা এবং কার্য্যক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা যাতে যথাযথ হয় তার দিকে আমি সমস্ত মাননীয় সদস্য মহোদয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, এবং বিশ্বাস করব যে আগামী দিনে মাননীয় বিরোধী সদস্যদের কাছ থেকে, এখানে অনেক অভিজ্ঞ এবং বষিয়ান নেতা রয়েছেন যাদের কাছ থেকে এই সভা অনেক কিছু পেতে পারে। শুধু বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা নয় গঠন- মূলক কাজের জন্য বিরোধীতা আমরা আশা করি। ত্রিপুরা রাজ্যের সাবিক সমস্যার সমাধানে তাঁদের সেই সমালোচনা সরকার খোলা মনে গ্রহণ করবেন। এই ধরনের মনোভাবই পারবে একটা রাজ্যকে তার কঠিন সমস্যা থেকে উদ্ধার করতে এবং অতীতে যে-সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তা থেকে মুক্তি দিতে। ত্রিপুরার উপর যে আঘাত এসেছে, সে আঘাত থেকে নিরাময়ের জন্য শুধু রাজনৈতিক ভাবে নয়, মানসিক ও সামাজিক ভাবে আমাদের অনেক কিছু করনীয় রয়েছে যেটা সরাসরি না বললেও মাননীয় রাজ্যপালের অভিভাষণ পাঠ করলেই বোঝা যায়। আজকে শিল্পের জন্য, শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য উপদ্রুত অঞ্চল কেন ঘোষণা করা হয়েছে। জুমিয়া পুনর্বাসনের মাধ্যমে, সাম্প্র- দায়িক সম্প্রীতি রক্ষার মাধ্যমে, শিক্ষার মাধ্যমে, পরিবহনের মাধ্যমে, পরিবেশ পরি- চ্ছন্নতার ক্ষেত্রে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির রোধের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের সরবরাহ অক্ষুন্ন রক্ষা করার জন্য, রান্নার গ্যাস, ঋণমোল্লা সমস্ত দিক দিয়ে বিচার করলে একটা জিনিষ পরিস্কার ভাবে বুঝতে পারি ত্রিপুরা রাজ্যের সাবিক সমস্যার উল্লেখ করা হয়েছে । এই সমস্যাগুলি কিভাবে মোকাবিলা হয়ে সেগুলি বিচার্য্য বিষয় হওয়া উচিত। এখানে শুধু রাজনৈতিক সংকীর্নতার দ্বারা যদি আক্রান্ত হই তাহলে জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমাদের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। এবং সেই ব্যর্থতার দায়ভার জনগণের উপর পড়বে। যেটা অতীতে হয়েছে। আমরা দেখেছি গণতান্ত্রিক মানুষ বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হয়েছে, তাদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া প্রতিহত হয়েছে। একটা সরকার যদি অসহিষ্ণু মনোভাব নেন, যদি সংকীর্নতার পথে পরিচালিত হন তাহলে স্বভাবতই সেখানে সাধারণ মানুষের দুর্দশার অন্ত থাকে না। পরিশেষে, মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় ত্রিপুরা রাজ্যের শহীদদের জন্য যে শহীদ স্তম্ভ স্থাপন করার কথা বলেছেন শহীদদের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে স্মৃতি ফলক তৈরী করার কথা বলেছেন সেটাকে আমি সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করি । কারণ, আমাদের জীবনে এমন কিছু স্মৃতি থাকা প্রয়োজন যে স্মৃতি আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। যে স্মৃতি বিস্মৃত, তাকে টেনে আনা মানে নূতন জীবনে প্রবেশ করা, নূতন মূল্যবোধে উজ্জীবিত করা, যে মূল্যবোধ তার পেছনের অন্ধকারের দিকে তাকাবে না, সামনে নূতন দিনের সূচনা দু'হাত বাড়িয়ে একে স্বাগত জানাবে। নূতন দিনকে সম্প্রীতিপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সাবিক সমস্যা সমাধানের,

বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের লোক, যারা পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠির মানুষ আছেন, তাদের মুখের দিকে চেয়ে, অনগ্রসর জাতির দিকে চেয়ে তপশিলী জাতি-উপজাতির মুখের দিকে চেয়ে, বেকার যুবকদের মুখের দিকে চেয়ে সংকীর্ন দলবাজী পরিত্যাগ করতে হবে। যারা বিভিন্ন সময়ে উপেক্ষিত হয়েছেন তাদেরকে যাতে আমরা নিরাময় করতে পারি। তার জন্য আমি বিশ্বাস করি আজকে যারা বিরোধী আসনে বসেছেন তাঁরা যখন সরকারে ছিলেন তারাও সমস্ত ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন, একথা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন না। যে সমস্ত ক্ষেত্রে উনারা ব্যর্থ হয়েছেন যে-সমস্ত কাজ উনারা করতে পারেন নি, তাদের কাজগুলি প্রকৃত মূল্যায়ন করা প্রয়োজন এবং সেই সমস্ত ক্ষেত্রে মত বিনিময়ের জন্য সরকারকে সাহায্য করার জন্য তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। বহু বেকার যুবক-যুবতী বঞ্চনার জ্বালায় তাদের বয়স পেরিয়ে গেছে, অথচ তাদের জন্য চাকুরীর সংস্থান হয় নি। অপরিষদকে বহু লোক নূতন পাশ করে দল করার সুযোগে চাকুরী পেয়ে গেছেন। এই সমস্ত সংকীর্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী একটা দলকে যেমন জনবিচ্ছিন্ন করে, তেমনি একটা রাজ্যকেও অনেক পিছিয়ে দেয়। সে রাজ্যের যুবকদের মানসিকতাকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে দেয়। রাজনৈতিক আলোচনা, সমালোচনা, বিরোধীতা হতে পারে। কিস সামগ্রিক ভাবে যুবকদের কল্যাণ যদি না হয়, সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষ যদি উপকৃত না হয়, সেখানে গণতন্ত্রের আসল মর্যাদা ভূলুন্ঠিত হয়। সেই দিকে দৃষ্টি রেখে আমি মাননীয় বিরোধী সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব যাতে, মাননীয় রাজ্যপালের অভিভাষণে যে সমস্ত ব্যবস্থার কথা উল্লেখ আছে, তাতে আপনাদের সহযোগিতার হাত, মূল্যবান মতামত এই সভায় উপস্থাপিত করবেন যাতে আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য একটা শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারি যেখানে থাকবে না অনৈক্য, যেখানে থাকবে না যুবকদের মধ্যে পারস্পরিক ভেদাভেদেরে চিহ্ন। ১০ বছর আগে আমরা দেখেছি বেকার যুবক বলুন, তরুণ সমাজ বলুন, ছাত্রছাত্রী বলুন পাশাপশি দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক আলোচনা সমালোচনায় মেতে উঠত, আর খেলাধূলায় একসাথে অংশ গ্রহণ করত, বিভিন্ন সামাজিক অনুমানে সুন্দর ভাবে অংশ গ্রহণ করত। সেই পরিবেশ আজকে দুষিত হয়ে গেছে। সেই পরিবেশ থেকে যদি আমাদের যুবকদের উজ্জীবিত করতে হয় তাহলে আমাদের নূতন করে মূল্যায়ন করা উচিৎ, সেই মূল্যবোধগুলি আমাদের পুনরুদ্ধার করা উচিৎ। যেখানে সমস্যা আছে, আসুন, চলুন, আমরা সেই সম্যার গভীরে প্রবেশ করি যাতে করে সেই সমস্যাগুলি নিরসন করা যায়। সরকারের যদি কোন ত্রুটি থাকে তাহলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমি বারবার উল্লেখ করেছি যে, মাননীয় বিরোধী দলের কঠোর এবং গঠনমূলক সমালোচনা রাজ্য সরকার সঠিক পথে পরিচাল্লিত হতে সাহায্য করবে। কিছু দুঃখের বিষয়, একটা কথা এখানে উল্লেখ না করে পারছি না যে বিগত ১০ বৎসর ধরে বিরোধী দলের ন্যায্য দাবী উপেক্ষিত হয়েছে যা কোন অবস্থাতেই সুস্থঃ পরিবেশের পরিচায়ক হতে পারে না। এবং সে অবস্থাগুলি বিভিন্ন সময়ে সমাজের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। যার ফলে যেখানে প্রতিটি মানুষের মধ্যে পারস্পারিক শ্রদ্ধা থাকার কথা সেখানে এটা ধংস প্রায় হয়েছে। জাতি-উপজাতির সমস্যাগুলি আজকের নয় পঞ্চাশের দশক থেকে একটা ভুল রাজনীতি উপজাতি বাঙ্গালীদেরকে বিচ্ছিন্ন হবার মানসিকতাকে জন্ম দিয়েছে। তারপরে ১৯৮০ সনে আমরা দেখেছি আরও একটা সংকীর্ণ মনোভাব জাতি-উপজাতি মানুষের মধ্যে একটা হিংসাশ্রয়ী দাঙ্গা বাধানোর ব্যাপারে সাহায্য করেছে। এটা এখনও বর্তমান নেই এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। সেই ক্ষেত্রে তাদের মনে যে উপেক্ষার চিহ্ন রয়েছে। অর্থনৈতিক ভাবে জনগ্রসরতা রয়েছে সেই দিকে মানসিকতাকে নাসিং করার চেষ্টা করতে হবে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের সেই সমস্ত প্রকল্পগুলি জরুরী ভিত্তিতে আমরা যদি দেখি তাহলে আমার বিশ্বাস জনগণ যার জন্য কংগ্রেস-টি ইউ জে এস-কে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে, একটা লুপ্ত প্রায় পুনরুদ্ধার করতে হবে, একটা ব্যহত হওয়া মানসিকতাকে নূতন করে গতিশীল করাতে হবে। আমার বিশ্বাস সে অবস্থা আমরা নিশ্চয়ই তৈরী করতে পারব এবং সেটা তৈরী করার কাজে বিরোধী দলের মাননীয় বিধায়কদের ভূমিকাও বিরাট। কারন, তাঁদেরকে এটা

মনে রাখতে হবে যে, জনগণের একটা অংশ ওদেরকে সমর্থন করেছেন। জনগণের সঙ্গে সঠিক সম্পর্কে সরকারের কি কি ভুমিকা নেওয়া উচিৎ তাঁর জন্য তাঁরা নিশ্চয়ই উদ্যোগী হবেন। ত্রিপুরা রাজ্য ১০ বৎসর পরে সারা ভারতবর্ষে নূতন করে যে দিক-চিহ্ন দেখিয়ে দিয়েছে, যে প্রবল বাঁধার মুখে, একটা ঘোষিত যুদ্ধের মধ্যে নিরস্ত্র জন-সাধারণ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে আকড়ে রেখে নিরস্ত্র অবস্থায় একটা যুদ্ধে সৈনিকের ভুমিকা নিয়ে একটা সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং শ্রেণীহীন সমাজের যে লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে, সে আসল লক্ষ্যে পেঁছুতে পারব এই বিশ্বাস আমরা নিশ্চয়ই করতে পারি। সেই শ্রেণীহীন সমাজের আসল লক্ষ্যে আমরা পৌছাতে পারবো এই বিশ্বাস আমরা নিশ্চয়ই করতে পারি। কারণ এখানে কোন সংঘাত নেই, নূতন করে শ্রেণীর জন্ম দেওয়ার নাম শ্রেণী সংগ্রাম নয় এই কথা আমাদের মাননীয় বিরোধী সদস্যদের নিশ্চয়ই মনে করিয়ে দিতে হবে না। তাঁরা তাঁরা অভিজ্ঞ, তাঁরা জানেন সরকারে থেকে বিভিন্ন সময়ে উনারা যে সমস্ত কাজ করেছেন তার যদি নূতন করে মূল্যায়ন করেন আমি নিশ্চত যে তাতেই পরিলক্ষিত হবে যে শ্রেণী-হীন সমাজ না হয়ে নূতন একটা শ্রেণীর জন্ম হয়েছে, যে শ্রেণী জনগণ থেকে নিশ্চয়ই বিচ্ছিন্ন হয়েছেন বলেই আজকে গণতান্ত্রিক রায় ওদের পক্ষে যায়নি সেইভাবে যদি মূল্যায়ন করেন তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের পক্ষে সাবিকভাবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা সম্ভব হবে এবং সেই সঙ্গে মাননীয় রাজ্যপাল যে কথা বলেছেন জাতি-উপজাতির সম্প সম্প্রীতির ক্ষেত্রে যদি ত্রিপুরা রাজ্যের প্রগতির রথের চাকাটাকে আটকে দেবার জন্য কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা হয়, কোন প্রকার নৈরাশ্যের সৃষ্টির চেষ্টা হয়, সরকারি কাজে যদি কোন গাফিলতি হয় তাকে কঠোর ভাবে দমন করা হবে, সেটার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত এবং সঠিক ভাবে উনি বলেছেন, কারণ আমাদের উপর দায়িত্ব, সরকারের উপর দায়িত্ব ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক সমস্যার জন্য উন্নয়নমূলক কাজ যাতে সঠিক ভাবে পরিচালিত হতে পারে সে জন্য সমস্ত ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সেটা নিতে গিয়ে যদি কঠোর হতে হয় যেহেতু আমাদের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের কল্যাণ করা, উন্নয়ন মূলক কাজ যাতে সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে, সেই জনগণের কল্যাণকে ব্যাহত করার বিরুদ্ধে নিশ্চেষ্টা আমি রইলাম, আমি কোন অস্ত্র ব্যবহার করলাম না, আমার সাংবিধানিক অধিকার আমি খারিজ করলাম এটা হতে পারে না। এটা কোন দিন জনগণের বন্ধু যারা মনে করেন তারা কোন দিনই এটা করতে পারেন না। আমি বিশ্বাস করি জনগণকে যারা প্রকৃত অর্থে বন্ধু মনে করেন, জনগণকে প্রকৃত পক্ষে যারা প্রভু মনে করবেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং নিজেদের যারা জন-প্রতিনিধি হিসাবে জনগণের সেবক ভাববেন তারা নিশ্চয়ই সেই কঠোর ব্যবস্থাকে জনগণের, সাধারণ মানুষের উপকারের জন্য প্রয়োগ করবেন এই আশা এবং বিশ্বাস রাখতে পারি। আমি বিশ্বাস করি সেই সমস্ত কঠোর আইন সাধারণ মানুষের উপর সেই সমস্ত মানুষের উপর প্রয়োগ হবে যে-সমস্ত মানুষ বা প্রতিষ্ঠান সাধারণ মানুষের চাহিদাকে, তার ভবিষ্যৎকে, তার আশা-আকাঙ্খাকে চিহ্নি বিঘ্নিত করবে, চূর্ণ করতে চেষ্টা করবেন। পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে তাদের চূর্ণ করার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং সংবিধান আমাদের যে অধিকার দিয়েছে সই অধিকারকে সঠিক ভাবে প্রয়োগ করার নামই গণতন্ত্র বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি কারণ মানুষের যে আস্থা এবং বিশ্বাস নিয়ে আমরা সরকারে এসেছি সেই বিশ্বাস এবং রায়ের মর্য্যাদা যাতে মেলে তাদের সুষ্ঠ ভবিষ্যতের জন্য এমন কর্মসূচী প্রনয়ন করা দরকার এবং সেগুলি যদি কোন অবস্থাতেই ব্যাহত না হয় তার জন্য রক্ষা কবচ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য আমাদের দেখা দরকার। যে বিচ্ছিন্ন মানসিকতা এই রাজ্যের মানুষকে চরম দুর্ভোগের মধ্যে ফেলেছিল, যে বিচ্ছিন্ন মানসিকতা তাদেরকে দিনের পর দিন দীর্ণ করেছে, জীর্ন করেছে তার বিরুদ্ধে সাংবিধানিক ভাবে এবং প্রশাসনিক ভাবে আমাদের কঠোর হাতে প্রশাসনকে পরিচালনা করতে হবে। কাজেই রাজ্যপালের ভাষণ সেই সমস্ত দিক থেকে সঠিক, উপযুক্ত এবং সময়োচিত হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি এবং সে জন্য মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণকে আমি সর্বতোভাবে সমর্থন করছি এবং এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এবং মানসিকতার সম্পন্ন জিনিষগুলি রক্ষা করবে এবং প্রগতির পথে নিয়ে যাবে এই বিশ্বাস

রাখি এবং আজকের ত্রিপুরা রাজ্যের সাবিক সমস্যার প্রতি আমি মাননীক্ষ বিরোধী সদস্যদের সহযোগিতা কামনা করি এবং তাঁদের কঠোর গঠনমূলক সমালোচনার প্রত্যাশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাবটির সমর্থক মানীয় মন্ত্রী শ্রীমতিলাল সাহা।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী বেলা ২-৩০ মিনিটে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় ত্রিপুরার বিধানসভার অধিবেশনে যে ভাষণ প্রদান করেছেন তার উপর মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরতন চক্রবর্তী যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এনেছেন তার সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। প্রথমেই আমাকে একটা কথা বলতে হচ্ছে, যে, গতকাল এই সভায় মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ প্রদান করেছেন সেটা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে বলে আমি মনে করছি। কারণ বিগত ১০ বছর এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন ছিলেন। তারপর গত নির্বাচনে ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি-উপজাতি সমস্ত শ্রেণীর মানুষ তাদের রায় প্রদান করেছেন যার জন্য আজকে কংগ্রেস এবং উপজাতি যুব সমিতি এই ত্রিপুরা রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছেন। আমার কাছে আশ্চর্য, লাগছে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যে রায় দিয়েছেন সেই রায়কে বামফ্রন্টের যে বিধায়করা আছেন তাঁরা মেনে নিতে পারছেন না। যদি তাঁরা মেনে নি নিতেন তাহলে নিশ্চয়ই গতকাল মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ প্রদান করেছেন সেই ভাষণ উনারা বয়কট করতেন না। আমরা বিগত দিনে এই বিধানসভায় দেখেছি আমরা যখন বিরোধী আসনে ছিলাম আমরা উনাদের সহায়তা করেছি, কিন্তু আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে নূতন ইতিহাস সৃষ্টি হল সেই ইতিহাসরে প্রথম দিনেই উনারা অসহযোগিতার মনোভাব পোষণ করেছেন। মাননীয় রাজ্যপাল ৫ নম্বর প্যারাতে উল্লেখ করেছেন, প্রধানতম কাজ হল সারা রাজ্যে শান্তি শৃংখলার পরিবেশ সৃষ্টি করা। কারন ত্রিপুরা রাজ্যে বিগত ১০ বছর বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন আমরা দেখেছি আইন শৃংখলা বলতে কোন জিনিষ ত্রিপুরা রাজ্যে ছিল না, সেই সরকারের আমলে আমরা দেখেছি দুই দুইজন বিধায়ক নিহত হয়েছেন। শুধু তাই নয় বিরোধী দলের বিধায়করা বিভিন্ন সময়ে আক্রান্ত হয়েছেন সেই অভিজ্ঞতা আমার নিজেরও আছে। আমরা নির্বাচিত হবার পর আমরা আমাদের নিজের এলাকায় ঘুরতে পারিনি সেই বামফ্রন্টদের ক্যাডার বাহিনাদের যন্ত্রনায়। বিভিন্ন জায়গায় আমাদের হত্যা করার চেষ্টা হয়েছে। আজকে আমাদের কংগ্রেস এবং উপজাতি যুব সমিতি যে ক্ষমতায় এসেছেন মাত্র ২৫ দিন চলছে কিন্তু আজকে দেখুন ১০ বছরের তুলনায় এই যে ২৫ দিন অতিক্রান্ত হয়েছে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারছেন, ঘোরাফেরা করতে পারছেন। সাথে সাথে আর একটা কথা আমাকে বলতে হচ্ছে, আমাদের এই যে নব-নির্বাচিত সরকার কংগ্রেস এবং উপজাতি যুব সমিতি সরকার, আমরা কোন অবস্থাতেই ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃংখলা যাতে পুনরায় অবনতি না ঘটতে পারে সেদিকে সচেতন থাকব। পাশাপাশি আমি বিরোধী মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করবো, আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের সহযোগিতা করবেন, এমন কিছু করতে চেষ্টা করবেন না যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃংখলা পুনরায় অবনতির দিকে যায়। আপনারা বিরোধী আসনে আছেন, নিশ্চয়ই জনসাধারনের যে রায় সেটা মেনে নেওয়া উচিত। কারন আমরা মেনে নিয়েছি বিগত দিনে। সংবিধানকে মেনে নেওয়া প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের উচিত বলে আমি মনে করি। আমরা দেখেছি গত ২রা ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল তখন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী বলেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তিপূর্ণ ভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, প্রচুর সংখ্যক ভোটার নির্ভয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু যখন নির্বাচনের ফল আসতে শুরু হল সুর তাঁর পালটে দিলেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যে নাকি অবাধ নির্বাচন হয়নি। যদি এটা অবাধ নির্বাচন না হয়ে থাকতো তখনইতো আপনারা বলতে পারতো, আজকে কেন সেই অবাধ নির্বাচন হয়নি বলে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে পুনরায় অস্থিরতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন? শুধু তাই নয়, বিভিন্ন জায়গায় উনারা বলে বেড়াচ্ছেন, 'ত্রিপুরা রাজ্যে নির্বাচন নাকি আর্মিরা করেছে। কিন্তু ২ তারিখ রাত্রিবেলায় ত সেই কথা বলা হয়নি। পাশাপাশি বলছেন যে উনারা নাকি ৫০ শতাংশ

ভোট পেয়েছেন। কোনটা যে সত্য, আর কোনটা যে মিথ্যা সেটা বুঝে উঠতে পারছি না। কারন আমরা জানি, আপনারা ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায়, কিভাবে নির্বাচন হয়েছেন, সেই অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। কিন্তু আমরা সেটা বলতে চাইনা। জনসাধারণ যে রায় দিয়েছে, সেই রায়ে আমরা ক্ষমতায় এসেছি। ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের জন্য, আমাদের যে সরকার সেই সরকার নিশ্চয়ই কাজ করবেন। আমরা চাই, আপনারা যারা বিরোধী দলে আছেন আপনারা আমাদের সহযোগিতা করবেন। সবসময়ই আমরা এইটা আশা করছি। এইখানে ৬নং প্যারাগ্রাফে আছে, রাজ্যে আইন শৃংখলার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হবে। রাজ্যপালের ভাষণে যে আইন শৃংখলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে আমরা তাতে সক্রিয় ভূমিকা নেব। কারণ আমরা দেখেছি বিগত ১০ বৎসরে যে অভিজ্ঞতা তা হল, একটা লোক যদি সকালে বের হয়, সে রাত্রির বেলায় ফিরে না আসা পর্য্যন্ত চিন্তার মধ্যে থাকতে হত। সেই ১০ বৎসর যাতে আর ফিরে না আসতে পারে তার জন্য আমরা সক্রিয় ভূমিকা নেব। আমরা আশা করব আপনারাও এই ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন আশা করি। ৮নং প্যারাগ্রাফে তফশিলী জাতি, উপজাতি, অনগ্রসর জাতির সুযোগ সুবিধা দেখার জন্য এই সরকার বদ্ধ পরিকর। আমরা দেখেছি বিগত ১০ বৎসরে যারা সি,পি,এম, পার্টি করেছে তাদেরকে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। আমাদের নতুন সরকার ট্রাইবেলদের জন্য, যারা খেটে খাওয়া মানুষ তাদের জন্য সর্ব-প্রকার চেষ্টা করবেন, তাদের কিভাবে উন্নত করা যায়। ১১নং প্যারাগ্রাফে রাজ্যপাল বলেছেন, ঋণ মেলা যাতে হয় ত্রিপুরা রাজ্যে তার জন্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যে যাতে ঋণ মেলা হয় তার জন্য কংগ্রেস এবং উপজাতি যুব সমিতি আন্দোলন করেছি। তখন ত নির্বাচন ছিলনা। নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষের জন্য ঋণ মেলা করার জন্য বলেছি। কেন্দ্রীয় সরকার ঋণ মেলার জন্য সাড়া দিয়ে, ত্রিপুরা রাজ্যে ঋণ মেলা করতে চেয়েছেন। তখন আমরা কি দেখেছি? ত্রিপুরা রাজ্যে যাতে ঋণ মেলা অনুষ্ঠিত হতে না পারে তার জন্য উনারা চেষ্টা করেছেন। ২৩শে অক্টোবরের কথা আমরা কোনদিন ভুলবনা। ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ঘটনায় আমরা অনেক কর্মীকে হারিয়েছি। আমাদের অনেক কর্মীর হাত নেই, পা নেই। অনেক ঘটনা ঘটেছে। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে ঋণ মেলা করব এইটুকু আমরা বলতে পারি। আমাদের বিরোধী দলের সদস্য সমরবাবু উনি এখন এখানে নেই, উনি বলেছেন, আমরা নাকি বলেছি ঋণমেলা যদি আমরা নির্বাচনের আগে করতে না পারি তাহলে আমরা চেষ্টা করব নির্বাচনের পরে হলেও যাতে ২০০ টাকা করে দিতে পারি। আমি উনাকে প্রশ্ন করতে চাই, আমরা বিধানসভার কনস্টিটুয়েন্সিতে উনাকে অনেকবার টাকার ঝুলি নিয়ে যেতে দেখেছি। আমাদের এই বিধানসভা নির্বাচনী এলাকার কংগ্রেস(ই) এবং উপজাতি যুব সমিতির ছেলেরা অনেকে অনেকবার প্রতিবাদ করেছে। উনি পালিয়ে চলে এসেছেন। সেই ইতিহাস উনার মনে আছে কিনা জানিনা। আমি সেই কথা ভুলিনি। এটা উনাদের চরিত্র। আমাদের কংগ্রস(ই) এবং উপজাতি যুব সমিতির সেই চরিত্র নয়, টাকা দিয়ে ভোট কেনার মত সেই শিক্ষা আমরা পাইনি। গত ১০ বৎসরে সরকারী অপশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যারা প্রান দিয়েছেন তাদের প্রতি সরকার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন, সেটা নিশ্চয়ই আপনাদের মেনে নেওয়া উচিত। কারন বামফ্রন্টের আপশাসনে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক মানুষ নিহত হয়েছেন, যে তাদের জন্য সরকার স্মৃতিসৌধ তৈরী করবেন বলে প্রতিশ্রুতি তা রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে ফুটে উঠেছে। এটা নিশ্চয়ই সমর্থন করবেন। সর্বশেষে আমি বলতে চাই, যে, আমরা কংগ্রেস (ই) এবং উপজাতি যুব সমিতি যে সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে গঠিত হয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যে জাতি এবং উপজাতি অংশের মানুষের যে আশা আকাঙ্খা তার প্রতিফলিত করার জন্য এই সরকারের সংগে যারা বিরোধী বেঞ্চে আছেন তারাও সহযোগিতা করবেন এই আশা রেখে, আমি মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরতনলাল চক্রবর্তী যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এনেছেন তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (প্রমোদনগর) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরতন চক্রবর্তী রাজ্যপালের ভাষনের উপর যে সমর্থন-সূচক প্রস্তাব এনেছেন আমি তা মেনে নিতে পারছিনা। মাননীয় সদস্যগণ জানেন, যে নির্বাচনটি হয়ে গেল, সেই নির্বাচনে ত্রিপুরার ভোটারদের মধ্যে সংখ্যায় অল্প কংগ্রেস(ই) এবং টি,ইউ,জে,এসকে দিয়েছে। কাজেই এই নির্বাচনের মধ্যে ত্রিপুরার ভোটারদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মত প্রতিফলিত হয়নি। এইটা ধরে রেখে আলোচনা শুরু করা উচিত। ত্রিপুরা একটা দ্বীপ না! মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে দেশে গভীর সংকট আছে। সেই সংকট সৃষ্টি করার জন্য দায়ী কংগ্রেস(ই) সরকার, সেই সংকটের বিন্দুমাত্র প্রতিফলন রাজ্য-পালের ভাষনে নেই। সেই সংকট রাজনৈতিক সংকট, অর্থনৈতিক সংকট, সাংস্কৃতিক সংকট, এবং নৈতিক সংকট! সমস্ত দিক দিয়ে ৪০ বৎসর দেশ এমন একটা অবস্থায় চলে গেছে যাতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সাড়ে তিনবৎসর থাকার পর রাজ্যে রাজ্যে একটার পর একটা নির্বাচনের মধ্যে জনসমর্থন হারাচ্ছে। ৬টা নির্বাচন হয়েছে, ৬টা নির্বাচনেই হেরেছে। নাগাল্যাণ্ডে কোনরকমে টিকেছে। কাজেই তার প্রয়োজন ছিল একটা জেতবার। জেতবার প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রী এবং তার দল সংবিধানকে পদদলিত করলেন, নির্বাচনের রীতি-নীতিকে পদদলিত করল, নির্বাচন কমিশনারের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা কেড়ে নিল, শেষ পর্যন্ত এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হল নির্বাচনের ৩ দিন আগে সারা ত্রিপুরাকে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করে, সৈন্য নামিয়ে, প্যারা-মিলিটারী ফোর্স সমস্ত কর্তৃত্ব নিলেন নির্বাচনের। নির্বাচনকে একটা প্রহসনে পরিনত করা হল। এইটা শুধু আমরা না, ভারতবর্ষের কেউ এইটা মেনে নিতে পারেনা! মাননীয় সদস্যরা হয়ত খবরের কাগজ পড়েন না, পড়ার মত উনাদের সময় নেই। কিন্তু যারা খবরের কাগজ পরেন তারা দেখেছেন লোকসভা ও রাজ্যসভায় যখন ত্রিপুরার প্রশ্নটা আলোচিত হল তখন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী একা তার সমগ্র রাজ্যসভা লোকসাভায় বিতর্কের মধ্যে ছিলেন, রাজ্য সভাতে বি জে পি, যার সঙ্গে আমাদের কোন মিল নেই, যার সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা বিরোধীতা করি, সেই বি জে পি'র নেতা বলেছেন, ঠিকইতো উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করতে পারেন, মিলিটারী নিয়ে আসতে পারেন, কিন্তু ভোটের তিন দিন আগে ইলেকশন কমিশনারকে না জানিয়ে, রাজ্য সরকারকে না জানিয়ে, না এইটাকে সমর্থন করা যায় না। (গণ্ডগোল স্যার,, একে কন্ট্রোল করুন মুখ্যমন্ত্রীতো কন্ট্রোল করতে পারছেন না।

মিঃ স্পীকার ঃ---বলুন, আপনার বক্তব্য বলুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---এই যে গারোয়ালে নির্বাচন হয়েছিল এর আগে ১৯৮২তে, ইলেকশান কমিশনারকে না জানিয়ে সি, আর পি নিয়ে গিয়েছিল, উদ্ধার করতে পারল না। আর এখানে ইলেকশান কমিশনার জানেন না,- রাজ্য সরকার জানে না। কি অজুহাতে? অজুহাতে হচ্ছে টি এন ভি, টি এন ভি কি আজকে এসেছে? আজকে সৃষ্টি হয়েছে? আজকে খুন খারাপি করছে? নির্বাচনের তিন দিন আগে খুন খারাপি করেছে? স্যার, এইটা বুঝতে হবে, এই দিনটার জন্য টি, এন, ভি সৃষ্টি করেছে ওরা, এই দিনটার জন্য টি,ইউ,জে,এস-এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে ওরা, এই দিনের জন্য নির্বা-চনের দশ দিন আগে ৯১ জন বাঙ্গালীকে খুন করেছে ওরা, তা না হলে তো মিলিটারী আনা যায় না, উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করা যায় না। মাননীয় স্পীকার স্যার,, ১৯৭৮ সালে আমরা সরকারে এসেছি আর ৮০ সালে দাঙ্গা শুরু করে দিল। ৮০ সালের দাঙ্গা কারা শুরু করেছে কিভাবে শুরু করেছে টি এন ভি-র নেতা বিজয় রাংখল জুডি-শিয়েল মেজিস্ট্রেটের কাছে যে বিবৃতি দিয়েছেন রেকর্ডে সেই বিবৃতিতে কি বলেছেন? বলেছেন চুনি কলই ও আমাদের অন্যান্য ছেলেরা যখন মান্দাইতে দাঙ্গা করতে যায়, আমি নিষেধ করে ছিলাম, আমার কথা মানেনি, আমিঠেকাতে পারলামনা। দাঙ্গা আমরা করেছি, বিজয় রাংখলের নেতৃত্বে আমরা চলেছিলাম, বিজয় রাংখলকে আমরা উস্কানী দিয়েছি, যারা এখানে মন্ত্রীসভায় আছে, সেই তৈদু সম্মেলনের প্রধান অতিথি মন্ত্রীসভায় আছেন, সম্মেলনের নেতারাও মন্ত্রী সভায় আছেন, এবং সম্মেলনের সিদ্ধান্ত নয়ে যারা আসামে গিয়েছিলেন তারা মন্ত্রীসভায় আছেন। সেই টি এন ভি'র একটা কথাও মাননীয়

রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে নাই, লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন, এইটা বের করছে, বের করলে আমাদের কিছু থাকবে না। মিঃ স্পীকার স্যার, এই যে তিনটা বছরব-লন দিন দু'দিনতো না, যত বার আমরা প্যারা মিলিটারী চেয়েছি দেয়নি। একটা সীমান্ত এলাকার ৫ কিঃ মিঃ উপদ্রুত এলাকা ঘোষিত ছিল, এক বছর ধরে সেখান থেকে আমি তুলে নিয়ে গেল, আমাদের জানালোও না, আর্মিতো দেশের মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার, জন্য না। মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি গত দুই দিনের কাগজ-এর প্রতি যেখানে পাঞ্জাব সম্পর্কে রিবেইরো পাঞ্জাবি সম্পর্কে জেনারেল অরোরা এম, পি তারা বলেছেন সর্বনাশ হয়ে যাবে যদি আর্মিকে আন, আর সেই আর্মিকে তারা নিয়ে এসেছি এন সেই আর্মি চলে গিয়েছিল সীমান্ত এলাকায় ঐ পাকিস্থান সীমান্তে একটা সংঘর্ষ আ-, সে পাকিস্থান সীমান্তে গিয়েছিল, গিয়েছিল, চীনের সীমান্তে সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য, আর্মি অফিসার যখন আমাকে বললেন এই সব কাজে আমরা গিয়ে, ছিলাম, আমি বললাম ভাল করেছেন। আপনারা বেড়া দিয়েছেন, আপনাদের দেশ প্রেমে আমরা বিশ্বাস করি, আপনাদের দেশ প্রেম আছে বলেই ভারতবর্ষ ঐক্যবদ্ধ আছে, আপনাদের কোন পার্টির নোংরা কাজে আপনারা সাহায্য করতে থাকলে ভারতবর্ষে থাকবে কি? প্রধানমন্ত্রী আজকে ভারতবর্ষকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন সেটা বুঝতে হবে। আজকে প্রধানমন্ত্রীকে সাহায্য করছেন, কালকে বি জে পি-কে সাহায্য করবেন, তার পরদিন তারা মনে করবেন আমরাই শাসন করতে পারি যা পাকিস্থানে যা বাংলাদেশে এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে ঘটছে। রাজীবগান্ধী তার রাস্তা করে দিয়েছেন। এইটা ভোটের ব্যাপার ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যাপার, এত সংকীর্ণ আমরা যে সামান্যতম দেশ প্রেম যদি থাকে তাহলে এন্টি ন্যাশানালিষ্ট-এর কখনও মিমাংসা হতে পারে না। মিঃ স্পীকার স্যার, প্রধানমন্ত্রী সার্ক-এর মেম্বার, তিন বার আমরা বলেছি সার্কে বলুননা কেন, জবাব নাই, সমস্ত সীমানা বি, এস, এফ রক্ষা করার কথা, একটা সীমানা দিয়ে ওরা ঢুকে, পাকিস্তান বাংলাদেশ ও ত্রিপুরা সীমানা দিয়ে। আমি জিজ্ঞাসা করি এই তিন বছরে একটা টি, এন, ভিও ধরা পরেছে সীমান্তে বি, এস, এফদের হাতে? কত মাল ওরা লুট করে নিয়ে গেছে, কমলপুরের বাজার থেকে অসংখ্য বাজার থেকে তারা লুট করে নিয়ে গিয়ে চট্টগ্রামে গিয়ে বিক্রি করেছে, একটা মালও ধরা পড়েছে? সমগ্র এলাকা ছেড়ে রাখা হয়েছে। আমরা শুনেছি পাঞ্জাবে সীমান্ত সীল করে দেওয়া হয়েছে, এখানে কেন হয় না? হয়না এই জন্য যে টি এন ভিকে আসতে দিতে হবে, খুন করতে দিতে হবে। টেনশন ক্রিয়েট করতে দিতে হবে যাতে করে একদিন যারা সরকারে আছে তাদের হঠাতে টি, এন, ভি'র দরকার হবে। মিঃ স্পীকার স্যার, প্যারা-মিলিটারি ছিল, বি,এস, এফ শুধু নয় এখানে আসাম রাইফেলস্ ছিল, সি,আর,পি, ফ, ছিল, অন্যান্য প্যারা-মিলিটারি ছিল কিন্তু ৩ বছরে একটা টি, এন, ভিকে তারা ধরতে পেরেছে? একটুও ভুল বলিছিনা স্যার। রাজনৈতিক ইচ্ছা নাই তাদেরকে দমন করার। ১৬২টা খুন হয়েছে ১ বছরের মধ্যে কিন্তু তারমধ্যে ১০ দিনে খুন হয়েছে ৯৫টি। যে মিলিটারী এত শক্তিমান, যে প্যারা-মিলিটারি এত শক্তিমান ওরা কোথায় গেল? মাননীয় সদস্যরা বলছেন, তারা আমার সন্তান। আমরা যদি তৈরী করে থাকি তাহলে নির্বাচনে ত আমরা হেরে গেছি তাহলে ত ওদের মুখ্যমন্ত্রীকে গুলি করে মারত। এখন ওরা চিঠি লিখছে দরজা খুলুন, জঙ্গল থেকে আমাদেরকে বের করুন, আমাদেরকে পুরস্কার দিন। এই প্রতিশ্রুতি রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে আছে। ওরা যখন মিজোরামে গেল সেখানকার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য নিতে। ওরা বলছে যে আমরা আমাদের কাজ শেষ করেছি এখন আমাদেরকে বকশিশ দিন, আমরা এখন বকশিশ চাই। রাজীব গান্ধী তাদেরকে বকশিশ দিচ্ছেন। তাই ওরা বলছে আপনার মত প্রধানমন্ত্রী আর হয় না, আপনিই আমাদের আদর্শ। আর আমরা ত ছিলাম বিদেশী সরকার। এখন বিদেশী সরকার চলে গেছে। মাননীয় সদস্যদের আমি মনে করিয়ে দিতে চাই জানুয়ারীর ২৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্য রাখলেন প্যারেড গ্রাউণ্ড থেকে ১৫।২০ কিলোমিটার দূরে একটা গণ-হত্যা হল। আমাদের একজন পার্টি কমরেডের বাড়ীর ১১ জনকে হত্যা করা হল। প্রধানমন্ত্রী জেনে গেলেন যে টি,এন,ভি ওদেরকে খুন করেছে। আমরা ১০ বছর আছি এখানে আর

টি,এন,ভি গত ৩।৪ বছর যাবৎ খুন, সন্ত্রাস চালাচ্ছে। এখানে ত প্রধানমন্ত্রী নিজের দপ্তর "র"-এর লোক আছে। আমাদের এখানে পুলিশ বাহিনীর ডিরেকটর জেনারেল থেকে শুরু করে প্রায় বড় বড় সব অফিসারই ত তাদের। তারা কেউ রিপোর্ট করলনা যে টি,এন,ভি, নৃপেন চক্রবর্তীর নিজের তৈরী। কারা খুন হচ্ছে আমরা তার লিস্ট দিয়েছি। সেখানে ৫০০-এর উপরে নাম আছে। তারমধ্যে ৩০০-র বেশী হচ্ছে সি,পি,এমের, গণমুক্তি পরিষদের নেতা বা কর্মী। কয়েক শ লোক এখন পর্য্যন্ত ঘরছাড়া। ঘরছাড়া যারা এ,টি,পি,এল,ও'র সদস্য, যারা আত্মসমর্পন করেছে। কই এখানে ত টি টি,ইউ,জে,এসের নেতা বা কর্মীর নাম নাই। আপনারা কাকে বোকা বানাবেন? ত্রিপুরার মানুষকে বোকা বানানো যায়না। প্রধানমন্ত্রী পরের দিন কমলপুর গেলেন সেখানে ১০ কিলোমিটারের মধ্যে খুন হল ৭ জন। আর এখান থেকে শ্রীসন্তোষ মোহন দেব ফোন করলেন, তাদের হট-লাইন ছিল, নির্বাচনের সময়ে সমস্ত কংগ্রেস নেতাদের হটলাইন ছিল, ফোন করে বললেন যে সি,পি,আই (এম) ৭ জনকে খুন করেছে---

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ---পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, আমরা কি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর ভাষণ শুনছি না অন্য কিছুর উপর।

শ্রীদশরথ দেব (রামচন্দ্রঘাট) ঃ---রাজ্যপালের ভাষণ ইজ এ পলিসি মেটার অব্ দ্যা পার্টিকুলার গভার্ণমেন্ট। সো অল দ্যা পলিসিজ কেন বি ডিসকাসড্। দিজ ইজ দ্যা পার্লামেন্টারী প্রেকটিস ইন দ্যা এসেম্বিল অ্যাণ্ড দ্যা পার্লামেন্ট।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ---স্যার এর আগে আপনার একটি রুলিং ছিল যে যারা হাউজে থাকবেনা তাদের সম্পর্কে কিছু বলা যাবে না। সন্তোষবাবু এখানে নাই, প্রধানমন্ত্রী এখানে নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ---যারা এখানে নেই তাদের সম্পর্কে কোন আলোচনা এখানে আসবেনা। সো ইট ইজ এক্সপাঞ্জড ফ্রম দ্যা রেকর্ড।

শ্রীদশরথ দেব (রামচন্দ্রঘাট) ঃ---প্রধানমন্ত্রীকে বলা যায় কারণ তাঁর নাম রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে আছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (প্রমোদনগর) ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে বলে দেওয়া হল সি,পি,আই(এম) টি, এন,ভি দিয়ে খুন করেছে। তারপরে বিলোনিয়ার শান্তি-পাড়া, গাবুর্দী। অন্ততঃ ২টা ক্ষেত্রে আমি জানি বাহিরে থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা যারা এসেছিল তাদের উস্কানিতে এবং প্রধানমন্ত্রীর থেকে ইশারা নিয়ে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীকেও ওয়ারেন্ট করা হল। নির্বাচনের জয়ের কথা বলছেন? নির্বাচনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের নিলর্জ্জ হস্তক্ষেপ। এটা কি রকম স্যার, একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রথও দেখবেন আবার কলাও বেচবেন। এখানে ইলেকশান করছেন আবার বলছেন অফিশিয়েল ডিউটি। আমি ইলেকশন কমিশনকে বলেছিলাম কোড অব্ কনডাক্ট দেখিয়ে যে এটা করাপ্ট প্রেক্টিস। তারা বলছে, থ্যাংস টু প্যারা-মিলিটারি ফোর্সেস, থ্যাংকস্ টু মিঃ চিদাম্বরম অ্যাণ্ড মিনিস্টার শ্রীপাণীগ্রাহী। প্যারা-মিলিটারী ফোর্সেস ঘরে ঘরে গিয়ে বলছে যে, যদি সি,পি,(এম)কে ভোট দাও তাহলে আমরা তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবনা। টি,এন,ভি, আসবে। আমি নিজে গেলাম ছামনুতে মিটিং করতে। বি,এস,এফ গোবিন্দবাড়িতে গিয়েছে। বি,এস,এফ, একটুখানি দূরে আমাদের গাড়ী থামালো। বলল রাস্তা বন্ধ, গাড়ী যাবার কোন রাস্তাই তারা করতে দেবেনা ওখানে। রাস্তার উপর টি,এন, ভি, গাছ কেটে ফেলে রেখেছে। আমি বললাম, রাস্তা করতে হবে। অন্ততঃ জীপ একটা যাবার রাস্তা করতে হবে। সদর নর্থ এর এস,পি, গাড়ী চালাচ্ছেন। তাকে গাড়ী থামিয়ে বললেন, যেতে পারবেন না, রাস্তায় গাছ কেটে রেখেছে। টি,এন,ভি সেটা করেছে। কে বলেছে টি,এন,ভি? কিছুই না! এস,পি পরে আমাকে একখানা পোস্টার দেখালেন বললেন, ওরা রাস্তায় পোস্টার দিয়েছে। পোস্টার কি তুমি চলে যাও। মাটি আমাদের খালিস্তান জিন্দাবাদ, টি,এন,ভি, জিন্দাবাদ। আমি বললাম, কোথায় পেলেন আপনি এটা? তিনি বললেন স্যার, একটা চিঠি রয়েছে। চিঠি কার? ট্রেজারী অফিসার,

স্বাধীন ত্রিপুরা সরকার, টি,এন,ভি: আমি নর্থ এস,পি,কে জিজ্ঞেস করলাম---এটা কনফার্মড টি,এন,ভি? হ্যা স্যার, এটা কন্‌ফার্মড্ টি,এন,ভি। আরেকজন বলল স্যার, ওর বাবা তো রূপচাঁদ বৈষ্ণব, সেতো শ্যামাচরনবাবুর দলের ইলেকশান কমিটির চেয়ারম্যান। বাবা উপজাতি যুব সমিতির ইলেকশান কমিটির চেয়ারম্যান. আর ছেলে টি,এন, ভি, আর বি,এস,এফ, তাদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী। আমার মিটিং এর লোকজনদের তারা ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিল, বলছে খবরদার, টি,এন,ভি, আসবে, ওখানে যাবে না। দিস ইজ দ্যা সিক্রেট অব্ গেটিং ভোটস্।

কিন্তু সারা ভারতবর্ষের মানুষ এইটা বিশ্বাস করতে পারেন নি---যে নির্বাচনে আমরা হেরেছি। কেউই বিশ্বাস করতে পারেননি। আগাগোঁড়া ম্যানিপুলেশন হয়েছে ফলাফল থেকেই এটা বুঝা যায়।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবনা। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে শুধু আমি উল্লেখ করছি, যত রকমের দুর্নীতি সম্ভব একটাও ওরা বাদ দেবেনা। প্রশাসনকে ওরা সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন। চারজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাদের সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের রাজ্যের টি,এস,আর, কে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই Expunged as ordered by the Chair. যে দক্ষিণে তোমরা যেতে পারবে না। তিনি আরো মন্তব্য করলেন যে, এই টি,এস,আর, সি,পি,আই(এম) ক্যাডারদের দিয়ে করা হয়েছে। কোন কেন্দ্রীয় মিনিস্টার বলতে পারেন এমন কথা? কোন রাজনৈতিক নেতা বলতে পারেন এমন কথা? সেইজন্য মিঃ স্পীকার স্যার, রাজ্যসভায় আমরা লক্ষ্য করলাম যে সেখানকার চেয়ারম্যানকে বিরক্ত হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, আমাকে ছেড়ে দাও। তোমাদের দল যদি আমাকে অনুপযুক্ত বলে মনে করে তাহলে তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও। আর সেখানে ছিলেন প্রথম নম্বরে। ওদের দল রয়েছে, এমন একটা সরকার যেখানে রয়েছে যে কে কোথায় থাকবেন তাদের নেতা সেটা বিশ্বাস করতে পারেন না।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। এইখানে চিদাম্বরম্ পানীগ্রাহী তাদের নামে সমালোচনা করা হচ্ছে, এটা মাননীয় বিরোধ দলের নেতা করতে পারেন না। কাজেই এই কথাগুলো এক্সপাঞ্জড্ করা হোক।

মিঃ স্পীকার ---হ্যাঁ, যারা এখানে উপস্থিত নেই তাদের সম্পর্কে কোন সমালোচনা করা যায় না। তাই দিস শুড বি এক্সপাঞ্জড্ ফ্রম রেকডিংস্।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ---মিঃ স্পীকার স্যার, যেহেতু প্রধানমন্ত্রী আজকে বিব্রত বোধ করছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আজকে সারা দেশের লোক অনাস্থা প্রকাশ করছে। তাকে অনুরোধ করছেন আপনি পদত্যাগ করে মানুষের কাছে দ্বিতীয়বার ভোট প্রার্থী হোন। সেই জন্য আংতকগ্রস্ত প্রধানমন্ত্রী আজকে ত্রিপুরাতে ছলে বলে কৌশলে সংবিধানকে করে, ডেমোক্রেসিকে Expunred as ordered by the Chair. করে কনস্টিটিউসনের ফাণ্ডামেন্টেল রাইটস্ সমস্ত কিছুকে তছনছ করে দিয়ে এইখানে নির্বাচন প্রহসন করে তুলেছেন। এই কথা উল্লেখ না থাকায় আমি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এসেছে সেটাকে সমর্থন করতে পারছি না। ধন্যবাদ।

শ্রু সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ---পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, এখানে যে কথাটা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা আনপার্লামেন্টারী সুতরাং সেটাকে এক্সপাঞ্জড্ করা হোক।

মিঃ স্পীকার ঃ---এটা রেকর্ড থেকে এক্সপাঞ্জড্ করা হবে।

মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) ---মিঃ স্পীকার স্যার, গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী সোমবার এই বিধানসভায় মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ রেখেছেন এই ভাষণের উপর।

মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরতন চক্রবর্তী যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এনেছেনে এইটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে এবং বিরোধীপেক্ষ থেকে যেসমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়েছে সেই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণভাবে বিরোধীতা করেই আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করলাম এই রাজ্যপালের ভাষণের সময় যারা উপস্থিত ছিলেন না উনাদের তরফ থেকে, বিরোধীপক্ষের তরফ থেকে এই যে সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়েছে এটা সামঞ্জস্য বিহীন, গণতন্ত্রের পরিপন্থী। এরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেন ভাত খায়। মাননীয় রাজ্যপাল এই বিধানসভাতে কি বক্তব্য রেখেছেন, তাঁর বক্তব্যে কি ভুল, তারসঙ্গে উনাদের প্রস্তাবেরই বা কি সম্পর্ক? উনারা তো গণতন্ত্র এ বিশ্বাস করেন না। কারণ তাদের যে গুরু সেই গুরুই হচ্ছেন গণতন্ত্রের বিরোধী কাজেই মাননীয় বিরোধী দলের নেতা শ্রীনৃপেনবাবু যে গণতেন্ত্রর পূজারী এইট আমরা বিশ্বাস করিনা। কারণ গণতন্ত্র এবং সাম্যতন্ত্র এক জিনিস নয়। তারা এটা ভাল করেই জানেন। তা সত্ত্বেও তারা গণতন্ত্রের নানা বই পড়ে আজকে সারা রাজ্যে বিগত দশ বছরে ত্রিপুরায় যে খুন সন্ত্রাস শুরু করছে সেটাই তাদের একটির পর একটি করে ত্রিপুরার ২৩ লক্ষ মানুষ তাদেরকে নর্দমায় ফেলে দিয়েছেন। কারণ আমরা দেখেছি ১৯৭৮ সালের নির্বাচনে তাদের এই মিস্টি কথায় বিশ্বাস করে ত্রিপুরার জনসাধারণ তাদের সেই ৫৬ জনকে নির্বাচিত করে ক্ষমতায় বসিয়েছেন। আর এর পরে দেখা গেল তাদের সংখ্যা ৫৬ থেকে নেমে ৩৯ তে নেমে এল। আর এইবার ত্রিপুরার ২৩ লক্ষ মানুষ গত দশ বছরে ধের এইখানকার মানুষ কি পেয়েছে? ১৯৮০ সালে এই বাম-ফ্রন্টের যারা গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করে না, যারা গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে মানুষকে শাসন করতে চায়, তাদের খেলা মানুষ দেখেছে। তাই তাদের আজকে মানুষ নর্দমায় ফেলেদিয়েছে।

আমরা দেখেছি এই রাজ্যপালের ভাষণে মানুষের সাবিক উন্নয়নের জন্য বক্তব্য রাখা হয়েছে। এটা অত্যন্ত মূল্যবান। নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে যদি ত্রিপুরাকে উপদ্রুত ঘোষণা করে সেনা বাহিনী না নামানো হত তাহলে কিছুতেই সুষ্ঠভাবে নির্বাচন হতে পারত না। এর আগে ১লা ফেব্রুয়ারীতেও যখন পোলিং পর্বটি পুলিশ বাহিনী নিয়ে যাচ্ছিল তখন তাদের উপর টি,এন,ভি-এর লোকেরা ঐ পুলিশদের উপর গুলি চালিয়েছিল। সেগুলি তারা জানেননা, তা ঠিক নয়, নিশ্চয়ই জানেন। যদি উপদ্রুত ঘোষণা না করে নির্বাচন হত তাহলে রক্ত গঙ্গা বয়ে যেত ত্রিপুরায়। কিল্লা নামে একটা জায়গায় যেখানে বাঙ্গালী বসতি সেখানে তারা প্রচার করেছেন, যদি তোমরা উপজাতি এবং কংগ্রেসকে ভোট দাও তাহলে তোমাদের আঙ্গুল কাটা হবে। যদি তোমাদের আঙুলে কালির দাগ দেখি তাহলে তোমাদের জীবিত রাখা হবে না। সুতরাং উপদ্রুত যদি ঘোষণা না হত তাহলে কি নির্বাচন হত? হত না।

কাজেই মিঃ স্পীকার, স্যার,, আমি বলতে চাই উনাদের মুখে গণতন্ত্রের কথা শোনা ভূতের মুখে রাম নাম শোনার মত। এটা অবশ্য ভাষণে নাই যে বিশ্বকর্মার বাবার নাম কি? সেজন্য হয়ত উনারা সন্তোষ্ট হতে পারেন নাই। সেজন্য হয়ত আতঙ্কিত হচ্ছেন। এখানে উল্লেখ আছে উগ্রপন্থীদের সন্ত্রাস চিরতরে নির্মূল করার জন্য আমার সরকার বদ্ধ পরিকর। কাজেই এখানে স্পষ্টভাবে লেখা আছে---"যেসব বিভ্রান্ত যুবক হিংসার পথ ছেড়ে দিয়ে শান্তিকামী নাগরিক হিসেবে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসার আগ্রহ প্রকাশ করবে তাদের বিষয়গুলো আমার সরকার সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন।" একথা স্পষ্টভাবে লেখা আছে। এইসমস্ত ভাষণ তারা ভালভাবে পড়েননি। যদি পড়তেন এবং যদি তারা রাজ্যপালের ভাষণ শুনতেন তাহলে এই ভাষণকে তারা মেনে নিতে পারতেন। কাজেই আপনাদের সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিন এবং রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রস্তাব সমর্থন করুন। আমরা আশা করে-ছিলাম যে তারা আমাদের সংগে সহযোগিতা করবেন। কিন্তু তারা বিরোধীতা করছেন। কারণ বিরোধীতা করাই হচ্ছে তাদের ধর্ম। কাজেই এই ২২ লক্ষ মানুষের সাবিক উন্নয়নের জন্য আপনারা যারা বিরোধী বেঞ্চে আছেন, আপনাদেরও চিন্তা করা উচিত কিভাবে সরকারের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা যায় এবং তার জন্য সহযোগিতা করা উচিত।

কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা দেখছি যে এখানে বিশেষভাবে জুমিয়াদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা আছে রাজ্যপালের ভাষণে। কিন্তু তারা বলছেন রাজ্য-পালের ভাষণে এই সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই। তাতে বুঝা যায় রাজ্যপালের ভাষণ তারা পড়েন নি।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বিরোধী দলের বিধায়কদের প্রতি আহবান রাখবে যে, আমার সরকার যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন তাতে তারা সহযোগিতা করবেন এবং আজকে ১০ বছর ধরে যেভাবে খুন সন্ত্রাস করছে তার জন্য তারা অনুতপ্ত হবেন। সুতরাং আমি এই রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে সমস্ত সংশোধনী এসেছে সেগুলি তারা যাতে তুলে নেন তার জন্য তাদের কাছে আবেদন রাখব এবং আমাদের সংগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের সংগে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করব। তা না হলে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন শেষ হয়ে যাবে। যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি তারা করেছেন সে বিষয়ে যেন তারা অনুতপ্ত হোন। এখানে প্রসঙ্গক্রমে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা নৃপেন বাবু বলেছেন যে, রাজ্যপালের ভাষণে নাকি অনেক কিছুর উল্লেখ নাই বলে যে কথাটা বলেছেন তিনি এই হাউসকে মিস্‌গাইড করার জন্যেই বলেছেন, এর মধ্যে কোন সত্যতা নাই। তাই আমি রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, গতকাল মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় এই হাউসে যে ভাষণ দিয়েছেন, তার মধ্যে আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি তিনি তাঁর ভাষণের এক জায়গায় বলেছেন যে তার সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ওয়াকিবহাল আছেন। তার ভাষনের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ নামে উপজাতিদের সর্বাঙ্গীন স্বার্থ রক্ষার জন্য যে একটি সংস্থা আছে, তার কোন উল্লেখই নাই। এটা অত্যান্ত দুর্ভাগের। ত্রিপুরা রাজ্যে এ, ডি, সি, ঐক্য ও মৈত্রী বন্ধনের একটা সেতু। ৬৮টি তপশীল মোতাবেক এই এ, ডি, সি, ত্রিপুরা রাজ্যে গঠীত হয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি-উপজাতির ঐক্য বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় ও সুসংহত করেছে। উনি উনার ভাষণে বললেন ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জুমিয়াদের স্থায়ী পুনর্বাসন দান, কিন্তু কোথায় এখা করলেন, আমরা তো বুঝতে পারছি না। এ, ডি, সি, এরিয়ার মধ্যে বর্ত্তমানে যে অবস্থা, সারা ভারতের কথা ছেড়ে দিলাম, একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যের ৭ লক্ষের বেশী উপজাতি আছে, যার লোক সংখ্যা ২২ লক্ষ্য, কিন্তু অন্য কোন রাজ্যের উপজাতিরা এই অধিকার পায় নি সারা ভারতের মধ্যে যেখানে ৫কোটি মত ট্রাইবেল রয়েছে, তাদের আধিকাংশই রয়েছে বিহার, উরিষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশ। এই উত্তরপ্রদেশের ট্রাইবেলের সংখ্যা রয়েছে ১ কোটি ২০লক্ষ্যের মত সেই ট্রাইবেলরা এখন পর্যন্ত তাদের জন্য স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠনের কোন অধিকারই পায় নি। শুধু কি তাই? উড়িষ্যাতে ৬০ লক্ষের মত উপজাতি রয়েছে, যাদের অধিকাংশ রয়েছে কালাহান্দিতে যেখানে নাকি কিছুদিন আগেও অনেক সংখ্যক উপজাতি অনাহার অর্ধাহারে মারা গিয়েছে, এই খবর ভারতবর্ষের কোন লোকের না জানা? অথচ সেই সব রাজ্য সরকার অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের এই সব উপজাতিদের সম্পর্কে কি ভূমিকা? এছাড়া এ উপজাতিদের জন্য কংগ্রেসের ভাবধারা কি, তা তো আমাদের জানাই আছে ‖ আজ ট্রাইবেলরা ক্রমশঃ যে দেশে জন্মেছেন সেই দেশেই তারা পরবাসী হয়ে পড়েছেন। এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে তো ট্রাইবেলদের জন্য স্বশাসিত জেলা পরিষদ নিয়ে যখন কথাবার্তা চলছে, তখন তো কংগ্রেসের অনেক নেতাই বলেছিলেন ৬৮টি তপশীল মোটাবেক যদি স্বশাসিত জেলা পরিষদ হয়, তাহলে তারা সর্বতো ভাবে বাধা দেবেন এবং এই ৬ষ্ঠ তপশীল মোতা-বেক স্বশাসিত জেলা পরিষদ ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র কারা করেছিলেন, তা কি আছ ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কারো অজানা আছে? কংগ্রেসের বড় বড় নেতা, মন্ত্রীই তো এর বিরুদ্ধে শ্লোগান তুলেছিলেন এবং বক্তব্য রেখেছিলেন বিভিন্ন সভা সমিতিতে। এর থেকে কি বুঝা যায় না এই কংগ্রেসীরা ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের জন্য কি করতে চান? এখন

আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে কি দেখছি? আমরা দেখছি যে এ,ডি,সি'র এলাকার মধ্যে সেনা বাহিনী ছাড়াও ৩১ ব্যাটেলিয়নের মতো আধা সামরিক বাহিনী রয়েছে। তারা সমস্ত এ,ডি,সি এলাকাটাকে ঘিরে রয়েছে। আমি এও জানি যে নির্বাচনের সময়ে এ,ডি,সি, এলাকাতে ভোট দেওয়ার ব্যাপারে অনেক জোর জুলুম হয়েছে, অনেক জায়গাতে বিনা কারণে ভয় ভীতি দেখানো হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আপানার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এই কারণে যে, মাননীয় সদস্য সেনা বাহিনীর সম্পর্কে এখানে যে সব কথ বলছেন, তার মধ্য নিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে আমাদের সেনাবাহিনীর ভাবমূর্ত্তি নষ্ট করতে চাইছেন। কাজেই, তিনি যখন এসব কথা বলছেন, তখন তাকে সেস্পেসিফিক প্রমাণ দিতে হবে, আর তা নাহলে তিনি এই ধরনের কথা বলতে পারেন না।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, আপনি সেনা বাহিনীর সম্পর্কে যে অভিযোগ করছেন, তা বিনা প্রমাণে করতে পারেন না। কাজেই, আপনি আপনার বক্তব্য শুধুমাত্র ধন্যবাদ-জ্ঞাপক প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে রাখুন, অন্য প্রসঙ্গ আনবেন না যাত আমাদের সেনাবাসিনীর ভাবমূর্ত্তি নষ্ট হতে পারে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---স্যার, আমি সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে বলছি না। এখন যে অবস্থা চলছে তাতে বেশী কিছু ট্রাইবেল-এর উপর অত্যাচার হচ্ছে, এটা আমি বলতে চাই। এ,ডি,সি, এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, সারা ভারতের মধ্যে জাতি-উপজাতির ঐক্য বন্ধনের যে একটা সেতু এই ত্রিপুরা রাজ্যে তৈরী করা হয়েছে, তা অন্য কোথাও নেই, আর এই এ,ডি,সি'র মাধ্যমেই ত্রিপুারা রাজ্যের উপজাতিদের উন্নয়নের একমাত্র চাবিকাঠি, তার সম্পর্কে রাজ্যপালের ভাষণে কিছু থাকবে না, এটা আমি মেনে নিতে পারি না। আমি জানি এই ত্রিপুরা রাজ্যে ট্রাইবেল দরদী অনেক আছেন, যারা উপজাতিদের স্বার্থে কাজ করে চলেছেন বা আন্দোলন করে চলেছেন, তারা ঐ নীচের তলার মানুষগুলি সম্পর্কে এখানে কোন বক্তব্য রাখতে পারছেন না, এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। একথা বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় এই হাউসে যে ভাষণ দিয়েছেন, সেই ভাষণকে আমি আন্তরিক ভাবে সমর্থন করি। অন্য দিক বিরোধী দলে যারা বসে আছেন, সেই কমিউনিষ্ট সমর্থক বিধায়ক যারা বসে আছেন, তারা এটাকে কোন মতেই সমর্থন করতে পারেন না, এটাও আমার জানা আছে। তাই , আজকে আমি ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষকে এই বলে অভিনন্দন জানাচ্ছি যে, তারা বিগত ১০ বছরের কমিউনিষ্ট শাসনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে, ভয় ভীতিকে উপেক্ষা করে এই রাজ্যে এবার কংগ্রেস(ই) টি টি ইউ,জে,এস, জোটকে সরকারী ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করছেন। আর সেজন্যই বিরোধী দলের সদস্যরা মাননীয় রাজ্য পালের ভাষণকে সমর্থন করতে পারছেন না। তাদের ইচ্ছা ছিল যে তারা ত্রিপুরা রাজ্যে আগামী ২০ থেকে ৩০ বছর ধরে ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের উপর সন্ত্রাস চালিয়ে তাদের ক্ষমতার গদী ধরে রাখবেন, কিন্তু আজকে বাস্তবে দেখছেন যে, তাদের সেই ইচ্ছা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। তাদের ক্ষোভ সেখানেই। তাই বলছিলাম, আপনারা এই রাজ্যের মধ্যে গত ১০ বছর ধরে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন, তা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, আর সেই ইতিহাস আজ আর আপনাদের ক্ষমা করবে না। বিগত দশ বছরে রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং সারা রাজ্যে খুন সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছিল। কিন্তু আজকে কংগ্রেস ও টি ইউ, জে, এস, সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মানুষ এই রাজ্যে চলাফেরা করতে পারছে। এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উগ্রপন্থীর নামও শোনা যাচ্ছে না। আজকে বুঝা যাচ্ছে উগ্রপন্থীর নায়ক কারা ছিল। আমি বলতে পারি এই উগ্রপন্থীর নায়ক ছিলেন বিরোধী দলের নেতা। তিনিই একমাত্র নায়ক। গণমুক্তি পরিষদই উগ্রপন্থী সৃষ্টি করেছিল। কেন্দ্রীয় সরকার

কোটি কোটি টাকা পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারকে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই টাকা জনগণের কাছে গিয়ে পৌঁছে নাই। জনগণের টাকা দিয়ে তারা কি করেছিলেন? খুনের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। আজকে মাননীয় স্পীকার স্যার, এই জুট মিলের অবস্থা কি হয়েছিল? সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা দিয়ে রাম দা, বোমা কেনা হয়েছিল। এখানে আবার সেই প্রাক্তন শিল্প মন্ত্রী কথা বলতে সাহস পাচ্ছেন? জনগণের সামনে যান। এই বিধানসভায় চীৎকার করে কি হবে? আবার ওরা এই রাজ্যে খুন সন্ত্রাস চালু করার জন্য উচকানী দিচ্ছেন। আর খুন সন্ত্রাস চালাতে দেওয়া হবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজ্যপাল তার ভাষণে জনগণের আর্থিক উন্নতির জন্য, বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য অনেক কথা বলেছেন। এই কংগ্রেস ও টি ইউ জে এস, সরকার জনগণের কল্যাণে কাজ করছে। জনগণ অনেক আশা আকাঙ্খা নিয়ে এই সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমরা জানি, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ তাদের ভাল লাগবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, একজন বিরোধী দলের সদস্য বলেছেন, যে, সি,আর,পি, এবং আমি সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে। সেই রকম একটা স্পেসিফিক উদাহরণ দিন। অসত্য তথ্য এখানে পরিবেশন করবেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যা মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদেরকে অনুরোধ করব যে তারা যেন মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করেন এবং আমাদেরকে কাজ করতে সাহায্য করেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার যে ইতিহাস তৈরী করেছেন সেটা রাজ্যের মানুষ ভুলবে না। এই যে আলো নাই। এটার জন্য দায়ী আপনারা। আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রশাসনকে নষ্ট করে দিয়েছেন। সেটাকে পরিচ্ছন্ন করতে আমাদের অনেক সময় লাগবে। আপনারা এই রাজ্যে খুনের, জংগলের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। বিগত বামফ্রন্ট সরকার একটা বদলি নীতি করেছিলেন। কর্মচারীদেরকে হয়রানি করার জন্য তারা এই নীতি করেছিলেন। কর্মচারীদের ডি,-এর টাকা তারা পকেটে রেখেছিলেন। কর্মচারী দেরকে বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বর্তমান সরকার তাদেরকে পাঁচটা ডি,এ, দিয়েছেন। বিগত দশ বছরের ইতিহাস খুনের ইতিহাস, রাহাজানির ইতিহাস, সেটা জনসাধারণ ভুলবে না।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, হাউসের বাহিরে ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই আলো পাওয়া যাবে না। এই হাউসে এখানে অ্যাডজর্ণ করে দেওয়া ভাল হবে বলে মনে করি।

মিঃ স্পীকার ঃ---হাউস অনুমতি দিলে আমি অ্যাডজর্ণ করতে পারি। এই হাউস আগামী ২রা মার্চ বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted starred Quetion No,2.

Name of Member :—Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Trible Rehabiliation in **plantation and** Primitive group Programme Department be pleased to state;

(১) প্রঃ---ইহা কি সত্য যে রিজার্ভ এলাকার অন্তর্ভুক্ত পতিত জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানায় প্লেনটেশন-এর মাধ্যমে জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য রাজ্য সরকারের কর্মসূচী আছে?

উ ঃ---রিজার্ভভুক্ত এলাকাতে ব্যক্তিগত মালিকানায় কোন পুনর্বাসন দেওয়া হয় নাই।

(২) প্রঃ---সত্য হইলে কোন এলাকায় কত পরিবার কে এই কর্মসূচীতে বেনিফিসিয়ারী করা হয়েছে?

উ ঃ---প্রশ্ন উঠেনা।

(৩) প্র ঃ—ইহা কি সত্য যে বর্তমানে এই সকল জুমিয়াদের জন্য কর্মসূচীটি নিষিদ্ধ করা হচ্ছে?

উ ঃ—প্রশ্ন উঠে না।

(৪) প্র ঃ—যদি সত্য হয় তবে, তার কারণ?

উঃ—ঐ

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on Wednesday, the 2nd March, 1988 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Joytirmoy Nath, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, 7(Seven) Minister, 9(Nine) Minister's of State and 39 Members.

REFERENCE PERIOD

আজকের কর্মসূচীতে কোন প্রশ্ন নেই। কাজেই আমি পরবর্তী কর্ম সূচীতে যাচ্ছি।

পরবর্তী কর্মসূচী হলো রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ নিম্নলিখিত মাননীয় সদস্য মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উৎথাপনে অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহাশয়। নোটিশের বিষয় বস্তু হচ্ছে, "গত ১লা ফেব্রুয়ারী অমরপুরের নূতন বাজার থানাধীন আনন্দবাজারে কং (ই) দলের নির্বাচনী প্রচার করতে গিয়ে সি,পি এমের গুপ্ত ঘাতক উগ্রপন্থীদের হাতে কংগ্রেস কর্মী হিমাংশু পালকে নিহত করা এবং তার সঙ্গী রবীন্দ্র দাসকে গুরুতর ভাবে আহত করে সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে কং (ই) টি, ইউ, জে, এস ভোটারদের ভীতি দেখানো সম্পর্কে।"

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয়কে আহবান করছি উনার বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়টি হচ্ছে, "গত ১লা ফেব্রুয়ারী অমরপুরের নূতন বাজার থানাধীন আনন্দবাজারে কং(ই) দলের নির্বাচনী প্রচার করতে গিয়ে সি, পি, এম এর গুপ্ত ঘাতক উগ্রপন্থীদের হাতে কংগ্রেস কর্মী হিমাংশু পালকে নিহত করা এবং তার সঙ্গী রবীন্দ্র দাসকে গুরুতর ভাবে আহত করে সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে কং (ই) টি, ইউ, জে, এস ভোটারদের ভীতি দেখানো সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করছি। যদি তিনি এক্ষুনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবে তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এ সম্পর্কে আগামী ৯।৩।৮৮ ইং তারিখে একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ—স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এ সম্পর্কে আগামী ৯।৩।৮৮ ইং হাউসে বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়-এর কাছ থেকে আমি আজ আর একটি নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়টি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। বিষয়টি হলো ঃ—

"গত ৬।২।৮৮ ইং তারিখে উদয়পুর সি, পি, এম, এর বিভাগীয় অফিসে তল্লাসী করে বে-আইনী অস্ত্র-শস্ত্র, বোমা ও টি, এন, ভির এবং টি, এস, আর এর পোষাক ইত্যাদি উদ্ধার ও প্রাক্তন বিধায়ক শ্রীগুণপদ জমাতিয়ার দেহরক্ষী শ্রীরবীন্দ্র দেব বর্মার পলায়ন সম্পর্কে।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়কে আহবান করছি উনার বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয় হচ্ছে,

"গত ৬।২।৮৮ তারিখে উদয়পুর মহকুমার সি, পি, এম এর বিভাগীয় অফিসে তল্লাসী করে বে-আইনী অস্ত্র-শস্ত্র, বোমা ও টি, এন, ভির এবং টি, এস, আর এর পোশাক ইত্যাদি উদ্ধার ও প্রাক্তন বিধায়ক শ্রীগুণপদ জমাতিয়ার দেহরক্ষী শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মার পলায়ন সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করছি। যদি তিনি এক্ষনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা কবে তিনি তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ---স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ৯।৩।৮৮ ইং হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ---স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এ সম্পকে আগামী ৯।৩।৮৮ ইং হাউসে বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

আমি আজ আর একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহোদয়ের থেকে পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উৎথাপনে অনুমতি দিয়েছি। বিষয়টি হলো ঃ—

"গত ৫ ই ফেব্রুয়ারী একদল কং (ই) সমাজ বিরোধী কর্তৃক দঃ ত্রিপুরার জেলা সদর উদয়পুর আর, এস, পি অফিসে আক্রমন, ভাঙ্গচুর গুরুত্বপূর্ণ দলিল পত্রাদি লুঠপাট ও অগ্নি সংযোগের ঘটনাদি সম্পর্কে।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহোদয়কে আহবান করছি উনার বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য।

(শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস অনুপস্থিত)।

মাননীয় সদস্য হাউসে যেহেতু অনুপস্থিত সেহেতু বিষয়টি বাতিল হল।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী (সাব্রুম) ঃ—স্যার, আমার একটা রেফারেন্স ছিল।

মিঃ স্পীকার ঃ—তিনটি দেওয়ার কথা। আমি তিনটি দিয়েছি। বাকীগুলি বাতিল হয়েছে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী ঃ—এটা কি পরবর্তী সময়ে দেওয়া হবে?

মিঃ স্পীকার ঃ—তিনটা দেওয়ার কথা তাই আমি দিয়েছি। বাকীগুলি বাতিল হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং মহোদয়ের কাছ থেকে পেয়েছি। দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির

পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উৎস্থাপনে সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় গৌরী শংকর রিয়াং হাউসে উপস্থিত আছেন। তাঁর বিষয়টি হচ্ছে,

"গত ২৫ শে জানুয়ারী ১৯৮৮ ইং বিলোনীয়া মহকুমাস্থিত কালাছড়ায় মহেন্দ্র দাস সহ ঐ একই পরিবারের ৫ (পাঁচ) জনের নৃশংস ভাবে খুন হওয়া সম্পর্কে।"

আমি এখন স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করছি। যদি তিনি এক্ষণি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ---স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ৯।৩।৮৮ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ৯।৩।৮৮ ইং বিবৃতি দেবেন।

আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়ের কাছ থেকে। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি বিষয়টি উৎথনে সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া হাউসে উপস্থিত আছেন। বিষয়টি হলো ঃ---

"বিগত ১৯৮৭ ইং সনের ১৫ই নভেম্বর নিত্য বাজার (উদয়পুর) থেকে ফেরার পথে দেওয়ান ছড়ায় ২ (দুই) জন মহিলা সহ একজন কিশোর হত্যার ঘটনা সম্পর্কে।

আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করছি। যদি তিনি এক্ষণি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ঃ---স্যার আমি ৮।৩।৮৮ ইং এ সম্পর্কে বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ৮।৩।৮৮ ইং বিবৃতি দেবেন।

আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়ের কাছ থেকে। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য উপস্থিত আছেন। বিষয়টি হলো ঃ---

"বিগত ২৫।১।৮৮ ইং তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ৬ (ছয়) ঘটিকার সময় রাধাকিশোর নগর কেটেল ফার্মে নৃপেন্দ্রনগর কলোনী ও রাধাকৃষ্ণনগর গ্রামের শ্রীঅমর চাঁদ দাস, শ্রীবকুল দাস ও শ্রীতাপস চৌধুরীর মৃত্যু হওয়া সম্পর্কে।"

আমি এখন স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করছি। যদি তিনি এক্ষনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ---স্যার, আমি এ সম্পর্কে ৮।৩।৮৮ ইং হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ---স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এ সম্পর্কে হাউসে ৮।৩।৮৮ ইং বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (প্রমোদনগর) ঃ— স্যার, আমার একটা জানবার বিষয় হচ্ছে কলিং এটেনশান নোটিশ এর আগে যে প্রথম অফিসে দাখিল করত, তাকে প্রথম সুযোগ দেওয়া হত। সে নিয়মটি এখনও মানা হচ্ছে কিনা? দ্বিতীয়তঃ, আগের দিন কলিং এটেনশান নোটিশ গ্রহণ করা হত এখনও সে নিয়মটা চালু আছে কিনা? তা নাহলে অসুবিধা হবে। আমরা কি করে বুঝব ডিসক্রিমিনেশান হচ্ছে কিনা? বিরোধী দলের কলিং এটেনশান নোটিশগুলি স্থান পেল না, রেফারেন্স স্থান পেল না। আমাদের অসংখ্য কলিং এটেনশান নোটিশ, রেফারেন্স আছে, একটাও স্থান পেল না। ভিত্তিটা কি আমাদের জানান।

মিঃ স্পীকার ঃ—যারটা আগে এসেছে, সেই ভাবেই করা হচ্ছে। বিধান মেনেই করা হয়েছে এবং করা হবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—আগের দিন সাবমিট করা যাবে কি না?

মিঃ স্পীকার ঃ—রুলস যেটা পারমিট করে, রুলস অনুযায়ীই করা হবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—এর আগেও রুলস অনুযায়ী করা হত। এর আগে হাউসের যে প্রেকটিস সেটা কি রুলস ছাড়া হয়েছে?

মিঃ স্পীকার ঃ—আপনাকে আমি বলতে পারি বিধান অনুযায়ীই করা হচ্ছে এবং করা হবে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তীঃ—প্র্যাকটিশ অনুসারেও করা হবে ?

মিঃ স্পীকার ঃ—হ্যাঁ।

শ্রী নকুল দাস (রাজনগর) ঃ—স্যার গত ২৯ তারিখে আমার একটা কলিং এটেনশান নোটিশ ছিল। এটা সম্পর্কে আপনি হাউসে বলেছিলেন যে, ইট ইজ আণ্ডার কনসিডারেশন স্বাভাবিকভাবেই আপনি কনসিডারেশন বললে আমাকে দ্বিতীয়বার নোটিশ দেবার প্রশ্ন উঠে না। আমি গত কালও যখন প্রশ্ন করলাম তখনও আপনি বলেছিলেন, ইট ইজ আণ্ডার কনসিডারেশন। কিন্তু আমি দেখলাম আজকেও আসলো না। যখন স্পীকার বলেন আণ্ডার কনসিডারেশন, ইট ইজ দ্য রুলিং অব দ্য স্পীকার। মাননীয় স্পীকারের রুলিংটাও একটা নিয়ম এবং প্রসিডিউরটাও একটা নিয়ম। কাজেই আমরা কোনটা ফলো করব,? রুলিংটা ফলো করব, নাকি প্রসিডিউরটা ফলো করব ? কোনটা ফলো করবো? মাননীয় স্পীকার মহোদয় যে রুলিংটা দিয়েছেন সেটা এ্যাগজিল্ট হবে কিনা আমার প্রশ্ন হচ্ছে সেটা।

মিঃ স্পীকার ঃ—নিশ্চয়ই করা হবে। তবে কনসিডারেশন মানেই এ্যালাউড না। তবে আপনি বিস্তৃত কিছু যদি জানতে চান তাহলে আমার চেম্বারে আসার জন্য আপনাকে আমি অনুরোধ করছি।

PRESENTATION AND ADOPTION OF REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যবৃন্দ, সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, "বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটির দ্বিতীয় রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা"

বর্তমান অধিবেশনের ৪ঠা মার্চ, শুক্রবার, ১৯৮৮ ইং তারিখ হইতে ৯ই মার্চ বুধবার ১৯৮৮ইং পর্যন্ত বিধান সভার বিভিন্ন বিষয়গুলি আলোচনার জন্য "বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি" যে সময় নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায় মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীরসিকলাল রায় (সোনামুড়া) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধান সভার বর্তমান অধিবেশনের ৪ঠা মার্চ, বুধবার ১৯৮৮ ইং পর্যন্ত বিভিন্ন কার্য সূচী আলোচনার জন্য "বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি" যে সময় নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছেন তার রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন রিপোর্টটি সভার বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উৎথাপন করতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায় মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীরসিকলাল রায় ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে, "বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্ট এর সহিত এই সভা এক মত।"

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো—"বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্ট-এর সহিত এই সভা একমত।"

(মোশানটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্ব সম্মতি ক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

DISCUSSION ON THE MOTION OF THANKS THE GOVERNOR'S ADDRESS

মিঃ স্পীকার ঃ—গতকল্য মাননীয় সদস্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার জন্য একটা নামের তালিকা আমার নিকট দিয়েছেন এবং এছাড়া অন্য সদস্যরা যাঁরা নামের তালিকা আমার নিকট দেন নি, তাঁরা যদি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে চান তাহলে তাদের নামের তালিকা আমার নিকট দেবার জন্য অনুরোধ করছি।

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো "মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়-এর ভাষনের উপর আলোচনা এবং ঐ ভাষনের উপর যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এসেছে তাহা সভা কর্তৃক গৃহীত হওয়া।" গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার, ১৯৮৮ ইং তারিখে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের ভাষনের উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এসেছে উহার উপর এবং যে সকল সংশোধনী প্রস্তাব এসেছে এ গুলির উপর আলোচনা। আলোচনা শেষে প্রথমে সংশোধনী প্রস্তাবগুলি ভোটে দেওয়া হবে, তারপর মূল প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হবে। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়কে গতকল্যের উনার অসমাপ্ত আলোচনা আরম্ভ করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার বিগত ১০ বৎসর কাল শাসনে ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারী ভাইদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছিলেন যেমন ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবাসীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ভারতবর্ষ শাসন করেছিলেন। রাজ্যের কর্মচারী ভাইদের কাজ করার কোনও সুযোগ ছিল না। আজকে কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস জোট সরকার কর্মচারীদেরকে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন, রাজ্যের উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদেরও কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। স্যার, পঞ্চায়েত সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলছি যে, বিগত ১০ বৎসর আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সমর্থিত যে সব গাঁও প্রধানরা ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে বহু দুর্নীতির কেস আছে। আজকে উনারা বলছেন বর্ত্তমান সরকার পঞ্চায়েতকে কাজ করার সুযোগ দিচ্ছেন না। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আগামী পাঁচ বৎসরে পঞ্চায়েতগুলি তাদের নিজস্ব ক্ষমতার মধ্যে থেকে কাজ করতে পারবে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে সব গাঁও প্রধানরা দুর্নীতিতে যুক্ত ছিলেন তাদের কোন বিচারই তারা করেন নি। বিগত ১০ বৎসর ধরে সাধারণ মানুষ তাদের যে পাওনা থেকে বঞ্চিত ছিল, আমরা তাদের সে পাওনা মিটিয়ে দেব, যারা দারিদ্র সীমার নীচে চলে গেছে তাদেরকে আমরা দারিদ্র সীমার উপরে তুলে আনব, যে দূষিত পরিবেশ বিগত ১০ বৎসরে গ্রামে গঞ্জে বামফ্রন্ট সৃষ্টি করেছিল, সেখানে একটা সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর।

গ্রামে গঞ্জে যারা গরীব মেহনতি মানুষ আছে আমরা কি দেখতে পাই? মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি, আমরা বি, ডি, সি, মিটিং-এ গিয়েছি। বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠিত যে বি, ডি, সি সেই কমিটিতে বিগত ১০ বছর আমাদের বিরোধী সদস্যদের রাখা হয় নি এবং আমি জোর দিয়ে বলেছিলাম, তাঁরা টাকা আত্মসাৎ করেছেন কিন্তু কেন বি, ডি, সি মিটিং-এ আমাদের ডাকা হয় নি? আজকে আমাদের সমালোচনা করছেন, এই সরকারের মেয়াদ গত ৫ তারিখ শপথ দিয়েছি, আমাদের কাজ করার সুযোগ দিন, আপনারা সমর্থন করুন। আপনারা দেখুন আমাদের এই সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ জনগণের জন্য যে শপথ নিয়েছেন আমি আশা করি আপনারা আমাদের সমর্থন করবেন। মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত ১০ বছরে আমরা দেখতে পেয়েছি বি, ডি, সি, দ্বারা তাদের যে ক্যাডার, তাদের কর্মীদের অর্থ দিয়েছেন এবং সাধারণ মানুষ অর্থ পায় নি। কিন্তু আজকে উনারা বলছেন, তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয় নি। মিঃ স্পীকার স্যার, পঞ্চায়েতে আমরা কি দেখতে পাই? গ্রামে গঞ্জে এই বিগত ১০ বছরে পানীয় জলের যে সঙ্কট আমরা বলতে পারি বিগত ১০ বছরে বামফ্রন্টের আমলে যতগুলি টিউবওয়েল হয়েছিল তার মধ্যে শতকরা ৯৫টি অকেজো হয়ে আছে। এই হচ্ছে তাদের চিত্র, তাদের দলীয় স্বার্থ। তাদের দলীয় ক্যাডারদের যে কনট্রাকটারীর কাজ দিয়েছিলেন সে জন্যই এই সমস্ত টিউবওয়েল অকেজো হয়ে আছে। তাই আমি বলছি, মাননীয় সদস্য যারা বিরোধী বেঞ্চে আছেন আমাদের এই সরকারকে সমর্থন করুন। আমাদের এই নব নির্ব্বাচিত সরকার কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস-এর সরকার এই সরকার আমাদের আগামী দিনে গ্রামে গঞ্জে জনসাধারণের কাছে কাজের জন্য যে সংকল্প নিয়েছি আপনারা আমাদের সেই কাজ করার জন্য সুযোগ দেবেন। মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা দেখতে পাই আই আর, ডি, পি, এস, আর, ই, পি বা এন, আর ই, পি মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলতে পারি তৎকালীন মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী দশরথ বাবু উনি বি, ডি, সি, মিটিং-এ গিয়েছিলেন এবং ১৫০টি পরিবারকে আধ কানি করে জায়গা দিয়েছিলেন ল্যাণ্ড লেস হিসাবে এবং উনি নিজে স্বীকৃতি দিয়ে আই, আর, ডি, পি ফর্ম দিয়েছেন। এবং সেখানে ফর্ম দেওয়া হয়েছে ১৯৮৪, কিন্তু এই ৮৪ থেকে আরম্ভ করে আমি বিগত চার বছর ওদের সঙ্গে সংগ্রাম করেছি, আমাদের শান্তনা পুরস্কার দিয়েছেন। আজকে এই মোহনপুর ব্লকের ১৫০টি পরিবার ল্যাণ্ডলেস কলোনীতে বসবাস করছে তাদের চরিত্র আমি জানি এবং তাদের দলীয় স্বার্থ আমরা দেখেছি। আমরা দেখেছি আই, আর, ডি, পি এস, আর, ই, পি এবং এন, আর, ই, পি বামফ্রন্ট সরকার দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। আমরা দলীয় স্বার্থকে উর্ধে রেখে জনগণের সেবা করার জন্য এই সরকার কাজ করবেন। তাই মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আশা করি মাননীয় বিরোধী বেঞ্চের সদস্যরা যারা আজকে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেটা উঠিয়ে নিয়ে আমাদের রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করে আমাদের এই সরকারের কাজে সমর্থন করুন, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল সরকার মহোদয়।

শ্রীঅনিল সরকার (প্রতাপগর) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমি এর বিরোধীতা করছি। রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে বলতে চেয়েছেন এক জায়গায় যে, মহান ঐতিহ্যপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ১০ বছরের বামফ্রন্টরে শাসনের পরিবর্তন করে একটা নূতন সরকার ক্ষমতায় বসিয়েছেন, আমি এখানে বলতে চাই যে আমরা সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং এও আমরা জানি আজকে সারা দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রকে একটা বিপন্ন অবস্থার মধ্যে এনে দাঁড় করিয়েছে কেন্দ্রের শাসক গোষ্ঠী। চতুর্দিকে সঙ্কট, তার রাজনৈতিক সঙ্কট, ডেফিসিট, বেকারী সমস্যা এই অবস্থার মধ্যে তারা বাধ্য হয়ে স্বৈরতন্ত্র, সন্ত্রাস সে দিকে যাচ্ছে। সে জন্যই আমরা দেখেছি, যে দিন বামফ্রন্ট সরকার এখানে প্রতিষ্ঠিত হলো সে দিন থেকে গভীর ষড়যন্ত্র হয়েছে এক দিকে অউপজাতি-বাঙ্গালীদের মধ্যে উস্কানি দেওয়া হয়েছে উপজাতিদের বিরুদ্ধে সে জন্য শুরু হয়েছে আমরা বাঙ্গালী সেখানকার আনন্দমার্গ সেখানে তাদেরকে সাহায্য করছে আর এক দিকে বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সেই উপজাতিদের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর সংকীর্ণতার সৃষ্টি করে একটা

পরিবেশ সৃষ্টি হলো যাতে সেই বামফ্রন্ট সরকারের স্টেবিলাইজেশ্যান নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে আমরা দেখেছি এক দিকে সেই বাঙ্গালী সেনার' আবির্ভাব হয়েছে, আর এক দিকে আবির্ভাব হয়েছে টি, এন, ভি, এবং ত্রিপরার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে টি, এন, ভি, একটা বিরাট ফ্যাক্টর। আমরা লক্ষ্য করেছি, গত ১০ বছরে সেই ১৯৮৭ ডেসেম্বর পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করেছি প্রায় ৬০০ মানুষ খুন হয়েছে, সি, আর, পি খুন হয়েছে, পুলিশ খুন হয়েছে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীরা খুন হয়েছে, তার বিরাট অংশ সেই বামফ্রন্ট মার্কসবাদী পার্টির কর্মীরা খুন হয়েছে। অনবরত সেই হত্যার মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে একটা ডিসস্টেবিলাইজেশ্যানের মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া। দুটো জাতি গোষ্ঠির মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক টেনশ্যান ক্রিয়েট করে একটা অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে, দেখেছি ১৯৮০। তারপর দেখেছি ১৯৮০ দাঙ্গার বাই প্রডাক্ট হিসাবে পার্বত্য এলাকার মধ্যে টি, এন, ভির জন্য এবং আমরা লক্ষ্য করেছি কেন্দ্রের প্রধান মন্ত্রী ২৮ তারিখ যখন এখানে এসে বক্তৃতা দিলেন যে, সি, পি এমের হাতে টি, এন, ভি বড় হয়েছে এবং টি, এন, ভি, খুন করছে এবং সামরিক বাহিনী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। একটা কিছু করতেই হবে তারপর দেখা গেল ২৯ তারিখ সেখানে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করা হলো। ২৩ তারিখ থেকে আমিরা আসতে শুরু করেছে তারা সব জায়গায় নেমে গেল। এই যে একটা ফ্যাক্টর সেই টি, এন, ভি কথাটা রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে নেই। শেষ ১০ দিনের কথা যদি আপনি লক্ষ্য করেন দেখুন একটার পর একটা ঘটনা দলুড়ায় ২৩ জন খুন, কালাছড়ায় বিলোনীয়ায় ৫ জন খুন, মেছোরিয়ায় সেই ২৯ তারিখ ৭ জন খুন, চকবস্তায় ১২ জন খুন।

এখানে পূর্ব গকুলনগরে ২৯ তারিখে ১২ জন খুন ঢেপাছড়ায় ২ জন, ১টা দিনের মধ্যে ৩১ জন খুন হয়ে গেল। গাবদি এলাকায় ১২ জন খুন ৩০ তারিখে, শান্তি কলোনীতে সেই বগাফায় ৩১ তারিখে ১০ জন খুন, ব্রহ্ম ছড়ায় যেটা নাকি মতাবা বাড়ী কনষ্টিটিউয়েন্সিতে পড়ে সেখানটায় ৬৭ জন খুন। আরও দেখা যাচ্ছে ৩১ তারিখের মধ্যে মনু ছৈ লেংটা যেটা কাঞ্চনপুরে সেখানটায় ১২ জন খুন, সদরের মধ্যে এসনাই বাজারে ১ তারিখে চেলাগাং এ ২ জন খুন হয়েছে। ৯১ জন খুন হয়েছে ১০ দিনে। মানে একটা থ্রেট একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করা হল। সেখানে টি, এন, ভির একটা বিরাট ভূমিকা। আমরা দেখেছি এই খুনগুলি করা হয়েছে আমিকে আনার জন্য, অথবা খুন গুলি করা হয়েছে সমস্ত মানুষের মধ্যে একটা ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য। গত ১০ বৎসরে ১ টার পর ১টা খুন হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি এইভাবে নিবাচনী পরিবেশকে সম্পূণ অস্থির করে তোলা হয়েছে ২টি জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করা হয়েছে। যারা পার্বত্য এলাকায় আছে উপজাতি তাদের মধ্যে, সমতল এলাকায় অ-উপজাতি যারা আছেন তাদের মধ্যে এই অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য একটার পর একটা খুন করা হয়েছে। এবং সেখানে বিরাট ভূমিকা নিয়েছে টি, এন, ভি। এই টি, এন, ভি উপজাতি যুব সমিতির সন্তান বিভিন্ন ঘটানার মধ্যে আমরা দেখেছি। সেই ১৯৮৪ সনে লোকসভার নির্বাচনে প্রাক্কালে আমরা দেখেছি ধনঞ্জয় রিয়াং-এর চিঠি ,। বিধান সভার মধ্যে আমরা উপস্থিত করেছি। ধনঞ্জয় রিয়াং বলেছেন, এখন নাকি সেই কংগ্রেস প্রার্থী লোকসভার আসনের এবং সেইখানে সেদিন দেখা গেল যে টি, এন, ভি, ভোট বয়কট করেছেন। এবং সেদিন কংগ্রেসের বন্ধু ছিল উপজাতি যুব সমিতি। পার্বত্য এলাকার মধ্যে যদি উপজাতি যুব সমিতি কংগ্রেসরে পক্ষে না দাঁড়ায় তাহলে তাদের পক্ষে ফিরে আসা সম্ভব নয়। সেদিন দেখা গেল যুব সমিতির সঙ্গে সেই টি, এন, ভির বোঝাপড়া হয়ে গেল সেই সিংলুমে। সেখানে ২ জন প্রতিনিধি চলে গেলেন। সেখান থেকে তারপর তারা ফিরে আসলেন রাজধানী আগরতলায় স্বাধীন ত্রিপুরার রাজধানী সিংলুম থেকে। ধনঞ্জয় রিয়াং ১৫ই নভেম্বর চিঠি দিলেন সেই উপজাতি যুব সমিতির জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের কাছে যে, আমি একটা পবিত্রতম স্থান থেকে চিঠি লিখছি। তোমরা রাজধানীতে ফিরে গিয়েছ কিনা? আমাদের মধ্যে ক্যামেরা মিটিং হয়েছে, আবার ক্যামারা মিটিং হবে এবং এতদিন পর্যন্ত উপজাতি যুব সমিতির কর্মীদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত ওয়ারেন্ট আমাদের ছিল যে ইলেকশান সমর্থন করলে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে তা আমরা তুলে নিচ্ছি। এবং এর মধ্যে

আমাদের অত্যন্ত সতর্ক ভাবে থাকতে হবে। এই চিঠি আমরা বিধানসভার মধ্যে উপস্থিত করেছি। তার মধ্যে একটা লিংক হয়ে গেছে টি, এন, ভির। ডাইরেক্টলি, ইনডাইরেক্টলি যাতে কংগ্রেস (আই) এবং উপজাতি যুব সমিতির প্যাক, রাজনৈতিক মঞ্চে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তার জন্য পেছন থেকে নানাভাবে সাহায্য করবে। আমরা দেখেছি সেই টি, এন, ভি প্রধান বিজয় রাংখল চিঠি লিখেছেন, ঈশ্বর আপনাকে সুমতি দিন। এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় যেমন মিজোরামে বা অন্যান্য জায়গায় যে চুক্তি করেছেন, ত্রিপুরা ছোট হলেও সেই চুক্তির মধ্যে আপনি ফেলতে পারেন এবং আমি আশা করছি আপনি সেই চুক্তির মধ্যে ফেলবেন এবং প্রয়োজনে সেখানকার কংগ্রেস (আই) ক্ষমতায় আসবে এবং তার মতে মুখ্যমন্ত্রী হবে এবং বিজয় রাংখল উপমুখ্যমন্ত্রী হবে। এই আণ্ডারস্টেণ্ডিং। এবং এর ভিত্তিতে আমরা দেখলাম সেই নিবাচন ঘোষণা হল তারপর টি, এন, ভির আক্রমন, উৎপাত প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে। রাজীব গান্ধী পর্যন্ত বার বার টি, এন, ভির কথা উল্লেখ করেছেন এবং টি, এন, ভি, ফ্যাক্টর হিসাবে এসেছে। কিন্তু দেখা যায় রাজ্যপালের ভাষনের মধ্যে টি, এন, ভির সেই কথাটা উল্লেখ নাই। তাহলে তিনি সেই কথা ঢেকে দিতে চাইছেন, এদেরকে উল্লেখ করতে চান না। আমরা নির্বাচনের সময় লক্ষ্য করেছি বহু জায়গায় মধ্যে টি, এন, ভি বলেছে যদি ভোট দিতে চাও, তাহলে তোমাদের খুন করা হবে। কাঞ্চনপুরের মধ্যে দেখেছি সেই দশমণিপাড়া, ভাণ্ডারীমা, হালাহালি, চণ্ডীপুর, পূর্ব সাতনালা সেখানে দেখা যায় ৭০০ ভোটার ভোট দিতে পারেনি। তারা তার জন্য আর্মির কাছে গিয়েছিল, আসাম রাইফেলসের কাছে গিয়েছে জানানোর জন্য আমাদেরকে টি, এন, ভির লোকেরা না করছে ভোট দেবার জন্য। আমরা জানি, সেই খবর আমাদের কাছে আছে কংগ্রেস (আই) এবং উপজাতি যুব সমিতির কর্মীরা কারো পোষাক পরে নকল টি, এন, ভি সেজে ভয় দেখিয়েছে। যাই হোক সেখানটায় টি, এন, ভিও ভয় দেখিয়েছে। সেদিন দেখা যায় আসাম রাইফেলস বলল যে, তোমরা যদি কাস্তে হাতুরী তারায় ভোট দাও টি, এন, ভি, তোমাদের রক্ষা করবে না, টি, এন, ভি, খতম করবে। এইভাবে ডাইরেক্টলি আসাম রাইফেলস বা আধা সামরিক বাহিনী সেখানে থেকে তাদেরকে ভোট দিতে দেয়নি। এবং সেখানে ৭০০ ভোটার ভোট দিতে পরে নি। দ্রাউবাবু সম্ভবতঃ ১৯৪ বা এই রকমই কত ভোটে জিতেছেন। এইভাবে ভোটে একটা মার্জিনকে পর্যন্ত তারা নষ্ট করে দিয়েছেন। এবং মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, এখানে গনতন্ত্রের একটা ভাবমূর্তি, একটা ইমেজ তৈরী হয়েছে। বুর্জুয়া গনতন্ত্র বুর্জোয়াদের হাতেই শেষ হয়। আজকে দেশে ১০ কোটি বেকার, রেজিস্ট্রিকৃত ৩ কোটি, ১ কোটি ২০ হাজার কল-কারখান বন্ধ হয়ে আছে। সেখানে ৪ লক্ষের মত শ্রমিক ছাটাই করা হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে। এই বৎসরের বাজেটে আমরা দেখলাম ৭ হাজার কোটি টাকার উপরে ডেফিসিট এইটা আমরা লক্ষ্য করেছি ১৯৪৮ সনে ১ কোটি ডেফিসিট ছিল আজকে সেখানে ৭ হাজার কোটির উপরে ডেফিসিট। ঐই সঙ্কটের মধ্যে দাঁড়িয়ে গণতান্ত্রিক ফোরাম থেকে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার কোন ব্যবস্থা নাই সেজন্য আমরা লক্ষ্য করেছি ভোটের মুহূর্তে ভোটকে সামরিক কুর্তি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারবষে এই প্রথম উপদ্রুত অঞ্চল থেঘাষণা করে নিবাচন করা হয়েছে। আমরা দেখেছি কিভাবে ভোট কেন্দ্রগুলিতে রিগিং করা হয়েছে। ভোটের পরেও গননা কেন্দ্রের মধ্যে কিভাবে রিগিং করা হয়েছে অমরা দেখেছি। ১৯৭২ সালে পশ্চিম বাংলায় ভোট দিতে যেতে পারেনি। আগেই তারা ঘোষণা করে দিয়েছে, আপনার ভোট হয়ে গেছে। আমরা এই ত্রিপুরায় লক্ষ্য করেছি ভোট দেবার সময় এই ধরনের রিগিং হয়েছে। আমরা জানি, চড়িলাম কেন্দ্রে ব্রজপুরে অনেকে ভোট দেওয়ার জন্য আসতে পারেনি। এঁদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে। আমরা দেখেছি বিশালগড় ৭টি পোলিং বুথের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সি, পি, আই, (এম) ১১৯ টা ভোট পেয়েছে, কংগ্রেস (আই) পেয়েছে ৪ হাজার ৭৮৯ টি ভোট। এই ঘটনা ত্রিপুরায় কোথাও ঘটতে পারে না। আর যে দিন ভোট হয়ে গেল ভোটের পরে দেখা গেল, গণনার

দিন ভোট কেন্দ্র সি, আর, পির হাতে দিয়ে দেওয়া হল। দেখা গেল সেখানটায় নাকি যারা নাকি আজেন্ট হয়ে গেছেন তাদের মধ্যে সমাজদ্রোহীরা আছে। রাত ১ টার পর যখন চড়িলাম, মজলিশপুর, গোলাঘাটির ভোট গোনা হচ্ছিল তখন দেখা যাচ্ছে আমাদের যারা অ্যাজেন্ট, আমাদের যারা নির্বাচনের প্রার্থী তারা সেখানে থাকতে পারলনা। তাদের জোর করে বের করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ বাহিনী সেখানে নিরাপত্তা দিতে পারেনি। হাত দেখালে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়। এইভাবে ভোট গণনা কেন্দ্রের মধ্যে এই রিগিং জোর করে করা হয়েছে। মজলিশপুরের ক্ষেত্রে সেই রিটার্নিং অফিসার ২০ নং ফরমে সই করে ঘোষণা করলেন, মানিক দে ১৮৬ ভোটে বিজয়ী হয়েছেন। তারপর দেখা গেল সেখানে বাধ্য করা হল এবং ১৮ ঘন্টা পরে সেখানে আবার পুনর্গণনা হল, তাতে দেখা যায় ঘোষণার পর সেই কংগ্রেস প্রার্থী তিনি ৩০৬ ভোটে জিতে গেছেন। ২০ নম্বর ফরমে সই করে যখন নাকি রেজাল্ট ঘোষণা করা হয় তারপর আর পুনর্গননা করা যায় না। এইটা সম্পূর্ণ বে-আইনী। পেরী শাস্ত্রীকে যখন নাকি বিরোধী দলের নেতারা গিয়ে বললেন তিনি স্বীকার করেছেন, পত্রিকায় স্টেইটমেন্ট বেরিয়েছে, এইটা অন্যায় হয়েছে, এইটা আমি জানিনা। এবং তার আগে ৭ থেকে ১২ নং বুথের যে নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল। তিনি নাকি টেন্ডার ভোটের উপরে অন্যের ভোট নিজে সীল করেছেন, ঘেরাও করা হল, অপমান করা হল, তাকে আক্রমণ করা হল, তাকে সরিয়ে দেওয়া হল। পরবর্তী সময়ে নির্বাচন কমিশনারের তরফ থেকে বলা হল এই রকম ঘটনা পাওয়া যায়নি। কিন্তু এইটা ঘোষণা করা হল ভোট যেদিন শেষ হল সে দিন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইভাবে যে নিবাচন করা হল, আধা সামরিক বাহিনী, সমাজদ্রোহী, টি, এন, ভি, সব মিলিয়ে ভোট করা হল, এইজন্য আমি বলছি ভারতবর্ষটাকে আগামী দিনে কংগ্রেস কোন পথে নিয়ে যাবে তা বুঝতে হবে। তারা মুখে বলছে গণতন্ত্রের কথা, এইটা তাদের প্রচার, তাদের মুখের বুলি। আসলে তাদের রক্ষা করেছে ভারতের একচেটিয়া জমিদার, ভূস্বামী, রাজন্যবর্গ তাদের স্বার্থে। এই স্বার্থের সঙ্গে জড়িত আছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ। কাজেই ত্রিপুরায় দেখেছি ভোটকে নিয়ে একটা গভীর চক্রান্তের মধ্যে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী যেমন আছে, অগাধ টাকা ঢেলে দিয়েছে, ঋণ মেলা, নানাভাবে এসেছে, নানাভাবে প্রলোভন এসেছে, এর সঙ্গে রাজ্যে এসেছে সন্ত্রাস। আমরা দেখলাম রাজ্যের প্রশাসনকে অকেজো করে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা এলেন। ২ মাস আগে এসে এখানে ক্যাম্প করলেন। নানাভাবে এখানকার আই, এ এস অফিসার এবং আই, পি, এস অফিসারদের ডাকলেন, তাদের নিয়ে বসলেন। নিরাপত্তা বাহিনীর যারা প্রধান আছেন তাদের নিয়ে বসলেন, তাদেরকে বললেন যে, তোমাদের চাকরী আছে, তোমাদের চাকরী রক্ষা করতে হবে। তুমি যদি কংগ্রেস পক্ষে কাজ না কর তাহলে তোমার চাকরী থাকবেনা। কাজেই ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের কথা ওরা বলছে। একটা ইমেজ সৃষ্টি হয়েছে আমি বলছি না। গণতন্ত্রের জন্য আগামী দিনে কিভাবে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে ফিলিফাইনসের মারকাশের মত ভোট বাক্সের এক পা, আর একহাতে গণতন্ত্রের ঝাণ্ডা, এইভাবে তারা এসেছে। ত্রিপুরার নির্বাচনকে একটা প্রহসনে পরিণত করেছে। কাজেই তারা যে কথাই বলুক গণতন্ত্র ইত্যাদি তার ইমেজ রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করছে, আসলে তারা স্বৈরতন্ত্রের পদধ্বনি তারা সূচনা করেছে। নির্বাচনের পরে আমরা দেখলাম গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র আধা সামরিক বাহিনী, তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে কংগ্রেসের কর্মীরা, এর মধ্যে সেই গাবদি এলাকার মধ্যে দেখা যাচ্ছে সেখানকার কংগ্রেস কর্মীরা সি, আর পি, বা পুলিশের লোকদের নিয়ে গিয়ে বলছে এই হল উগ্রপন্থী, তাকে ধর। দীপক মজুমদারের ঘটনা, খুন হল কে এবং কি ব্যাপারে সেই প্রশ্নই নাই, তাকে মারধর করা হল, তাকে পুলিশ মারল, সি, আর, পি তার বুকের উপর নাচল এবং এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়ে আছে এবং এই ধরনের ঘটনা সারা ত্রিপুরার মধ্যে ঘটছে একটার পর একটা। তার পরে রাজ্যপাল আরও কিছু কিছু কথা বলছেন। "আমরা বাঙ্গালী" এই ভাবেই এসেছে, এই সম্পর্কে এখানে কোন উল্লেখ নাই একস্ট্রিমিস্ট দমনের কথা আমি বললাম, কে তাদেরকে সাহায্য করছে, কে তাদেরকে রক্ষা করছে এবং দশ দিন আগে ৯১ জন

খুন হল আর এখন টি, এন, ভি নাই, খুন হচ্ছে না। কাজেই রক্ত ও সন্ত্রাস দিয়ে গণতন্ত্রকে ওরা শেষ করে দিয়েছে, গণতন্ত্রের বিপদ বুর্জুয়াদের হাতে সৃষ্টি হয়েছে। জমিদার বুর্জুয়া একচেটিয়া পুঁজিপতি রাজেন্দ্রবর্গের স্বার্থে এই গণতন্ত্রকে তারা ধ্বংস করবে ত্রিপুরায় তারই পদধ্বনি এ.ক নূতন রাস্তা কেন্দ্রের প্রশাসন সি, আর, পি আর্মি সব কিছুকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ক্রিমিন্যাল সমাজ দ্রোহীদের নিয়ে হিটলারের পথে তার অগ্রসর হয়েছেন, এই বক্তব্য রেখে ধন্যবাদ সূচক বক্তব্যের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী)ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, গত ২৯ তারিখ মহামান্য রাজ্যপাল এই বিধানসভায় ওনার ভাষণ রেখেছেন এবং এই ভাষণের উপর মাননীয় মন্ত্রী রতন চক্রবর্তী যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এনেছেন তাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি এবং বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের আমি দেখেছি যে মোট ১৫ জন সদস্য এখানে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাবকে বিরোধীতা করে বক্তব্য রাখার চেষ্টা করেছেন এবং সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন, এই সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা গত ২ রা ফেব্রুয়ারী বিগত দশ বছরের রাবণের বংশধর যারা এই ত্রিপুরা রাজ্যে শাসন করেছিল তাদেরকে গণতান্ত্রিক ও শান্তিপ্রিয় জনগণ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের মাধ্যমে ভোট দিয়ে যারা উপজাতি যুব সমিতি এবং কংগ্রেস (ই) সরকারকে বসিয়েছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি গতকাল লক্ষ্য করেছি, এই সভার বিরোধী দলের নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে একটা খোলস পাল্টিয়ে বিগত কয়েক দিনের কথাটা তিনি একটা সামান্য কাপড় দিয়ে ঢেকে জনসাধারণকে ভুল পথে পাঠানোর চেষ্টা করছেন। আমি লক্ষ্য করলাম যে, কয়েকদিন আগেই তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শাসক দলে থেকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যকে শাসন করেছেন এবং সেই দায়িত্ব উনার কাছে ছিল, আজ এই নির্বাচনের জয়কে তিনি এখনও মেনে নিতে অস্বীকার করছেন এবং তিনি ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বাহিরে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে সারা ভারতবর্ষে প্রচার করতে চেয়েছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার এখানে আমি এনে সরকার গঠন করেছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, একটা কথা পরিষ্কার করে বলতে হয় যে ওনার এই চেতনা নিশ্চয়ই আছে আমার মনে হয়, যখন তিনি সরকারে ছিলেন তখনই নির্বাচন হয়েছে, একটা কথাও তখন ওনাকে বলতে শোনা যায়নি। এমন কি ২ তারিখ রাত্রেও তিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন যে হ্যাঁ, শান্তিতে নির্বাচন হয়েছে। এর পরের দিন যখন ৩, ৪, ৫ তারিখ পযন্ত যখন তিনি অতিরিক্ত ক্ষমতায় দেড় দিন বসেছিলেন তখন ত্রিপুরার জনগণ ক্ষমা করেছেন। যেটা নাকি সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে আমরা দেখেছি সারা ভারতবর্ষের কোন জায়গায় সরকারীভাবে ঘোষণার হওয়ার পর সেই মিনিটেই সেই মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয় এবং এইটাই দেখা যায়। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতি যাদের শ্রদ্ধা আছে তারাই এই সব কাজ করেন। কিন্তু বিরোধী দলের নেতা তখনকার মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা দেখলাম না, ৪ তারিখ ঘোষণা হল আর ৫ তারিখ ১টার সময় তিনি গেলেন মহামান্য রাজ্যপালের কাছে পদত্যাগ পত্র পেশ করতে তাতে অতিরিক্ত যে দেড় দিন তিনি ক্ষমতায় বসে ছিলেন ত্রিপুরার জনগন রায় দেওয়ার পরেও, অবশ্য মার্কসের নীতিতে এই গণতন্ত্র নাই, ওরা মানেও না। আমরা দেখেছি ভারতের ইতিহাস খতিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরেও তারা এইটা বলেছিলেন যে, এই আজাদী ঝুটা হ্যায়, মানে এইটা মিথ্যা স্বাধীনতা, অসত্য স্বাধীনতা, এই কথা আমরা ওদের ইতিহাসে পাই, তাই আজকে গণতন্ত্রের রায়কে মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে কষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। তাই আমরা দেখলাম পত্র পত্রিকায় তিনি পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে কি পালন করলেন? 'ত্রিপুরা দিবস' দশ বছরে দেখলাম না ত্রিপুরা দিবস পালন করতে আর আজ পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে পালন করলেন "ত্রিপুরা দিবস" আমার মনে হয় ত্রিপুরা দিবস পালন না করে পরাজয় দিবস পালন করা উচিত ছিল। দশ বছরে তাদের "ত্রিপুরা দিবস" পালন করার প্রয়োজন হল না আর আজ প্রয়োজন হল "ত্রিপুরা

দিবস" পালন করার, ত্রিপুরার জনগণের কাছে একবারও বললেন না যে, রেগিং হয়েছে, আর পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় জ্যোতি বসুর কমপিউটারে ধরা পড়ল সেখানে গিয়ে দেখতে হল বিরোধী দলের নেতাকে যে ত্রিপুরা রাজ্যে রিগিং হয়েছে কি না। তিনি নিজে মুখ্যমন্ত্রী থাকা কালীন দেখতে পেলেন না, ধন্যবাদ জানালেন সুষ্ঠু নির্বাচন হল বলে। তারপর মাননীয় সদস্য অনিল সরকার বলেছেন আর্মি এনে নির্বাচন করা হয়েছে শ্যামাবাবু আর্মি এনে না কি নির্বাচনে জিতার প্রচেষ্টা করেছিলেন। মাননীয় সদস্যকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যদি আর্মি এনে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য নিয়ে যদি জিততে হয় তাহলে শ্যামাবাবু হারলেন কেন? আর যদি টি, ইউ জে, এস, টি, এন, ভির সঙ্গে যোগ হয়ে নির্বাচনে দাঁড়াত তাহলে এই সি, পি, এম-এর একটাও সিট থাকত না, ১৭ টা আসনের মধ্যে টি, ইউ, জে, এস মাত্র পেয়েছে সাতটা আসন, তাও অনেক কষ্টে, কারণ জায়গায় জায়গায় তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। আমার বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে সকাল ৮ টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত একটা লোককে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত অমরপুরের এস, ডিও কে জানিয়ে সি, আর, পি পুলিশ নিয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে ভোটারদের আনতে হয়েছে, বলেছি নির্ভয়ে তোমরা ভোট দাও, আঙ্গুল কেটে ফেলবে না কি এই সব কাজ তখন কারা প্রচার করেছিলেন। মিঃ স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের সদস্যরা একটা ভুল বুঝাবার চেষ্টা করেছেন সি, আর, পি আনা হয়েছে আইন শৃঙ্খলার রক্ষার জন্য, এই যে কলিং এটেনশান আজকে এখানে আনা হয়েছে, সেই আনন্দ বাজারে খুন করা হয়েছে, যারা ভোটের বাক্স নিয়ে গিয়েছিল তাদের ভোটের বাক্স কেড়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল, ভয় দেখিয়েছিল, তোমরা যদি ভোট কেন্দ্রে যাও আঙ্গুল কেটে ফেলব, সেখানে তিন জনের মৃত দেহ দেড় দিন ধরে পড়ে থাকে। তখন পুলিশ নিয়ে মৃত দেহ সেখান থেকে সরিয়ে জনগণকে বলেছে, তোমরা ভয় করো না। মিঃ স্পীকার স্যার, সব সময়ে আমরা দেখেছি, যখন আমরা বিরোধী দলে ছিলাম আর শাসক দলে যখন ওনারা ছিলেন তখনও ভারতবর্ষকে যারা রক্ষা করে নিজের রক্ত দিয়ে প্রাণ দিয়ে সেই আর্মির বিরুদ্ধে কলংক লাগানোর জন্য তারা চেষ্টা করেছিল। তারা রাষ্ট্র বিরোধী কথা বলে এবং চিন্তা করে কিন্তু কোন দল এসব বলতে পারেন? মাননীয় সদস্য নকুল বাবু এখানে উল্লেখ করেছেন যে, এখানে খুন সন্ত্রাস বন্ধ করার কোন কথা নাই, তাই তিনি সংশোধনী এনেছেন। আমরা সরকার পক্ষ থেকে ঘোষণা দিচ্ছি যে, প্রতিটি ইলেকশনের পর ওনারা যে ইলেকশন ফর অ্যাকশন সেটা আর হবেনা এবং হচ্ছেও না। ওনারা বলতেন টি, এন, ভি খুন করেছে। গ্রামে খুন করত টি, এন, ভি আর শহরে তারা করতেন। এই সরকার ঘোষণা দিচ্ছে যে, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যারা গণতন্ত্র প্রিয় তাদের রক্ষা করা হবে। আর যারা সন্ত্রাস সৃষ্টির করার চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি বিধান করা হবে। মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে কয়েকজন উপজাতিদের সম্পর্কে খুব দরদী হবার চেষ্টা করেছেন। এই বিধানসভায় এই উপজাতিদের জন্য আমরা বার বার চীৎকার করেছিলাম। অথচ আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিনহা জুমিয়াদের ব্যাপারে বলেছেন। সরকার পাল্টিয়েছে কিন্তু কিছু কর্মচারী গোষ্ঠী আজও বলছে যে, এই সরকার ২,।৩ মাসের বেশী টিকবেনা, কারণ ওরা কিছু জানেনা। তাদের আমলে ফরেষ্টাররা নিজের মর্জি মাফিক আইন তৈরী করে বলতো যে, ১০ টাকা দিতে হবে, না হয় পারমিট দেওয়া হবে না। সরকারের তরফ থেকে আজকে বলা হয়েছে যে, যে কেউ সরকারের ভাব মূর্তি উপজাতিদের কাছে নষ্ট করার চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক ব্যাবস্থা নেওয়া হবে। মাননীয় সদস্য বিমলবাবু আজকে বলেছেন যে, জুম কাটার জন্য মেনডেজ দিতে হবে। কিন্তু ওনারা যখন সরকারের ছিলেন তখন ১০ বছর জুম কাটারজন্য মেনডেজ দিয়েছেন কি? তৎকালীন মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী ৩০০ টাকা করে ১ বছর দিয়েছিলেন কিন্তু তার পরের বছর থেকে আর নাই। মেনডেজ কোন সময়ে দেওয়া হয় নি। গড়িয়া পূজার জন্য প্রথমে কিছু দিয়েছিলেন কিন্তু পরে আর নাই। ওনারা আরও একটা কথা বলেছেন, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে বলেছেন। মাননীয় সদস্য জিতেন্দ্র

সরকার মহোদয় সংশোধনী এনে বলার চেষ্টা করেছেন যে, এটার নাকি কোন উল্লেখ নেই। ওনাকে আমি বলতে পারি যে, কালোবাজারীদের কিছু পাইয়ে দেওয়ার জন্য যে রাজনীতি ছিল এখন আর সেটা হবে না। দ্রব্যমূল্য যাতে কমানো যায়, জনসাধারণ তাদের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি যাতে ক্রয় করতে পারে সে ব্যবস্থা আমাদের সরকার নিচ্ছে। মিঃ স্পীকার স্যার, আমাকে একটু সময় দিতে হবে। মাননীয় সদস্যরা এখানে উল্লেখ করেছেন যে বিদ্যুৎ সম্পর্কে নাকি উল্লেখ নাই। আমি বলব, ওনারা যেসবের জন্য সংশোধনী এনেছেন তা সব কিছুরই উল্লেখ আছে। বিদ্যুৎ সম্পর্কে আমরা খুব সচেতন। আমাদের মন্ত্রিত্বের ৩ সপ্তাহ সময়ের মধ্যে আমরা চেষ্টা করছি যাতে বিদ্যুতের উন্নতি করা যায়। আসাম এবং মনিপুরের লোকটাক থেকে যে বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে সেটা আগে কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল না। এখন আমরা কত মেগাওয়াট পেতে পারি তারজন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে একটি ডিজেল চালিয়ে, বড়মুড়া গ্যাস থার্মাল থেকে ও গোমতি শুদ্ধ সব মিলিয়ে আমরা ১৯ মেগাওয়াট পাচ্ছি, কিন্তু আমাদের ৩০ মেগাওয়াট চাহিদা আছে। আরও ১১২ মেগাওয়াট এখন বাড়তে পারে। ১৯৮৯ সালে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ৪৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারব বলে মনে করি। এখন ঋণ মেলা সম্পর্কে কিছু বলতে হয়। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এখন বিরোধী দলের নেতা প্রধানমন্ত্রীকে বলতেন যে, ঋণ মেলা দিও না। এটা করা নাকি মহা পাপ, তাহলে রাজীব গান্ধীরফাঁসী হবে। আর যদি কর তাহলে আমরা হাইকোর্টে যাব, সুপ্রীম কোর্টে যাব। তবে তখনকার উপ-মুখ্য মন্ত্রী বলতেন যে, নির্বাচনের পরে দিলে আমরা নেব। একজন এক কথা বলতেন। এবার কিন্তু সুরটা পাল্টিয়ে বলছেন যে, মাংসটা খাব না কিন্তু ঝোলটা খাব। আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন মাংসও খায়াব এবং ঝোলও খাওয়াব। তাই সুরটা পাল্টিয়ে বলছেন যে না, আমাদের কোন আপত্তি নেই। ঋণ মেলা করার জন্য আইন যদি না থাকে তাহলে নির্বাচনের আগেও যে আইন পরেও ত সেই আইন অর্থাৎ তাদের উদ্দেশ্য ছিল সন্ত্রাস সৃষ্টি করে গরীবদের যাতে আরও গরীব করে রাখা যায়, তারজন্য গরীবের বন্ধু বলে গরীবকে শোষণ করার পদ্ধতি নিয়েছিল। আমি আজকে অনুরোধ করব, আপনারা এই পথ পরিত্যাগ করুন। রত্নাকর দস্যু ১২ বছর তপস্যা করে রামায়ণ রচনা করেছিলেন, সে রকম আপনারাও আরও অন্ততঃ ১০ বছর অনুতপ্ত হয়ে তপস্যা করুন যে আপনারা জীবনে কি পাপ করেছেন। এখন তা সংশোধন করে এই নূতন সরকারকে সহযোগিতা করবেন। এই নতুন সরকারের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে এই ত্রিপুরার ২২লক্ষ মানুষের কাছে এই আহ্বান রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীদশরথ দেব (রামচন্দ্রঘাট) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ ইং তারিখে মাননীয় রাজ্যপাল এই হাউসে যে ভাষণ দিয়েছেন এবং তার উপর যে ধন্যবাদ-সূচক প্রস্তাব মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরতন চক্রবর্তী এই হাউসে উপস্থিত করেছেন এবং যার উপর আলোচনা হচ্ছে—প্রথমে আমি এই ধনবাদসূচক প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি। আমি এই কথা বলতে চাই যে, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী কি হবে এইটা অর্থাৎ সরকারের যে একটা নীতি এই ভাষণে প্রতিফলিত হয়ে থাকে সে সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। আছে শুধু বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন কতকগুলি উষ্মা। এবং এই উষ্মা প্রকাশ করে তারা তাদের ঝাল মিটাতে পারেন, কিন্তু সরকারের পক্ষে ত্রিপুরা রাজে,র মানুষের কল্যাণমূলক কোন কাজ করা সম্ভব হবে না। আমি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের সমস্ত আসপেক্টস আলোচনা করতে যাচ্ছি না, সময়ও আমার থাকবে না।

মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে একটা কথা রয়েছে।

"The Government will cooperate fully with the Prime Minister Shri Rajib Gandhi in his great task to modernise the economy and take the country into 21st. Century as a strong nation."

এইটা যদি করা যায় করা উচিৎ—তাহলে আমরাই সবচাইতে বেশী খুশী হব। কারণ ন্ট্রংনেশন সুখী সম্পদশালী নাগরিক যদি সাবাইকে করা যায় তাহলে আমরা খুবই খুশী হব। কিন্তু সেটা করা যাবে কি। সেই সম্পর্কে আমি কতকগুলি জিনিষ এই হাউসে উপস্থিত করতে চাই। প্রথমতঃ এই ভারতবর্ষে আনুসরণ করছি সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সঙ্গে গাঁটছাড়া বেধে, দেশের বুর্জোয়া জমিদারদের সঙ্গে আপোষরফা করে। কাজেই এই সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সঙ্গে গাঁটছাড়া বেধে অর্থনৈতিক আধুনিকরণ করা যায়না যাবেনা। সেই অর্থনীতিকে সামন্ততন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির কবল থেকে মুক্ত করে তবে একটা দেশ তার স্বাধীন অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারে, শক্তিশালী অর্থনীতি করতে পারে। ভারতবর্ষে গত ৪০ বছর অনুসৃত নীতির মধ্যে আমরা সেই স্বাধীন অর্থনীতির কোন ভূমিকা দেখিনা।

আরেকটা জিনিষ—ভারতবর্ষের এখন কি করুন চিত্র। অর্থনীতি যারা অনুসরণ করেন কেউ কেউ—অবশ্য সবার পক্ষে সেটা সম্ভব নায়, শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি রুগ্ন ইউনিট ১,৩০,৬০৬ টি। তারমধ্যে বস্ত্রকল যেখানে কাপড় তৈরী হয়—১৩৩ টা কল এখনো বন্ধ রয়েছে। গত পরশুদিন পার্লামেন্টে এই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী রাজ্য সভায় তাঁর জবাব দিয়েছেন। যার ফলে ১,১২,০০০ শ্রমিক আজকে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। আর ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত সেটা বেড়ে গিয়ে হয়েছে ১,৭০,০০০ শিল্প ইউনিট বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে লক্ষ লক্ষ লোক যারা কাজ করতেন তারা আজকে কর্মহীন। তাছাড়া সরকারী হিসেব মত প্রতি বছর কয়েক লক্ষ নতুন যুবক বেকার। সেই নতুনদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। এই হচ্ছে সারা ভারতবর্ষের অর্থনীতি চিত্র।

ঋণের বুঝার কথা-কত যে ডেট বারডেন আমাদের ভারতবর্ষের—সেটা হচ্ছে ১ লক্ষ ৯০ হাজার ৮৯১ কোটি টাকা ভারতবর্ষের ঘাড়ে চেপে রয়েছে। ইনটারন্যাল ডেট হচ্ছে—১,৬৭,০০০ কোটি টাকা এবং এক্সটারন্যাল ডেট হচ্ছে ২৭,০০০ কোটি টাকা। এবং ভারতবর্ষকে প্রতি বছর এই ঋণের জন্যে সুদ বাবদ দিতে হচ্ছে—১০,৬৬৫ কোটি টাকা। এই হচ্ছে ভারত সরকারের হিসেব। তারপর দেখুন এই ভারতবর্ষের অন্যতম অর্থনীতি-বিদ যিনি তার নিজেদের কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কাজ করেছেন ডঃ মেল্‌কম্ আদশে সাইয়া দেশমুখ মেমোরিয়েল লেকচার ১৫ই জানুয়ারী দিল্লীতে দিয়েছিলেন। তাতে তিনি দেখিয়েছেন ২ কোটি ৭০ লক্ষ লোক প্রতিদিন রাত্রে অনাহারে কাটায়। এই হচ্ছে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক চিত্র। আর বেকার সমস্যার কথা বলে তো লাভ নেই। রেজিস্ট্রিকৃত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হচ্ছে—সাড়ে তিন কোটি। গ্রামীণ বেকার—১০ কোটি এবং এটা বাড়তেই থাকে। লক্ষ লক্ষ বেকার চরম দারিদ্র ও নিরক্ষর ৪২ কোটি মানুষ ভারতবর্ষে বাস করেন। ভারতবর্ষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য রাজনৈতিক শিকার হয়ে এবং ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় লিপ্ত হয়ে কত লোক যে মরছে তার হিসেব কে রাখে? আজও পাঞ্জাবে দৈনিক কত লোক যে মরছে তার হিসেব নেই। একবিংশ শতাব্দীতে নিশ্চয়ই আমাদের প্রবেশ করতে হবে। কারণ এটা তো অমুঘবিধান অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়ম সকলকে এক জায়গায় কেউ ধরে রাখতে পারবেনা। একের পর এক বছর আসবে এবং যাবে। কিন্তু কি নিয়মে আমরা একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করব। লক্ষ লক্ষ লোক বেকার, ভুবুক্ষু রাজনৈতিক দাঙ্গায় মরছে, চরম দারিদ্রতা, নিরক্ষর এই সব নিয়েই আমরা ঢুকব। তাহলে প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী যে স্বপ্ন, আধুনিকিকরণের মধ্যে দিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশের যে স্বপ্ন—এইটা কি স্বার্থক হবে? এই পথে কখনো সার্থক হবে না। ভারতবর্ষ ডুবছে, আরো ডুবাবে। এরজন্য দেশের মানুষ রাজীব গান্ধীকে অনুরোধ করছেন—'আপনি পদত্যাগ করুন'।

আর কি আমরা দেখছি—এই দল যাদের কাছে সবশেষে বড় কথা হচ্ছে ক্ষমতায় টিকে থাকা। এইটাই তাদের কাছে মুখ্য। এভাবে জনগণের কল্যাণ, জাতীয় সংহতি, সংসদীয় গণতন্ত্র ও তার ভীতি এই গুলির হচ্ছে তাদেরকাছে অত্যন্ত গৌণ এর ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষকে শক্তিশালী করা যায় না।

সেকুলারিজম ধর্ম নিরপেক্ষতাই একমাত্র জাতীয় ঐক্য ও সংহতির রক্ষা করতে পারে। বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তা ধারা, সাম্প্রদায়িকতাবাদী চিন্তা ধারা এবং ধর্মান্ধদের দ্বারা পরিচালিত যে রাজনীতি---এই রাজনীতি দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে না। রাজ্যপালের ভাষনে আছে এইগুলি? নাই। আজকে রাজ্যগুলির ক্ষমতা সংকুচিত করা হচ্ছে। সংবিধানে যে অটোনমী দেওয়া হয়েছে রাজ্যগুলোতে সেটাকে খর্ব করা হচ্ছে।

এই মিলিটারী ইনডাকসন সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হয়েছে। আমি আর নতুন করে উল্লেখ করতে চাই না। এটা কখনই সু-গণতান্ত্রিক নীতি হতে পারে না। আজকে কেন্দ্রের নেতৃত্বে যারা রয়েছেন আমি তাদের ওয়ার্নিং দিতে চাই যে ৭০ কোটি ভারতবর্ষের মানুষের জন্য আর্মি দেশরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হবে, বিদেশী শত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা তারা করবে,। কিন্তু সেই সৈন্য বাহিনীকে যদি তোমার সংকীর্ণ রাজনৈতিকের স্বার্থে, তোমার গদীকে রক্ষা করার জন্যে কাজে নামাও---তাহলে দে উইল ডিমাণ্ড শেয়ার অব পাওয়ার। সেদিন তারা ক্ষমতার ভাগ চাইবে। এই যদি হয় তাহলে ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের অস্তিত্ব বলে কিছুই থাকবে না।

স্যার, আমি আরো কয়েকটি কথা আপনার মাধ্যমে এই হাউসের কাছে উপস্থিত করতে চাই। ওরা খুব গর্ব করেছেন যে, 'আমরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার। হ্যাঁ, এটাও যেন ভুলে না যান ভারতবর্ষে যদি প্রপোরশন্যাল রিপ্রেজেন্টেশনের সিস্টেম থাকতো তাহলে ওরা তো ৪৭ পয়েন্ট সামথিং শতাংশ ভোট পেয়েছেন, আর আমরা ৫০ পয়েন্ট সামথিং পেয়েছি। তাহলে প্রপোরশন্যাল রিপ্রেজেন্টেশন অনুযায়ী ওরা এইখানে আসতেন না। কিন্তু ভারতবর্ষে এখনো ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী সিসটেম রয়েছে বলে ওরা এখানে আছে। কাজেই সংখ্যা লঘুদের প্রতিনিধিত্ব করছেন তারা। কাজেই এতে অহংকার করার কিছুই নেই। সংসদীয় গণতন্ত্রের সিড়ি বেয়ে ওরা সরকারের আসেনি। সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি নীতিকে ওরা জলাঞ্জলি দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ব্যবহার করে---সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনী ব্যবহার করে জোর জবরদস্তি করে রাজীব সরকার এই ভদ্রলোকদের এখানে বসিয়েছেন---এরা হচ্ছে ইনন্টলড্ গভর্ণমেন্ট বাই দ্যা সেন্টার থ্রু এডোপটেড আনফেয়ার মিন্স। কাজেই এত অহংকার করার কিছুই নেই। এই সরকারের গণ ভিত্তি নেই। এইটা সাজানো সরকার---ইম্পোজড, ইন্সটলড্ বাই দ্যা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট নট বাই দা মেজোরিটি পিপল অব ত্রিপুরা। এবং এদের গণভিত্তি নেই বলেই আজকে ওদের এত আতঙ্ক। এই আতঙ্ক কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে--নেশন্যাল সিকিউরিটি এক্ট তারা চালু করেছেন সি, পি, আই (এম) কর্মীদের ধ্বংস করার জন্যে জায়গায় জায়গায় তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি ওদের চরম অসহিষ্ণুতা করা। এই হাউসের এটা দেখতে পাচ্ছেন। তাদের অসহিষ্ণুতা কত রয়েছে দেখুন তো। এটাই প্রমাণ। এবং আমি বলি এই গভর্ণমেন্ট শুরু থেকেই ইট ইজ এ গভর্ণমেন্ট নট ফর কনস্ট্রাকশন, বাট ফর ডেস্ট্রাকশন। সবকিছু ভেঙ্গে ফেলে। নির্বাচিত পৌরসভা বাতিল, পঞ্চায়েত, বি, ডি, সি, এর কাছ থেকে ক্ষমতা নিয়ে নেওয়া, স্পোর্টস কাউন্সিল ভাঙলো, নির্বাচিত কলেজ ছাত্র সংসদ ভেঙ্গেছে। আজকে তারা ছাত্ররা কলেজ ধর্মঘট করবে। বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিল তারা ভাঙলো। স্বশাসিত জেলা পরিষদ ওদের একতিয়ারে নয়। তাঁরা বলছেন রাজ্যপালকে যে তাঁরা তদন্ত করাবে। এবং এরপর জেলাপরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া হবে। চাকরীর ক্ষেত্রেও ডিসক্রিমিনিশান করছে। পুলিশ ভেরিফিকেশান করার কথা বলছেন ওরা। ওটা বৃটিশের নীতি। সুপ্রীম কোর্টের পরিস্কার রায় আছে ভারতবর্ষের একজন নাগরিকের সাথে আর একজন নাগরিকের কোন ডিসক্রিমিনেশান করা যাবে না। তারপরও ওরা কি করছেন? কয়েক হাজার ছেলে যারা ইন্টারভিউ দিয়ে অফার অব অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছিল, নির্বাচনের আইন কানুন মেনে যাদের অ্যাপন্টমেন্ট লেটার ইস্যু করা যায় নি, তাঁরা এসে সেগুলি বাতিল করে দিয়েছেন। ৩৫০ এর উপর এখনও গ্রেজুয়েট স্কেল টিচারের রিজার্ভ ভেকেন্সী আছে ট্রাইবেলদের জন্য। তাদের জন্য তো ভেরিফিকেশনের দরকার নেই। কংগ্রেসই-উপজাতি যুব সমিতি ক্ষমতায় আসার পর ট্রাইবেলদের বিরুদ্ধে ওরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। কাজেই

আমি কোন মতেই এই ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবটি সমর্থন করতে পারছি না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীঅমর মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) -ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজ্যপাল গত সোমবার দিন এই সভায় যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছেন তার সমর্থনে যে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতন চক্রবর্তী তাকে আমি সমর্থন করি। গতার কারন প্রথম তিনি বলেছেন—"ত্রিপুরায় সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে সব সাহায্য ও সহায়তা করেছেন, যার ফলে জনগণের পছন্দমত সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে, তার জন্য আমার সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।' এটা বাস্তব সত্য। "নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য কিছু কিছু মহলের প্রচেষ্টা সত্বেও অধিক সংখ্যক জনগণ যেভাবে ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে তাদের পছন্দমত ভোট দিয়ে তাদের মৌলিক গণতান্ত্রিক কর্তব্য পালন করেছেন তার জন্য আমি এই সুযোগে তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।'"

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা ত্রিপুরার জনগণ বহুদিন আগে একটা জিনিষ দেখেছিলাম, গণতান্ত্রিক একটা সংকট ছিল যে জনগণের জন্য জনগণ দ্বারা একটা সরকার হওয়ার কথা আমরা স্কুলে কলেজে পড়েছিলাম। সেটা গত ১০ বছরে আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। আমরা দেখেছিলাম ত্রিপুরা রাজ্যে সি, পি, এম, দ্বারা সি, পি এম, এর জন্য একটা সরকার গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু কোথাও মাননীয় রাজ্যপাল কংগ্রেস-ও টি, উ জে এস সরকার— এই কথাটা উল্লেখ করেন নি। এখানে আমরা দেখছি যে প্রাক্তন কিছু মন্ত্রী নির্বাচনের সময়ে এমন ভাবে উস্কানিমূলক বক্তব্য রেখেছেন এবং এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন যে, কোন কোন জায়গায় আমরা নির্বাচনী প্রচারের জন্য যেতে পারি নি। এমনভাবে সি, পি, এম কারফিউ তৈরী করা হয়েছিল বিভিন্ন জায়গায়। আমরা দেখেছি যে, এখন শুধু মানুষের একটা মাত্র বক্তব্য যে গত ১০ বছরে আমরা কথা বলতে পারতাম না। যদি কথা বলতে হয় তাহলে ব্রাঞ্চ কমিটির কাছে যেতে হবে। না হলে আমাদের বক্তব্য রাখার উপায় নাই। সুতরাং আমরা সাধারণ নাগরিক যে রায় দিয়েছেন সেই রায়কে মাথা পেতে মেনে নেওয়া আমাদের কর্তব্য।

উগ্রপন্থী নির্মূল এবং রাজ্যে স্থায়ী শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন অনুযায়ী সারা রাজ্যকে উপদ্রুত অঞ্চল বলে ঘোষণা করেছেন এবং উগ্রপন্থি দমনের জন্য সেনা বাহিনী মোতায়ন এবং বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যদি ত্রিপুরাবাসীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তোমরা কেউ উগ্রপন্থী দেখেছ কি বা উগ্রপন্থীরা কোথায় থাকে জান কি? তার উত্তরে তারা বলবে সি, পি, এম এর পার্টি অফিসে। তাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, উগ্রপন্থীরা কার হাত ধরে চলে, তারা বলবে ঐ নৃপেন বাবু আর দশরথ বাবুর হাত ধরে চলে। স্যার, এটা সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে যে, তারা এতদিন ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের দিয়ে এমন কতকগুলি কাজ করেছেন, যাতে করে ত্রিপুরা রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিল এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বলতে কিছুই ছিল না। তারাই আবার ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে উগ্রপন্থীর নামে হামলা হজ্জিতির সৃষ্টি করে শাসন ক্ষমতায় আসতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের সেই আশা আকাঙ্ক্ষা পুরণে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ ভোটের বাক্সে যে রায় দিয়েছেন, তাতে তাদের বিধি বাম হয়েছে। তাদের কাছে আমি জানতে চাই যে, ত্রিপুরা রাজ্যে সিডিয়্যুলড্ ট্রাইবস এবং সিডিউলড্ কাস্টস্ এর জন্য রিজার্ভ সীট কয়টা আছে? মাত্র ১৭ টা সীট আছে, তার মধ্যে আপনারা কয়টা পেয়েছেন, আর আমরা কংগ্রেস টি, ইয়ু, জে, এস, কয়টা পেয়েছি, সেটা একবার হিসাব করে দেখুন। স্যার, আমার বিলোনীয়া মহকুমার জোলাইবাড়ী কন্স্টিটিউয়েন্সিতে ধনীরাম পাড়ায় যে নির্বাচনী বুথ আছে, তাতে ভোটারের সংখ্যা মাত্র ২৭৬ জন, সেই

বুথের বাক্সে কংগ্রেসের একটি ভোটও পড়েনি, যা কিছু পড়েছে সবই সি, পি, এমের। অথচ সেখানে কংগ্রেস ২০০ থেকে ২৫০ টি ভোট পেতে পারত আর সি, পি এম, হয়তো ১০।১২ টা আগের দিন রাত্রিতে বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভয় দেখানো হয়েছে যে কংগ্রেস—টি, ইউ, জে এসকে ভোট দিলে তার পরিনাম খুব খারাপ হবে। তাই ভয় পেয়ে কোন ভোটারই বুথে না যাওয়াতে যেমন খুশী ব্যালট পেপার ছাপ দিয়ে বাক্সে বন্দী করা হল। দুই দিন আগে সেখানকার কৃষ্ণবন্ধু চৌধুরী বাড়ীতে আক্রমণ ঘটানো হল, যে নাকি প্রেসাইডিং অফিসার নিযুক্ত হয়েছিল এবং চক্রান্ত করে তাকে সহ মোট ১১ জনকে খুন করা হল। যাদের খুন করা হল, তাদের পরিচয় কি ? সেই সম্পর্কে আমি কিছু বলছি না, বরং মাননীয় বিরোধী দলের যিনি নেতা তিনি বললে আমরা খুসী হব এবং ত্রিপুরার মানুষ সেটা জানতে পারবে। স্যার, সেখানে গ্রাম রক্ষী বাহিনী গঠন করা হলেছিল, তারা কি করেছেন ? না, তারা এক একটি বাড়ীতে গিয়ে সেই রাত্রি ১০ টা, ১১ টা এমন কি ৩ টার সময়ও হানা দিত আর ভয় ভীতি দেখাতো যে সি, পি, এম ছাড়া আর কাউকে ভোট দিলে কেউ জীবিত থাকতে পারবে না।, এভাবে তাদের রক্ষী বাহিনী গ্রাম গঞ্জের মানুষের শান্তি নষ্ট করেছে, তাদের তাদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। এত সব করেও ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অংশ এর মানুষ সেই ভয় ভীতিকে উপেক্ষা করে যে ভাবে নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে ভোট কেন্দ্রে এসে ভোট দিয়ে কংগ্রেস (ই)—টি, ইউ, জে, এস, জোটকে জয়ী করেছে, এর কোন তুলনাই হয় না। অন্য দিকে ভোটে হেরে গিবে বিরোধী দল প্রতিশোধ নেওয়ার জন যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে, কারণ তাদের স্বার্থে বাধা পড়েছে। ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৮ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত বিরোধী দল যে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন জনগণের রায়ে, জনগণ এবার যে রায় দিয়েছেন, তা তাদের বিপক্ষে গিয়েছে। তারা এখনও বিশ্বাস করতে চাইছে না যে, গণতন্ত্রের রায় রয়েছে মানুষের হাতে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আজও মেনে নিতে চাইছেন না তাই আমি বিরোধীদের প্রতি অনুরোধ করব, তারা যেন প্রয়াত প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নেন। সেনা বাহিনী সম্পকে উনারা নানা রকম কথা বলছেন, কিন্তু এই সেনা বাহিনী কার, এই সেনা বাহিনী ভারতের, যেটা নাকি বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্টতম, যে সেনা বাহিনী বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সেখানকার মুক্তি যুদ্ধাদের সংগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সেই দখলকারী পাকিস্থানী সেনা বাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছিল, তারপর বাংলাদেশের এক বিন্দু জায়গা দখল না করে, তাদের হাতে সপে দিয়ে আবার ভারতে ফিরে এসেছে, সেই ভারতীয় সেনা বাহিনী সম্পর্কে তারা এসব কথা বলছেন, এটা বড়ই দুর্ভাগ্যের। এমন কি সাম্প্রতিক কালে শ্রীলঙ্কাতে যে ভারতীয় বাহিনী সেই দেশের আইন শৃঙ্খলায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে চলেছে, তাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের উক্তি বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য যারা ভারতেরই নাগরিক, তাদের শোভা পায় না, বরং তাদের এসব উক্তি যে কোন ভারতীয়েরই নিন্দার যোগ্য। তাদের খেদ হল ত্রিপুরা রাজ্যে নিবচনের সময় কেন সেনা বাহিনী নামানো হল কেন সরকার জ্যকে উপদ্রুত ঘোষণা করা হল বা কারণটা যে তাদের একেবারে জন্যে নেই, তা নয়। নির্বাচনের আগে ত্রিপুরা রাজ্যে বিরোধী পক্ষেরই শাসন কালে প্রতিদিন যে ভাবে মানুষ খুন হচ্ছিল, সাধারণ মানুষের যখন কোন নিরাপত্তই ছিল না, তখনই কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যকে উপদ্রুত বলে ঘোষণা করে সেনা নামানোর আদেশ দিয়েছিলেন, করেণ এই রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষা করাই ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য। ফলে সাধারণ মানুষ তাদের নিজেদের নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখার জন্যই ততকালীন শাসক দলের নানাবিধ ভয় ভীতিকে উপেক্ষা করে নিজেদের জীবন বাজি রেখে দলে দলে ভোট কেন্দ্রে এসে ভোট দিয়েছেন, ভোট পথ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে এটা ততকালীন মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়ও স্বীকার করেছিলেন বেতার মারফত, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষ জানেন। কাজেই সেনা বাহিনী যে ত্রিপুরাতে একটা কার্যকর ভূমিকা পালন করেছেন তার সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। এটা তাদের কাছেই খারাপ লাগছে, যারা নাকি গত ১০ বছর ধরে কি পঞ্চায়েত নির্বাচন, কি বি, ডি, সি র নির্বাচন, কি বিধান সভার নির্বাচনগুলিতে অসৎ উপায় অবলম্বন করে অথবা ষড়যন্ত্র করে নিজেদের

পক্ষে ভোটের ফলাফল নির্ধারণ করেছিলেন, এতে তাদের দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে এক জায়গায় প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, বিদেশী শত্রুকে দমন করার জন্যই সাধারণতঃ সেনাবাহিনীকে ডাকা হয়, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, যাদের হাত ধরে বিদেশী শত্রু দেশের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে, তাদের দমন দমন করার জন্য কেন সেনা বাহিনীকে ডাকা হবে না? ইদানিং কালে ত্রিপুরা রাজ্যে যা কিছু ঘটে গিয়েছে, তার মোকাবিলা করার জন্য সেনা বনিহীকে ডাকার দরকার ছিল বলে আমি মনে করি। তারপর, মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর ভাষণের এক জায়গায় বলেছেন "আমার সরকার বিনিয়োগ থেকে উচ্চহারে উৎপাদন বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করবে কেননা সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি না হলে জনগণের জীবনযাত্রার মান প্রকৃত পক্ষে উন্নীত করা সম্ভব নয়।" প্রকৃত পক্ষে, আমরা বিগত ১০ বছর দেখে এসেছি যে, ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য কেন্দ্র থেকে কোটি কোটি টাকা এসেছে, সেই টাকা দিয়ে বিগত সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ না করে, শুধু ক্যাডার পুষেছেন আর দিল্লীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে মিছিল মিটিং করেছেন। ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আগে যেমনটি পিছিয়ে ছিলেন, এখনও ঠিক তেমনি পিছিয়ে রয়েছেন। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন যে, আই, আর, ডি, পি এন, আর, ই, পি এগুলি গরীবদের জন্য, এটা তো আমরাও অস্বীকার করছি না। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল গত নির্বাচনের সময় ঐ আই, আর, ডি, পি অথবা এন, আর, ই, পি র টাকা দিয়ে বিগত সরকার তাদের দলীয় পঞ্চায়েত প্রধানদের মাধ্যমে অথবা দলীয় সদস্যদের কি করেছিলেন, তা ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষদের কিছুই অজানা নেই।

সেখানে একটা সন্ত্রাস কায়েম করা হয়েছিল। আই, আর, ডি, পি কারা পেয়েছে? গ্রামের একটা গরীব মানুষ আই, আর, ডি, পির আওতায় আনে নি,। কাজেই মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর এই যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব আনা হয়েছে আমি তার সংগে একমত হতে পারছি না। এখানে বিরোধী দলের সদস্যরা যে সমস্ত অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছেন সেগুলিকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। কারণ এর আগে এখানে বলা হয়েছে যে, মানুষের যে সমস্যা, এই মুহূর্তে মানুষের যা প্রয়োজন এই রাজ্যপালের ভাষণে তার কোন উল্লেখ নাই। এই রাজ্যের মানুষ দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তাদের যে সমস্ত অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেগুলি থাকবে কি না এবং রক্ষা করা হবে কিনা এই ভাষণে তার কোন উল্লেখ নাই। এই ভাষনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ অবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে এখানে একটা সরকার ক্ষমতায় এসেছে। এর আগেই কিন্তু বলা হয়েছে যে, এই সরকার সংখ্যালঘু সরকার। এটা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় প্রশাসন যন্ত্র চক্রান্ত করে এখানে এই সংখ্যালঘু সরকারকে জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে। এই ষড় যন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে ছিলেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী চিদাম্বরম্। তিনি এখানে চক্রান্তের জাল বুনেছিলেন। এই চক্রান্তের ব্লু প্রিন্ট তৈরী করেছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষার রাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীসন্তোষ মোহন দেব। আপনারা দেখেছেন এখানে সেই মাননীয় মন্ত্রী পুলিশ প্রশাসনকে বিশেষ করে এখানে যারা কাজ করছিলেন তাদেরকে ধমকিয়ে দিয়েছিলেন যে, আবার যদি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে তাহলে দেখে নেব। বা বাইখোরা থানায় কার বিরুদ্ধে মামলা করতে হবে তাও তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এখানে যুব কংগ্রেস (ই) দলের লোক কে বলে দেওয়া হয়েছিল যে, আইন নিজেদের হাতে তুলে নাও। আমি মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য নই। আজকে এখানে যারা মন্ত্রী হয়ে বসে আছেন তারা, এবং প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি নরেশ ভট্টাচার্য থানায় বসে থানার অফিসারকে দিয়ে জোর করে চিঠি লিখিয়েছেন। এই মন্ত্রী আপনারা দেখেছেন দক্ষিণের এস, পি, ডি, এম, কে কাজ করতে দিচ্ছে না,। টি, এস, আর, বাহিনীকে সেখান থেকে উইদ ড্র করে

আনতে বাধ্য করেছেন। এখানে যিনি এস, ডি, ও ছয়টা বিধান সভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার ছিলেন তার বিরুদ্ধে টি, ডি, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রচার করা হল যে, পোস্টেলার ব্যালট পেপার নিয়ে ক্যালেংকারী হয়েছে, এস, ডি, ওকে হাতে নাতে ধরা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা যায় কেন্দ্র থেকে যে সমস্ত অফিসার এসেছিলেন তারা তদন্ত করে বললেন যে, এখানে অন্যায় কিছু হয় নি। সেটাকে চেপে রাখা হয়েছে। কয়েক বছর আগের কথা। ওয়াটার গেইট ক্যালেংকারীতে তদানীন্তন আমেরিকা প্রেসিডেন্টকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল, তাকে কাঠ গড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। কিন্তু এখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সারকিট হাউসে বসে বলু প্রিন্ট তৈরী করলেন কি করে বামফ্রন্ট সরকারকে পরাজিত করা যান সেখানে বসে কংগ্রেস অফিস থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন জায়গায় হট লাইন তৈরী করেছেন এবং গোয়েবল্স, হিটলারের মত প্রচার করলেন তার কোন তদন্ত হল না। মজলিশপুরের কথা বলা হয়েছে। আমরা বিভিন্ন খবরের কাগজে দেখেছি যে, যেখানে নির্বাচন কমিশন থেকে টেলেক্স করে বলা হয়েছে যে, পুনরায় গণনা করা যাবে না। ট্রেজারী ব্যাঞ্চের মাননীয় সদস্যারা অস্বীকার করতে পারবেন যে সি, পি, আই (এম) প্রার্থী মানিক দে কে জয়ী বলে ঘোষণা করা হয়েছিল? দৈনিক সংবাদেও তাকে জয়ী বলে খবর বেড়িয়েছে। তারপর আমরা কি দেখলাম? ১৮ ঘন্টা পর। এখান থেকে বলা হল যে ৩১ টা সীট না পেলে সরকার চালানো সম্ভব হবে না। বিধান সভায় সরকারী প্রস্তাব পাশ করানো যাবে না। এখান থেকে পেরী শাস্ত্রী এবং বুটা সিংকে বলে দেওয়া হল যে অন্তত পুনর্গণনার ব্যবস্থা করে দিন। এখানকার চীফ ইলেক্ট্রেল অফিসার আমাদের সঙ্গে আছেন। শুধু নির্দেশ আসলেই চলবে। বুটা সিংকে দিয়ে, পেরি শাস্ত্রীকে দিয়ে টেলিফোন বলান হল। আমরা জানতাম না, এই ভদ্রলোক যখন আন্দামানে ছিলেন, ঐখানকার একজন কংগ্রেস অবজারভার ছিলেন মনোরঞ্জন ভক্ত, তাঁর সঙ্গে খাতির ছিল। সার্কিট হাউসে থাকতেন, এই নির্বাচন পরিচালনাকালীন এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে বসে এই সমস্ত চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের অংশদিার হয়েছিলেন। অত্যন্ত অবৈধভাবে, অন্যায়ভাবে সেখানে ভোট গণপা নির্দেশ দিয়েছেন। এটা কি সুধীর বাবু অস্বীকার করতে পারবেন? স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নেই, তিনি কি অস্বীকার করতে পারবেন? এটা কোন্ নির্ব্বাচনী আইনে আছে? অন্য এ কটি ভোট গণনা কেন্দ্র, সেখানে যে কোন মানুষ যেতে পারে না, সেখানে কোন্ অধিকারে গিয়েছিলেন? গোলাঘাটি কেন্দ্রে যখন ভোট গোনা হয়, আগরতলা কেন্দ্রের যখন ভোট গোনা ভোট হয় তখন কোন অধিকারে গিয়েছিলেন? নিবাচনী আইনের প্রতি তাঁদের কোন শ্রদ্ধা আছে? অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে সেখানে এই সন্তোষ দেব মন্ত্রী কেন্দ্রের বাইরে দাঁড়িয়ে এই সমস্ত চক্রান্তের নেতৃত্ব দিয়েছেন। আর একজন মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী—চিদাম্বরম্ এখানে আসলেন, আই, সি, এস, আই, এ, এস অফিসারদের বললেন, "তোমরা যদি নির্দেশ না মান, তাহলে নিবাচনের পরে আমরা বাতিল করে দেব।" প্যারা মিলিটারী অফিসার যারা আছেন তাদের নিয়ে মিটিং করলেন। বললেন, সমস্ত সি, আর, পি বি, এস, এফ, রেল পুলিশ, তাদের প্রচার করতে হবে কংগ্রেসী লোকদের ভোট দেবার জন্য। আমাদের কি অভিজ্ঞতা হল? আমরা দেখলাম, তাঁরা এই আধাসামরিক বাহিনীর লোকদের দিয়ে গ্রামে গ্রামে প্রচার করাল, "তোমরা যদি লাল পতাকা তোল, লাল টুপী পড়, সি, পি, এমএর নির্বাচনী অফিস খোল, তাহলে টি, এন, ভি আক্রমণ হবে, আমরা নিরাপত্তা দিতে পারব না।

(এট দিস্ স্টেজ দি রেড লাইট ওয়াজ লিট)

স্যার, আমাকে দু মিনিট সময় দিতে হবে। স্যার, আপনারা কালকেও শুনেছেন। নৃপেন চক্রবর্তীর কাছ থেকে কালকে এখানে শুনেছেন কি ভাবে আধা সামরিক বাহিনীর লোককে নিবাচনীর কাছে ব্যবহার করে বাধার সৃষ্টি করেছেন। অস্বীকার করতে পারবেন? এইখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সী সরাসরি বিবৃতি দিয়েছেন, অমুক জায়গায় টি, এস, আর কে পাঠান চলবে না। এইভাবে চাপ সৃষ্টি করে তিনি ভোট গণনা

কেন্দ্র থেকে তাদের তুলে আনা হল, এবং সেখানে আগরতলা ভোট কেন্দ্রে সামরিক বাহিনী নিয়োগ করা হল। তাঁদের চক্রান্ত যেটা, তাঁদের ব্লু প্রিন্ট তৈরী করা হয়েছিল ভোটকে কেন্দ্র করে তা সফল করার জন্য, তাই হল। আমি সবচেয়ে বেশী অবাক হয়েছি, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী প্রত্যক্ষভাবে চক্রান্তের, ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

(এট দিস স্টেজ দি রেড লাইট ওয়াজ লিট)

স্যার, আমার দলের পক্ষ থেকে আমাকে আরো দু' মিনিট সময় দিন। আমি বলতে চাই, প্রধান মন্ত্রী আসবেন, নির্বাচনী প্রচার করবেন তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু কখন করেছেন? প্রধানমন্ত্রী এমন একটি সময়ে প্রোগ্রাম করেছেন নির্বাচনী, যখন পোলিং পার্টি —

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ—স্যার রাজ্যপালের ভাষণের উপর বক্তব্য রাখতে বলুন। রাজীব গান্ধীর কোন কথাই রাজ্যপালের ভাষণে নেই।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—আমি তাই বলছি। আমাদের সমস্ত থানা অচল করে দিয়েছেন যাতে টি, এন, ভি পরিকল্পনা মাফি ক সমস্ত খুন খারাপি করতে পারে, যাতে সেনা বাহিনী কাজে নামান যায়। ২৩ তারিখ থেকে সেনা আনা হয়েছে, তাদের কাজে লাগান হয়েছে এসব চক্রান্ত কি ঠিক নয়? সেনারা প্রত্যক্ষ ভাবে সেখানে চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আমি অবাক। আমি জানি না, যারা সরকারের মধ্যে আছেন, ডিস্টার্বড এরিয়া ঘোষণা করে, আর্মি রেখে সেখানে রাজ্য সরকার কি ঘুমিয়ে থাকবেন,? আমি দেখলাম, তিনি যখন দিল্লী গেলেন সেখানে বললেন আর্মি থাকুক। আমি বলি আর্মি থাকুক ডিস্টাবড এরিয়া থাকুক, তাহলে রাজ্য সরকারের দরকার কি? সমস্ত রাজ্যটিই দিল্লীর হাতে দিয়ে দিন। এই যদি দরকার হয়, আর্মি রাখতে হবে, ডিস্টার্বড এরিয়া রাখতে হবে, ন্যানা জারী করতে হবে, সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করতে হবে, তাহলে এখানে থাকার কি দরকার? চলে যান। কোন দরকার নেই। কেন আজকে আতঙ্ক? সেদিক থেকে এই ধরনের জনবিরোধী ভাষণের মধ্য দিয়ে রাজ্যের এবং সরকারের যে চেহার উদঘাটিত হয়েছে এটাকে আমি সমর্থন করতে পারিনা, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ—আজকের এই হাউসে আমি ২ (দু') ঘটিকা পযন্ত মুলতবী ঘোষণা করছি।

AFTER RECESS AT 2.00 p. m.

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীজওহর সাহা রাষ্ট্রমন্ত্রী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় এই হাউসে রাজ্যপালের বিভিন্ন উন্নয়ণ মূলক কার্য সূচীর উপর যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, যে রূপরেখা তৈরী করেছিলেন এবং এটার উপর ভিত্তি করে রাজ্য মন্ত্রী সভার মাননীয় সদস্য শ্রীরতন চক্রবর্তী মহোদয় যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সমর্থন করি। এবং বিরোধী সদস্যদের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাবের উপর যে সকল সংশোধনী এনেছেন এগুলাকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, গত ১০ বছর ধরে এ রাজ্যের মানুষরা একটা চরম দুঃখ দুর্দশা ও নির্যাতনের মধ্যে ছিলেন সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। গত ২রা ফেব্রুয়ারী ঐ রাজ্যের মানুষ সন্ত্রাস এবং ভয় ভীতিকে উপেক্ষা করে একটা সন্ত্রাসের রাজ্য থেকে মুক্তির স্বাদ পেয়েছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে আমার মনে পড়ে যায়—কংস তাঁর কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের বাবা বাসুদেব এবং মা যশোদাকে যে ভাবে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে বিগত ১০ বৎসর ধরে বামফ্রন্ট সরকার এ রাজ্যের মানুষকে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন। আজকে তাঁরা ত্রিপুরাবাসীর এই মুক্তির

স্বাদকে সহ্য করতে পারছে না। স্যার, আমি গত ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সন্ত্রাসের রূপ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই। বিরোধীকর্মীদেরকে অকাতরে খুন করা হয়েছিল সেদিন। কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস এর যে সমস্ত কর্মীরা মার্কসবদী কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থন করত না তাদের অনেকরই বাড়ীঘর সেদিন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। নির্বিচারে আমাদের কর্মীদেরকে হত্যা করা হয়েছিল। সেদিন তাদের পেটোয়া কমরেডরা, পেটুয়া মন্ত্রীরা আমাদের কর্মীদেরকে এই বলে শাসিয়েছিল যে তোমরা যদি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে কাজ না কর, তাহলে তোমাদের চামড়া তোলে নেব। এটা আজকে উনারা অস্বীকার করতে পারবেন না। ত্রিপুরার মানুষের কাছে তাই তারা বলতে পারেন না যে ভোটে রিগিং হয়েছে। কারা রিগিং করেছে? ঐ যারা জনসাধারণের চামড়া তোলার কথা বলেছেন, যারা বাড়ীঘর পুড়িয়ে দিয়েছেন, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছেন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরন করার জন্য। সেই মান্দাই থেকে শুরু করে ঋষ্যমুখ তথা সাব্রুম পর্যন্ত ত্রিপুরার এমন কোন জায়গা বাদ নেই যেখানে তারা রিগিং করেন নি। গত বিধান সভাতে, যিনি আজকে বিরোধী বেঞ্চে বসেছেন প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী, হুশিয়ারী দিয়েছেন এবং বেফাঁস ভাবে একটা কথা উচ্চারণ করেছেন যে, কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস জোট ত্রিপুরা রাজ্যে ৫টির বেশী আসন পাবে না,। সুতরাং এটা পরিস্কার যে ভোটে রিগিং করাটা উনাদের পূর্ব পরিকল্পিত ছিল। আজকে আমি ত্রিপুরাবাসীকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না যে, তারা সন্ত্রাসের মুখে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সমস্ত অত্যাচারকে সহ্য করে গণতান্ত্রীক অধিকার প্রয়োগ করার মত একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন এবং সেটা আরও সম্ভবপর হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী দেওয়ার আশ্বসের পরিপ্রেক্ষিতে। আমার বিধান সভার কেন্দ্রের ৮টা বুথ কেন্দ্রে লাল টুপি ওয়ালা শান্তি বাহিনীকে নকল টি, এন, ভি সাজিয়ে তাদের হাতে বন্দুক দিয়ে করবুক থেকে চাসিয়াবাড় পর্যন্ত বলেছিল, উপজাতি ভোটাররা তোমরা কেউ ভোট কেন্দ্রে যেতে পারবে না, তোমরা যদি ভোট কেন্দ্রে যাও, আমাদের আঙ্গুলে যদি ভোটের কালি থাকে তাহলে তোমাদের হাতেরা আঙ্গুল কেটে ফেলা তবে। এমনি করে তারা আমাদের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ভোটরদের ভোট কেন্দ্রে হতে বাধার সৃষ্টি করে ছিল। অনেকে সেদিন ভোট দিতে পারেন নি। শুধু, মার্কসবাদী কমউনিস্ট পার্টির সমর্থকরা সেদিন ভোট দিতে পেরেছিল। সেই ২রা ফেব্রুয়ারী খুকরখাই ভোটকেন্দ্রে আমাদের লোকেরা যখন ঐ এলাকার ভোটারদের বলে ছিল যে, তোমরা ভয় পেও না কেন্দ্রীয় সরকার তোমাদের পাশে আছে, তোমরা ভোট দিতে যাও। তখন অমরপুর থানার একজন সাব-ইন্সপেক্টর, কেশব দেববর্মা, রাস্তার উপর বেরিকেট সৃষ্টি করেছে যাতে আমাদের ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে যেতে না পারে। আমি এরাজ্যের মননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন উক্ত ঘটনাটি তদন্ত করেন উনি রাস্তার উপর ব্যারিকেড সৃষ্টি করে ভোটারদের বলেছেন, কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস এর লোকেরা যারা আছ তোমরা কেউ ভিতরে যেতে পারবে না, ভিতরে টি, এন, ভি আছে। সম্ভবতঃ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে টি, এন, ভি র পক্ষে ওকালতি করার কেশব দেববর্মাকে কমাণ্ডার করা হয়েছিল। এবং পরবর্তী কালে বি, এস, এফ যখন সে একালাতে ঢুকে তখন দেখা গেল বি, এস, এফ এর উপর তারা আক্রমণ চালায়, গুলি বিনিময় হয়। এই ঘটনাটি ২রা ফেব্রুয়ারী বেলা দেড় ঘটিকার সময় দিল্লী থেকে খবরে প্রচারিত হয়েছিল। কারা টি, এন, ভির পক্ষে মানুষের অধিকারকে হরণ করার জন্য। চক্রান্ত করার কাজে লিপ্ত ছিল, সেটা নৃপেন বাবুই বলুন। ত্রিপুরাতে এ কথা বলার মত সুযোগ নেই বলে তারা আজকে কলকাতায়, দিল্লী গিয়ে নির্বাচনী জুয়াচুরির কথা বলছেন হ্যাঁ; আমরা এই পবিত্র বিধান সভার প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলেই বলছি ভোট গণনায় যদি রিগিং হয়ে থাকে, তাহলে আসুন আবার নতুন করে গণনা করা হোক। কিন্তু একটা প্রতিশ্রুতি আপনাদেরকে দিতে হবে যে, আপনাদের এই ২৮ টা সীটের জায়গায় সীট সংখ্যা কমে গিয়ে যদি ১৮ তে গিয়ে দাঁড়ায় তাহলে সেটা মেনে নিতে আপনারা রাজী আছেন কিনা। প্রতাপগড়ের মত ভোট কেন্দ্রে যিনি এক সময় বোমার শিল্প মন্ত্রী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন

সেখানে ভোট গ্রহণের পরের দিন প্রিসাইডিং অফিসার মদমত্ত অবস্থায় ২টা ব্যালট বাক্স রিটারনিং অফিসারের কাছে জমা দেন। ব্যালট বাক্সগুলোর মুখ খোলা, ফাঁকা। সুতরাং তাঁরা কি ভাবে জাহির করতে পারেন কি ভাবে রিগিং হয়েছে, কারা রিগিং করেছে? আমাদের প্রার্থী এটার প্রতিবাদ করেছিল, না সেই বাক্স গোনা যাবে না, কিন্তু তারা বাধ্য করেছে গোনার জন্য। এমনি করে শ্যামাচরণ বাবু জোলাইবাড়ীর ব্রজমোহন ত্রিপুরা, ঋষ্যমুখের দেবব্রত বৈদ্য বলুন অন্ততঃ পক্ষে আরও ১০টি আসনে আমাদের প্রার্থীদের জোর করে হারানো হয়েছে। আমি তাই দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আবার ভোট গণনা হোক, আবার যদি ভোট গণনা করে, সেটা তাদের স্বীকার করে নিতে হবে সেই গণনার ফলাফলকে আমরা মেনে নেব। মাননীয় স্পীকার স্যার, আইন-শৃংখলা, টি. এন. ভি, কাদের বন্ধু, "আমরা বাঙ্গালী' কোথা থেকে এসেছে এটা ত্রিপুরার মানুষের কাছে নূতন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এই রাজ্যের মধ্যে প্রথম যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন ঐ বিনন্দ, উপানন্দ, নিরানন্দ মতো লোকেরা। আজকে তাদের প্রতিনিধিত্ব কারা করছেন। ত্রিপুরার মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল অনিল দেবনাথ নামে "আমরা বাঙ্গালী" সেই মহন্ত মহারাজ আজকে ঐ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির লাল সালু গায়ে দিয়ে এখানে আছেন। তাদের প্রতিনিধিদের মুখে কি করে শোভা পায় আমরা বাঙ্গালীর সমালোচনা, এই টি, এন, ভির সমালোচনা? টি, এন, ভির প্রভু যারা, এটা দুঃখের ব্যাপার এই বিধান সভার মধ্যে তাদের প্রতিনিধিরা নির্লজ্য ভাবে টি, এন, ভি", "আমরা বাঙ্গালী" মতো সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পক্ষে পরোক্ষ ওকালতি করছেন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় হয়তো এটা নিয়ম আছে বলেই তারা করতে পেরেছেন, কিন্তু আমরা যদি আজকে তাদের অতীতের দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ্য করে কাজ করি মিঃ স্পীকার স্যার, সেই সুযোগ তারা পাবেন না। তবুও আজকে তাদের এই কথা বলতে হয় যারা এই রাজ্যে নূতন করে আবার দাঙ্গা সৃষ্টি করার জন্য উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা কিন্তু আগামী দিনে তাদের ছাড়বো না। এই রাজ্যে জাতি-উপজাতির ঐক্য, এই রাজ্যের জাতি-উপজাতির সম্প্রীতিকে যে কোন মূল্যে হোক এই সরকার রক্ষা করবে। ত্রিপুরার মানুষকে আবার আর একটা অন্ধকারের রাজ্যে ফিরিয়ে নেবে এই সরকার কোন অবস্থাতেই কাউকে সেই সুযোগ দেবে না। স্যার, আমাকে আর একটু সময় দিন। মিঃ স্পীকার স্যার, সামরিক বাহিনী সম্বন্ধে এখানকার মাননীয় কিছু কিছু সদস্য বিষোদগার করেছিলেন। হ্যাঁ, তাঁরা তো করবেনই। ১৯৬২ সালের কথা নিশ্চয়ই স্যার, মনে পড়ে। ঐ চীনারা সেদিন ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেছিল। ভারতবর্ষ ছিল সব সময় শান্তির প্রতীক। সে দিন ভারতের সেনা বাহিনীর হাতে একমাত্র গাদা বন্দুক ছাড়া আর কিছুই সম্বল ছিল না, অথচ সে দিন ঐ চীনা হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গাদা বন্দুক নিয়ে ঐ ভারতবর্ষের বীর সেনারা ভারতবর্ষের অখণ্ডতাকে রক্ষা করেছিল। সুতরাং সে দিন যারা এই ভারতবর্ষকে চীনের হাতে তুলে দেবার জন্য চক্রান্ত করেছিল, যারা ঐ চীনের চেয়ারম্যান মাওসেতুংকে ওদের দলের চেয়ারম্যান বলে, ভারতবর্ষের চেয়ারম্যান বলে জিগির তুলেছিল, ভারতবর্ষের সেই বীর সেনানীরা নিজেদের জানের বিনিময়ে, নিজেদের জীবনের বিনিময়ে ভারতবর্ষের সংহতিকে তাঁরা রক্ষা করেছে বলেই তো সেদিন ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছিল, তারা পাকিস্থানের পক্ষে ওকালতি করেছিল। সুতরাং তারা সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে চক্রান্ত করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে সেদিন বিকিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু সে দিন ভারতবর্ষের সেনা বাহিনী তার যোগ্য জবাব দিয়েছে।

(রেড লাইট)

আমি শেষ করছি স্যার। আজও ত্রিপুরার মত ক্ষুদ্র এলাকায় ত্রিপুরার সেনা বাহিনী এই রাজ্যের খুন হবে এতে কেন্দ্রীয় সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকবে না। বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে তৎকালীন রাজ্য সরকারকে হুশিয়ারী দেওয়া হয়েছিল, ত্রিপুরার মানুষকে আশ্বস্ত করেছিল। কেন্দ্রীয় সরকার আমরা গর্বিত, আমরা আনন্দিত আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীজী। ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের নিরাপত্তার

স্বার্থে, জাতি উপজাতির স্বার্থে এবং সম্প্রীতিকে রক্ষা করার স্বার্থে এখানে সেনা বাহিনী অন্ততঃ পক্ষে শেষ মুহূর্তে হলেও পাঠাতে হয়েছিল। আজকে কোথায় টি, এন, ভি আজকে আজকে কোথায় সন্ত্রাসবাদীরা? এখানে তো সেই সি, আর, পি, ছিল টি, এস, আর ছিল আসাম রাইফেল ছিল অথচ একজনও টি, এন, ভি তারা ধরতে পারলো না। আসাম রাইফেলসের অফিসাররা দুঃখ করেছেন আমাদের কাছে। আমরা সেদিন জনপ্রতিনিধি হিসাবে তাদের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম, বলেছিলেন কি করবো দেখুন, আমরা যদি ঐ টি, এন, ভি, দেরকে ধরে নিয়ে আসি সরকার তরফ থেকে বলা হয় এ তো হামারই লোক হ্যায়। মিঃ স্পীকার স্যার, চিন্তা করে দেখুন কত জঘন্য কাজ তারা করেছে, ত্রিপুরার মানুষকে কত নিঃসংশভাবে তারা পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে খুন করেছে।

(রেড লাইট)

আমার বক্তব্য অনেক বলার ছিল যাই হোক সেগুলি বলতে পারলাম না। বিরোধী মাননীয় সদস্যদের কাছে আমি এই টুকু আহ্বান রাখবো যে, রাজ্যের বর্তমানে পরিস্থিতি এই রাজ্যের শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, এই রাজ্যের জাতি-উপজাতি তাদের সম্প্রীতিকে রক্ষার জন্য আগামী দিনে এই নূতন ত্রিপুরা গড়ার জন্য, ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের অর্থনৈতিক দিক থেকে সাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য নূতন সরকার যে সকল উন্নয়ণ মূলক কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন যেগুলির প্রস্তাব মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ থেকে আপনারা নিশ্চয়ই আঁচ পেয়েছেন এই প্রস্তাবের বিরোধীতা না করে আমি আশা করবো, তাঁরা এই রাজ্যপালের ভাষণ এবং তার উপর যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব আনা হয়েছে সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে এই রাজ্যের শান্তি এবং সম্প্রীতি সেটাকে সুদৃঢ় করার জন্য এগিয়ে আসবেন, এই বলে আমি আমার ব্যক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (চণ্ডীপুর) ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, ২৯।২।৮৮ ইং তারিখ মাননীয় রাজ্যপাল এই হাউসে যে ভাষণ দিয়েছেন এবং তার উপরে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরতন চক্রবর্তী যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এনেছেন আমি তার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। কারণ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে অনেকগুলি জরুরী প্রশ্ন যেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেটা উল্লেখ নেই। তার মধ্যে কয়েকটা আমি উল্লেখ করবো। স্যার, আপনি জানেন যে, ত্রিপুরা রাজ্য একটা অনুন্নত রাজ্য। দেশ স্বাধীন হয়েছে ৪০ বছর হলো। ১৯৩১ সালে ত্রিপুরা রাজ্যে লোক সংখ্যা ছিল সাড়ে ৬ লক্ষ, দেশ ভাগ হয়ে যাবার পর ঐতিহাসিক কারণে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু এই রাজ্যে আসলো। এই রাজ্যে যে জমি আছে তার শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ জমি রিজার্ভ ফরেষ্ট। ২ লক্ষ, ৬০ হেকটার জমি আবাদ যোগ্য নয়। বেকার, শিক্ষিত বেকার, অর্ধ শিক্ষিত বেকার এবং অশিক্ষিত বেকার এর সংখ্যা, অর্থাৎ মোট রেজিস্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা প্রায় ১ লাখ, ১০ হাজার এবং কোন শিল্প নেই, কারখানা নেই, প্রাইভেট সেকটার নেই, পাবলিক সেকটার নেই। পাবলিক সেকটার শুধু একটা কারখানায় বামফ্রণ্ট সরকার যখন ১৯৭৮ সালে আসলো তখন এখানে জুটমিল চালু করা হলো। স্যার, সেই তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার কয়েকটা শেড তৈরী করেছিলেন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সেটা চালু করেনি। আমরা এসে দেখলাম, এই পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাতে এবং শোষন ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাতে সারা ভারতবর্ষে প্রতি দিন যেমন বেকার বাড়ছে, আমার রাজ্যেও বাড়ছে। এইটা একটা সামাজিক ব্যাধি। এই পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাতে এটা অনিবার্য পরিণতি হিসাবে দাঁড়িয়েছে। তা সত্বেও ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারদের একটা অংশকে কর্মসংস্থানের জন্য আমরা যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে এইটা চালু করার চেষ্টা করলাম। আমাদের কাছে পুঁজি ছিলনা। আমরা কতগুলি ফিনানশিয়েল ইনষ্টিটিউশান থেকে প্রায় ৫ কোটি টাকা ধার করে জুট মিল চালু করলাম এবং প্রায় ৩২ হাজার কর্মী প্রায় সেখানে কাজে নিযুক্ত আছে। এই জুট মিল চালু করে যেমন বেকারদের কর্ম সংস্থান করা হল, তেমনি করে অন্যান্য যে ২টি প্রশ্ন আছে সেটা

হচ্ছে ত্রিপুরাতে যদি শিল্পায়ণ না করা যায় তাহলে আগামী দিনে এই সমস্ত বেকার যারা রয়েছে এবং যারা বেকার হচ্ছেন তাদের ভবিষ্যত কি হবে? তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর একটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে যে সমস্ত পাট চাষী পাট উৎপাদন করে তাদের পাট কম দামে ফরিয়ারা নিয়ে যায় অন্য রাজ্যে। এখানে ৩টা জুট মিল করা যায়। আমরা আর একটা জুট মিল করার জন্য ভারত সরকারের কাছে টাকা দেওয়ার জন অনুরোধ করে-ছিলাম। কিন্তু সেটা পাওয়া যায় নি। আর যেটা রয়েছে সেটা চালু রাখার জন্য আজকে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি আমরা এবং রাজ্যবাসী হয়েছে তা হল অর্থনৈতিক সংকট ৫ কাটি টাকার উপরে লোন। যার সুদ প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা দিতে হচ্ছে। আমরা ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ করেছিলাম এই টাকাটা দিয়ে দেওয়ার জন্য। তাহলে এই সুদ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। তাহলে এই জুট মিলটাকে "নো লস এবং নো গেইন" এইভাবে চালানো যাবে। কিন্তু তা পাওয়া যায় নি। আমরা দেখেছি স্যার, সারা ভারত-বর্ষে যে সমস্ত জায়গাতে জুট মিল রয়েছে পশ্চিম বাংলায় বা অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ২৫০ কোটি টাকা সেই সমস্ত জুট মিলকে পরিচালনা করার জন্য দেওয়া হবে। ২৫০ কোটি টাকার মধ্যে ১৫০ কোটি টাকা দেওয়া হবে যেসমস্ত জুট মিল রয়েছে তাদের মালিকদের। শুধু মডারনাইজেশানের জন্য আধুনিকীকরনের জন্য মালিকদের দেওয়া হবে ১৫০ কোটি টাকা। আমাদের রাজ্যের মধ্যে আমরা যখন বললাম ৫ কোটি টাকা দেওয়ার জন্য যাতে আমরা ফিনান্শিয়েল ইনষ্টিটিউশানের লোনটা যাতে পরিশোধ করতে পারি , সুদ যাতে আর না দিতে হয়, ২ হাজার কর্মীর কাজ যাতে বজায় রাখা যায় এবং চাষীরা যাতে ন্যায্য মূল্য পায় সেই স্বার্থে। কিন্তু আজকে পর্যন্ত আমরা পেলামনা। জুট মিল খুব সংকটের মধ্যে রয়েছে। আমরা এখান থেকে দেখতে পাই বৈষম্য কিভাবে হয়। স্যার, আমি লক্ষ্য করেছি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কাগজ কলের কথা ছিল। জরুরী অবস্থার সময় সারা ভারতবর্ষকে বিনা কারনে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে একটা জেলখানায় পরিণত করা হল, লক্ষ লক্ষ মানুষকে জেলে ভরা হল। সেই জরুরী অবস্থার সময়ে অনিবার্য করণে আমাকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে। কারণ তখন বিরোধী নেতা এবং কর্মীকে মিসাতে ধরা হয়েছিল। আমার মনে আছে তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত কুমার ঘাটে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন এবং খুব পাওয়ার-ফুল মাইকে তিনি বললেন যে এই ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হল। আজকে ১২ বৎসর পেরিয়ে তা হল না। কিন্তু এই কাগজকল লেটার অফ ইনটেন্ট দেওয়া হয়েছিল। ক্যানসেল করা হল। তার পরবর্তী সময়ে আমাদের পার্শ্ববর্তী যে সমস্ত রাজ্য, সেই রাজ্যের মধ্যে কাগজকল রয়েছে । আমাদের তাতে কোন ঈর্ষা নাই। কারণ আমাদের পার্শ্ববর্তী যে সমস্ত রাজ্য রয়েছে তারাও অনুন্নত। গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চল গত ৪০ বৎসরে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। সেই সমস্ত রাজ্যের মধ্যে যদি কাগজকল হয়, বা অন্যান্য কল কারখানা হয় আমাদের সমর্থন আছে। কিন্তু আমাদের রাজ্যের মধ্যে যেখানে কাগজ কলের প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল যার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিল তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত তাতে ৩০ হাজার লোকের কাজ হত। ১০ হাজার ডাইরেক্টলি, আর ১০ হাজার ইনডাইরেক্টলি। হলনা। স্যার, আমাদের এখানে প্রচুর গ্যাস পাওয়া গেছে। সেই গ্যাস থেকে একটা অংশ, ও, এন, জি, সি, বলেছেন ১৯৯০ সন নাগাদ প্রতিদিন ১০ লক্ষ কিউবিক মিটার গ্যাস পাওয়া যাবে। আমাদের ফার্টিলাইজার কারখানা, ইউরিয়া প্রতিদিন ১ হাজার ৬০০ মেট্রিক টন ইউরিয়া হতে পারে গ্যাসের কিছু অংশ খরচ করলে। রাজ্য-পালের ভাষণে মিথালনের কথা বলা হয়েছে। স্পেশিফিক কোন অ্যাসুরেন্স নাই। পরিকল্পনার কথা নাই সেখানে। আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে ১ টা প্রজেক্টের মধ্যে। আমার এই রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে রেল সম্প্রসারনের কথা। এই কাগজকলের কথা বললে তখন বলা হয় তোমাদের রাজ্যে যোগোযোগের ব্যবস্থা নাই, কি করে হবে? ১৯৮৪ সনে কুমারঘাট পর্যন্ত রেল আসার কথা ছিল। আজকে ১৯৮৮ চলছে তারপরেও বলছে কুমারঘাট পর্যন্ত কবে আসবে, কতদিন লাগবে তার ঠিক নেই। আজকের রেল বাজেট

উপস্থাপন করা হয়েছে পার্লামেন্টে। কিন্তু এর মধ্যে এইখানের রেলের কথা কোথাও আছে কি? প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের আগে এসে বললেন, আমরা আগরতলা পর্যন্ত রেল নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছি। ৭ম পরিকল্পনার মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে আগরতলা পর্যন্ত রেল নিয়ে আসার পরিকল্পনা করা হয় নি। আমরা যখন বলেছি বার বার তখন রেল দপ্তর থেকে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে যে, না ৭ম পরিকল্পনার মধ্যে আগরতলা পর্যন্ত রেল আনার কোন ব্যবস্থা করা যাবে না। স্যার, এই পরিস্থিতির মধ্যে আমি মনে করি ত্রিপুরার বেকারের স্বার্থে এই প্রশ্নগুলি অত্যন্ত জরুরী। এইগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। স্যার, আমিও একটা কথা বলতে চাই আজকে নির্বাচনোত্তর যে ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এখানে ট্রেজারী বেঞ্চের মন্ত্রীরা এবং বিধায়করা যে সমস্ত ভাষণ দিচ্ছেন, আইনের শাসনের কথা বলেন, আইনের শাসন আমার মনে আছে, একটি প্রবাদ আছে ভূতের মুখে রাম নাম। যারা সরকারের এসেছেন, তারা জানেন কিভাবে সরকারের এসেছেন। কানাকে কানা বলতে হয় না, সে জানে সে কানা। তারা বলেছেন আইনের শাসন। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে আছেন। তিনি নাসা চালু করেছেন। আমরা সরকারে ছিলাম ১০ বৎসর। নাসা আমরা চালু করতে পারতাম, অন্যান্য আইন আমরা চালু করতে পারতাম। আমরা চালু করিনি। গণতন্ত্রের অধিকারকে আমরা সুরক্ষিত করেছি, সম্প্রসারিত করেছি। আজকে পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে, আমার রাজ্যের মধ্যে পঞ্চায়েতের হাত দিয়ে সমস্ত ক্ষমতা আমরা দিয়েছিলাম, অর্থ দিয়েছিলাম। আজকে ট্রেজারী বেঞ্চে যারা আছেন কংগ্রেস (আই) এবং উপজাতি যুব সমিতি তারা কেউ বলতে পারেন নি যে তাদের কোন প্রধানকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আজকে নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে কংগ্রেস সরকারের আসার পর আমি কতগুলি ফটো উপস্থিত করছি। কিভাবে কি করা হচ্ছে। সি, পি, এম কর্মীদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। সেখানে অভিযোগ দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু কোন অ্যাকশান নাই। শৈলেশ মালাকার, কৈলাশহরে এস, ডি, ও অফিস সংলগ্ন বাড়ী। যেদিন ঘটনা ৯ তারিখ মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ২০০ গজ তফাৎ এস, ডি, ও রেসিডেন্স। সেখানে এই পরিবারের ৫ জনকে জখম করা হল। ৯ তারিখ ৫ জনের হেড ইনজুরি। ৯ই ফেব্রুয়ারী এই ঘটনা। বৃদ্ধ বাবা, উনি পি, এন, টির ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী। আমি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। কিন্তু কোন অ্যাকশান নাই। সেই গুণ্ডারা শহরের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। কংগ্রেস (আই) নাম ধারী তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কোন অ্যারেস্ট নাই, ৩, ৪ দিন পরে ছনতৈয়ে ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া হল। মাড ওয়াল ভেঙ্গে দেওয়া হল। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার কাছে এইটা প্লেইস করছি। ওখানে সি, আই, এস, এফ এই সমস্ত ফোর্স নিয়ে বাড়ী বাড়ী গিয়ে বলেছে কংগ্রেস (আই) গুণ্ডাগুলি বলেছে এরা এরা সি, পি, এম করে। এদের ধরে পেটাচ্ছে। আর বলছে তোমরা রাজীব গান্ধীর খাচ্ছ আর লাল ঝাণ্ডা উড়াচ্ছ। এই রাজত্ব আমরা জানি, কিভাবে ওরা রাজত্ব শুরু করেছেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, গত ২৯ শে ফেব্রুয়ারী মাননীয় রাজ্যপাল এই বিধানসভায় যে ভাষণ রেখেছেন এবং সেই ভাষণের উপর মাননীয় মন্ত্রী রতন চক্রবর্তী যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে পুরোপুরি সমর্থন করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তার তীব্র বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, মাননীয় রাজ্যপাল ওনার ভাষণ শুরু করেছেন রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে যারা বিগত ২রা ফেব্রুয়ারী নির্বাচনে বামফ্রন্টের খুন সন্ত্রাস ভয় ভীতি ও হুমকিকে উপেক্ষা করে রক্ত ঢেলে সংগ্রাম করেছেন এবং কংগ্রেস (ই) টি, ইউ, জে, এস এর কোয়ালিশন সরকার গঠন করেছেন এবং গত দশ বছরের খুন সন্ত্রাস ও দলবাজী দুর্নীতি মুক্ত একটা প্রচ্ছন্ন পরিবেশের জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছেন, এইটা মাননীয় রাজ্যপাল বক্তব্যের শুরুতেই বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে রাজ্যে কৃষি, শিল্প এবং বিদ্যুত, মৎস্য চাষ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপজাতিদের উন্নয়নমূলক যত কাজ আছে সব কিছুতেই সার্বিক প্রয়াস নেওয়া হবে এবং রাজ্যের শান্তি-সম্প্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতা

প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে নাগরিকদের পূর্ণ নিরাপত্তার দায়িত্ব এই সরকার গ্রহণ করবেন এবং শেষে তিনি বলেছেন যে, এই সমস্ত কাজে রাজ্যবাসী ও এই বিধান সভার সদস্য মানে জন-প্রতিনিধি যারা আছেন তাদের সহযোগিতার জন্য তিনি আহবান জানিয়েছেন। আমি আশ্চর্য হই এই দেখে যে, আপনারা এইগুলির বিরোধীতা করতে পারছেন জন-প্রতিনিধি হয়ে। আমি আপনাদেরকে সতর্ক করে দিতে চাই আপনাদের স্বার্থে এই সব কাজ না করার জন্যই আপনারা আজকে বিরোধী দলের আসনে, আবার যদি এইগুলির বিরোধীতা শুরু করেন তাহলে আর এখানেও আপনাদের জায়গা হবে না। আজ এখানে থেকে ওখানে আপনাদেরকে বসানো হয়েছে, আবার যদি বিরোধিতা করতে শুরু করেন তাহলে আর এখানে জায়গা হবে না আপনাদেরকে ছুড়ে ফেলে দিবে বাহিরে। মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা ও উপ দলনেতা ওনারা উভয়েই অভিযোগ এনেছেন এই বলে যে, এই সরকার না কি সংখ্যালঘুর সরকার, ওনারা ভোটের হিসাব দিয়েছেন যে ৫০ পারসেন্ট এর উপর ভোট নাকি পেয়েছেন গত নির্বাচনে। আমি জিজ্ঞাসা করি এই ৫০ পারসেন্ট ভোটের মধ্যে আসল ভোট কত পারসেন্ট আছে, কমপক্ষেতো ২৫ পারসেন্ট ব্যলট পেপার ভোটারদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নাই, পোলিং অফিসারদের দিয়ে পাঠানো হয়েছে, একেবারে প্রতিশ্রুতি লিখে রাখা হয়েছে যে এই ব্যালট পেপারগুলিতে ভোটাররা আসার আগেই এই সমস্ত করে প্যাক্ট করে নিয়ে আসবে, অস্বীকার করতে পারেন ২৫ পারসেন্ট এই ধরনের ব্যালট পেপার যা গোনা হয়েছে তাকেই নির্ভর করে আপনারা নির্বাচিত হয়েছেন, আর বাকী ২৫ পারসেন্ট এইগুলি না করে পাওয়া গেছে ঘুষ দিয়ে। ওনারা বলেছেন যে, পঞ্চায়েতের হাতে আমরা ক্ষমতা দিয়েছি, পঞ্চায়েতের নামে সূতা সেংশান করা হল কম্বল সেংশান করা হল আর দেখা গেল আমার বিরুদ্ধে যিনি দাঁড়িয়েছেন দেবব্রত কলই, পঞ্চায়েত কিছুই জানেনা, তিনি সব বগলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন যে, আমাকে ভোট দিন বলে এই আপনারা পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দিয়েছেন, আর এই সমস্ত সূতা দিয়ে আপনারা ভোট নিয়েছেন। এর পরেও কি বলতে হবে ফ্রি অ্যাণ্ড ফেয়ার ইলেক্শান? মাননীয় প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলেছেন যে দিস গভর্ণমেন্ট ইজ ইনস্টলড বাই থি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থ্রো আনফেয়ার মিনস। আপনারা যে এখানে ৫০ পারসেন্ট ভোটের কথা বলছেন ইজ ইট বাই ফেয়ার মিনস।

শ্রীদশরথ দেব (রামচন্দ্রঘাট) ঃ—নাচায় পুতুল যেথা দক্ষ বাজীকরে তেমনি নাচাও তুমি অর্ব্বাচিন নরে, এই সুধীর বাবু আর সমীর বাবু আপনাদের উপজাতি যুব সমিতিকে নাচাবে পুতুলের মত।

(গণ্ডগোল)

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ—স্যার, তিনি আনপার্লামেন্টারী কথা বলছেন দেখি, তিনি এই কথা বলতে পারেন না।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি সদস্যদের অনুরোধ করছি এই ভাবে না বলতে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রী ওনারা তীব্র ভাষায় আক্রমন করেছেন, কেন ডিস্টার্ভ এরিয়া ঘোষণা করা হল, সেনাবাহিনী কেন নিযুক্ত করা হল, একবারও ওনারা দুঃখ প্রকাশ করলেন না, এই নির্বাচনের প্রাক্ মুহুর্তে নিরীহ মা শিশু ছেলে ছেলে মেয়েদের কিভাবে হত্যা করা হল এই জন্য। যদি ডিস্টার্ভ এরিয়া ঘোষণা না করা হত, যদি সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা না হত, তাহলে আরও কতজন লোক মারা যেত। স্যার এই সেনাবাহিনী নিয়োগের সঙ্গে নির্বাচনের কোন সম্পর্ক ছিল না এই সেনা বাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে পুলিশ প্রটেকশান কাউকে দেওয়া হয়নি মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার কোন সুযোগ দেওয়া হয় নি গ্যারান্টি দেওয়া হয় নি বলেই বাধ্য হয়ে জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে সেনা বাহিনী নিয়োগ করতে হয়েছে। যেখানে সেনা বাহিনী যেতে পারে নি যেমন ছামনুতে ব্যালট বাক্স নিয়ে গিয়েছিল পোলিং অফিসাররা, আর ফেরার পথে ভূত করে এনেছেন, ভোটাররা কেউ যায় নি, খুলে দেখা হল সমস্তটাই

সি, পি এম এর পক্ষে। এই করা হয়েছে এবার, ভয় দেখানো হয়েছে, টি, এন, ভিরা নোটিশ দিয়েছে কেউ ভোট দিতে পারবে না, আর ভিতরে ভিতরে বলেছে পূর্ণমোহন ত্রিপুরাকে ভোট দিতে হবে আর যদি না দেও তাহলে আঙ্গুল কেটে ফেলা হবে। আমার কাছে অভিযোগ্য করেছেন, আমি যখন গোবিন্দবাড়ীতে মিটিং করতে যাই, সেখানে আমরা একটা ভোটও পাইনি, আর এখন জনসভা করতে গিয়ে দেখলাম প্রায় ৯০ পারসেন্ট ভোট আমাদের পক্ষে, তা সেই ভোটগুলি আমরা পেলাম না কেন? তারা বলেছে যে, আমাদের ভোট দিতে দেয়নি, অথচ সেখানেও ৮০ পারসেন্ট ভোট পড়েছে, তা ভোটাররা আসেনি তো ব্যালট পেপার আসল কি করে, জবাব আছে? মিঃ স্পীকার স্যার, কাজেই ওরা যে আমাদেরকে সংখ্যা লঘুর সরকার বলছে তা মোটেই সতি নয়, বরংচ আমরা সংখ্যাগুরুর সরকার এবং যদি ঠিক মত ভোট হত তাহলে আমরা আজকে এখানে ১৩ না হয়ে ৪১ জন হতে পারতাম। স্যার, মাননীয় সদস্য খগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন, যে, উপজাতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, সেনা বাহিনী না কি কোথায় কোথায় যাচ্ছে ট্রাইবেলদের উপর অত্যাচার করছে, আমি সেই দিন সেখানে ঘুরতে গিয়েছিলাম, কারণ তার স্টেটমেন্ট আমি দেখেছিলাম গোবিন্দবাড়ীর দিকে, ছামনুর দিকে না কি অত্যাচার করছে, আমি গেলাম, উপজাতির আমাকে বললেন যে আমরা এতদিনে ম্যালেরিয়ায় কয়েক শত মারা যেতাম, কিন্তু আমর বেঁচে আছি কারণ আমরা আমাদের ঔষধ দিচ্ছে। আর ওনারা এই হাউসে এসে বলছেন যে সেনা বাহিনীরা ট্রাইবেলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে, ঔষধ দিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা, এইটাও যুদ্ধ ঘোষণা। স্যার, ওনারা বলছেন যে, ট্রাইবেল এলাকায় সেনা বাহিনীর প্রয়োজন নাই কেন প্রয়োজন হবে না। আজকে আমরা যেখানে কৃষির উন্নয়ণ চাই, রাস্তার উন্নয়ণ চাই, চিকিৎসার সুযোগ সম্প্রসারিত করতে চাই এবং উপজাতি এলাকার সমস্ত রকমের উন্নয়ণ করতে চাই আমাদের সরকারের যে উন্নয়মূলক কর্মসূচী এগুলি যদি সার্থক রূপায়ণ করতে চাই তাহলে সমগ্র রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি দরকার। আগে কি দেখেছি? আগে দেখেছি কৃষির জন্য যে টাকা এসেছে, চিকিৎসার জন্য যে টাকা এসেছে সেগুলি ট্রাইবেল এলাকায় পৌছে নাই। কিন্তু টাকাত খরচ করতে হবে, অতএব আঠার-বোনার নামে যে ডিসপেনসারি এসেছে, কাসকোর নামে যে ডিসপেন্সারি এসেছে, এগুলি কোথায় আছে ট্রাইবেল মন্ত্রী জানেন না। পরে এখানকার আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী খোঁজ নিয়ে দেখলেন যে, এগুলি সরবংয়ে পড়ে আছে। তাই ওখানে যদি টি, এন, ভি এবং সমাজদ্রোহীদেরকে বঁসিয়ে রাখেন তাহলে কি করা হবে? আমাদের সরকার এসমস্ত করবেনা। সারা রাজ্যে শান্তি প্রতিস্ঠা করবে। তাই যত দিন দরকার সেনা বাহিনী থাকবে। তবে যদি আপনারা এই হাউসে এবং বাহিরে বলেন যে, আমরা আর শান্তি নষ্ট করব না, তাহলে সেনা বাহিনীকে বিদায় দেওয়া হবে। আজকে আমরা চিকিৎসার সম্প্রসারনের যে ব্যবস্থা নিয়েছি সেগুলি ট্রাইবেল এরিয়াতে নিয়ে যেতে হবে। আপনাদের আমলে শিক্ষার কোন প্রসার ঘটেনি। মাননীয় প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী শুধু পেপারে এনাউন্সমেন্ট দিলেন যে, ট্রাইবেল এরিয়াতে হাই স্কুল হয়েছে কিন্তু সে হাই স্কুলের অবস্থা কি? সেখানে একটা ছোট ঘর, ১ টা ছোট পরিবারের জন্য যথেস্ট অবশ্য। তারপর ৩ জন মাস্টার। এই স্কুলে করে তিনি ঘোষণা দিলেন যে, ট্রাইবেল এরিয়াতে শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী রেকর্ড দেখান। এখানে ত এসেম্বতিল স্পীচ হয়, ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা কম্‌প্লিট হয়েছে যখন আমি শিক্ষা দপ্তরে ছিলাম এই বক্তব্য কখনও নাই। আমরা শুধু একস্‌পাণ্ড করেছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজ্যপাল বলেছেন যে যে এখানে দুর্নীতি এবং অশপাসন বরদাস্ত করা হবে না। কিন্তু আগে কি হত? মন্ত্রী আসবেন, ফুল দিয়ে সাজান হবে, শূকর কেটে অনুস্টান করা হবে। তাহলে টাকা কোথায় থেকে আসবে? ঠিক আছে তাহলে ২টা মিনি ব্যারেজ সেংশান দিয়ে দাও, কিন্তু এই মিনি ব্যারেজ যে কোথায় তার কোন অস্তিস্ব খোজে পাওয়া যাবে না। আমরা আজকে বলেছি যে উপজাতি এলাকায় কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি করা হবে,। অ-উপজাতি এলাকায় মার্কেট-

গুলিতে শাক-সব্জী প্রচুর উঠে কিন্তু উপজাতি এলাকার মার্কেটগুলিতে উঠেনা, কারণ তারা সেখানে সব্জী চাষ করে না। কেন করেনা, তার কারণ ওনারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে বলেন চাষবাস করবে না এগুলি ছোট লোকের কাজ। এমনকি অফিসে পর্যন্ত ফোর্থ ক্লাস এম্প্লয়িদের বলেন, অফিসারদের কথায় কাজ করবে না, এটা ছোটলোকের কাজ। কিন্তু আমরা বলেছি যে, এই দেশে কৃষি জমিতে যারা কাজ করেন তারা সবচেয়ে বেশী সম্মানিত ব্যাক্তি। আমরা উপজাতিদের বলেছি আপনারা সব্জী চাষ করুন। তারজন্য কিছু স্যাংশান প্ল্যান দেওয়া হয়েছে, ২ কোটি টাকার বাজেট ধরা হয়েছে। সেখানে ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট হবে, জল সেচ হবে, তারপরে সেখানে সব্জী চাষের ব্যবস্থা করা হবে। আমি মাননীয় সদস্যদের বলতে পারি যে, আমি বেশী সময় নেব না, আপনারা আগামী বছর ট্রাইবেল এরিয়াতে সব্জী চাষ দেখতে পাবেন। এটা আপনারা টি, এন, ভি, দিয়ে আটকাতে পারবেন না। আর ওটার প্রশ্রয় দেওয়া হবেনা। ওরা বুঝেছে যে, আমাদের উন্নয়নের স্বার্থে শান্তি দরকার। মিঃ স্পীকার স্যার, এসমস্ত উন্নয়নের উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে আছে। এ ব্যাপারে এখানকার সদস্যদের সমর্থন চাওয়া হয়েছে। জনগণের পুরোপুরি সমর্থন আছে, এখন আমরা আপনাদের সমর্থন চাইছি। কাজেই আপনারা যে সব সংশোধনী এনেছেন সেসব উইদড্র করে নিন। যদি না করেন তাহলে আপনাদের স্বার্থে বলছি যে, আজকে যেখানে সরকারের আসন থেকে বিরোধী আসনে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন তাহলে সেখান থেকেও চলে যাবেন। এবারও আপনারা যা শুরু করেছেন তাতে আমার মনে হয় এই হাউস থেকেও নিক্ষিপ্ত হয়ে বাহিরে চলে যাবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার (কমলপুর) ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিনহা।

শ্রীবিমল সিনহা ঃ---অনারেবল স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ এখানে রেখেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি এবং সাথে সাথে আমাদের বিরোধীদের থেকে যেসব সংযোজন ও সংশোধন আনা হয়েছে তাকে ইনক্লুড করার জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় রাজ্যপাল এখানে ৭ নং প্যারাতে উল্লেখ করেছেন যে—"কংগ্রেস (ই) ও ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি আঁতাতের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন আমার সরকার সমস্ত জাতি গোষ্ঠীর ঐক্য সুদৃঢ় করা এবং উপজাতিদের মন থেকে বঞ্চনা ও অনগ্রসরতা বোধ দূর করে তাদেরকে অন্যান্য সকলের সমান অংশীদার হিসাবে সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে উপজাতি উন্নয়ণ ত্বরান্বিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেবেন।" মাননীয় গভর্ণর এমন বক্তব্য রাখতে পারেন কিনা। কংগ্রেস (ই)ও টি, ইউ, জে, এস যে আঁতাত তাকে আমরা আগেও অশুভ আঁতাত বলেছি। কোন অশুভ আঁতাত? আমাদের কথায়ত অশুভ আঁতাত হতে পারে না, যেহেতু যুব সমিতি ১৯৮০ ইং সনের মে মাসে একটি মেমোরেণ্ডাম তৎকালীন গভর্ণর ও চীফ মিনিষ্টারের কাছে দিয়েছিল। যার মূল বক্তব্য ছিল, ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবর থেকে যারা এখানে এসেছে তাদেরকে বিতাড়িত করতে হবে। এই দাবি ছিল।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমরা বার বার বলেছি যে যুব সমিতির এখন আর এই দাবী নাই। যুব সমিতির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অপপ্রচার চলছে। এখনকার নির্বাচনী ইস্তাহারেও এটা দেখতে পাবেন।

ককবরক ঃ---

মুইয়া চানাই, চাখাই চানাই, থানছা আংদি। গারিও তংনাইরগ থানছা আইদি। বুইনি তলাঅ তাতংদি। তাবুক তাম' আংখা। কাচাক বুয়া' কুফুর বুয়া' আগি' অ কক সাখা। তাবুক কাচাক বুয়া' কুফুর বুয়া' আগিনি মোকাগন পগাই থাংখা। তাবুক কুফুরনি কলক খিতুং আংখা।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

যারা বাঁশের করুল খায়, খারপানি খায় (ক্ষার দিয়ে তৈরী এক জাতীয় তরকারী) খায়, তারা সবাই এক হও। যারা টঙঘরে বাস করেন তারা সবাই এক হও। কোন পার্টির সঙ্গে সমঝোতা করব না। এখন তাহলে কেন সমঝোতা করছেন? আগে তো বলেছিলেন, কমিউনিষ্ট ও নয় কংগ্রেস ও নয়, আগের শ্লোগান কি ভুলে গেছেন? এখন তাহলে কংগ্রেসরে লেজুর হয়েছেন।

অনারেবল স্পীকার স্যার, সেই দাবীটা রাখা হয়েছিল তদানিন্তন গভর্ণরের কাছে, তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। গ্রামে গ্রামে উনারা প্রচার করেছিলেন বলেছিলেন (ককবরক)।

কাজেই তারাই বলেছিলেন যে এদের থেকে বিতাড়িত করতে হবে। এই শ্লোগান তারা এখনো ছাড়ে নাই,। এই শ্লোগানের মেমোরেণ্ডামও তারা দিয়েছিলেন। তারপর তারা বাজার বয়কটের ডাকও দিয়েছিলেন। উপজাতি যুব সমিতির মধ্যে যারা রয়েছেন এখানে তারা কি সেদিন বাজার বয়কটের আন্দোলনে অংশ গ্রহন করেন নি? এদের বিতারিত করতে হবে—না হলে বাজার বয়কট করব। এই দাবী নিয়ে কি এখানে উপজাতি যুব সমিতির যারা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ আছেন তারা বাজার বয়কটের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন নি? কাজেই মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে যে কংগ্রেস (ই) এবং উপজাতি যুব সমিতির আঁতাত বলেছেন সেটা কে- - - - - -

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, যেখানে আমরা এই রাজ্যে জাতি-উপজাতির মধ্যে সম্প্রীতি আনার জন্যে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ---আর উনি এই ধরনের উস্কানী মূলক বক্তব্য রাখছেন এই হাউসে। এইটা এখানকার জাতি-উপজাতির মৈত্রীর বিরোদ্ধে তিনি উস্কানী দিচ্ছেন। এর ফল বড় মারাত্মক হবে। কাজেই এই ধরনের উস্কানী মূলক বক্তব্য আমরা প্রশ্রয় দেব না, বরদাস্ত করব না। কাজেই এই উস্কানী মূলক বক্তব্য এই হাউসের প্রসিডিংস থেকে একস্‌পাঞ্জ করে দেবার জন্য আপনার কাছে আবেদন রাখছি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার ঃ—(মুখ্যমন্ত্রী) স্যার, আমিও আপনার কাছে আবেদন করছি যে, এই ধরনের উস্কানীমূলক বক্তব্য অত্যন্ত মারাত্মক এবং বিপজ্জনক। এই ধরনের উস্কানীমূলক বক্তব্য এই পবিত্র বিধান সভায় রেখে এই রাজ্যের জাতি উপ-জাতিদের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করে এই রাজ্যে একটা সর্বনাশ ডেকে আনছেন। তাই আমি আবেদন করছি এই ধরনের উস্কানী মূলক বক্তব্য এইখানে থেকে বাদ দেওয়া হোক।

মিঃ স্পীকার ঃ—এইটা একস্‌পাঞ্জ করা হবে। কিন্তু কোন পোরশনটা বাদ দিতে হবে—সে পোর্শনটা বলুন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) -ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে যে 'অশুভ আঁতাত এবং এই সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে সেটা এক্‌সপাঞ্জ করা হোক।

মিঃ স্পীকার ঃ—'অশুভ আঁতাত' থেকে যে পোর্শনটা—দি শুড বি একস্‌পাঞ্জ ফ্রম দ্যা প্রসিডিংস।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবিমল সিংহ ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এরপর মাননীয় রাজ্যপাল বলেছেন "আপনারা জানেন এই রাজ্যে এমন এক সময় অতিক্রম করেছে যখন বৈরী আক্রমন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। উগ্রপন্থী নির্মূল এবং রাজ্যে স্থায়ী শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন অনুযায়ী সারা রাজ্যকে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা, উগ্রপন্থী দমনের জন্য সেনা বাহিনী মোতায়েন

এবং বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করেছিলেন।" এই সেনা বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়েছে এইটা সম্বন্ধে ঘোষণা করেছেন মাননীয় রাজ্যপাল। আমাদের কথা হচ্ছে, ভারতবর্ষের সেনা বাহিনীর একটা ট্রেডিসন রয়েছে। ভারতবর্ষের কোন অঞ্চল খরা পিড়ীত হলে সেখানে পিড়িতদের উদ্ধার করতে যায় সেনা বাহিনী। ভারতবর্ষে যখন দাঙ্গা লাগে তখন সেই দাঙ্গা দমনের জন্য তাদের ভূমিকা রয়েছে।

EXPUNGED AS ORDERED BY THE CHAIR

ভারতবর্ষের বন্যা পিড়িত অঞ্চলের মানুষকে রক্ষার ব্যাপারে তাদের ভূমিকা রয়েছে। কাজেই ইণ্ডিয়ান আর্মির এই যে ট্রেডিশন সেই ট্রেডিসনটাকে আজকে কলুষিত করাবার জন্যে শ্রেণী স্বার্থে ইলেকসনে জিতবার জন্যে এইখানে মোতায়েন করা হয়েছে। এইটা. শান্তির জন্যে না। কেননা, আমি এইটা প্রমাণ করছি---কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করে। গত ২৩ শে জানুয়ারী আমি এলো ত্রিপুরা রাজ্যে। চারদিকে ভরে গেল। আমার কমলপুরে মেছুরিয়াতে আমি ক্যাম্প বসলো। আসাম রাইফেলস্ এর ক্যাম্প করা সেই ক্যাম্প থেকে এক ফারলং দুরে ২৭ তারিখ রাত্রিবেলা ব্রজেন্দ্র দাস তার ঘরে রয়েছেন, উগ্রপন্থীরা গুলি গোলা করে তার একটা বাচ্চা ছেলের পায়ের হাটু উড়িয়ে দিয়েছে গুলি করে। তারপর তার বার বছরের মেয়ে রীনা দাসের উপর গুলি করেছে। আমরা ২৭ তারিখ সাড়ে নয়টায় খবর পেলাম। হালাহালি বাজারে আমি নিজেও ছিলাম। খবর পেয়ে আসাম রাইফেলস্-এর আরোকটা ক্যাম্প রয়েজে সেখানে গেলাম, জানালাম, বলল, ভেরিফাই করেগা। তারপর তারা যখন কিছুই করল না, তখন আমরা লোক্যাল পুলিশ নিয়ে স্পট এ গেলাম। সেখানে গিয়ে লোকটিকে বললাম, আপনারা এখান থেকে এক ফার্লং দূরে মেছুরিয়াতে আসাম রাইফেলস্ এর ক্যাম্প রয়েছে সেখানে কেন জানোলেন না। তারা বলল ক্যাম্প সকালবেলা উঠে গেছে। এস, পি গেলেন, উনারা একই প্রশ্ন। আসাম রাইফেলস্ এর সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেলো শিলং থেকে তাদের যে হেড কোয়ার্টার রয়েছে সেখানে থেকে নির্দেশ এসেছে, এখান থেকে ক্যাম্প উয়িণ্ড আপ করা হোক। তার মানে সেখানে উগ্রপন্থীরা যাতে ঘটনাটা ঘটাতে পারে। তার সুযোগ করে দাও। তারপর ২৮ তারিখ তাই হল। ২৮ তারিখ সমস্ত গ্রামবাসীরা মিলে আভাঙ্গা একটা ফিসারী অফিস রয়েছে সে অফিসের মধ্যে শরণার্থী ক্যাম্প করলো। সেখানে এসে তারা আসাম রাইফেলস্ এর ক্যাম্প গেল। কিন্তু দেখা গেল ২৯ তারিখে আবার ৭ জন মাডার হলো। সেখানেও আমি ছিল না। তার কারণ এখানেও ঘটনা ঘটুক এই কন্স-পাইরেসী তারা করেছিল। ধুপছড়াতে আর একটা ঘটনা ঘটল। সেখানে আমি ছিল। তারা কিন্তু গেল না। তারা বলে যে, দিল্লী থেকে ডিপ্লয়মেন্টের অডার না এলে তোমাদের কথায় যাব না। শুধু এই ঘটনাটা নয়, এই কয় দিনে ঘটছে? ৩১-১-৮৮ ইং তারিখে কাকড়াবন কলেজে যাওয়ার পথে টিলায় মাকসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির ফেস্টুন, গেট ভেঙ্গে দিয়েছে। তারপর ১-২—৮৮ ইং তারিখে শান্তি পল্লী, জগন্নাথ দীঘির পাড়, উদয়পুরে ৩৫টা বাড়ীতে রেড হয়েছে। ভয় দেখিয়েছে আমি।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং মন্ত্রী) ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার। স্যার, বামফ্রন্টই তখন সরকারে ছিলেন যখনকার কথা বলছেন এবং বামফ্রন্টের পুলিশই আসাম রাইফেলস্‌কে পরিচালন করতো। কাজেই এই সমস্ত ঘটনার দায়িত্ব বর্তমান মন্ত্রীসভার নয়।

শ্রীবিমল সিন্‌হা ঃ—মাননীয় দ্রাউ বাবু, 'তোমাকে বধিবে যে, গকুলে বাড়িছে সে'। রাজার বাগে মুসলিম বস্তি। ১০ টা বাড়ীতে রেড করেছে ইলেকশানের আগে ৩১-৩-৮৮ইং তারিখে। পানিসাগরে ইলেকশনের আগে সন্ত্রাস কায়েম করেছে। ১৯৮৪ ইং সনে ডিস্টার্বড এরিয়া করা হয়েছিল জম্পুংই পাহাড়। সেখানে কি করে দশদা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক লুঠ হয় আসাম রাইফেলস্ থাকা সত্বেও। সেখানে ফুল দংসাইতে অনেক গুলি লোক মারা গেল। কৃষ্ণলীলাতে রবি রূপিনীকে দিনের বেলা আমি করেছে। কাজেই এটা পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে। কাজেই আজকে যারা খুব আনন্দবোধ করছেন— (রেড লাইট) মাননীয় স্পীকার, স্যার আমার একটু সময় নস্ট হয়ে গেছে পয়েন্ট অর্ডারে কাজেই পাঁচ মিনিট এলাও করতে হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—এক মিনিট সময় দেওয়া হল।

শ্রীবিমল সিন্হা ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৪ তারিখে তাদের টি, ইউ, জে এস এর সদস্য কুশলজয় ত্রিপুরাকে, পঞ্চায়েত সদস্য গোবিন্দবাড়ীতে, তাকে সহ আমাদের ৫।৭ জনকে এরেষ্ট করে আনা হয়। তারপর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। যখন বনে আগুন লাগে কাঁচা পাকা মানে না,। সদরের দূর্গানগরে গাঁওসভার পঞ্চায়েত সদস্য পূরণ দেববর্মা, রবীন্দ্র দেববর্মা ২৫-২-৮৮ তারিখে তাদের আমি এরেষ্ট করে দিন দুই রখে। তারা কারা? টি, এন, ভি এর হাতে যারা মারা গিয়েছিল কালিদাস দেববর্মার ছেলে এবং জামাই। অশ্বথামা রোয়াজা পাড়াতে চাঁদ মোহন রোয়াজা পাড়াতে আপনাদেরও লোক আছে, তদন্ত করে দেখুন—অকারণে আমি কর্ডন করে রেখেছে কিনা দেখুন। মুক্তাজয় রিয়াং, টি টি, ইউ, জে, এস এর নেতা রাজকান্দিতে তার ছেলের বৌকে টর্চার করেছে। কাজেই কাজেই এই সমস্ত পয়েন্ট বললাম না। আজকে যাদের জয়ধ্বনি করছে কংগ্রেস (আই) টি, ইউ, জে, এস, এটা তাদের জয়ধ্বনি নয়, এটা হিটলারের জয়ধ্বনি, ইটালির মুসুলিনির জয়ধ্বনি, স্পেনের ফ্রান্কোর জয়ধ্বনি। কাজেই আজকে এটা থাকবে না। যারা চাবি ঘোরাচ্ছেন, চাবিটা ছেড়ে দিলেই কোথায় পড়ে যাবেন কেউ জানবেন না।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী বিভু কুমারী দেবী।

মহারাণী বিভু কুমারী দেবী (মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাব যেটা এসেছে সেটাকে সমর্থন জানাচ্ছি এবং বিরোধী দলের উপর সংশোধনীগুলির বিরোধিতা করছি।

I am astonished, Mr. Speaker, that my friend Shri Nripen Babu with all his experience in politics was swayed by emotional consideration with the defeat of his party in the last general election. In a democracy we have to very carefully accept the peoples verdict, Mr. Speaker, Sir, We have to bow down in a democrac to the public sentiments and I think the people of Tripura are not fool neither are they cowards. They know how to look after themselves and no gun point can put them backward. That is the history of Tripura Mr. Speaker, Sir. It is a small state, very small state. But it has maintained its independent "You cannot finish the history of Tripura. My friend in the Opposition cannot deny the fact that the very base of the Communist Maoist Philosophy is the ideology which believes, Mr. Speaker Sir, that the power grows from the barrel of gun. Am I right or wrong ?

Mr. Speaker, Sir, that power flows from the barrel of the gun, I am right or wrong, that is your idealogy that you have got educated from it. (Looking at the Opposition Bench) Sorry, for you. So, how can my hon'ble friends arguments hold good that the declaration of the disturbed area was for the benefit of the Congress Party and not for the benefit of the people of Tripura. (A voice from Opposition) Let me finish my sentence. Sir, there has been a great hue and cry that Nripen Babu said that 'Rajanitik Sankat Achhe' and Arthanaitik Sankat Achhe ! (A voice from the Opposition)-Atta tha upnnadher Netai Netai Ballechen, Ammar Kacch thekeo kichus sikhun ! Sir, under the direct control of the last Government all para-military forces were given to them and yet they could not control the law and order situation in the State. Sir, for ten years, we found that there was a rule of the jungle and there was no true action for the benefit of the common men. We witnessed the massacre of 1980 for which my friend always publicity referred it back to me. (A voice from Opposition-You are on that side) Then, you don'st back the Ganamukti Parishad-shake hands-we are friends, both you and I - one from here and one from there. Mr. Speaker, Sir, I always demanded while I belonged to the Opposition that whole of Tripura be declared disturbed and the Government tossed that very

vociferiously. Fighting only for the common people of Tripura we demanded that the law and order situation was very bad at that time. And you my friend who welcomed that scence, you could have demanded the same thing or you could have declared the disturb area yourself-you have that opportunity and then the law and order was there. It is a well known fact, Sir, that theere is a lways a psychological factor that any group who defeated, it looses it's mental balance. My Friends are very vociferiously either pressing the Indian Army or not in favour of it. I cann't understand. Had they been sorry for it ? So, undue sorrows for the Indian Army when it is facing on the Chisenese in the Chinese border. What was their a ection for the Indian people, when one lakh squire miles of our Indian territory to-day is in the hands of the foreigners. We were threatened Mr. Speaker, Sir on our boundary near to the China in one side and Pakistan in other side. We were certainly the parties with our foreign policy and talk of internationalism and not the interest of the people of Tripura. Mr Speaker, Sir, I feel it is your duty and the duty of my friends also here to enlighten the greater danger from the foreign countries. We are all brothers, we may be in Tripura in orother parties and we can settle up of our di erences, but you will be happy if the foreign powers come and we will again under the foreign rule. Sir, I am speaking as an Indian citizen and my friends in the Opposition side are also speaking as Indian citizen. Mr. Speaker, Sir, the Governor's address raised a very interesting thing, my respected friend Mr. Nripen Babu has said that "even the BJP who is not our friend is dependent on our point of view when the induction of the Indian Army and the declaration of the disturbed area was wrong. Mr. Speaker, Sir, whatever the BJP is cited , the main point is, it just shows what an unholy to-day, BJP obviously has played it's part as an opposition. I am happy, it has played that is what a democracy has it's own feature, it is nothing new, all intelligent people and my friend Mr. Dasarath Deb is a very intelligent man and therefore, he has kept quite. As per as the reference to Bijoy Rankhal and Chhuni Kalai goes, Bijoy Rankhal is known to all of us to you all also. You had been economically as a citizen of Tripura and as my family history indicate, I can rise many body my foes, my enemy, my friend, that is my first duty, socially. So, here the question oif anybody comes to me, if Dasarath Babu comes to me, If Anil Babu comes to me, I don't call them as my enemy, I call them as my friends. So, it does not mean that I become a communal communal. If they come to me, I welcome them as for my idealogy of mine. So, Sir, this narrow point of view which my friend Nripen Babu has put forward, think, it is extemely sad. It shows a state of mental attitude, when he is fighting against his onw shadow. As per as Chhuni Kalai goes, I have, therefore not belief in advance that last government was in favour of the special pardon. Why special pardon for Chhuni Kalai, who was caught red handed doing anti state activities and killing innocent people ? I would request my friends in the Opposition that we are like minded as as per as I think, you Tripura goes. I hope, you will consider not the parties only but public as a whole. We welcome TUJS and CONGRESS alliance just as my friend had welcome the alliance in their parties. They had welcome the alliance with Debabrata Kalai, whom I think as a sessionist (ALTP) and whose brother Chhuni Kalai actively involved with anti Tripura State activities. We consider TUJS as a secular-minded which get voted with the help of non-tribal voters which just wanted to be veryguestly also to willful state belonged. I can see no harm in it. The Congress party is committed to the welfare of the backward and minority community. We are committed by our Constitution ot look after the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, backward people and the minority. Sok Sir, I would like myself to ke ep them in mind, we are very happy to note that Governor in his address kept in mind the future of the State regarding industry. We invite all investments, just as my friend Baidya nath Babu has said that 'there is no private sector and there

is no public sector in the State when they came. But my question is what they do have either private sector or public sector, where the idea is t o give employment ? Mr. Speaker, Sir, now if Baidyanath Babu will keep in mind that his party is very anti private sector yet he has taken a very bush word also in view. On the other side my, friend Dasarath Babu is the most intelligent and he has the knowledge of the parliamentary a airs as he was the leader of the Opposition in the Parliament. So, I don't take him lightly. He has used the word 'BURJUA' in his party meetings and elsewhere. The word 'BURJUA' is a French word taking from the French Dictionary during the French Revolution and it was put against the middle and lower middle class people. Mind that it was not against the common man and who are the common men-the word means middle and lower middle class people, who are the backbone of every society, they are the lawyers, the teachers and the engineers. Do you deny the man-power, if word 'BURJUA' is to be used for 'the middle and lower middle class people ?...Mr. Speaker, Sir, I do not mould the idea of my friends in Opposition as they are very intelligent they understand everything. I don't have to tell them but it is the proper benefit of the hoSse to keep in record that I am speaking so As per as the investment is concerned, we want large scale, medium scale and small scale industries and we want self-employment programme. Does it mean that the Governor's address is fiad bacause the more employment is to encourage through the large, medium and small scale industries ? We want 75 MW of powers, because we want to have a infrstructure for the future of Tripura. We want to have gas-based industry in Tripura for development of the State.

Our commitments will be there. We will keep our commitments and not like our friends in the opposition. We will not do only for the benefits of the party. We have given special attention to education becuase we want healthy atmosphere. We want our children will go around the world. We want them to get out of Tripura to all countries of the world and to be educated so that they can participate in the world to all nations as you talk to internationalism. Do you know that communist movement has under gone a great change and presently not availed of in Tripura ? In Europe communism have some already geared up. My Dear Friends, please learn even from your enemy. So, Mr. Speaker, Sir, the criminalities have been increased in colleges which are placed for the w welfare of children. They are the future of our country. I would request my friends in the opposition to please mind that narrow sentiment will not help either you or me. Welfare of the state and the welfare for the people of Tripura is your primary concerned, and also my primary concerned. Let us join hands where the future of the state is concerned. I understand that my friends earlier said that employment is one of the problems. I sympethized. I honestly sympethized, but we must not forget that Tripura has been placed by history at such a peculier position. We only Mr. Speaker, Sir, have to take interest of the party shadow. Her population has under went to dogmatic changes. We can not deny, Sir, Yony can not deny Sir, that our smallest state in North East. India follows the highest brand of economic problems. We have three wars. We have a war with Pakistan in 1947, We have a war with Pakistan in 1965 and we have a war with Pakistan in 1971 now Bangladesh. Who took the risk ? Tripura ? We did not deny how open. Who came up to the border ? and the actual population has increased. Mr. Speaker, Sir, my friends in the opposition should be realistic. They should realise the problems and not to try politicalise real problems because we have to think to-gether with cooperation. I would like to request, Mr. Speaker, Sir, thtat we want to live and let live. We believe in share of our pleasure and we believe in working for Tripura to-gether and I hope that my friends in the opposition will have a support to the move. Thank you.

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের হাতে সময় কম। সকলকে সুযোগ দেওয়া বোধ হয় সম্ভব হবে না। পাঁচ মিনিট করে সময় দেওয়া হউক।

শ্রীদশরথ দেব:— :—Mr. Speaker is the custodian of the House. He will see our interest also.

Shri Sudhir Ranjan Majumder (Chief Minister) :—Hon'ble Speaker is continuing the business of the House alone for long time. We should give him some scope for rest.

Shri Dasharat Deb :—We agree. He might have natural call also.

Mr. Speaker :—The House stands adjourned for 10 minutes.

[AFTER RECESS OF TEN MINITES THE HOUSE REASSEMBLED AT 3-40 P. M.]

মিঃ স্পীকার ঃ---আমার কাছে যে সব মাননীয় সদস্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার জন্য তালিকা দিয়েছেন সবাইকে সুযোগ দিতে গেলে আজকে ভোট গ্রহণ করা যাবেনা। তাই সবাইকে সুযোগ দিচ্ছি। আপনারা ২৷৩ মিনিটের মধ্যে আপনাদের আলোচনা শেষ করবেন। বেশী সময় দেওয়া যাবে না।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) ঃ---আমাদের পুরো সময়টাই মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদারকে দেওয়া হউক। উনি বলার পর যদি কিছু সময় থাকে, তাহলে বাকীরা ১৷২ মিনিট করে বলবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহাশয়কে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (কাকড়াবন) ঃ---মিঃ স্পীকার, স্যার গত ২৯ তারিখ এই হাউসের সামনে মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন এবং তারপর মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরতন চক্রবর্তী যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এনেছেন আমি কতকগুলি কারণে সমর্থন করতে পারছি না। কিন্তু অন্য দিকে আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যারা যে সব সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন এগুলিকে পুরোপুরি সমর্থন করে কিছু বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে চাই। মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় যে বক্তব্য রেখেছেন সেটার ভেতরে আমি যেতে চাই না। কিন্তু এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে, যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি মাননীয় রাজ্যপাল রেখেছেন এর পর থেকে সরকার কি রকম চলছে তার সঙ্গে সংগতি খুঁজে পাচ্ছি না বলেই এই বিষয়গুলি উল্লেখ করতে চাইছি। বিশেষতঃ এই সরকার গদীতে আসীন হওয়ার পর বলেছেন রাজ্যে আইন শৃঙখলা পুনঃ প্রবর্তন করবেন। এর আগে নাকি আইন শৃঙখলা ছিল না। এই আইন শৃঙখলার প্রশ্নে যে সব ঘটনাগুলো ঘটল তার কিছু উল্লেখ করতে চাইছি। যে সময় দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সবগুলি বলা সম্ভব নয়। কাজেই, কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে এইখানে আমি উল্লেখ করতে চাই। স্যার, নির্বাচেন যে ভাবে সরকার এসেছেন তা অন্যান্য সদস্যারা বলেছেন। কি পরিস্থিতিতে এখানে ভোট হয়েছে, কি পরিস্থিতিতে ভোট গণনা হয়েছে, কি পরিস্থিতিতে ভোট গণনা কেন্দ্রে কি ঘটনা ঘটেছে সে সম্পর্কে আমি বিস্তারিতে যেতে চাই না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যে ঘটনা ঘটেছে সে সম্পর্কে ২।৪টি কথা বলতে চাইছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বেতার বক্তৃতা শুনেছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন, অন্যান্য মন্ত্রীরাও বলেছেন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে, পত্র পত্রিকায় দেখেছি যে, ত্রিপুরায় নাকি অস্ত্র-শস্ত্র অনেক আছে সে সমস্ত উদ্ধার করবার জন্য সার্চ করা হবে। অবশ্য বে-আইনী অস্ত্র থাকলে তা উদ্ধার করতে হবে। কারণ, তা থাকলে জনসাধারণের জীবন বিপন্ন হতে পারে। আমরাও একশতবার তা বলি। আমি শুধু এইটুকু জানতে চাইছি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি আমাকে বলবেন এ পর্যন্ত উদয়পুরে—অন্যান্য জায়গার কথা আমি পরে বলব। উদয়পুরে সি, পি, আই (এম) কর্মী, সমর্থক, আর, এস, পি, বিধায়ক

তাঁর বাড়ীতে, আমার নিজস্ব বাড়ীতেও পুলিশ গেছে। শতাধিক বাড়ীতে পুলিশ গেছে। একটি বাড়ীতেও কি বে-আইনী অস্ত্র পাওয়া গেছে?

(ভয়েসেস্ ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ—সরিয়ে ফেলেছেন)

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেটা বলুন। এটা তো ঠিক যে, সরাবার সুযোগ ছিল না আমাদের। কারণ, নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনাটা ঘটতে শুরু করে। কিন্তু উল্টা দিকে আমি বলতে চাই, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মী ভূপাল সাহা ঐখানে কংগ্রেস (আই)-এর যিনি প্রার্থী ছিলেন তার আত্মীয় ছিলেন। তাঁরই বাড়ীর সামনে এই বাড়ীটা আড়াই ঘন্টা ধরে ভাংচুর চলে। থানা থেকে মাত্র দেড়শ গজ দূরে। রতন শুদ্র, তার বাড়ীতে আড়াই ঘন্টা ধরে ভাংচুর হয়, প্লীডার বিপুল সাহার বাড়ী, জ্যোতিষ সাহার বাড়ী, শান্তি সাহার বাড়ী, অসংখ্য নাম বলতে পারি, যেখানে ভাংচুর করা হয়েছে। প্রায় ৩৫টা বাড়ীতে। চিত্ত বাবুর বাড়ীতে তিন তিনটি বোমা ফেলেছে। উনার বাড়ীর সামনে যে স্কুটার ছিল সেটা ভেঙ্গে তছনছ করেও আগুন ধরিয়ে দেয়। এই বোমাগুলি কি সি, পি, এম সমর্থিত ছেলেরা ফেলেছে? ঘটনা ঘটার পর বাড়ীতে যারা গেছেন তারাও দেখছেন। স্প্রিন্টার ছিল দেখতে পেয়েছেন। আমার বাড়ীতেও বোমা ফেলেছে। ঘরের চালায়, ঘরের ভেতরে সি, পি, এম কর্মীরা মেরেছে, মানুষগুলিকে বাড়ী-ঘর ছাড়া করেছে স্যার, আমি কোর্ট থেকে এনেছি, এখানে ২১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং এই ২১ টা মামলায় সি, পি, এম এর ৫০০ এর উপর কর্মীকে ইনভল্ভড করা হয়েছে। এরা বাড়ী ঘরে নেই। কেহ থাকতেও পারছেন না। পুলিশ যায়, কোন আপত্তি নেই। কিন্তু পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে কারা যাচ্ছে? আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব, তিনি একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন, এগুলি কি হচ্ছে। এটাকে কি আইনের শাসন বলব? ল অ্যান্ড অর্ডার আছে আমি কি একথা বলব? পুলিশ কয়েকজনকে এরেষ্ট করে। আর কয়েকজন আছে, যারা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে তখন তাদেরকে ধরে কংগ্রেস (আই) সমর্থকদের বাড়ীতে ঢুকিয়ে আধমরা করে পুলিশের কাছে এনে দিয়েছে তা কি ঠিক কিনা তা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জিজ্ঞাসাকরতে চাই। আমার বাড়ীতে পুলিশ যায়, তা যাক্ এতে আমার আপত্তি নেই। পুলিশ দেখুক, সার্চ করুক, ওয়ারেন্ট নিয়ে পুলিশ দেখুক কোন আপত্তি নেই। কিন্তু, আমি বলব, আমার বাড়ীতে কে এসেছে? ওরা কেন যাবে? এমন কি খুনের মামলায় আমাকে ইনভল্ভড করা হয়েছে। আমার দুর্ভাগ্য আমার পাড়ায় খুন হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যিনি প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তাঁর স্কুলের সামনে খুন হলে কি তিনি খুনের সঙ্গে জড়িত? আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, যিনি কংগ্রেস (ই) নেতা, নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন উদয়পুরের রাধাকিশোরপুর কন্সটিটিউয়েন্সিতে কনটেষ্ট করেছেন রণজিৎ সিংহ রায়, তার যে দোকান বড় ঘর তার উল্টো দিকে সুনীল সুত্রধর খুন হয়েছে, এর অর্থ কি সেই রণজিৎ বাবু দাঁড়িয়ে এই সব করিয়েছেন? তাকে মামলায় জড়াতে হবে যিনি কংগ্রেস (আই) এর দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সভাপতি ছিলেন কামিনী বাবু, তার দোকানের সঙ্গের দোকানে প্রাণেশ মজুমদার খুন হয়েছেন। এর অর্থ কি এই, দাঁড়াবে যে, এই খুন কামিনী বাবু করেছেন? তার বিরুদ্ধে মামলা করতে হবে। এই কি আইনী শাসন? তাহলে, দেশটা কোন জায়গায় চলছে? কোন রাজত্ব চলছে? এটা একটু খুঁজে দেখতে হবে আমাদের। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, যে কোন দলেরই হউক, সে কংগ্রেস হতে পারে, সি, পি, এম-এর হতে পারে, যুব সমিতির হতে পারে, কোন রাজনৈতিক দলের না হয়েও এমনি সাধারণ মানুষ খুন হয়ে থাকে, তাহলেও সেটা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং অত্যন্ত দুঃখের। এইগুলি সম্পর্কে পূর্ণ তদন্ত হওয়া দরকার। কিন্তু এর অর্থ কি এই হবে যে, যারা এর সঙ্গে জড়িত নয়, আসলে কিছু নয় তাঁদের বিরুদ্ধেও মামলা জড়িয়ে দিয়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে হবে? এটা কোন ধরনের আইন কোন ধরনের আইনের শাসন?

এটা আমাদের পক্ষে বুঝা খুব মুশকিল হয়েছে। আপনারা জানেন যে বিলোনীয়ায় যে, টি, এন, ভি আক্রমনে লোক মারা গেল. সে টি, এন, ভি আক্রমনের ঘটনার আসামী হয়ে গেল মার্কসবাদী ক্যান্ডিডেট মানিক মজুমদার। আমি যতটুকু খবর নিয়েছি তাতে জানলাম, এই ঘটনার পরে সেখানে পুলিশের কোন গাড়ী ছিল না, এই মানিক মজুমদারের গাড়ীতে করে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়,। তারপরই মানিক মজুমদার খুনের আসামী হয়ে গেল। অদ্ভুত আইনের শাসন। আরও একটা নজীর আমি দেখাই, রমনী সাহা, বাড়ী বদর মোকাম, তার বাড়ীটি আক্রান্ত হলো। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের কলীগের বাড়ীর পাশের বাড়ীটিই রমনী সাহার। তার বাড়ীতে ভাংচুর হলো, বোমার আঘাতে তার বাড়ীর চালের টিন উড়ে গেল। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পটু রাণী সাহা, রমনী সাহার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী, তিনি থানায় গিয়ে এফ, আই, আর, করেন ৮।২।৮৮ এ হলো কেস নাম্বার, তিনি কেস করলেন যে আন্নোন মিসক্রিয়েন্টসরা এসে বাড়ীতে ভাংগচুর করেছে, বোমা ফাটিয়েছে। ৭ তারিখে মাননীয় মন্ত্র কাশীরাম রিয়াং-এর গাড়ীতে নাকি বোমা পড়েছে। এটা আমরা অল ইণ্ডিয়া রেডিও এবং পত্র পত্রিকায় দেখলাম। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞেস করতে চাই তার সঙ্গে সে সিকিউরিটি গাড়ী ছিল, তারাও এই ঘটনাটি জেনেছে কিনা? বিজয় উল্লাসে সেদিন যারা বোমা ফাটাচ্ছিল তাদের বোমার আঘাতে দুই জন নিরীহ বাচ্চা আহত হয়। কোন রাস্তায় হয় নি। এই পটু রাণী সাহা নিজের বাড়ী আক্রান্ত হওয়ার পর যে কেস করেছে সে কেসই কাশীরাম বাবুর গাড়ীতে বোমা পড়েছে এই হিসাবে নন্দন চক্রবর্তী, চন্দন চক্রবর্তী, দুর্লভ দেববর্মাকে এরেণ্ট করা হলো। দুর্লভ দেববর্মা বাড়ী ২৫ কি, মি, দুর কিল্লাতে মাননীয় মন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়াও তার বাড়ী চেনেন। সুতরাং দুর্লভ দেববর্মার তো সেখানে আসার কোন প্রশ্ন নেই। অথচ, তাকে কেসের আসামী করা হলো। যার গাড়ী আক্রমন হলো তিনি করলেন মামলা, আর উল্টে মাননীয় মন্ত্রীর গাড়ীতে আক্রমণ হয়েছে বলে তাদের ধরা হয়েছে। একে কি আইনের শাসন বলা যায়? আজকে যারা গদীতে বসেছেন, তাঁরা কি অবস্থার পরি প্রেক্ষিতে এখানে বসেছেন? কি ধরনের নির্বাচন তাঁরা এখানে করেছেন এটা তঁরা ভাল করেই জানেন। সি, পি, আই (এম)-এর তরফ থেকে কোন জায়গায় তাঁরা বাধা পেয়েছেন কিনা বলুন। পান নি, তাই কিছু বলবেন না। তার জন্যই আমি বলছি মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ হাউসের সামনে রেখেছেন বাস্তবের সঙ্গে এর কোন সংগতি নেই। আইন শৃঙ্খলার কথা যদি জোর দিয়ে বলা হয় তাহলে বলা যায় এ ব্যবস্থায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায় না, যা স্বাধীনতার ৪০ বৎসরেও পারা যায়নি। বুর্জোয়া, জমিদারদের শাসন ব্যবস্থা সাধারণ মানুষকে কোন দিন নিরাপত্তা দিতে পারে না। দিল্লীতে তো কোন জঙ্গল নেই, তাহলে ওখানকার আইন শৃঙ্খলার এত অবনতি কেন? এর রোগটা কোথায়? স্বাধীনতার ৪০ বৎসর পরে যে শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে, যে আইন তৈরী হয়েছে, যে অর্থনীতি তৈরী হয়েছে তা শুধু শ্রেণী স্বার্থকেই রক্ষা করবে, সাধারণ মানুষকে নয়। সুতরাং, মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় এখানে যে ভাষণ দিয়েছেন তার সঙ্গে বাস্তবের কোন সঙ্গতি নেই। সুতরাং ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাবকে বিরোধীতা করে তার উপর যে সংশোধনীগুলি এসেছে সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সমীর রঞ্জন বর্মন মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের ভাষণের উপর মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরতন চক্রবর্তী মহোদয় যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এই হাউসে এনেছেন সেটাকে সমর্থন করে এবং এর উপর বিরোধী দলের সদস্যারা যে সংশোধনী এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমি প্রথমেই ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৫০-৫২ ইং সালের বাঙ্গাল খেদাও আন্দোলনের জনক শ্রীদশরথ দেববর্মা মহোদয়কে অভিনন্দন জানাই।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—ত্রিপুরাতে "বাঙ্গাল খেদাও" আন্দোলন কখনও হয় নি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) ঃ—মাননীয় প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী যদি আমাকে সময় দেন তাহলে এর আনুপুর্বক বিবরণ এই হাউসে আমি রাখতে পারি। উনাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এই কারণে যে, উনি উনার ভাষণের এক জায়গায় বলেছেন—সুখী, সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ দেখলে তিনি খুশী হবেন। যদিও উনার অতীত ইতিহাস এ সাক্ষ্য বহন করে না। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় অবিভক্ত কমিউনিষ্ট-এ থাকা কালীন উনি এবং উনার দলের স্বপ্ন ছিল ক্রেমলিন থেকে কোহিমা পর্যন্ত কি করে করিডোর সৃষ্টি করা যায়। ১৯৬২ সালে ভারত যখন চীন কর্তৃক আক্রান্ত হল, তখন এই দলের নায়ক যারা ছিলেন, তখন তাদের চীন প্রীতির জন্য তাঁদের ডি, আই রুলে কারাগারে বন্দী করাতে হয়েছিল। পূর্বোত্তর রাজ্যগুলিকে নিয়ে এই দল একটা বাফার ষ্টেট ক্রিয়েট করার জন্য চীনকে সামনে রেখে একটা স্বপ্নও দেখতেন। সবচেয়ে দুর্ভাগ্য এই যে—যারা আজকে নিজেদের অত্যন্ত গণতন্ত্রপ্রেমী বলে মনে করেন, ১৯৭১ ইং সালে পাকিস্তান যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করল,তখন কলকাতায় এই দলের একটা প্লেনাম বসে। সেখানে তারা একটা রিজলিউশান নিয়েছিলেন' "Every Indian State has got the right to secede from the Indian Uninon" তারপর ষ্ট্যাটসম্যান পত্রিকায় যখন বেড়োল, তখন তারা সে রিজলিউশান থেকে সরে আসতে বাধ্যহল।

আজকে যখন উনাদের মুখে শুনি যে উনারা গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারনায় বিশ্বাসী, ওরা গণতন্ত্রের পূজারী তখন আমাদের হাসতে হয়। এই নৃপেন বাবু যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন উনাকে আমি চিনি ১৯৫০-৫২ সাল থেকে যখন উনি আগরতলা কোর্টে খুনের আসামী, বাদল চৌধুরীকে আমি চিনি উনি যখন খুনের আসামী, তখন থেকেই আমি দলের নেতাদের চিনি। এই হাউসে এখন উনাদের দলে যারা আছেন তাঁরা না চিনতে পারেন, আমাদের দলে যারা আছেন তাঁরা না চিনতে পারেন। ওদের অতীত ইতিহাসের কিছু কাগজ-পত্র ওরা যদি আমাকে এই হাউসে দাঁড়িয়ে বলেন যে, আমি মিথ্যা ভাষণ, অসত্য ভাষণ দিচ্ছি তাহলে সেগুলি মাননীয় স্পীকারের কাছে দাখিল করার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। দশরথ বাবু জানেন—

শ্রীদশরথ দেব ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যে কথা বলেছেন আমি রিকোয়েষ্ট. করছি আপনাকে তিনি কাগজপত্র দাখিল করুন, অথেনটিক ডকুমেন্ট।

গণ্ডগোল

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার, আমি সেই কাগজ দাখিল করবো।

(গণ্ডগোল)

কিছু দিন আগে উনারা যখন সরকারে ছিলেন এই দশরথ বাবু মৃণাল বাবুকে দিয়ে ত্রিপুরা প্রসঙ্গ বলে একটা ডকুমেন্টারী উনারা করেছেন। সেখানে গণমুক্তি পরিষদের সরকারী টাকা সেই টাকা তছরূপ করে গণমুক্তি পরিষদের সভাপতি দশরথ বাবু "ত্রিপুরা প্রসঙ্গ" বলে একটা ডকুমেন্টারী করেছেন। তাতে গণমুক্তি পরিষদের লোকেরা কি করে রাইফেল নিয়ে দৌড়াত সেই সীন ওরা তুলেছেন। অমি আমার অফিসারদের বলেছি, আমি আমার আইন বিভাগের সেক্রেটারীকে বলেছি ওটা দেখে ওদের প্রসিকিউট করা যায় কিনা সেটা দেখার জন্য। সরকারী টাকায় উনি গণমুক্তি পরিষদের সভাপতি, উনি নির্বিচারে চেয়ারে বসে আছেন সেখানে রাইফেল নিয়ে ফার্ষ্ট ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ানের যারা আমি তাদের বিরুদ্ধে উনার গণমুক্তি পরিষদকে উনি স্থান দিয়েছিলেন "বাঙ্গাল খেদা" আন্দোলনের জনক হিসাবে। ১৯৫০-৫২ সালে এই দলের নেতারা দশরথ বাবু এবং নৃপেন বাবু খোয়াই এলাকায় প্যারালাল গভর্ণমেন্ট স্থাপন করতে চেষ্টা করেছিলেন। কাজেই আজকে এখানে বসে উনারা বলছেন উনারা গণতন্ত্রের ধ্যান ধারণায় বিশ্বাসী

মিঃ স্পীকার স্যার, এটা বললে আমি মানতে বাধ্য নই। মিঃ স্পীকার মহোদয়, আমার নেতা সুধীর বাবু উনার বেয়াই কেশব মজুমদার উনি বলছেন যে, উদয়পুরে কতগুলি কেইস হয়েছে, আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, উনি হয়তো কিছু দিন আগে হাই কোর্ট থেকে অন্তরবর্তী কালীন জামিনের অর্ডার পেয়ে উনি এসেছেন হাইকোর্টে প্রাইমাফেসী কেইস দেখে উনাকে জামিন দেয়নি। উনার উকিল বলেছেন হতো ওখানে দাঁড়িয়ে, ধর্মাবতার আমরা কিছু দিনের মধ্যে বিধান সভায় বসতে যাচ্ছি, আমাকে এখন আটকে রাখলে আমি বিধান সভায় যেতে পারবো না, আমাকে সুযোগ দিন, সে জন্য উনাকে কয়েক দিনের জন্য অন্তরবর্তীকালীন জামিন দেওয়া হয়েছে। আমাদের সরকার যদি গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারনায় বিশ্বাসী না হতো তাহলে কেশব বাবুকে, যে দিন কেশব বাবুর বাড়ীর সামনে খুন হয়েছে, তিনি দাঁড়িয়ে দেখেছেন, সে দিন কেশবাবুকে পুলিশ এরেস্ট করতো। মুখ্য মন্ত্রীর নির্দেশে আমি উনাকে উনার বাড়ীতে পুলিশ দিয়ে-----------

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অথেনটিক কিছু আছে কিনা যে, আমি দাঁড়িয়ে ওখানে দেখছি, বলে না হলে অসত্য ভাষণ হাউসে রাখা উচিত নয় কোন মন্ত্রীর পক্ষে, এটাকে একস্‌পানস্‌ করা ও হোক।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, যে হেতু এটা কেইস চলছে সাবজুডিসি, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী আইনটাকে ইনকুয়েন্স করার জন্য এই রকম ভিত্তিহীন কথা উপস্থিত করতে পারেন না, তাতে সাবজুডিসি কেইস হিসাবে কোর্টে ইনফলুয়েন্স করা হবে এই রকম জিনিষ তোলা যায় না পার্লামেন্ট, এটাই হলো এসেম্বলীর পার্লামেন্টারী প্র্যাকটিস।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, ২৬ বছরের ওকালতি জীবনে সাব জুডিসি কাকে বলে আমি উনার থেকে ভাল জানি। সেটা আমি খুব ভাল ভাবে জানি সাব-জুডিসি কাকে বলে।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, ওকালতি প্র্যাকটিস আর পার্লামেন্টারী প্র্যাকটিস ইজ নট দি সেইম থিং।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় একজন আইনজীবি, সাব-জুডিসি কাকে বলে উনি সেটা পড়ে কালকে এসে হাউসে বলবেন সেটা সাব-জুডিসি কিনা, যদি তাই হয় আমার বক্তব্য একস্‌পাঞ্জ হবে।

তখন আমার মুখ্য মন্ত্রীর নির্দেশে উনাকে যেন এরেস্ট না করা হয় সে জন্য

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, যে কেইসটা এখনও তদন্তাধীন, পুলিশ তদন্ত করছে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তিনি কি এখানে থেকেই ঘোষণা দেবেন একজন এম, এল, এ, হি ইজ ফুললি রেসপনসিব্যাল, যথেষ্ট রেসপনসিব্যাল নিয়ে তিনি এই সভার সদস্য তার সম্পর্কে এই রকম কমাণ্ড করবেন স্যার, আমি অনুরোধ করছি এই সম্পূর্ণ বক্তব্যটা একস্‌পাঞ্জ করা হোক।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন ঃ---মিঃ স্পীকার মহোদয়, যদি আজকে এই প্রশ্ন জাগত, যদি গৌহাটি হাইকোর্ট উনার জামিনের দরখাস্ত গ্রহণ না করতেন, এফ, আই, আর, এ উনার নাম না আসত তাহতে এই প্রশ্ন আসত। আমি যা বলেছি পাবলিক ডকুমেন্ট বলেছি এবং তাহলে আমাকে আবার শিখতে হবে পাবলিক ডকুমেন্ট কাকে বলে? সেটা উনাকে শিখাতে হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এটা যথেষ্ট নয়, এফ, আই, আর -এ নাম আছে এটা বলতে পারেন কিন্তু একজনকে দোষী সাব্যস্ত করে বক্তব্য রাখতে পারেন না। দোষী সাব্যস্ত করতে হলে এখানে বিচার করতে হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনকুল দাস ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, একজন সদস্য যদি আর একজন সদস্যের নামে কোন অভিযোগ আনতে চান তাহলে আগে থেকে স্পীকারের কাছে নোটিশ দিতে হয়, উইডাউইট নোটিশ কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন রকম অভিযোগ বা দোষারূপ করা চলে না আমি এটা দেখিয়ে দিচ্ছি।

(গণ্ডগোল)

সুতরাং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে পার্লামেন্টারী যে প্র্যাকটিস সেই প্র্যাকটিসকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, উনি বলেছেন এই ধরনের অভিযোগ এসেছে, উনি কখনও বলেন নি যে এটা সত্য অভিযোগ যেটা এসেছে এটা অভিযোগ আকারে বলেছেন, বলতেই পারেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধরী ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি বলেছেন দাঁড়িয়ে দেখেছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি যা বলেছি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বলেছি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ—ইট ইজ নট এ পয়েন্ট অব অর্ডার, ইউ কন্টিনিউ।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার মহোদয়, উনারা এখন বলছেন কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জি, এস যুক্ত সরকার আসার পর ত্রিপুরায় আইন-শৃংখলার অবনতি ঘটেছে। আমি এখানে মাননীয় স্পীকার এবং হাউসের সদস্যদের জানাচ্ছি ১৯৮৩ সালে উনারা যখন ৬।১।৮৩ তারিখে ক্ষমতায় আসেন তখন ত্রিপুরা রাজ্যে ডাকাতি হয়েছিল ৬-১ থেকে ২৯-১ পর্যন্ত ১২টি আমরা ক্ষমতায় এসেছি ৬-২ থেকে ২৯-২ পর্যন্ত ডাকাতি হয়েছে মাত্র ২টি। আইন শৃংখলার পরিস্থিতি উনারা জানতে চেয়েছেন। রবারি উনাদের ২৯ দিনে হয়েছিল ১৫ টা, আর আমরা ক্ষমতায় আসার পর হয়েছে ৬ টা। বারবারিং উনাদের সময়ে হয়েছিল ৯৭ টা, আমরা ক্ষমতায় আসার পর হয়েছে ৫১ টা।

(ভয়েসস ফ্রম দি অপজিশ্যান ব্যাঞ্চ—গরু চুরি কতগুলি হয়েছে ?)

উনাদের দলের লোকেরা গরু চুরি করত তার প্রমান হলো ১০২ টা কেইস থেকে, উনাদের কর্মীরা তখন চুরিতে জড়িত ছিল। সেটা আমরা খুব ভালভাবে জানি। আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেখানে হয়েছে ৫২টা। মার্ডার উনাদের সময়ে এই কয়দিনে হয়েছিল ১৫ টা, আমরা ক্ষমতায় আসার পর হয়েছে ৫ টা। মিসগাইড উনাদের সময়ে হয়েছিল ১৮২ টা, আমাদের সময়ে হয়েছে মাত্র ১১০ টা। উনাদের সময়ে এই সময়ের মধ্যে উগ্রপন্থী হত্যায় নিহত হয়েছিল ৪ জন।

আমাদের সময়ে উগ্রপন্থী দ্বারা কেউ নিহত হয় নি। কাজেই আইন শৃংখলার ব্যাপারে ওদের আবার কথা ? চুরের মার বড় গলা। তারা এইসব কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ওদের দলের কিছুদিন আগে নারায়ণ কর, বাজুবন রিয়াং, মাননীয় এম, পি, অজয় বিশ্বাস মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে একটা চিঠি দিয়ে জানালেন, এই, এই হয়েছে তোমরা তদন্ত করে দেখ। এর মধ্যে একটা জায়গায় লেখা আছে ভারতীয়

সেনাবাহিনীর জওয়ানরা, আজকে নৃপেন বাবু খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, যেটা বিমল সিন্হাও বলেছেন। জওয়ানরা যারা এখানে এসেছে তারা মহিলাদের শ্লীলতাহানী করেছে। আমরা তদন্ত করে দেখলাম, সম্পূর্ণ মিথ্যা। ভারতীয় জওয়ানদের বিরুদ্ধে, যারা বা যারা বাংলাদেশ সংগ্রামে গেছে, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় গেছে, ওরা শান্তি রক্ষার্থে গেছে, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ আমরা শুনিনি। ওরা হলেন দেশভক্ত, গণতন্ত্রপ্রিয়, ওরা ভারতীয় জওয়ানদের সম্বন্ধে এই ধরনের মিথ্যা অভিযোগ আনতে দ্বিধা বোধ করেনি। মাননীয় স্পীকার স্যার, ওরা বলছে যে ২৯ তারিখে এখানে আরমি নামানো হয়েছে, মিলিটারী নামানো হয়েছে। ২৯ তারিখে এখানে ডিস্টার্বড্ এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল এইটা সত্য। প্রথম নাগাল্যাণ্ড পুলিশ আসে ২ তারিখ, নির্বাচনের দিন। ওদের এস, ডি, ও বলুন, রিটার্নিং অফিসার বলুন, ওদের কো-অর্ডিনেশান কমিটির মেম্বার তাদেরকে নির্বাচনী ডিউটিতে নেওয়া হয়েছে অন্য কোন কর্মচারীকে নির্বাচনী ডিউটিতে নেননি। নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর ২ তারিখে মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেনবাবু বলেছেন, খুব সুন্দর নির্বাচন ত্রিপুরায় হয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেখানে ওরা কোন প্রতিবাদ করেনি। পর্যটন দপ্তর প্রাক্তন মন্ত্রী অনিল সরকারের দপ্তরের মধ্য দিয়ে জানানো হয়েছে যে ৮০ শতাংশ ভোট পড়েছে। ত্রিপুরার কোথাও কিছু হয়নি। ওদের পার্টির যে স্টেট কমিটি থেকে নির্বাচনের ব্যাপারে ওরা বিজ্ঞপ্তি জারী করেছে নির্বাচনের সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয়েছে। আজকে ওরা বলেছেন, ত্রিপুরার নির্বাচনকে বিভ্রান্ত করার জন্য নির্বাচনের সময় আর্মিরা বুথে বুথে গেছে। অর্মি এখানে এসেছে ফেব্রুয়ারী মাসের ৩ তারিখ।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে। আপনাকে আর সময় দিতে পারছিনা।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার নির্দেশ মেনে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, ২৯৷২৷৮৮ ইং তারিখে রাজ্যপাল যে এই সভায় ভাষণ রেখেছেন এবং তার উপর মাননীয় মন্ত্রী রতন চক্রবর্তী যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এনেছেন তাকে আমি সম্পূণ ভাবে সমর্থন করে এবং বিরোধীরা যেসমস্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে এই সংশোধনী প্রস্তাবগুলি এনেছেন সেগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার কিছু বক্তব্য এইখানে রাখছি। স্যার, এখানে রাজ্যপাল তার ভাষণে বলেছেন যে, এই রাজ্যের মানুষ যেভাবে নির্ভীকভাবে, শত কিছু উপেক্ষা করে যে রায় দিয়েছেন সেজন্য তিনি রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এইটা সঠিকভাবেই এই ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তার ভাষণে তিনি যেটা বলেছেন, সাম্প্রতিক বিধান সভার নির্বাচনের ফলে নিবাচনের ফলাফল প্রাক্তন সরকারের ভূমিকার বিপক্ষে জনগণের সুষ্ঠু রায় আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রগতিবাদী প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধীর প্রগতিশীল, জনকল্যাণমূলক নীতির প্রতি তাদের গভীর আস্থা প্রতিফলন হয়েছে। প্রথমে ত্রিপুরায় সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের অনুষ্ঠানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যেসব সাহায্য এবং সহযোগিতা করেছেন, যার ফলে জনগণের পছন্দমত সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে তার জন্য আমার সরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তার ভাষণে সুস্পষ্ট ভাবে এইটা উল্লেখ করেছেন। এখানে নির্বাচন সম্পর্কে কিছু বিরূপ মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলের নেতা থেকে শুরু করে বিরোধী দলের উপনেতা এবং বিরোধী সদস্যরা। আমি মনে করি, তারা নিজেদের বিরোধীতা করছেন। এই সমস্ত কথা আমাদের সরকারের কথা ছিল। কেননা তাদের হাতে তখন সরকারী প্রশাসন যন্ত্র ছিল, যে প্রাশাসনিক যন্ত্রের মাধ্যমে রাজ্য নির্বাচন হয়েছে। স্যার, আমি একটু আগে যাচ্ছি, কারণ নির্বাচন

পরিস্থিতির মধ্যে ভোটার লিস্ট থেকে শুরু করে নির্বাচন পরিচালনার সমস্ত কিছু যেভাবে করা হয়েছে, যাদের নির্বাচন-এ রিটার্নিং অফিসার করা হয়েছে, যাদের এমনকি অবজার-ভার করা হয়েছে, এই কেন্দ্রীয় অবজারভার, কিভাবে করা হয়েছে? যে সমস্ত কর্মচারীকে নিয়োগ করা হয়েছে সমস্ত এলাকাতে জুনিয়ারদের প্রমোশন দিয়েছে, সিনিয়ারদের নমিয়ে দিয়েছে, এমনকি যারা অর্থাৎ যাদের অ্যাক্টেনশান দেওয়া হয়েছিল, আর অ্যাক্টেনশান দেওয়া যায় না, এমন সব কর্মচারীদের কন্ট্রাক্ট বেসিসে নিয়ে তাদেরকে নির্বাচনের কাজে লাগিয়েছে। তার প্রমাণ এই সরকারের কাছে রয়েছে। আমরা সেটা দিতে পারি। স্যার, এইভাবে প্রশাসন যন্ত্রকে সাজানো হয়েছে। আমাদের আপত্তি সত্বেও একজন মন্ত্রীর আত্মীয়কে রিটার্নিং অফিসার করা হয়েছে। এইভাবে সমস্ত কিছু সাজানো হয়েছে, যাতে নির্বাচনে রিগিং করা যায়। এইভাবে পুলিশ প্রশাসনকে সাজানো হয়েছে। সেই প্রশাসনিক যন্ত্রকে নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য কাজে লাগানো হয়েছে। স্যার, এর ভিতর দিয়ে নির্বাচন হয়েছে। আমি বলতে চাই, নির্বাচন যদি সঠিকভাবে হত, নির্বাচন যদি সুস্পষ্ট হত, তাহলে আদারওয়াইজ রেজাল্ট হত। এতজন বিরোধী সদস্য এখানে আসতে পারত না। আমরা মেনে নিয়েছি জনগণের রায় এবং সেটা স্বাভাবিক ভাবে মেনে নেওয়া উচিত। যদি গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে তাহলে তাদের মেনে নেওয়া উচিত। উনারা গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা না দেখিয়ে তাকে অমান্য করে তার বিরোধীতা করছেন। চিরদিনই ওদের জনবিরোধী ভূমিকা ছিল এবং জনগণ তার বিচার করেছে। স্যার, আমি এখানে একটি কথা বলতে চাই, নির্বাচনের পরবর্তী পরিস্থিতি কি হয়েছিল? আজকে উনারা বলছেন যে, এখানে কংগ্রেস (আই) এবং টি, ইউ, জে, এস, রিগিং করে ক্ষমতায় এসেছে। এই কথাটা প্রমাণ করুন জনগণের দরবারে। আজকে এই সরকারে যারা গিয়েছে বিশেষ করে আমি বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি, আমি দেখেছি এতদিন যেন মানুষগুলি একটা বন্ধ দুর্গের মধ্যে বন্দী ছিল। দুর্গে ছিল, সেই ফরাসী বিপ্লবে যেভাবে একটা দুর্গে সমস্ত মানুষকে রেখে দেওয়া হয়েছিল। সেই বিপ্লবের ফলে যারা মুক্ত হয়েছেন তাদের সেদিন যে মানসিক অবস্থা ছিল আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মনের সেই অবস্থা হয়েছে। স্যার, ফরাসীদের ক্ষেত্রেতো একটা দুর্গ গড়ে তাতে কিছু লোককে রেখে দেওয়া হয়েছিল, আর এখানে সারা ত্রিপুরাটাকেই বামফ্রন্ট সরকার গত দশ বছরে সেই কারাগারে পরিণত করেছিল, এই সরকারের অবসানের ফলে আমি বলব যে, এত কিছুর ফলে এখানে যে নির্বাচন হয়েছে মানুষ তার রায় তাতে দিয়েছে। এই রায়কে আমরা সাধারণ রায় বা সাধারণ নির্বাচনের বলে উপেক্ষা করতে পারি না। যে বিপ্লব ফরাসীরা করেছিল অস্ত্রের মাধ্যমে বা বিভিন্নভাবে আজকে এখানে সেই বিপ্লব হয়েছে ব্যালটের মাধ্যমে, আজকে সেই বিপ্লবকে ওরা মেনে নিতে পারছে না, পারবে না স্বাভাবিক ভাবেই। আজকে এখানে আরমির কথা বলা হয়েছে, আজকে এবং আগে এখানে আরমি অফিসার যারা এখানে এসেছেন তারা বলেছেন তাদের অনেক কাজে আছে ওনারা এখানে আর থাকতে পারছেন না। আমরা বলেছি, কারণ আমাদের কাছে বিভিন্ন জায়গা থেকে দাবী আসছে যে, স্যার, আর্মি যেন এখানে থাকে, জাতি-উপজাতি সমস্ত শ্রেণীর মানুষেরা কাছ থেকে আসছে আর্মিকে যেন এখান থেকে না নেওয়া হয়। তাই আমি আবেদন করেছি এবং এই হাউসে আমি ঘোষণা করছি যতক্ষণ পর্যন্ত একটা টি, এন, ভি-ও থাকবে এবং যথতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দৌরাত্ম থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আর্মি থাকবে, সেটা রাখা হয়েছে। স্যার, আমরা আমাদের বক্তব্যে আমাদের প্রশাসনিক কাজে আর্মি আর্মি সেটা বলছি পরিষ্কার করে, যেখানে টি, এন, ভির ব্যাপার থাকবে, আর্মির দায়িত্ব আমরা সীমাবদ্ধ করে দিয়েছি, ইনসারজেন্সি ইজ এ স্পেশিয়াল প্রোবলেম, দে সুড টেকেন ইট ইন এ স্পেশিয়্যাল মেনার। এইটা আমরা সেই দিনও বলেছিলাম আমাদের বিভিন্ন বক্তব্যে যে, ইনসারজেন্সিকে সেই ভাবে মোকাবিলা করতে হবে এইটাকে ডিস্টার্বড এরিয়া ঘোষণা করে। এখানে বলা হয়েছে আর্মির ফলে নাকি নির্বাচনের ফল, আর্মি নাকি নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছে। স্যার, ওনারা বলুন, কোন নির্বাচন বুথে আর্মি ছিল, কোন নির্বাচন বুথ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রনের মধ্যে ছিল? একটা বুথ সম্পর্কে বলুন আমি আমার সমস্ত বক্তব্য তুলে নেব।

(গণ্ডগোল)

এখানে উনি বলেছিলেন যে, আমি সর্বনাশ করে দিচ্ছি, আজকে সেই কথাটার মানে কি বলুন, হিম্মত থাকে তো মাঠে গিয়ে বলুন, জনগণকে বোঝান এই আমি সর্বনাশ করে দিয়েছি। মজাটা সেখানেই দেখতে পাবেন, এখানে স্বাধীনতা আছে চেঁচাতে পারেন, আজকে সেই হিম্মত নাই আর্মির বিরুদ্ধে কিছু বলার, তাহলে জনগণ তার জবাব দেবেন। স্যার, এখানে আইন শৃঙ্খলার কথা বলা হয়েছে, কথা বলা হয়েছে আমরা নাসা এনেছি, এই আইন কেন করা হয়েছে? এখানে বলা হয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদীর কথা। জাতীয় সংহতির কথা এখানে বলা হয়েছে, সম্প্রীতি নষ্টকারী শক্তির কথা বলা হয়েছে। আপনিই বলুন স্যার, সাধারণ আইনে সেগুলির মোকাবিলা করা যায়? নিশ্চয়ই করা যায় না। সেই দিনও আমরা এই সরকারকে বলেছিলাম যে, আপনারা এইগুলি আনুন, প্রয়োগ করুন। আমাদের বক্তব্য সেই দিন যদি শুনতেন তাহলে আজকে ওনাকে আর ওখানে বসতে হত না, ওনারাই কৃতিত্ব নিতে পারতেন। তারপর এখানে প্রধান মন্ত্রীর বক্তব্যের কথা বলা হয়েছে। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ, আমরা সেই দিন দাবী করেছিলাম প্রধান মন্ত্রীর কাছে, তিনি এখানে সেটা দিতে চাননি, আমি দিতে চান নি নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে। স্যার, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যেদিন প্রধান মন্ত্রী এসেছিলেন এই ত্রিপুরা রাজ্যে সেদিন তাঁর সভায় সাত আট লক্ষের মত মানুষ বিভিন্ন সভায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মনে একটা কথা ছিল যে, হে প্রধানমন্ত্রী এই যে নির্বাচন ২ তারিখ হতে যাচ্ছে, আমাদের তাতে অংশ গ্রহণ করতে দেবে না, আজকে আমাদেরকে শিয়াল কুকুরের মত মারা হচ্ছে, আপনি আমাদের রক্ষা করুন এই কয়েকজন মন্ত্রীকে ক্ষমতায় রাখার জন্য তিনি জনগণের এই দাবীকে উপেক্ষা করবেন কি করে? স্যার, প্রধানমন্ত্রী সেই কমলপুরে যখন সভা করছিলেন তখন ওনারা সভার পাশে এই টি, এন, ভি, ঘটনা এবং সেই ঘটনায় সাত, সাতটি মৃতদেহ। সেদিন প্রধানমন্ত্রী বুঝেছিলেন আমাদের বক্তব্যের সারমর্ম, তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, একজন প্রধান মন্ত্রীর কাছে জনগণের নিরাপত্তা বড় এবং জনগণের দাবী বড়, না কি ওদের মেকি ক্ষমতায় টিকে থাকাটা বড়? আমি মনে করি গণতন্ত্র প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর, জনদরদী প্রধানমন্ত্রী ঠিকই করেছেন এবং আমরা জানি সেদিন এই নির্বাচন হওয়ার আগে যে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করা হয়েছিল তার সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান বিরোধী দলের নেতার রিয়েকশান সাংবাদিকরা জেনেছিলেন, কি বলেছিলেন তিনি? বলুন, "জনগণ তার জবাব দেবে"। তিনি ভুলে যেতে পারেন, আমরা ভুলিনি, জনগণ তার জবাব দিয়েছে।

আমি চেয়েছিল নাকি না চেয়েছিল এই নির্বাচনের ফলাফল তার প্রমাণ। এখানে নির্বাচনোত্তর কতগুলি ঘটনার কথা বলা হয়েছে। প্রতিদিন পুলিশের রিপোর্ট আমাদেরকে দিয়েছে। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তার জবাব দিয়েছেন। বলতে পারেন আমরা প্রশাসনে তাই সেই রিপোর্ট চাপা দেওয়া হতে পারে, কিন্তু প্রাক্তন সরকার যে পুলিশ প্রশাসন রেখে গেছেন তার বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধন করা হয় নাই। যে সমস্ত ঘটনার কথা বলা হয়েছে সেগুলির তদন্ত চলছে। স্যার, কিছু কিছু খুন হয়েছে কিন্তু যে পাঁচটি খুন হয়েছে তারমধ্যে ৪টি কংগ্রেস (ই), আর একজন ফেডারেশনের। ওরা কংগ্রেস (ই) কর্মী না এটা আপনারা বিরোধীরা বলতে পারেন? স্যার, যে সমস্ত কথা এখানে বলা হয়েছে আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে সেখানে একটা সরকারের পরিবর্তনের ফলে আরেকটা সরকার বসার যে সময় সেটাকে সন্ধিক্ষণ বলে। আমরা ধন্যবাদ দিই কংগ্রেহ (ই) কর্মীদেরকে এবং টি, ইউ, জে, এস নেতাদেরকে যে তারা অনেকেই মা হারিয়েছেন, ছেলে হারিয়েছেন, অনেকে স্বামী হারিয়েছেন, অনেকে স্ত্রী সিঁথির সিঁদুর খুইয়েছেন, কাজেই একটা প্রতিশোধ স্পৃহা আসা স্বাভাবিক, এটা অস্বাভাবিক না। ওনারা বলুন একটা সি, পি, এম কর্মী খুন হয়েছে? আমরা আবার বলছি, দৃপ্ত কন্ঠে ঘোষণা করছি যে, শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে আমাদের মধ্যে প্রচেষ্টার কোন ত্রুটি থাকবে না। এখানে আইন-শৃঙ্খলা থাকবে সেটা আমরা চাই। মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে বলেছেন যে, টি, এন, ভি যতক্ষণ

শেষ না হচ্ছে ততক্ষণ আমি এখানে থাকবে আর আইন শৃঙ্খলা নষ্ট করার কোন প্রচেষ্টা যদি কেউ করে তাহলে সে কংগ্রেস (ই) হউক আর সি, পি, এম, হউক বরদাস্ত করা হবেনা। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং এখানকার যারা মন্ত্রীসভায় রয়েছেন এবং যারা শাসক দলে রয়েছেন তারা সেভাবে কাজ করছেন। স্যার, এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আমরা কতকগুলি ব্যবস্থা নিয়েছি এই কয় দিনের মধ্যে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে সংক্ষেপে শেষ করার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—স্যার, এখানে আমি একটু বলছি, কারণ কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান বিরোধী দলের নেতা লোন মেলা সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বলেছেন। স্যার, লোন মেলা আমাদের নির্বাচনী মেনিফেস্টোর মধ্যে ছিল। সুতরাং প্রধান মন্ত্রী দলের সভাপতি হিসাবে এটা করেছেন। অতএব এটা করাপশন নয়। বহু করাপশন হয়েছে তার তদন্ত চলছে। শিল্প ক্ষেত্রে যে সমস্ত দুর্নীতি হয়েছে আমরা সে সমস্তের তথ্য, দেব। প্রধানমন্ত্রী দল নেতা হিসাবে এসেছেন। তিনিই নির্বাচনী মেনিফেস্টো এপ্রোভ করেছেন। সুতরাং সেটা অন্যায় নয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষ মোহন দেব সম্পর্কে বলেছেন।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—প্রধান মন্ত্রীর সেকুরিটি স্ট্যাট দিতে পারেন কারণ এটা ডিউটি অব্ দ্যা নেশন।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—স্যার, যদিও তারা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে এখানে এসেছেন তবু দল তাদের সেকুরিটি এবং সমস্ত কিছু বহন করেছে। তারা কর্মী হিসাবে এখানে কাজ করেছেন এমন কোন প্রমাণ তারা দিতে পারবেন কি? এমনকি তারা যে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ করেছেন এমন কোন প্রমাণ তাদের কাছে আছ? একজন দেশের নাগরিক হিসাবে, একজন দলের নেতা হিসাবে প্রশাসনের কাছে রিড্রেস চাওয়ার অধিকার সবার আছে। আপনারা চাইতে পারেন, আমরাও চাইতে পারি যে আমরা এটা চাই, এটা দাও, ন্যায্য হলে পেতে পারেন। রিগিংয়ের চেষ্টা হয়েছে তার বিরুদ্ধে যদি তারা প্রতিকারের দাবি করে তাহলে সেটাকে আমরা অন্যায় মনে করিনা। কিন্তু যেসব অভিযোগ করা হয়েছে যে প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়েছে বলে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং সেটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এই বলে বিরোধীদের সংশোধনীকে বিরোধিতা করে রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এসেছে তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন আমি সংশোধনী প্রস্তাবগুলি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবগুলি হল :—

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—স্যার, আপনার কাছে আবেদন করছি যে, সময় বাঁচানোর জন্য সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি একসঙ্গে দিলে সময় বেঁচে যায় কারণ মোটামুটি সব একই।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—হাউসের কনসেন্ট থাকলে পারেন, তা না হলে পারেন না। এটা স্পীকারের উপর নির্ভর করছে। তিনি বলতে পারেন ইফ এনি মেম্বার ওয়ান্টস্ স্প্যাসিফিকেলি হিজ মোশান ইজ টু বি পুট ফর ভোটিং। তা হলে পরে হয় আর তা না হলে হাউজের কনসেন্ট লাগবে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—তবে আমাদের আপত্তি নাই, এক সঙ্গে নিতে পারেন। তাহলে আমাদের হাউস একমত এখানে।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—অন বি হাফ অব দি অপোজিশন আমি বলছি, সবগুলি মোশন এক সঙ্গে নিলে আমাদের কোন আপত্তি নাই। স্প্যাসিফিকেলি কোন মোশনকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে চাইছি না।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ---তাহলে আমরাও একমত স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ---তাহলে আমি সবগুলি প্রস্তাব এক সঙ্গে পড়ছি।

আমি এখন সংশোধনী প্রস্তাবগুলো ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবক হলেন মাননীয় সদস্য শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী মহাশয়। সংশোধনী প্রস্তাবগুলো হলো ঃ---

"আমি দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, ২৯।২।৮৮ ইং তারিখে মাননীয় রাজ্যপাল এর প্রদত্ত ভাষণের উপর আনীত ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হতে পারছিনা। কারণ---

(১) বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করার জন্য নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য সরকারকে না জানিয়ে ভোটের তিন দিন আগে সারা ত্রিপুরা উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা ও সেনা বাহিনী নামানো সম্পর্কে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোন উল্লেখ নাই।"

এরপর আরেকটা শংসোধনী প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী দশরথ দেব। মহোদয়। শংসোধনী প্রস্তাবগুলি হলো ঃ----

দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, ২৯।২।৮৮ ইং তারিখে রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব আনা হয়েছে তাকে নিম্নলিখিত কারণে সমর্থন করতে পারছি না।

(১) মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে বর্তমান কেন্দ্রীয় কংগ্রেস (আই) সরকারের সাড়ে তিন বছর শাসনে দেশে বিভেদের শক্তি বাড়ছে। অর্থনৈতিক সংকট আরও তীব্রতর হচ্ছে, বিদেশের উপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা বাড়ছে, দুর্নীতি বাড়ছে, এসব সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই।"

আরেকটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার মহাশয়। সংশোধনী প্রস্তাবগুলো হলো ঃ---

দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, গত ২৯।২।৮৮ ইং আরিখে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব আনা হয়েছে তাকে নিম্নলিখিত কারণে সমর্থন করতে পারছি না।

(১) মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে চটকলকে অর্থনৈতিক সংকট থেকে বাঁচানো, মাঝারি ধরনের শিল্প হিসেবে কাগজকল, গ্যাস ভিত্তিক সার কারখানা স্থাপন সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই।'

আরেকটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল সরকার মহোদয়। সংশোধনী প্রস্তাবগুলো হলো ঃ---

দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, ২৯।২।৮৮ ইং তারিখে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব আনা হয়েছে তাকে নিম্নলিখিত কাজকর্ম সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই।'

আরেকটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী মহোদয়। সংশোধন প্রস্তাবগুলো হলো ঃ---

দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, ২৯।২।৮৮ ইং তারিখে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব আনা হয়েছে---তাকে নিম্নলিখিত কারণে সমর্থন করতে পারছিনা।

(১) মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস (আই) এর পক্ষে রাজ্য সরকারের স্বাভাবিক কাজকর্ম ও অধিকারে হস্তক্ষেপ সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই।'

(২) মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী নির্বাচনের সর্বস্তরে কংগ্রেস (আই) র পক্ষে হস্তক্ষেপ (ইনটারফেয়ারেন্স) এই সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই।'

আরেকটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস। প্রস্তাবটি হলো :—"গত ২৯।২।৮৮ ইং বেলা ২-৩০ মিঃ মাননীয় ত্রিপুরার রাজ্যপাল মহোদয় ত্রিপুরা বিধান সভার অধিবেশনে যে ভাষণ প্রদান করেছেন তার উপর মাননীয় সদস্য শ্রীরতন চক্রবর্তী মহাশয় যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এনেছেন তার সংশোধনী হিসেবে যুক্ত করার জন্য নিম্নলিখিল বিষয় সমূহ উল্লেখ করছি—

মহাশয়, (১) আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, রাজ্যের প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার শিক্ষিত বেকার এবং বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ অর্ধশিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থানের কথা রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ নেই তাই আমি রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করতে পারছি না।

(২) আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, রাজ্যে কং (ই) ও টি, ইউ, জে, এস, জোটে বা নয়া কোয়ালিশন সরকার ক্ষমতাসীন হয়েই সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সংস্থা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের উপর আর্পিত ক্ষমতা সংকুচিত করে ঠুঁঠু জগন্নাথে পরিণত করেছে। আই, আর, ডি, পি তপশিলী জাতি ও উপজাতি কর্পোরেশন সমূহের অর্থ-নৈতিক প্রকল্পে দরিদ্র জনসাধারণকে সহায়তা করার জন্য বি, ডি, সি, কর্তৃক অনুমোদিত কেইসগুলি বাতিল করা হয়েছে। এন, আর, ই,পি,এস, আর, ই, পি আর, এল, ই, জি, পি প্রভৃতি গ্রামীণ কর্মসংস্থান মূলক প্রকল্প সমূহ রূপায়ণের দায়িত্ব পঞ্চায়েত প্রধান ও পঞ্চায়েত সংস্থার হাত থেকে প্রত্যাহার করে আমলাদের হাতে ন্যাস্ত করা হয়েছে। ফলে গ্রামে গঞ্জে কাজ ও খাদ্যের অভাবে গ্রামীণ শ্রমিক ও দিন মজুরদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে অনাহার ও অর্দ্ধাহার দেখা দিয়েছে। রাজ্যের পশ্চাদপদ দুঃস্থ উপজাতি জুমিয়া অংশের লোকেরা এই অবস্থার শিকার হচ্ছেন সব চেয়ে বেশি। রাজ্যের মানুষের এ সমস্ত ভয়াবহ দুরবস্থার কথা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোথাও উল্লেখ নেই,। তাই আমি রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করতে পারছি না।'

আরেকটা সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয়। সংশোধনী প্রস্তাবগুলো হলো :—

আমি দুঃখিত যে, গত ২৯-২-৮৮ ইং মাননীয় রাজ্যপাল বিধানসভায় যে বক্তৃতা করেছেন এবং তার উপর যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এসেছে তাকে আমি সমর্থন করতে পারিনা। কারণ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ নেই—

(১) কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বিধান সভা নির্বাচনে কং (ই)র পক্ষে রাজ্য সরকারের স্বাভাবিক কাজকর্মে ও অধিকারে হস্তক্ষেপ সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই।

(২) টি, এন, ভি ও আমরা বাঙ্গালী সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই।

(৩) মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নির্বাচনোত্তর সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সমাজ বিরোধী শক্তি কর্তৃক আধা সামারিক বাহিনীর সহায়তায় খুন, সন্ত্রাস, ডাকাতি, বিরোধী দলগুলির অফিস ভাঙ্গা, বাড়ি বাড়ি কর্মীদের আক্রমন করা সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই।

আরেকটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীচিত্ত রঞ্জন সাহা মহোদয়। সংশোধনী প্রস্তাবগুলো হলো :—

গত ২৯-২-৮৮ ইং বেলা ২-৩০ মিঃ মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় ত্রিপুরা বিধান সভার অধিবেশনে যে ভাষণ প্রদান করেছেন তার উপর মাননীয় সদস্য শ্রীরতন চক্রবর্তী মহাশয় যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এনেছেন তার সংশোধনী হিসেবে যুক্ত করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করছি—

মহাশয়, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, কেন্দ্রের কং (ই) সরকার ত্রিপুরার বিধান সভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার মাত্র তিন দিন আগে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনরূপ আলাপ আলোচনা না করেই এক তরফা ভাবে সারা ত্রিপুরাকে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করে, সেনা বাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করে তাদেরকে নির্বাচনে ভোটারদের প্রভাবিত করার কাজে ব্যবহার করে নির্বাচনী বিধি লংঘন করেছেন, এবং নির্বাচনকে একটি প্রহসনে পরিণত করেছেন। এ সমস্ত কথা রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ নেই, তাই আমি রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করতে পারছিনা।

(২) আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এস্মা নাসা ইত্যাদি বিনা বিচারে নিবর্তনমূলক আটক আইন নয়া কোয়ালিশন সরকার চালু করে বিরোধী বামপন্থী শিবিরের কর্মীদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার ও হেনস্তা করার যে অপকৌশল গ্রহন করেছেন তাতে তথাকথিত গণতন্ত্রের মুখোস খসে পড়েছে এবং এ সমস্ত অগণতান্ত্রিক কালা কানুন জারীর মাধ্যমে সংকটগ্রস্ত ধনবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রের নগ্নতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এ সমস্ত কথা রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ নেই, তাই আমি রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থনে করতে পারছিনা।

আরেকটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার মহোদয়। সংশোধনী প্রস্তাবগুলো হলো ঃ—

দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, গত ২৯-২-৮৮ ইং তারিখে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব আনা হয়েছে তাকে নিম্নলিখিত কারণে সমর্থন করতে পারছিনা।

মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নির্বাচেনোত্তর সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে যেভাবে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর আশ্রয়ে থেকে সমাজ বিরোধীরা, খুন, সন্ত্রাস, ডাকাতি, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর অফিস ভাঙ্গা, বাড়িঘর পোড়ানো, লুট-পাট প্রভৃতি চলছে তার কোন উল্লেখ নেই।

আরেকটা সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীজীতেন্দ্র সরকার মহোদয়। সংশোধনী প্রস্তাবগুলো হলো ঃ—

আমি দুঃখর সাথে জানাচ্ছি যে, ২৯-২-৮৮ ইং তারিখে মাননীয় রাজ্যপালের প্রদত্ত ভাষণের উপর আনীত ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব সমর্থন করতে পারছি না কারণ—

(১) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র-ছাত্রীদের বর্দ্ধিত হারে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া সম্পর্কে রাজ্যপালের ভাষণে কোন উল্লেখ নেই।

আরেকটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রসুকুমার বর্মন মহোদয়। সংশোধনী প্রস্তাবগুলো হলো ঃ—

অমি দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, গত ২৯-২-৮৮ ইং তারিখে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের যে, ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব আনা হয়েছে তাকে নিম্নলিখিত কারণে সমর্থন করতে পারছিনা—

(২) মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নির্বাচিত সংস্থাগুলো ভেঙ্গে দিয়ে উপরতলার আমলাদের হাতে উন্নয়নমূলক কাজ ছেড়ে দেবার বিপদ সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়ের সংশোধনী প্রস্তাব গুলো হলো ঃ—

আমি দুঃখিত যে গত ২৯-২-৮৮ ইং মাননীয় রাজ্যপাল ত্রিপুরা বিধান সভায় যে বক্তৃতা প্রদান করেছেন। এবং তার উপর যে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে তাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। কারণ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ নেই—

১। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই—

২। দীন মজুর, ক্ষেত মজুর শ্রমিক, বেকারদের বছরে অন্ততঃ ১০০ দিন কাজের ব্যবস্থা করার কথা উল্লেখ নেই।

মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী দেববর্মা মহোদয়ের সংশোধনী প্রস্তাবটি হলো—

দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, গত ২৯-২-৮৮ ইং তারিখে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব আনা হয়েছে তাকে নিম্নলিখিত কারণে সমর্থন করতে পারছি না।

১। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে প্রধান মন্ত্রীর প্রতিটি পরিবারে একটি করে চাকুরী দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা বাস্তবায়িত করার কোন উল্লেখ নেই।

মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয়ের সংশোধনী প্রস্তাবগুলো হচ্ছে—

I regret that I cannot be cf the same opinion as the vote of thanks moved on 29-2-88 on the Hon'ble Governor's address for the following roasons:—

১। প্রথমে আগরতলা এবং আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণের বিষয় রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ নেই।

২। বিনা বিচারে আটক আইন (এন, এ, এস, এ) চালু করে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হরণ করার চেষ্টা সম্পর্কে রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ নেই।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয়ের সংশোধনী প্রস্তাবগুলি হলো ঃ—

দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, ২৯-২-৮৮ ইং তারিখে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব আনা হয়েছে, নিম্নলিখিত কারণে তার প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করতে পারছি না —

১। রাজ্যপালের ভাষণে মৌলিক অধিকার হরণকারী জাতীয় নিরাপত্তা আইন ত্রিপুরায় চালুর উল্লেখ নাই।

২। বিধান সভা নির্বাচনের তিন দিন পূর্বে সারা রাজ্য উপদ্রুত ঘোষণা ও সেনা নামানোর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার যে ভাবে নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছেন, রাজ্যপালের ভাষণে তার উল্লেখ নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ—এই সব কয়টি সংশোধনী প্রস্তাব আমি এক সঙ্গে ভোটে দিচ্ছি।

(ভোটে দেওয়ার পর সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি ধ্বনি ভোটে বাতিল হয়ে যায়)

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো ঃ—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরতনলাল চক্রবর্তী মহোদয় কর্তৃক আনীত মূল প্রস্তাবটি। আমি এখন উহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ—"গত ২৯ শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার, ১৯৮৮ ইং তারিখে মাননীয় রাজ্যপাল এই সভায় যে ভাষণ প্রদান করিয়াছেন তার জন্য ত্রিপুরা বিধান সভার সদস্যবৃন্দ গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

এই সভা আগামী ৪টা মার্চ, শুক্রবার, ১৯৮৮ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রহিল।

PROCEEDING OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House at Agartala on FRIDAY the 4th March, 1988 at 11 A.M.

PRESENT

Shri Jyotirmoy Nath, Hon'ble Speaker in the Chair, the Chief Minister, 7 Ministers, 9 Ministers of State and 40 Members.

ELECTION OF THE DEPUTY SPEAKER

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ অবগত আছেন যে আজ ৪ঠা মার্চ শুক্রবার ১৯৮৮ ইং উপাধ্যক্ষ নির্বাচনের দিন ধার্য্য করা হয়েছে। এই নির্বাচনের জন্য আমি চারটি মনোনয়ন পত্র পেয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়ার নাম প্রস্তাব করে তিনটি মনোনয়ন-পত্র পাওয়া গিয়েছে। প্রথম মনোনয়ন পত্রের প্রস্তাবক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয় এবং সমর্থক মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী মহোদয় দ্বিতীয় মনোনয়ন-পত্রের প্রস্তাবক মাননীয় মন্ত্রী শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় এবং সমর্থক মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাঙখল মহোদয়। তৃতীয় মনোনয়ন -পত্রের প্রস্তাবক মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় এবং সমর্থক মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং মহোদয়।

মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয়ের নাম প্রস্তাব করে আর মনোনয়ন পত্র পেয়েছি। এর প্রস্তাবক হলেন মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় এবং সমর্থক মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়।

পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে চারটি মনোনয়ন-পত্রই বৈধ কিন্তু মনোনয়ন-পত্র চারটি হলেও প্রার্থীর সংখ্যা হচ্ছে দুইজন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেউ মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করেননি, কাজেই ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালনা বিধির ১০(৪) ধারা মোতাবেক গোপন ব্যালটের মাধ্যমে বিধানসভার উপাধ্যক্ষ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই নিমিত্ত বিধানসভার সচিব মহোদয়ের নিকট হতে ভোটপত্র লইয়া বিধায়কগণ তাদের মনোনীত প্রার্থীর নামের পাশে এরো-ক্রশ চিহ্ন শীল দ্বারা ভোট প্রধান করবেন। একজন বিধায়কের একটি ভোট।

[(বিধায়কগণ একে একে ভোট দিতে শুরু করে)]

বিধায়কগণ কর্ত্তৃক ভোট দেওয়ার পর্ব শেষ হলে ভোট গণনার কাজ শুরু হয়।

ভোট গণনার পর মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রীরতিমোহন জমাতিয়াকে উপাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করলেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়কে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আসনের দিকে নিয়ে যান।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া উপাধ্যক্ষ:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, মন্ত্রীসভার অন্যান্য মন্ত্রী মহোদয়গণ এবং মাননীয় সদস বৃন্দ আপনারা আজকে যেভাবে উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে আমার উপর গুরু দায়িত্ব অর্পন করেছেন, তার জন্য আমি সত্যিই অভিভূত। আমার উপর আপনারা যে দায়িত্ব অর্পন করেছেন' আমি সুষ্ঠভাবে পালন করবার চেষ্টা করব। বিরোধী দলের সদস্যদের কাছেও আমার আবেদন যে আমি সংসদীয় রীতিনীতি এবং ঐতিহ্য নিরপেক্ষভাবে পালন করতে সচেষ্টা হব। আমি আরও আশা করব যে বিরোধী পক্ষের যে-কোন আবেদন আমি খোলামনে বিচার করব, তাই আন্তরিক ভাবে তাদের সাহায্য ও সহযোগীতা পাওয়ার আশা রাখি এবং এই সভার সদস্যদের আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে আমি নিরপেক্ষ ভাবে আমার কর্তব্য পালন করব, আর সেজন্য সকল অংশের সদস্যদের সহযোগিতা আমি কামনা করছি। সর্বশেষে, আমি সবাইকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাও অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ ও বিধানসভার সদস্যবৃন্দ, আজকে আমরা মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়কে এই সভার উপাধ্যক্ষ পদে নির্বাচন করে খুবই আনন্দিত, আর সেজন্য আমি আমার পক্ষ থেকে এবং সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে নির্বাচিত উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অভিনন্দন ও স্বাগত জানাই। আমি এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে আমরা সর্বোতভাবে সহযোগিতা করব।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর):—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়কে আজকে আমাদের উপাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত করে, আমরা আনন্দিত বোধ করছি এবং সেই সঙ্গে তাঁকে আমাদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিধানসভার অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষের পদ যিনিই অলংকৃত করুন না কেন, এটি একটি পবিত্র পদ, এই পদ থেকে সংসদীয় রীতিনীতি গণতন্ত্রের সমস্ত সর্তাবলী রক্ষা করার দায়িত্ব বর্তায়, সেদিক থেকে নব নির্বাচিত উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে আমাদের বিরোধী দলের তরফ থেকে সব রকমের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। কারণ তিনি এই বিধানসভার আমাদের বিরোধী দলের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হবেন বলে আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেজন্য আমারা আনন্দিত এবং আমরা বিরোধী দলের সকল সদস্যদের পক্ষ থেকে গণতন্ত্র ও সংসদয় রীতিনীতি রক্ষা করার সব রকমের সহযোগিতা করব। এই আশ্বাস আমি তাঁকে দিচ্ছি। আমরা এটাও জানি সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যদিও অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে তাদের অনেক সমস্যা রয়েছে। নব-নির্বাচিত উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছ থেকে আমাদের ঐ সমস্ত সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে তার সহযোগিতা সব চাইতে বেশী পাব যার মধ্য দিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্র আরও বলিষ্ট ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে, এই আশা আমরা করতে পারি। তাই বিরোধী দলের সদস্যদের পক্ষ থেকে আবারও নব নির্বাচিত উপাধ্যক্ষকে অভিনন্দন জানিয়ে, আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর):—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় এই সভার উপাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হওয়ায়, আমি তাঁকে আন্তরিকভাবে আমার অভিনন্দন জানাই। আজকে আমরা এমন একটা সমাজ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চলছি, যেখানে সংসদীয় গণতন্ত্র অত্যন্ত সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে' এই অবস্থায় সংসদীয় গণতন্ত্রের যে রীতিনীতি তাকে সঠিক ভাবে রক্ষা করা বড় কঠিন কাজ, তা সত্বেও আমরা আশা করি যে আমাদের নব-নির্বাচিত উপাধ্যক্ষ মহোদয় তাঁর ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে তাকে যতটুকু সাহায্য ও সহযোগিতা করা দরকার, আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং আমাদের বিরোধী দলের পক্ষ থেকে দেওয়া হবে, এই আশ্বাস আমি তাঁকে দিচ্ছি। আজকে আমরা এটা গভীরভাবে লক্ষ্য করছি যে, সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর নানা ধরনের চাপ আসছে, আমরা পত্র-পত্রিকাতে দেখছি যে, রাজ্যসভার চেয়ারম্যান নাকি পদত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, এমন কি লোকসভার অধ্যক্ষ নাকি কিছুদিন আগে এই ধরনের চাপের সম্মুখীন হয়েছেন, জানি না, এটার সত্যতা কতটুকু আছে, আমরা শুধু পত্রিকায় দেখেছি। কাজেই আমাদের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ যখন এই হাউসকে পরিচালনা করবেন, তখন সংসদীয় রীতিনীতি এবং ঐতিহ্য কতটা রক্ষা করতে পারবেন, তার সম্পর্কে আমাদের মনে নানা রকমের সময় দেখা দেয়। তবু আমরা আশা করি যে, এই অবস্থার মধ্যে ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে চ্যালেঞ্জ আসছে, তাকে যোগ্যতার সঙ্গে রক্ষা করতে তারা যে ভূমিকা পালন করবেন। আমরা বিরোধী দলের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা করব এবং সরকার পক্ষ থেকেও অনুরূপ সাহায্য ও সহযোগিতা করা হবে। কাজেই আবারও নব-নির্বাচিত উপাধ্যক্ষকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ।

মি: স্পীকার:—এই সভা আগামী ৭ই মার্চ, সোমবার, ১৯৮৮ ইং তারিখ বেলা ১১ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on 7th March. 1988. Monday at 11-00 a. m.

PRESENT

Shri Jyotirmoy Nath, Speaker in the Chair. the Chief Minister, the Deputy Speaker, 7 Ministers, 9 State Ministers and 39 Members.

Queations & Answers

মিঃ স্পীকার ঃ---আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগনের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়-ক্রমে সদস্যদের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) ঃ কোয়েশ্চান নং ২৯

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) কোয়েশ্চান নং ২৯

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া সহরে বর্তমানে পানীয় জল সরবরাহের সংকট চলছে ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তার কারন ?

উত্তর

১। না।

২। হাসপাতাল প্রাংগনে অবস্থিত গভীর নলকূপটি হঠাৎ অকেজো হয়ে যাওয়ায় বিলোনীয়া সহরে জল সরবরাহে সংকট চলছে।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে গভীর নলকূপটি অকেজো হয়ে আছে বলে জানিয়েছেন সেটি কত দিনের মধ্যে মেরামত হবে বলে আশা করা যায় ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী)—স্পীকার স্যার বিলোনীয়া সহরে হাসপাতাল চত্বরে একটি গভীর নলকূপ ১৯৭৭ সালে বসান হয়েছিল। এই গভীর নলকূপটি হইতে হাসপাতাল চত্বরে অবস্থিত একটি ওভার হেড রিজার্ভার যার ৫০ হাজার গ্যালন ক্ষমতা-সম্পন্ন—এর সাহায্যে সহরে জল সরবরাহ করা হয়। যেহেতু এই গভীর নলকূপটির

জল চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল তাই বিলোনীয়া সহরে আর একটি গভীর নলকূপ বসান হয়—কিন্তু এলাকার জনসাধারণের বাধা দানের ফলে গভীর নলকূপটি বন্ধ করে রাখা হয়। তবে এই নলকূপটি অল্প ক্ষমতাসম্পন্ন, তাই অন্য ধরনের আর একটি পাম্প বসিয়ে সহরে অল্প জায়গায় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। এবং হাসপাতাল চত্বরে আর একটি গভীর নলকূপ, জরুরী ভাবে বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং এই গভীর নলকূপটি জরুরীভাবে চালু করার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এই নলকূপটি চালু হলে বিলোনীয়া সহরে জল সরবরাহ স্বাভাবিক হবে।

শ্রীশিবাচন্দ্র রাওখল (কুলাই) ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বামফ্রন্ট ক্ষমতা থেকে অপসারনের পর ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে জল সরবরাহের জন্য যে সব টিউবওয়েল ইত্যাদি ছিল সেই সব জল সরবরাহের ব্যবস্থাগুলি অচল হয়ে যাচ্ছে এই সম্পর্কে জানা আছে কি না?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ--মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আলাদা প্রশ্ন করলে আমি জবাব দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) ঃ---স্যার, আমি এই প্রশ্নটি সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড প্রশ্ন নং ২১।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদান (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ---প্রশ্ন নং ২১

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া বিভাগের অতর্গত বিলোনীয়া পাইখোলা ভায়া কালাডেপা রাস্তাটির কাজ কবে পর্যন্ত সম্পন্ন হবে?

২। বর্তমানে এই রাস্তার কাজ বন্ধ হয়ে থাকার কারন কি?

উত্তর

১। বিলোনীয়া পাইখোলা ভায়া কালাডেপা রাস্তাটির বিলোনীয়া হইতে মানধারিয়া পর্যন্ত পি ডাবলিও. ডি,র অধীন। এই রাস্তার কাজ মার্চ ১৯৮৯ইং পর্যন্ত শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

২। বর্তমানে রাস্তার কাজ চলিতেছে। তবে প্রয়োজনীয় জমি পাওয়াতে অসুবিধা থাকায় উত্তর ভরতচন্দ্রনগর হইতে মান্ধারিয়া অংশের কাজ তরান্বিত করা সম্ভব হয় নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটি এডজোর্নমেন্ট মোশান ছিল, কারণ, গত ৪ঠা মার্চ আগরতলার ভাটি অভয়নগরে সমগ্র তঞ্চল জুরে শতাধিক

আসাম রাইফেলস জোয়ান বি প্ররোচনায় প্রচণ্ডভাবে মারধোর লুটপাট, শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে মারধোর, যার ফলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী চন্দন পাল গুরুতর আহত হয়েছে। এবং তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে এবং সেখানে তার মৃত্যু হয়েছে। স্যার, আমারটা রুলস উল্লেখ করে বাতিল করা হয়েছে। স্যার, বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার ঃ---এটা ডিসএলাউ করা হয়েছে (ইন্টারাপশান) যেটা ডিসএলাউ করা হয়েছে সেই সম্পর্কে কোন বক্তব্য রাখা যাবে না (ইন্টারপশান) এরপর বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদের সভা কক্ষ ত্যাগ।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহাশয়ের কাছ থেকে পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়কে আহ্বান করছি উনার বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য।

(মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত)

হি ইজ অ্যাবসেন্ট। কাজেই ফলস থ্রো।

আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীজিতেন্দ্র লাল সরকার মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। কিন্তু শ্রীজিতেন্দ্র সরকার মহোদয় অনুপস্থিত কাজেই কলস থ্রো।

এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ আর একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী মহোদয়ের কাছ থেকে পেয়েছি। কিন্তু মাননীয় সদসা শ্রীসুনীল চৌধুরী মহোদয় অনুপস্থিত কাজেই ফলস থ্রো।

আজকের কার্যসূচীতে ২টি (দুইটি) রেফারেন্স পিরিয়ড আছে গত ১-৩-৮৮ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ও শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক যুগ্মভাবে উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়াবস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো—গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ ইং তারিখে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীকাশীরাম রিয়াং এর উপর বোমা নিক্ষেপের ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ ইং তারিখে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাননীয় কাশীরাম রিয়াং এর উপর বোমা নিক্ষেপের ঘটনা সম্পর্কে।

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ইং মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীকাশীরাম রিয়াং আগরতলা হইতে তাঁহার নির্বাচন কেন্দ্র মাতাবাড়ী যাইতেছিলেন। বেলা প্রায় ১০টার সময় তিনি গাড়ীতে করে উদয়পুর বদর মোকাম পোলটি রোড দিয়ে যাওয়ার পথে শ্রীমতী পটুরাণী সাহার বাড়ীর কাছে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারী এই স্থানে একটি বোমা নিক্ষেপ করে। কিন্তু মন্ত্রী মহোদয়ের গাড়ী দ্রুত স্থান অতিক্রম করে যাওয়ায় গাড়ী এবং আরোহীদের কোন ক্ষতি হয় নাই। ঐ জায়গায় কতিপয় ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করিতেছিল। দুষ্কৃতকারীদের নিক্ষিপ্ত বোমা বিস্ফোরণের ফলে দুইটি শিশু যথা— ১) কুমারী রেখা ও ২) কুমারী পাপিয়া আহত হয়। উভয় শিশুকে উদয়পুর হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। মাননীয় মন্ত্রী শ্রী রিয়াং-এর গাড়ীই দুষ্কৃতকারীদের লক্ষ্য ছিল কিনা পুলিশ তদন্ত করে দেখছেন।

উপরোক্ত ঘটনাটি বদর মোকাম নিবাসী শ্রীসুনীল সাহার স্ত্রী শ্রীমতী পটুরাণী সাহার অভিযোগমূলে রাধাকিশোর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬ ধারা এবং বিস্ফোরক আইনের ৩নং ধারায় ৮(২)৮৮ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত-কার্য্য শুরু করে।

তদন্তকালে পুলিশ গত ১৩-২-৮৮ইং তারিখ উদয়পুর অফিস টিলার শ্রীচন্দন চক্রবর্তী ও শ্রীনন্দন চক্রবর্তীকে এবং জরিংবাড়ী গ্রামের শ্রীদুর্লভ জমাতিয়াকে গত ১৬-২-৮৮ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে। ধৃত ব্যক্তিগণ গত ২২-২-৮৮ইং তারিখ মাননীয় আদালত হতে জামিনে ছাড়া পায়।

ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল ঃ পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশন স্যার, গত ৭-২-৮৮ইং তারিখে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষেপ করার পরে দুষ্কৃতকারী শ্রীরতন পাল, পঙ্কজ সাহা, বাবুল সাহা, অরুণ সাহা, জয়পাল সাহা এবং বিকাশ সাহা এরা আবার শ্রীদুর্লভ জমাতিয়ার নেতৃত্বে ভোর চারটার সময় খেলাকুম গ্রামের শ্রী কুমার জমাতিয়ার বাড়ীতে আশ্রয় নেন এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা? ওরা এখনও ঐসব এলাকাগুলিতে ঘোরাফেরা করছে। পুলিশ এখনও তাদের নাগাল পাচ্ছে না এ সম্পর্কেও কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ স্যার, দুর্লভ জমাতিয়ার বাড়ীতে পুলিশ যায় এবং বাড়ী রেইড করে ও এরেষ্ট করে। অন্যান্য আসামীরা পলাতক। এই মোকদ্দমার তদন্ত চলছে।

মিঃ স্পীকার ঃ দ্বিতীয় রেফারেন্স পিরিয়ড গত ১-৩ ৮৮ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তু হলো ঃ গত ২৫-১-৮৮ইং তারিখে আর. কে. নগর ফার্মে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডে শ্রীশান্তিরঞ্জন দেব আক্রান্ত, আহত, হাসপাতালে চিকিৎসিত এবং পুলিশ কর্তৃক অবৈধ ভাবে আটক হওয়া সম্পর্কে।'

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ স্যার, গত ২৫-১-৮৮ তারিখে আর. কে. নগর ফার্মে গণহত্যায় আক্রান্তদের মধ্যে আহত ও হাসপাতালে চিকিৎসিত পশ্চিম নোয়াবাদীর শ্রীশান্তি রঞ্জন দেবকে পরে ২৫-২-৮৮ তারিখে পূর্ব থানায় অবৈধভাবে আটক করা এবং প্রচণ্ড ভাবে মারপিট করে মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা সম্পর্কে '।

গত ২৫-১-৮৮ তারিখ সন্ধ্যা প্রায় ৬-৩০ মিনিটের সময় কয়েকজন দুষ্কৃতিকারী কালো কাপড়ে মুখ আবৃত অবস্থায় মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আর কে নগর ক্যাটল ফার্ম সংলগ্ন রাজ্য চণ্ডাই রাস্তার উপর শ্রীনকুল দাস, শ্রীহরিচরণ দাস ও শ্রীমনোহর দাসকে আক্রমণ করে গুরুতরভাবে জখম করে। দুষ্কৃতিকারীগণ পুনরায় ঐ ফার্মের একটি ঘরের সামনে শ্রীতাপস চৌধুরী ও শান্তি রঞ্জন দেবকে আক্রমণ করে। শ্রীশান্তি রঞ্জন দেব আহত অবস্থায় কোন প্রকারে পলাইয়া যাইতে সক্ষম হয় এবং একটি গাছের নীচে আশ্রয় নেয়। দুর্বৃত্তদের আক্রমণে শ্রীতাপস চৌধুরী ঘটনাস্থলেই মারা যান। শ্রীশান্তি রঞ্জন দেব ঐ গাছের নীচে লুকাইয়া শ্রীতাপস চৌধুরীর খুনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। প্রথমে আহত তিন ব্যক্তির মধ্যে দুইজন শ্রীনকুল দাস এবং শ্রীহরিচরণ দাস হাসপাতালের পথে মারা যান।

আহত শ্রীমনোহর দাস এবং শান্তি রঞ্জন দেব হাসপাতালে ভর্তি হন। শ্রীশান্তি রঞ্জন দেব-এর আঘাত সামান্য বিধায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাহাকে হাসপাতাল হতে ছেড়ে দেয়া হয়।

চিকিৎসার পর শ্রীশান্তি রঞ্জন দেব ঐ দিন রাত প্রায় ১০-৫ মিনিটের সময় পূর্ব আগরতলা থানায় এসে ঐ ঘটনায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। তাহার অভিযোগটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬ | ৩০২ | ৩৪ এবং অস্ত্র আইনের ২৫ ধারায় ৩০ (১)৮৮নং মোকদ্দমা নথীভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করে। ঐদিন শ্রী দেব মানসিক ভাবে প্রস্তুত ছিলেন না বিধায় পুলিশ তাহাকে এই ঘটনার বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে নাই। তবে গত ২৫-২-৮৮ইং তারিখ তাহাকে থানায় আনা হয় এবং ঘটনা সম্পর্কে

সেই দিন তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তিনি পুনরায় গত ২৬-২-৮৮ইং তারিখ ও সন্ধ্যার সময় থানায় আসেন। এই দিনও পুলিশ তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। শ্রী দেব শ্রীতাপস চৌধুরীর খুনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন সুতরাং প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য এবং দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তারের জন্য তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসাবাদের সময় দুষ্কৃতকারীদের পরিচয় দিতে পারেন নাই। থানায় তাহার উপর কোন প্রকার অত্যাচার করা হয় নাই। এমনকি তাহাকে অবৈধ ভাবে আটক করাও হয় নাই। আহত শ্রীশান্তি রঞ্জন দেব এবং মৃত তাপস চৌধুরী ক্যাটল ফার্মে কাজ করতেন বলে প্রকাশ।

এই খুনের ঘটনায় এখনো কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই।

তদন্ত চলছে।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :---এখন দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীচিত্ত রঞ্জন সাহা মহোদয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্য অ্যাবসেন্ট কাজেই ফলস থ্রো।

আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি এসেছে মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয়ের কাছ থেকে। মাননীয় সদস্য অ্যাবসেন্ট কাজেই ফলস থ্রো।

আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল সরকার মহোদয়। মাননীয় সদস্য অ্যাবসেন্ট। কাজেই ফলস থ্রো।

GENERAL DISCUSSION ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1987-88

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো : '১৯৮৭-৮৮ইং আর্থিক সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর (ডিমান্ডস ফর সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস ফর দি ইয়ার ১৯৮৭-৮৮) উপর সাধারণ আলোচনা।'

আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব আলোচনা চলা কালে তাঁরা যেন তাদের বক্তব্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর (ডিমান্ডস ফর সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস) উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি উভয় দলের হুইপদের অনুরোধ করব এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয় অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেবার জন্য।

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে উনার আলোচনা আরম্ভ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই হাউসে ১৯৮৭-৮৮ ইং সালের জন্য ৪৬,৩৬,৭৮,০০০ টাকা বিভিন্ন দপ্তরের জন্য ব্যায় বরাদ্দ অনুমোদন চেয়েছি। এর বেশীর ভাগ টাকাই হচ্ছে পেমেন্ট অব এডিশানাল ডি. এ. এণ্ড ইন্টারিম রিলিফ, ইনক্রিজেস ইন দ্য রেটস অব ওয়েজেস, পেমেন্ট অব লীভ ট্রেভেল এ্যাকসপেনসেস, পারচেজ অব ষ্টেশানারী এ্যাণ্ডআদার অফিসিয়াল ইকুইপমেন্টস, এনহান্সমেন্ট অব রেটস এব ফীস ফর দ্য গভার্নমেন্ট এ্যাডভোকেট জেনারেল, পাবলিক প্রসিকিউটারস প্যানেল অব ল' ইয়ারস, ফর দ্য পারচেজ অব মবিল, ওয়েল, পেট্রোল বেইসড অন এ্যাকচুয়েল রিকোয়ারমেন্টস, এছাড়া আমরা আরও ৫টা ডি, এ. দিয়েছি ফেব্রুয়ারী মাস ১৯৮৮ ইং সন থেকে। সুতরাং এর জন্য আমাদের টাকা দরকার। আমি আশা করব হাউস এই টাকা মঞ্জুরী দেবেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

(বিরোধী পক্ষের সদস্যদের সভায় প্রত্যাবর্তন)

মিঃ স্পীকার ঃ—যাঁরা এই অতিরিক্ত ব্যায় বরাদ্দের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহন করতে চান তাদের নামের একটি তালিকা আমায় দেবার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) —স্যার এ্যালটমেন্ট অব টাইমের ব্যাপারে কোন পক্ষ কত মিনিট পাবে সেটা আমাদের জানালে ভাল হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ---এটা রেশিও অনুযায়ী দেওয়া হবে। রুলিং পার্টি সময় পাবেন আড়াই ঘন্টা এবং বিরোধী পক্ষ সময় পাবেন ২ ঘন্টা। আমি উভয় দলের হুইপদের নিকট অনুরোধ করব তাঁরা যেন একটা নামের তালিকা আমার দেন এবং মাননীয় সদস্যগনকে কতক্ষন বক্তব্য রাখবেন সে সময়টাও আমার কাছে দিয়ে দিলে হাউস চালাতে আমার সুবিধা হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) ঃ---স্যার, লীডার অব দ্য অপোজিশান এখন বক্তব্য রাখবেন। পরবর্তী বক্তাদের নামের তালিকা আমি পরে দিচ্ছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (প্রমোদনগর) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, যে অতিরিক্ত ব্যায় বরাদ্দ হাউসের সামনে চাওয়া হয়েছে তার উপর বিস্তৃত আলোচনা না করে আমি ২/১ টি বরাদ্দের উপর আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। প্রথমতঃ পুলিশের জন্য কিছু বরাদ্দচাওয়া হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, নির্বাচন শেষ হওয়ার পর সত্যি সত্যি পুলিশকে সক্রিয় করা হচ্ছে। সক্রিয় করার অর্থ হচ্ছে, সাধারণ ভাবে জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। পুলিশ পাহাড়ায়, প্যারা মিলিটারী ফোর্সের পাহাড়ায় সমাজ-বিরোধীদের

অবাধে আইন শৃংখলা ভংগ করার সুয়োগ দেওয়া হচ্ছে। কোথায় কোথায় দেওয়া হচ্ছে, সেটা সম্পর্কে আমি বিস্তৃত আলোচনা করছি না। কিন্তু লক্ষ্য করেছি যে জগন্যতম অপরাধ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সেটা বর্বরতা। একজন গ্রেপ্তার হলে তাকে থানার লকআপে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ডভাবে মারধর করা হচ্ছে। এই জিনিষটাতো আগে ছিল না এই রাজ্যে। ১০ বছর আগেওতো এই জিনিষটা এই রাজ্যে ছিল না। স্যার উদয়পুরের কথা আমাকে প্রথমে বলতে হয়, মহম্মদ খয়রা মিঞা আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। তাকে বলতে বাধ্য করা হচ্ছে যে, অমুক অমুক লোক অপরাধের সঙ্গে জড়িত। প্রচণ্ডভাবে মারধর করা হয়েছে। কেস সাজানোর দরকার, মিথ্যা সাক্ষী তৈরী করা দরকার। সে মিথ্যা সাক্ষী তৈরী করার জন্য এই থার্ড ডিগ্রি মেথড যা ব্রিটিশের আমলে ছিল, তার মধ্যে দিয়ে আমি নিজে চলেছি স্যার ১৯৪০ সালে ব্রিটিশেরা আমাকে এ্যারেস্ট করে নিয়ে যায়। তারা ৭ দিন ধরে আমার উপর থার্ড ডিগ্রি মেথড প্রয়োগ করেছিল। ১৮ দিন আমি পুলিশ হাসপাতালে ছিলাম। তারপর, সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন বলতে বাধ্য হন যে আমি এরকম আর করতে দেব না ব্রিটিশকে। তখন ব্রিটিশ আমল ছিল। এখানে এখন বলার মত মুখ্যমন্ত্রী নাই বললেই চলে। এখানে একজন শাসন করছেন। একজনের শাসনে এই সমস্ত ঘটনা চলছে। কংগ্রেস এখনও শতকরা ৪০টা ভোট পাচ্ছে। তারা কি এটা সমর্থন করে? তারা তো এটা সমর্থন করেন না। যে কাজ ওরা শুরু করেছেন তাতে আমি নিশ্চিত যে কংগ্রেস সমথকরা অধিকাংশ এলাকাতেই এটা সমর্থন করতে পারেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চন্দন চক্রবর্তী, নন্দন চক্রবর্তী কালু নাথ, মাননীয় মন্ত্রী বলতে পারেন মিঃ রিয়াং তার উপরে বোমা নিক্ষেপ হয়েছিল কিনা, মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করবো এখানে তিনি বলুন, হঠাৎ করে খবরের কাগজে বেড়িয়ে গেল মন্ত্রীকে খুন করার চেষ্টা হচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে কুকুরগুলি পাঠানো হলো মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের ধরে নিয়ে আসতে'। কুকুরের তো কোন দোষ নেই, কুকুর প্রভুর হুকুম সে গন্ধ পাচ্ছে, তার ঘ্রাণ শক্তি বেশী। যে কোন জায়গায় অপরাধ হলে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট কর্মীদের খুজে বের করার শক্তি তার আছে কিন্তু পুলিশের কেন অপরাধ তাদের থানার মধ্যে নিয়ে বেদম পেটানো হতো তোমরা স্বীকার করতে হবে তোমরা এই বোমা নিক্ষেপ করেছিল আমাদের মন্ত্রীকে খুন করার জন্য, থিউরিটা কি ছিল? আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকেও বাইরে রাখবো না, থিউরি কি ছিল? আমাদের এম. এল. এদের খুণ করবে সারা ত্রিপুরায় গন্ধ পাচ্ছি ষড়যন্ত্রের গন্ধ। আমি বিবৃতিতে বলেছি, খুন করবে এই নজীর আছে নাকি? সে নজীর নেই, সেই জন্যই সুখেন দাশ, গৌরাঙ্গ দাশ, দীনেশ দেবনাথ, ২৯শে ফেব্রুয়ারী মহারাণীর একটা ঘটনার কানেকশানে নিরঞ্জন দেবনাথকে গ্রেপ্তার করা হয় তাকেও ধোলাই করা হয়, বিলোনীয়াতে প্রদীপ পাল, চিত্ত মারাককে ১৪ তারিখ ধরে নিয়ে আসে,

তারপর থেকে ধোলাই করা হয়, তপন দেবনাথ শান্তির বাজার, তাকে গ্রেপ্তার করে আনা হয় এবং ধোলাই করা হয়, সাব্রুমে চিত্ত দেবনাথ মাণ্ডরছড়া, ১৯শে ফেব্রুয়ারী সে গ্রেপ্তার হয়, তাকেও ধোলাই করা হয়। মিঃ স্পীকার স্যার, পুলিষ কাস্টডিতে দীপক মজুমদারকে যে ধরনের অত্যাচার করা হয়েছে এই ত্রিপুরাতে নজীর বিহীন প্রথমে গুণ্ডাদের দিয়ে মারপিট করা হলো, তারপর সি, আর, পি, এফ, দিয়ে মারপিট করা হলো, আজকেও তিনি উঠে দাঁড়াতে পারেন না। সে দিন তাকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হলো, পুলিশ ধরে তাকে কোর্টে নিয়ে গেল। চিকিৎসা করার সুযোগ পাওয়ার জন্য কোর্টে যেতে হয়েছে। হাসপাতালে যাওয়ার সুযোগ দেবেনা যে-হেতু সমন্বয় করছে। আক্রমন তো তার বিরুদ্ধে নয়, ৮০ হাজার কর্মচারীর বিরুদ্ধে। হাজার হাজার কর্মচারী বিক্ষোভ প্রকাশ করছে। সুবল মজুমদার, ছান্টু দত্ত, অমর দত্ত, কাজল ঘোষ, আশীষ রায়, স্বজক দে, ভোলারঞ্জন দত্ত, এম, বি বি কলেজের ছাত্র ১৯ তারিখে তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে মারপিট করা হলো। অরিন্দম ভট্টাচার্য্য তাকে দেখেও মার্চ একজন মন্ত্রীর বাড়ীর সামনে সাইকেল থেকে নামিয়ে বেদম মারপিট করা হলো। স্যার, পুলিশকে যদি অমানুষ করে তোলা হয়, অপরাধ না করলেও তাকে যদি ব্যবহার করা হয়, তা কি হতে পারে? স্যার, আপনি ইলাস্ট্রেটেড অব উয়িকলি পড়ুন তাহলে দেখতে পাবেন কি করা হয়, কংগ্রেস রাজত্বগুলিতে দেখুন, এই কয় দিনে দেখুন, দিন সপ্তেকের মধ্যে দেখুন। আমি লজ্জিত মাননীয় মন্ত্রীর জন্য যে, তিনি রেপও সমর্থন করছেন এটা আশা করা যাচ্ছে না, তার উপরে

(গণ্ডগোল)

Maharani Kumari Bibhu Devi : What is he talking It should be expunged.

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—সমস্ত কাগজ পত্র পত্রিকায় এই ভাবে

মিঃ স্পীকার ঃ—দি ওয়ার্ড রেপ ইজ নট এ পার্লিয়ামেণ্টারি ওয়ার্ড ইউসড বি এক্সপাঞ্জ র‍্যাপ। দিস ইজ এক্সপাঞ্জড।

আমি অনুরোধ করবো মাননীয় সদস্যকে সাপ্লি ডিমাণ্ড ফর সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্টেস আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি এটা কি বলছেন? এখনও গ্র্যাণ্টের উপর কাট মোশান এল না, আপনি কার পরামর্শ এই সব করছেন?

মিঃ স্পীকার ঃ---প্লিজ কনটিনিউ

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---জেন্যারাল ডিসকাশনে আমি যে কোন সাবজেক্টের উপর বলতে পারি। স্যার, আপনি খারাপ উপদেষ্টার হাতে পড়েছেন, আপনাকে রক্ষা করতে চাই, আপনার চেয়ারের মর্যাদা দিতে চাই, যারা এই সমস্ত প্রচেষ্টা করছে তারা

মর্যাদা নষ্ট করতে চাচ্ছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি আদেশ নিয়ে কাজ করছি না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, হোম মিনিস্টার উদয়পুরে গিয়ে তিনি বলছেন, এটা করতে হবে। একজন অফিসার বলেছেন স্যার, এটা করা যায় না তখন তিনি বলেছেন, আমি যা বলছি তাই আইন......

(গণ্ডগোল)

আশ্চর্য্য কথা, পুলিশ মন্ত্রী যদি বলেন, হি হ্যাজ ডিমরালাইজড্ অফিসার, একটা অফিসারকে ডিমরালাইজড করে দিচ্ছেন। স্যার, সদরের ছাত্ররা গ্রেপ্তার হলো।

স্যার, সদরের ছাত্ররা গ্রেপ্তার হল। সি. জে, এম, বললেন, আমার বাসায় নিয়ে আস। শত শত গার্জিয়ান পাহাড়া দিচ্ছে। এই ছাত্রদের উপর দৈহিক নির্যাতন হবে, থানায় নিয়ে পেটানো হবে। আমি ডি জিকে কনট্রাক্ট করলাম। ডি, জি, বললেন এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। পাঠানো হলনা। ডি, জির হুকুম চলেনা, আইন চলেনা, সি, জে, এমের হুকুম চলেনা। একজনের হুকুমে রাজত্ব চলছে। এইটা কি চলতে পারে? এইটা চলতে পারেনা। স্যার, এই ভদ্রলোক, যারা ঠিকাদারি করছেন তার জন্য, ৫ বৎসর আগে ওকে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে বিশালগড়ের লোক। হাইকোর্টে গিয়ে উঠতে পারেনি। এবার রিগিং করে এসেছে। জনসাধারনের মধ্যে ওর কোন ভিত্তি নেই, জনসাধারণ যাকে চায়নি, মুখ্যমন্ত্রী তাকে মাথার উপর রেখে দিয়েছে। যা খুশি তাই করবার অধিকার দিয়েছে, অন্য দপ্তরে হস্তক্ষেপ করার অধিকার দিয়েছে। উনি যদি চান গণতান্ত্রিক সংগঠন থাকবে, উনি যদি না চান গণ সংগঠন ভেঙ্গে দেওয়া হবে। আমি জিজ্ঞাসা করি, একটা সিদ্ধান্ত কেবিনেটে যদি গৃহীত হয়, কেবিনেটেই পাল্টাতে হয়। আর কোন মন্ত্রীর হুকুমে পাল্টানো যায়না। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি আইন যারা জানেন তাদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। যে সিদ্ধান্ত কেবিনেটে হয়েছে, সেই সিদ্ধান্ত একজন অন্য দপ্তরের মন্ত্রী হুকুম করলে বাতিল করা যায়? সব বেআইনী কাজ করছে। কার স্বার্থে করছে? স্যার, ওর দপ্তর থেকে সার্কুলার দেওয়া হল রাজনৈতিক দলের মুখ-পত্রকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবেনা। আমি "চিনিকক" খুলে দেখলাম বিজ্ঞাপন আরও বেশী করে দিচ্ছে। অর্ডারের মধ্যে আছে যে, মাইনরিটিকে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, যদি তার নিজের ভাষায় ছাপা হয়। "চিনিকক" ত নিজের ভাষায় লেখা হয় না, বাংলাভাষায় লেখা হয়।

(গণ্ডগোল)

এইটা আপনার কাছে, দেশের মানুষের কাছে না। আইনের কাছে না। আপনি খুব ভালবাসেন। আমার ছেলেটা ভাল বললেই তার জন্য গুণগত পরিবর্তন হয়ে যায়না

তার জন্য। আমার ছেলের জন্য একরকম আইন, দেশের মানুষের জন্য আর এক রকম আইন, মন্ত্রী মনে করতে পারেন। দেশের মানুষ মনে করতে পারেন না। কোন দেশে আছে? একটা পত্রিক যেটা ডেইলি সমস্ত রকমের খবর দেয়, এইটা শুধু মার্কসবাদী কমিউনিল্ট পার্টির খবর দেয়না, খেলা। খবর দেয়, নাটকের খবর দেয়, অন্যান্য খবর দেয়। একটা রাজ্য ওরা দেখাক যেখানে এউ নীতিতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার নীতি পরিচালিত হচ্ছে? মুখ্যমন্ত্রী কি প্রেসারে ওকে বসিয়েছেন তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীই জানেন। আমি সেই নোটিফিকেশান যেটা দিয়েছে সেটার মধ্যে দেখলাম, কিভাবে সংশোধন করা হয়েছে। লুকানো যাবেনা। রাত্রি ১টার সময় প্রেসের আইন ওকে দিতে হবে। এইসব করে সরকারটাকে পরিচ্ছন্ন রাখতে পারবেনা।

(গণ্ডগোল)

এই ভদ্রলোক ডিকটেইট করছে। কত বড় পা .য়ারফুল।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। উনাকে আপনার কন্ট্রোল করা দরকার।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, দপ্তর বন্টন করা, কে কোনটা পাবে না পাবে এইটা ঠিক করার ভার মখ্যমন্ত্রীর উপর। এই টার উপর তিনি হস্তক্ষেপ করছেন। আর আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করছি উনি কোথায় গেলেন এই অর্ডার? এইটা উনাকে দেখাতে হবে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— এই অর্ডারটা আপনিই উপস্থিত করুন। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি উপস্থিত করুন। স্যার. আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি আপনি ওকে সামলান। এই ত্রিপুরা রাজ্যের লোকের জন্য ১ পয়সাও খরচ করেনি। যা কাজ করেছেন তার জন্য তাকে সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভার আমলে ওকে জেলে রাখতে হয়েছে। আমাকে চেষ্টা করতে হয়েছে ওকে জেল থেকে বের করার জন্য। অন দি রিকুয়েল্ট অ হি ইজ ফাদার।

(গণ্ডগোল)

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতাকে ঐ সময়ে গরু চুরির দায়ে মিসাতে আটক করা হয়েছিল। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা একজন খুনী ছিলেন এবং খুনের কেইসের আসামী ছিলেন। উনার ফাইল আমার কাছে আছে। উনি আমার জন্য কি উকালতি করবেন? উনি ওনার নিজের জান বাঁচানোর জন্য কংগ্রেস সরকারের নিকট মুচলেকা দিয়ে উনি বেরিয়েছেন। উনি এগুলি এখনও ভুলেন নি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি ওকে আর মাথায় তুলবেননা। দেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে। জনসাধারণের সর্বনাশ হয়ে যাবে। মানুষের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় বিরোধী দলের নেতাকে বলছি নিজের চরকায় তেল দিন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ — আমি বলছি দেশের কথা চিন্তা করুন, ত্রিপুরার কথা চিন্তা করুন। এই সমস্ত লোক যেভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করছে, পুলিশের রাজত্ব কায়েম করছে, তারা সেইভাবে কাজ করতে পারেনা। এইটা অগণতান্ত্রিক।

(গণ্ডগোল)

চেঁচালে হবেনা, এই মন্ত্রীও চেঁচাচ্ছিল মানুষ আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিয়েছে। এখানে চেঁচালে কি হবে? মানুষের জন্য ভালবাসা দরদ, দেশপ্রেম যাদের নাই, তাদের চেঁচালে কি হবে? মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবিদানাথ মজুমদার চণ্ডীপুর ঃ— পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসিতে একটা নর্মস আছে। বিরোধী দলনেতা যখন বক্তব্য রাখছিলেন তখন প্রতি সেকেণ্ডে ওরা চেঁচাচ্ছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রী রসিক লাল রায়।

শ্রী রসিকলাল রায় (সোনামুড়া) ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, আজকের সাপ্লিমেন্টরী ডিমাণ্ডস ফর গ্র্যান্টস ১৯৮৭-৮৮ ইং আমি এই হাউসে এই সাপ্লিমেন্টরী ডিমাণ্ডের উপর আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমি লক্ষ্য করছি, এই সাপ্লিমেন্টারীর উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী পার্টির নেতা মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডিমাণ্ড নাম্বার ১১-র হোমের উপর যে বক্তব্য রেখেছেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, নব-নির্বাচিত কংগ্রেস সরকারের বয়স এক মাস, বর্তমান বিরোধী দলের নেতা পূর্বেকার মুখ্যমন্ত্রী হোমের দায়িত্বে ছিলেন, ওনার বিগত দশ বছরে অপদার্থতার কথাতো এখানে উল্লেখ করেন নাই. উনিতো পুলিশ খাতে কোটি কোটি টাকা এনেছিলেন। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বর্তমান বিরোধী দলের নেতাকে স্মরণ করতে বলছি, নব-নির্বাচিত কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক মাসের মধ্যে ওনার দলীয় লোকই হোক আর যে-কোন দুষ্কৃতকারীই হোক ওনার স্বীকার করতে হবে যে, দমন হয়েছে কি না। ওনার যদি দমনের বাকী থাকে তাও আমরা করে দেব। শুধু টাকাই চেয়েছেন, অভিযোগ করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে না বলে ফোস আমি খাটাতে পারছি না। আমরাতো বহু চিৎকার করেছিলাম বহু বলেছিলাম যে আমার অমুক গ্রামে অমুক গাঁওসভায় অত্যাচার চলছে, পুলিশকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে অস্বীকার করার

কিছু নাই, যদি সি পি আই (এম) দলের ক্যাডার কোথায়ও অত্যাচার করে তা হলে পুলিশ সেখানে যেতে পারবে না, আর যেখানে কংগ্রেস (ই) র দল প্রতিরোধ করতে নেমেছে সেখানে পুলিশের সঙ্গে সি আর পি সহ যুক্ত করে তাদেরকে লাঠিপেটা করা হয়েছে। আজকে বিরোধী দলের নেতা বলেছেন পুলিশ না কি শাসন করছে খুব কড়া, আরে বাবা পুলিশ তো কড়া শাসন করবে, না হলে আপনাদের যে দুষ্কৃতকারী তৈরী করে গেছেন এইগুলিকে শাসন করবে কি করে? আমার মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীতো পুলিশের ক্ষমতাটাকে আটকে রাখে নাই আপনি যেভাবে আটকে রেখেছিলেন চোখের ইঙ্গিতে আপনার বিধানকে আটকে রেখেছেন এবং চতুর ইঙ্গিতে বলেছেন তাকে আক্রমণ করতে হবে আর তাকে আক্রমণ করতে হবে না। আমার সরকার পুলিশকে স্বাধীন করে দিয়েছে, এইটা বর্তমান বিরোধী পার্টির নেতাদের মাননীয় সদস্যদের মনে রাখা উচিত যে, পুলিশকে যদি তার প্রথা অনুসারে চলতে না দেওয়া হয় সে দেশ কোন সরকার চালাতে পারবে না। আপনাদের অপদার্থতার দরুণ আমার ত্রিপুরা রাজ্যের নিরীহ হাজার হাজার মানুষকে এই পৃথিবী থেকে এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সরে যেতে হয়েছে। কাজেই আপনারা যদি আবার কংগ্রেস মিনিষ্ট্রির ব্যঙ্গ করে কথা বলতে পারেন তাহলে এইটা সাহসের ব্যাপার, ধন্যবাদ দেওয়ার মত, জনসাধারণ ক্ষমা করবে না, যে-কোন বিধায়ক যে-কোন দলীয় ক্যাডার তাদের করায়ত্বের মধ্যে রেখেছে আমার গাঁওসভাগুলিকে, তাতে জনসাধারণ যারা তাদের পক্ষের বলে স্বীকার করতে পারছেন তারা না কি সেখানে থাকতে পারবেন আর অন্য কোন লোক এই ত্রিপুরা রাজ্যে থাকতে পারবেন না। গত ৩০ বছরের কংগ্রেস রাজত্বের ইতিহাসে এইটা ছিল? বিরোধী ব্যাঞ্চের সদস্যরা বলুন, আমি আশা করি আমার এই কথাগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য আপনারা প্রস্তুতি নেবেন। আপনারা যে অত্যাচার করেছেন, আপনাদের দলীয় ক্যাডারদের দিয়ে যেভাবে খুন করিয়েছেন আজকে আপনারা যাই কিছু বলুন না কেন শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হলে আপনাদের পূর্বেকার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে, না হলে গণতান্ত্রিক অধিকারে যে সরকার এসেছে সে কাউকে ক্ষমা করবে না। শুধু বিতর্ক দিয়ে দেশকে সেবা করা যায় না, বিতর্কের মাধ্যমে দেশ সেবা হতে পারে না, বিতর্কে মানুষের জীবন হানির সম্ভাবনা হয়ে পড়ে। ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন থাকতে কেন বিধায়ক বা মন্ত্রী রাস্তায় বেরিয়ে প্রতি হিংসামূলক বলতে পারে এই লোকটাকে গ্রেপ্তার করে কোন অধিকারে? বিধানসভার কি তা তৈরী করা হয়? এই এক মাসের ইতিহাস আর কত তৈরী করবেন, লক্ষ্য করুন আমরা কিভাবে পরিচালনা করি। আপনাদের ইতিহাসটা আপনারা আপনাদের সেই চরিত্রে পরিচালনা করে গেছেন, সেই ইতিহাসটাকে ঘাটুন, ক্ষমা করবে না এই দেশের মানুষ আপনাদের।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এখন আমার সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের মধ্যে ফিরে আসছি। আমাদের বিরোধী দল নেতা যা বলতে চেয়েছিলেন মাননীয় সদস্যদের সামনে তা হল উনি নিজে ভাল আর বর্তমান মন্ত্রী ভাল না। আমরা বলে দিয়েছি, গত ৫ই ফেব্রুয়ারী উদয়পুরে যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল, কেন দাবী করেছিলেন যে কংগ্রেস মিনিস্ট্রি আসার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যে একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়ে গেছে, হয়ে যাচ্ছে কি ব্যাপার? আপনাদের বুঝা উচিত যে গত ৫ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে আমার কংগ্রেস মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেছিলেন দিনের বেলায় নয়, দিনের বেলায় ক্ষমতায় ছিলেন নপেনবাবু, তার পরে দেখানতো আর একটা সন্ত্রাসমূলক ঘটনা, পারবেন না আপনারা চেষ্টা করলেও পারবেন না সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে, আমরা প্রস্তুত আছি, অসংখ্য চাপ আপনারা সৃষ্টি করে গেছেন, যে সন্ত্রাস জনসাধারণ লক্ষ্য করেছে, আপনাদেরকে আমরা অনুরোধ করব এখন কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত, আপনারা সেই দাঙ্গা হাঙ্গামা, সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করবেন না, করলে কেউ ক্ষমা করবে না। আমরা পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছি, জণসাধারণের কাছেও অনুরোধ করেছি আইনকে কেউ হাতে নিতে যাবেন না, প্রশাসনে সব কিছু থাকবে, আমার কোন দলীয় ব্যক্তি প্রশাসনের উপর প্রভাব খাটাবেনা, প্রশাসন তারই প্রথা অনুসারে করবে, একটু শিখুন আমাদের কাছে। তারপর এই ডম্বুর প্রজেকটের নাড়া দেবে, কংগ্রেস কাউকে ক্ষমা করবে না, যদি কেউ চুরি করে থাকে তবে আটকে দেবে, কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে, তদন্ত চলছে। রুদ্র সাগরের মাছের হিসাব নেওয়া হয়েছে, চীনদেশ থেকে মেশিন এনে যে জলের ভিতরে কত টাকার মাছ আছে এবং হিসাব মিলিয়ে দুই টাকা লক্ষ টাকা বলা হয়েছে। এই সব অপদার্থরা এইভাবেই এই দেশে রাজত্ব করেছে।

আমাদের জনসাধারণকে ওনারা বুঝ দিয়েছেন জলের ভিতর কত লক্ষ টাকার মাছ আছে ওনারা নাকি যম রাজার দূত হয়ে ডুব দিয়ে গইন্না গইন্না কইতে পারেন। এখন কংগ্রেস সরকার এসেছে, এক টাকার গড়বড় দেখলে লক-আপে ঢোকাব, ছাড়বনা। তাই আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও পুলিশ সে কারণে সজাগ হয়েছে, কারণ তারা আপনাদেরকে চেনে। এখন চিন্তার কোন কারণ নাই। এখন জনসাধারণ আপনাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। আপনাদের চেলাদেরকে তারা চেনে। তারা আজকে স্বাধীন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি কয়েকটা ডিমাণ্ডের উপর কয়েকটা কথা বলব। যেমন পি, ডাবলিও ডিপার্টমেন্ট যেটাকে আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা গত মাসের আগ পর্য্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন সেখানে এম. আই. এফ. সি. তে, কো-অপারেশনে ডিপার্টমেন্টের টাকা কেমনে কামাইয়া ইলেকশানের মধ্যে সরাইয়াছেন তার একটা হিসাব আমি দেব স্যার। সেখানে আমরা দেখেছি এম. আই. এফ. সি.র মোটর বিক্রী করে দেওয়া হয়েছে। যে পাম্প দিয়ে জল দিয়ে কৃষকদের চাষকে উন্নয়নের পথে টেনে নেওয়া

হয় সে পাম্প এই চোরের দল রাতারাতি বিক্রী করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে আর সে টাকা দিয়ে ইলেকশন করেছে। এটা ওনারা অস্বীকার করতে পারবেন? আমরা জানি কে বা কাহারা পাচার করেছে। আমরা তদন্তের জন্য দাবি করেছি, এখন তদন্ত হবে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, সাপ্লিমেন্টারিতে ১ কোটি ৫৬ লক্ষ ৭ হাজার টাকা এখন চাইতে হয়েছে, কারণ বছর এখনও শেষ হয়নি অর্থাৎ ৩১শে মার্চ এখনও শেষ হয়নি। অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাইতে হয়েছে কারণ এই ১৯৮৭-৮৮ বাজেট যেটা প্রাক্তন মন্ত্রিসভা করেছেন সেখানে ৫১ কোটি ৬৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা বাজেট করা হয়েছিল কিন্তু সে টাকাটা যদি দপ্তরে প্রপারলি খরচ করা হত তাহলে ত্রিপুরা রাজ্য আয়নার মত দেখা যেত। খরচের মাত্রা একসিড করার কারণ এই ১১ নং ফর্ম, কারণ সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা কারচুপি করা হয়েছে। আমি গতকাল উদয়পুরে গিয়ে এরকম ৮/১০ টি ওয়ার্ক অর্ডার আটক করেছি। বামফ্রন্ট চেলারা কিভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করেছে সেটা আমরা দেখিয়ে দেন। আপনারা হৈ চৈ বন্ধ করুন। সেই অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করতে গেলে দেড় কোটির উপরে টাকা লাগবে। সেজন্য এই মন্ত্রীসভা হিসাব করে দেখলেন যে এত টাকা লাগবে এই কাজগুলি সমাপ্ত করতে গেলে। টাকা আরও লাগবে কারণ ২৫ পার্সেন্ট থেকে ৩০ পার্সেন্ট টাকা হাওয়া হয়ে গেছে। এজন্য আমাদেরকে সাপ্লিমেন্টারি আনতে হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ডিমান্ড নং ১৭ ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে, এখানে যে টাকা খরচ হয়েছে তার সম্পর্কে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, একটি উদাহরণ দিয়ে বলছি যে, কয়েকটি স্থানে জনসাধারণকে বেনিফিশিয়ারি দিতে, প্রাক্তন ইলেকট্রিসিটি মন্ত্রী এখন নাই, বহু খোসামোদ করেছিলান। জন-স্বার্থে ওনার হাত ধরেছি কিন্তু কোন কাজ হয়নি, কারণ আমরা তখন অপোজিশানে ছিলাম। জনসাধারণের নামে দেখা গেল খুঁটির পর খুঁটি লাগান হয়েছে পাহাড়ের উপর দিয়ে শুধু প্রধান আর ক্যাডারের বাড়ীতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে। জনসাধারণের জন্য নয় স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে এই গাঁওসভাতে, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে বেনিফিশিয়ারি নাই। আমি বলেছিলাম মাত্র ২৫ হাত দূর দিয়ে নিয়ে গেলে ৫৫ টির খুঁটির বিনিময়ে ১১ শত পরিবার বেনিফিশারি হয় কিন্তু অপদার্থ মন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভা তা করেন নাই। ওনাদের অস্বীকার করার মত কিছু আছে। আমি তথ্য হাতে নিয়ে বলছি স্যার, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ এভাবে অপব্যবহার করা হয়েছে। এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়েছে যে, উনি যদি সূর্য হন তাহলে ওনার নীচ ক্যাডাররা হয়েছেন বালু। বালুর মধ্যে যেভাবে তাপ পড়লে উত্তপ্ত হয়, পা দেওয়া যায়না, মানুষ চমকে উঠে সরে যায় সেরকম। ওনার থেকেও ক্যাডারের দাম বেশী। এখন ক্যাডারের ঠেলার এই বেঞ্চি থেকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ঐ বেঞ্চে গেছেন। জন-সাধারণের স্বার্থে কাজের জন্য আপনাদের কাছে এই অভিযোগগুলি করেছিলাম কিন্তু

শুনেন নাই। আপনারা জনসাধারণকে ফাঁকি দিয়েছেন। কোটি কোটি টাকা অপচয় করেছেন কিন্তু এবারে কিসের উপর আপনারা ২৮ জন এসেছেন জানিনা, তবে জনসাধারণ বলছে আগামীতে এখানে আপনাদের ৮ জনকেও নাকি পাওয়া যাবেনা। নির্বাচন সম্পর্কে আপনারা অভিযোগ করেছেন কিন্তু আপনাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় এখানে নির্বাচন হয়েছে। আর বলছেন যে কংগ্রেস ক্ষমতায় অপব্যবহার করে রিগিং করে নাকি পাশ করেছে। আগের অপদার্থ মন্ত্রীসভা এবং তাদের এম. এল. এ.রা যেভাবে গুণ্ডা বাহিনী সৃষ্টি করেছিল তাদের জন্য জনসাধারণের সঙ্গে কথা বলা যেতনা। পুলিশ দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করা হত। এই ধরনের পরিবেশ যেখানে সৃষ্টি করা হয়েছিল সেখানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। যদি কোন ঘটনা হয় তাহলে ওদের গুণ্ডা বাহিনীর কাছে পুলিশ এবং মন্ত্রিসভা নমস্কার দিয়ে চলে আসে। বিরোধী পার্টির বিধায়কের মৃত্যু হলেও দুঃখের কোন কারণ নাই। সেখানে কি করে ভোট চলতে পারে? সেখানে যদি কোন ক্লাবের মধ্যে সর্বক্ষণের জন্য বোমা, রামদা, অস্ত্রশস্ত্র, বাংলাদেশের আর্মস রাখা হয়, আর বার বার জানানো সত্ত্বেও, চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও মেসেজ দেওয়া সত্ত্বেও সেগুলি কেন আটক করা হয়না? এখন যান ত সেখানে গরীব দরদীরা। আজকে এস. আর. ই. পি. ও এন. আর. ই. পি.র কথা বলছেন কিন্তু এই এস. আর. ই. পি. ও এন. আর. ই. পি. তে কত লক্ষ টাকা মেরেছে জানেন? সেদিন। ঐ অপদার্থ মন্ত্রীসভা ঘুমিয়েছেন নাকি? আপনাদেরকে জনসাধারণ বলে নাই? আপনাদের জিজ্ঞাসা করতে হবেনা। আপনারা যে টাকাটা চুরি করেছেন সেটা আগে বের করি। সেটা মানুষ পাবে। মানুষ বঞ্চিত হবেনা। আগে চুরি বন্ধ করে নিই। আগে আপনারাই তো চুরি শিখিয়ে গেছেন, ডাকাতি শিখিয়ে গেছেন। বলব আপনাদের পূর্বেকার ইতিহাস এই আগরতলা শহরের উপর যখন পর পর তিন মাস পর্যন্ত চুরি, ডাকাতি চলছিল, যখন এই নৃপেনবাবুর ক্যাডাররা পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে নৃপেনবাবুর গুণ্ডারা টি, ভি, চুরি করে নিয়ে যেত, রেডিও চুরি করে নিয়ে যেত, তখন নৃপেনবাবুর কাছে বার বার চিৎকার করে বলেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তারপর যখন আগরতলা শহরের সমস্ত শহরের মানুষ নৃপেনবাবুর কাছে গিয়ে হাতজোড় করে বললো, 'স্যার, আর পারিনা এইবার আমাদের রক্ষা করুন তখন তিনি, সেদিন দুপুর বেলা তাদের কথা দিলেন ঠিক আছে, আর পাড়ায় পাড়ায় কোন চুরি হবে না, ডাকাতি হবে না। আমি কথা দিলাম। সেই দিন থেকে আর চুরি হয় নাই, কারণ কি? চুরির দলের সর্দার তাহলে কে? দেখুন, আপনারা বললে পর তারা চুরি বন্ধ করবে নতুবা চুরি চলতে থাকবে। জনসাধারন মন্ত্রীদের কাছে চিৎকার করলেও সেই চুরি বন্ধ হবে না। এইটার অর্থ কি? এইটার অর্থ নৃপেন বাবুর মন্ত্রীদের, নৃপেনবাবুর বিধায়কদের, নৃপেনবাবু ক্যাডারদের কত লক্ষ কত কোটি টাকা জনসাধারণের কাছ

থেকে চুরি করে ডাকাতি করে নেবার কথা ছিল সেই এমাউন্ট টা ফুলফিল হবার পরেই চুরি বন্ধ করা হলো। আপনারা কত লক্ষ ক ১ কোটি টাকা এই আগরতলা শহরের বুকে থেকে চুরি করে ডাকাতি করে আত্মসাৎ করছেন? জনসাধারনকে হেনস্তা করে যারা চুরি করেছে, ডাকাতি করেছে. আবার নৃপেনবাবুর নির্দেশেই সেই চুরি বন্ধ হয়েছে, ডাকাতি বন্ধ হয়েছে এইটা কি অস্বীকার করতে পারবেন?

আপনারা ক্ষমতায় আসার পরে বলেছিলেন আমাদের বামফ্রন্ট সরকার গ্রামে গঞ্জে যদি কারো গরু চুরি হয় তাহ'লে আমরা সেই গরু চুরির ক্ষতিপূরণ প্রদান করব। বলেছিলেন না? আর সেখানে বিগত ১০ বছরে কতগুলি গরু চুরি হয়েছে গ্রামে গঞ্জে হিসেব করেছেন,? এইগুলি আপনারা হিসেবও করেন নি. অপদার্থ একটা সরকার ছিল। এই হিসেব নিয়ে একটা গাঁওসভার উদাহরণ দিচ্ছি, এই কেনারামবাড়ি গাঁওসভার মধ্যে কক্ষে কয়েকটি বাড়িতে গরু চুরি হলো। কিন্তু টাকা দেবার সময় দেখা গেল প্রকৃত যাদের গরু চুরি হয়েছে তাদের টাকা না দিয়ে যাদের আদতেই কোন গরু চুরি হয়নি. যারা পার্টি ক্যাডার তাদের নতুন গরু কেনার জন্যে দাম দেওয়া হয়েছে। আর যাদের চুরি গেছে তারা একটি পয়সাও পায়নি। এই ছিল তাদের বজ্জাতি, গরীব মানুষদের বঞ্চনা করবার ফন্দি।

মি. স্পীকার স্যার, আমি তাদের দলবাজির আরো কিছু উদাহরণ দিচ্ছি। ১৯৮২ সালে ইলেকট্রিসিটির কাজ করাবার কোন সেংসান ছিলনা। তখন সুবলবাবুকে কাজ করাবার জন্যে উনার কনস্টিটিউএন্সীর একটি গাঁওসভায় ইলেকট্রিক অফিসের অফিসার কন্ট্রাক্টারদের নিয়ে গিয়ে কতগুলি গর্ত করে ইলেকট্রিকের পোস্ট পোতা হয় গ্রামবাসীদের খুশী করবার জন্যে, তাদের কাছ থেকে ভোট আদায় করবার জন্যে। কিন্তু যেইমাত্র এই সুবলবাবু এলাকায় ফেল করেছেন সেই ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে অর্থাৎ ১৯৮৩ সালে জানুয়ারী মাসে যখন ইলেকসনের ফল ডিকলেয়ারেশন করা হল, তারপর জানুয়ারী মাসের সাত তারিখে সেই ইলেকট্রিকের পোস্টগুলি উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এইটা কি দলবাজি নয়? আজ পর্যন্ত সেখানে ইলেকট্রিকের পোস্ট বসানো হয়নি। বামফ্রন্টের আমলে মন্ত্রীদের কাছে বার বার আবেদন করা সত্ত্বেও সেখানে আর কোন ইলেকট্রিকের পোস্ট বসানোর কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। কারণ সুবলবাবু ফেল করেছেন। এই কারণে আগে যে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার ছিল যারা আজকে বিরোধী দল তারা আজকে এই কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস, কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার মন্ত্রীদের হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করছেন, এইটা করবেন না। আপনাদের বহু ইতিহাস বাকি রয়ে গেছে। মিঃ স্পীকার স্যার, আগামী দিন যদি সময় পাই তাহলে তারা ক্ষমতায় থাকাকালীন কত টাকা চুরি করেছেন কত টাকা ডাকাতি করেছেন সব বলে দেব।

মিঃ স্পীকার স্যার, কো-অপারেশন, যেটা ১৩ নাম্বার ডিমাণ্ড এ রয়েছে। এই কোঅপারেশনের কথা বলতে চাইলে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের বুকটা কেঁপে উঠে। কারণ এইটার মধ্যেই তো চুরির ঘাটিটা। এই কো-অপারেশনের জন্যে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকার মত ধরা হয়েছিল সেটা সব খরচ হয়ে গেছে। এখন আবার আমাদের সাত লক্ষ টাকার উপরে চাইতে হলো---এই অসমাপ্ত কাজগুলিকে সমাপ্ত করার জন্যে। আরো দেখি কোপারেশন যে ডিপার্টমেন্টটা-সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যত ল্যাম্পস্ এবং পেকস্ বা সমবায় সমিতি রয়েছে আমরা বারবার দাবি করেছিলাম যে এদের হিসেবটা অডিট করানো হোক। কিন্তু না, তারা সেটা করে নাই। আর অডিট যদি করানোও হয় তাহলে উনাদের ম্যানেজার বাবুরা রামদাও দেখাইয়া তাদের ভাগাইয়া দেন। ফলে হিসাব আজো হয় নাই ১০ বছরের মধ্যে এই অপদার্থ সরকার হিসেব নিতে সাহস পায় নাই। তাদের ক্যাডারদের জন্যে। আবার সেই কো-অপারেশন, কো-অপারেশন। একজনও যদি রামদাও দিয়ে কোন কংগ্রেস(ই) কর্মীকে হত্যা করতে পারে তবে নতুন কোঅপারেশন সৃষ্টি করে তাকে পুরস্কৃত করা হতো। এমন সমস্ত পাপী খুনী বামফ্রন্ট সরকার ছিল। আমি আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই যে, এই যে, অত্যাচার করেছেন সোনামুড়াতে এমন একজন ব্যক্তি আছেন যিনি আগে কংগ্রেস ছিলেন। কিন্তু তাকে সি, পি, এম, বানাইয়া তাকে গাড়ীর লাইসেন্স দিয়েছিলেন-সেই ব্যক্তি কিছুদিন আগে যে সি, পি, এমের লেজুড় ছিল আজকে সেই বলে, হায় হায় কি করলাম। সেই ছেলেগুলিকে আপনারা বামফ্রন্টের সময়ে যারা রুলিং দলের বিধায়করা ছিলেন তারা তাদের অপকর্ম শিখিয়ে ছিলেন। আজকে তারা প্রতিশোধ নিতে চাইছে। কিন্তু আমাদের প্রশাসন অত্যন্ত কড়া, তারই জন্যে আপনারা বাঁচিয়া আছেন। তবে হ্যাঁ আপনাদের বাঁচিয়ে রাখব, আপনাদের কুকর্মের ইতিহাস বলব, জনসাধারণ জানবে, ফলে আগামী দিন হয়তো আপনারা আর জনসাধারণের কাছেও যাইতে পারিবেন না। আপনারা এমন অপকর্ম করেছেন।

যাইহোক, আমি সমস্ত ডিমাণ্ডের উপর যেসমস্ত সাপ্লিমেন্টারী চাওয়া হয়েছে আমাদের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়গণ কর্তৃক এবং আমাদের মাননীয় অর্থ তথা মুখ্যমন্ত্রী যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এনেছেন আমি তাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন জানাচ্ছি এবং বিরোধী দলের সদস্যদের অনুরোধ করব এই ধরনের বক্তব্য না রেখে নিজেদের শালীনতা বজায় রেখে দেশকে শালীনতার ভিতর ফিরিয়ে এনে দেশের মধ্যে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখুন। এই আহবান রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীজীতেন সরকার।

শ্রীজীতেন্দ্র সরকার (তেলিয়ামুড়া) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এইখানে যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডস্ ফর গ্র্যান্টস্ রাখা হয়েছে তাতে অনেক টাকা পয়সা চাওয়া হয়েছে

এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্য-আমরা এই অর্থের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি। কিন্তু স্যার, শেয়ালের কাছে হাঁস রাখা যদি দেওয়া হয় তাহলে সেই হাঁস মালিকের কাছে ফিরে যায় না। কাজেই যাদের কাছে টাকাটা যাচ্ছে খরচের জন্য, দেশকে সেবা করার জন্য সেটা কিভাবে যাবে ? স্যার আমি দেখছি এই দুরাত্মার দল এই দেশের টাকাগুলো লুটে পুটে খাচ্ছে। ইতিমধ্যেই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আমরা দেখছি গ্রামীণ উন্নয়নের প্রশ্নে তারা অনেক চিৎকার করছেন। কিন্তু কাদের হাতে দিয়ে এই টাকাগুলো তারা খরচ করবেন ? তারা গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করছেন না। গণতন্ত্রের যে হাতিয়ারগুলো ছিল, একে একে সেগুলিকে তারা নস্যাত করে দিচ্ছেন। কারণ, তারা গণতন্ত্রের মাধ্যমে আসেন নি। গণতন্ত্রের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা থাকতে পারে না এবং না থাকাটাই স্বাভাবিক।

স্যার, অতীতেও আমরা দেখছি কংগ্রেসী রাজত্বে এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছিল গরু বিক্রির স্লিপ দেওয়ার মত এবং তার একটা পরিবর্তন হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারের মাধ্যমে। গণতান্ত্রিক চেতনা সম্প্রসারিত হয়েছিল কিন্তু ১০ বছর যাবত পঞ্চায়েতের কাছে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীয়করণ করে গ্রামের মানুষের কাছে কাজ পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু স্যার, এই গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ কি তারা বিশ্বাস করেন ? তাঁরা ক্ষমতায় এসেই পৌরসভা, নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি, স্পোর্টস কাউন্সিল, বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিল ইত্যাদি ভেঙে দিয়েছেন। যদিও তারা বলছেন পঞ্চায়েত ভেঙে দেননি, কিন্তু প্রকৃত অর্থে পঞ্চায়েতকে তারা বাতিল করে দিয়েছেন। আমরা দেখেছি এই পঞ্চায়েতগুলি বাতিলের নাম করে তাদের ক্যাডার দিয়ে গোপনে গোপনে বিভিন্ন জায়গায় খুন সন্ত্রাস এবং জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করার জন্য উন্নয়ন কমিটি গঠন করছেন। আগের জায়গায় পঞ্চায়েতগুলিকে তারা নিয়ে যাচ্ছেন। গুরুর স্লিপ দিতে হবে তাদের এবং তাদের পেটোয়া লোকগুলিকে নিয়ে সেখানে বসানো হচ্ছে। তারা সেখানে পঞ্চায়েতের কাজ-কর্মগুলির হিসেব নিকেশ নেওয়ার জন্য অফিসারদের কাছ থেকে কাগজপত্র সীজ করছেন। আমরা আশা করব, তাদেরও অনেক পঞ্চায়েত আছে কংগ্রেস নেতৃত্বকাল উপজাতি যুবসমিতির নেতৃত্বাধীন, তাদের খাতাগুলিও সীজ করে নিয়ে একবার পরীক্ষা করুন। পশ্চিম তেলিয়ামুড়া গাওসভা কংগ্রেসের অধীনে একটা গাঁওসভা আছে। সেই গাওসভার খাতাটা পরীক্ষা করে দেখুন কত লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাত করেছে। উপজাতি যুব সমিতি দ্বারা পরিচালিত দক্ষিণপুলিনপুর গাওসভা, তেলিয়ামুড়া। সেই গাওসভার হিসাব নিকাশ পরীক্ষা করে দেখুন। বেছে বেছে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলি নিয়েই কেন শুধু পরীক্ষা করাছেন ?

আজকে গ্রামে গঞ্জে কাজ বন্ধ। এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি, যা প্রচলন করেছিলেন বামফ্রন্ট সরকার সেগুলি আজ বন্ধ। অতীতে আমরা দেখছি

আমার সুযোগ হয়েছিল দীর্ঘদিন পঞ্চায়েতে কাজ করার তেলিয়ামুড়াতেই দেখছি, রাস্তার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা ১৯৭২ সনে এবং তার আগেও কংগ্রেস মাতব্বর এবং টাউ টরা আত্মসাত করেছেন। এখন সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্টানগুলিকে বাতিল করে দিয়ে তাদের লুটেরা বাহিনী দিয়ে আবার লুট করতে চাইছে। উপদ্রুত অঞ্চলের নাম করে কি রাজত্ব চলছে ? মিলিটারী বাড়ী বাড়ী গিয়ে লুঠ করছে, মা বোনদের সাধীনতা

শ্রীজহর সাহা রাষ্ট্রমন্ত্রী পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার। মাননীয় সদস্য অভিযোগ করছেন যে সেনাবাহিনী মা বোনদের শালীনতা হানি করছেন। এবং স্পেসিফিক কোন নিদর্শন নাই। সুতরাং সমস্ত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এই ধরনের অপপ্রচার করে সমস্ত জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছেন। সেজন্য আমি তাকে চ্যালেঞ্জ করছি। সি, পি, এম, যে খুনীদের মদত দিচ্ছেন। তাদের বিরুদ্ধেই সেনাবাহিনী লড়ছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে, আপনি এখন বসুন।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা—(আশারাম বাড়ী) ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, কার কতটুকু সময় পাওনা সেটার সম্পর্কে আপনি কি কিছু বলেছেন ?

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্যদের নিশ্চয় জানা আছে যে, আপনাদের নিজ নিজ দলের হুইপেরাই কে কতটুকু সময় বলবেন, সেটা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং আমি আপনাদের সেই সময়টুকু দিয়ে যাচ্ছি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ—স্যার, আমি একটা বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আর্কষণ করতে চাইছি, সেটা হল মাননীয় সদস্য শ্রীজিতেন্দ্র সরকার মহোদয় এই হাউসে যে অভিযোগ করেছেন, সেই অভিযোগের প্রমাণ তাঁকে দিতে হবে, আর না হয়, সেটা হাউসের প্রসিডিংস থেকে এ্যাক্সপাঞ্জড্ করতে হবে।

শ্রীঅনিল সরকার (প্রতাপগড়) ঃ---স্যার, এভাবে কথায় কথায় এ্যাক্সপাঞ্জড হয়ে যাবে, এটা কখনও হতে পারেনা। হাউসের যে একটা ডেকোরাম আছে, সেটা মেন্টেন করতে হবে। (অনেক বিরোধী সদস্য দাঁড়িয়ে একসঙ্গে কিছু বলতে থাকেন)

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা বসুন, হাউসের কাজ সুষ্ঠভাবে চলতে দিন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (.মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—আপনারা কি হাউসকে সুষ্ঠভাবে চলতে দেবেন না ? মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের রুলিং মানবেন না ?

বিরোধী সদস্যগণ ঃ—আমরা তো মানতে চাই, কিন্তু এভাবে যেমন খুসী, তা তো হতে দেওয়া যায় না।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) ঃ---স্যার, আমি একটা জিনিস এখানে উল্লেখ করতে চাই, সেটা হল ক্ষোভের কথা। তাই আমি আমাদের অপজিশানের তরফ থেকে আপনার কাছে আমাদের ক্ষোভের কথাটা প্রকাশ করতে চাই। এখানে লক্ষ্য করছি যে, কথায় কথায় আন্ পার্লামেন্টারী বলে চেয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ্যাক্সপাঞ্জড্ করতে চাওয়া হচ্ছে। স্যার, এই বিধানসভার ইতিহাসে, আজকে এটা নতুন কিছু নয়, পার্লামেন্টারী প্রসিডিওর-এর মধ্যে থেকে কি কি বলা যায়, আর কি কি বলা যায়না, তার সম্পর্কে অনেক রুলিং রয়ে গেছে যেগুলি বিভিন্ন সময়ের এই হাউসের প্রসিডিংসে কিম্বা পার্লামেন্টের প্রসিডিংসের মধ্যেও রয়েছে। কাজেই কথায় কথায় আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেই সেটা এ্যাক্সপাঞ্জড্ করে দিতে হবে, এর কোন মানে হয় না। আপনার প্রতি আমাদের যথেষ্ট আস্থা এবং বিশ্বাস আছে, আমরা আশা করব যে আপনি রুলিং দেওয়ার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নেবেন যাতে পার্লামেন্টারী প্রসিডিউর যেটা আছে সেভাবে বিধানসভার কাজ-কর্ম হতে পারে আর তাতে করে আমাদের পক্ষেও সহযোগিতা করা সম্ভব হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্যগণ, এখানে যে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা চলছিল, সেটা চলতে থাকবে, কিন্তু এভাবে যদি হয়, তাহলে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাবে এবং আপনাদের পক্ষেও বলার সময়টা কম হয়ে যাবে। তাই আমি এখন মাননীয় সদস্য দিবাচন্দ্র রাঙ্খল মহোদয়কে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাঙ্খল (কুলাই) ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে এই হাউসে যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্রেন্টস এসেছে, সেটাকে সমর্থণ করে আমি আমার বক্তব্য খুব সংক্ষেপে রাখছি। আমি এখানে দেখলাম যে, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্রেন্টসের উপর আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচনা করতে শুরু করে দিয়েছেন, বিশেষ করে পুলিশ প্রসাশন সম্পর্কে। কিন্তু আমার প্রশ্ন, আজ কয়দিন হল আমরা সরকার গঠন করেছি এর আগে নিশ্চয় মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের হাতে সরকার ছিল, এটা উনারা অস্বীকার করবেন না। তা যদি হয়, আমি বলব যে, এই সমালোচনা করার জন্য নিশ্চয় মাননীয় বিরোধী দলের নেতার লজ্জা হওয়া উচিত। আর সঙ্গত কারণেই এই যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড এসেছে, তা অত্যান্ত সময় উপযোগী এবং প্রয়োজনীয়। কারণ আমরা দেখেছি যে, বিগত দশ বছর ধরে নৃপেন বাবুর সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশ প্রসাশনকে কি পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, যার ফলে এই পুলিশ প্রসাশন দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা অত্যান্ত দুষ্কর হয়ে উঠেছে। আর সেই কারনেই বর্তমান সরকারকে এই হাউসের সামনে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডটা আনতে হয়েছে, যা অত্যান্ত সময়

উপযোগী এবং প্রয়োজনীয়। স্যার, আমরা যখন এই হাউসে বিরোধী পক্ষে ছিলাম, তখন দেখেছি যে বামফ্রন্ট সরকার এই পুলিশ প্রসাশনের মধ্যে একটা ডিভাইডেড পলিশি চ্ কিয়েছেন। এই পুলিশ প্রসাশনের মধ্যে যারা কর্মি, তারা অফিসারই হউক আর সাধারণ কনস্টেবলই হউন, তাদের সবাইকে সি, পি, এম হতে হবে, যদি কেউ তা না হন, তবে তার ভাগ্যে ট্রেন্সফার, ডিমোশান সাস্পেনশান, এমন কি পানিশমেন্ট আছে, এই রকম ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে। তাই এইসবের সংশোধন করার জন্য আমাদের এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আনা ছাড়া অন্য কোন গত্যন্তর ছিল না। শুধু কি তাই? স্যার, সেই বিগত দিনগুলিতে যারা দলের নির্দেশ মানবে না বা কোন কমরেডের নির্দেশ মানবে না, তার শাস্তি পেতেই হবে এবং শাস্তি পাওয়ার জন্য কাউকে সাব্রুম, না হয় দামছড়া অথবা শিলাছড়িতে ট্রেন্সফার হতে হয়েছে। তাই পুলিশ প্রসাশনের মধ্যে একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা আনার জন্য এখানে যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড চাওয়া হয়েছে, তার বিরোধীতা না করার জন্য আমি বিরোধী দলের সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। ল এ্যাণ্ড অর্ডার সম্পর্কে এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা বর্তমান সরকারের যে সমালোচনা করেছেন, তা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার উনার লজ্জা হওয়া উচিত এই কারণে তিনি আমাদের মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ এবং একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ। নতুন সরকার এসেছে, আজ কয়দিন হল, তারই মধ্যে তিনি এমন সমালোচনা করতে শুরু করেছেন যে, জনগণ শুনলে বড় হাস্যকর হবে। বরং তার এই শিক্ষা নেওয়া উচিত যে, নতুন সরকার গঠন হওয়ার সাথে সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে শান্তি বিরাজ করছে, এই ধরনের শান্তি আমরা তাদের গত ১০ বছরের রাজত্বে একদিনের জন্যেও কল্পনা করতে পারি নি। তবে এটা ঠিক যে. যারা কমরেড বন্ধু আছেন, তারা এটা স্বীকার না করলেও ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষ সেটা স্বীকার করছে। বিগত দশ বছর এই রাজ্যে যে প্রসাশন ছিল, সেটাকে কোন্ রকমের প্রসাশন বলা যাবে, তার ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না, তবে এটাকে কমরেডদের প্রসাশন বলে আখ্যা দিলে বোধ করি ভুল করা হবে না। গত দশ বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকার যে অপশাসন সৃষ্টি করে গেছেন, সেটাকে সংশোধন করতে বর্তমান সরকারকে সহযোগিতা করবেন বলে আমি আশা করি। তারপর, শিক্ষা সম্পর্কিত ডিমাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, বিগত দশ বছরে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার কি উন্নতি করেছেন, তার সম্পর্কে ভাবতে গেলে, আশ্চর্য হতে হয়। সি, পি, এম-র রাজত্ব ছিল না কংগ্রেস উপজাতি যুব সমিতির রাজত্ব ছিল—একটু লজ্জা হওয়া উচিত। এইসব ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে হাউসকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেদিন শিক্ষা দপ্তরে আমি দেখেছি—স্কুলগুলিতে, বালোয়ারী স্কুলগুলিতে, হাই স্কুলগুলিতে। আমাদের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী দশরথ বাবু বিবৃতি দিতেন।

স্কুলগুলিতে বিস্কুট বিতরন করা হত, অত্যন্ত সুখের কথা। কিন্তু সেদিন দশরথ বাবু স্বীকার করেছেন স্কুলগুলিতে এইভাবে বিস্কুট বিতরণ করে ছোট ছোট শিশুদের এটেনডেন্স বেড়েছে এই কথা উনি প্রমাণ করতে পারেন নি। উনি আরও বলেছেন যে, আমরা জুনিয়ার বেসিক স্কুলগুলিকে সিনিয়ার বেসিক স্কুল করেছি, সিনিয়ার বেসিক স্কুলগুলিকে হাইস্কুল করেছি। হাইস্কুলগুলিকে আমরা ১২শ শ্রেণীতে উন্নীত করেছি। খুব ভাল কথা—আসলে শুধু স্কুলগুলির সাইনবোর্ড পাল্টান হয়েছে মাত্র আর কিছু হয় নাই। এখন সেইসব পাল্টান হবে—এখন সবকিছু ঠিক করতে হবে। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি হাইস্কুলগুলিতে হেড মাস্টার নেই। বহু হাইস্কুলে হেডমাস্টার নেই। অথচ আমরা জানি, বহু শিক্ষক আছেন যারা হেডমাস্টার হিসাবে প্রমোশন পাওয়ার উপযুক্ত। তাদের সিনিয়রিটি লিস্ট অনুযায়ী তাদের প্রমোশান দেওয়া হয় নাই। বেছে বেছে যারা সমন্বয়ের অন্তর্ভুক্ত তাদের মধ্যে থেকেই প্রমোশ্যন দেওয়া হয়েছে। এইভাবে শিক্ষা দপ্তরকে কলাপ্স করে দেওয়া হয়েছে। (ভয়েস—নাম বলুন) নাম বলতে হবে না, সারা ত্রিপুরায় এইসব করা হয়েছে স্কুলগুলিতে সরাসরি রাজনীতি ঢুকান হয়েছে বামফ্রন্টের আশীর্বাদে। এইভাবে সমস্ত পুলিশ প্রশাসনে রাজনীতি প্রবেশ করান হয়েছে, পুলিশ প্রশাসনকে কলাপ্স করে দেওয়া হয়েছে। এইগুলি ঠিক করতে আমাদের একটু সময় লাগবে, আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন আমাদের সময় দিতে হবে। আর পঞ্চায়েতগুলিতে লক্ষ লক্ষ টাকার হিসাব দিতে পারে না কোন রকম এডজাস্টমেন্ট দিতে পারে না, এর পরও আমাদের মাননীয় সদস্য জিতেন বাবু সমালোচনা করেন। লজ্জা হওয়া উচিত। বহু পঞ্চায়েত সেক্রেটারী আছেন যারা দুর্নীতির সংগে জড়িত। এইসব খুঁটিনাটি দেখতে আমাদের একটু সময় লাগবে। অবশ্য এর ফলে সংগঠন একটু কমতে পারে, এর জন্য আপনারা বিরক্ত হবেন না। এই জন্যই আপনারা এবং আমাদের মাননীয় নৃপেন বাবুকে আজকে বিরোধী আসনে বসতে হচ্ছে। এইসব থেকে আমাদের আজকে শিক্ষা নিতে হবে। আমি আবার আপনাদের কংগ্রেস-উপজাতি যুব সমিতির সরকারকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (শালগড়া) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্টস আনা হয়েছে এর বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমি প্রথমেই বলতে চাই যে ব্যাপক দুর্নীতির মধ্য দিয়ে এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কাজেই এই সরকারের কাছ থেকে ত্রিপুরার জনসাধারণ কোন মঙ্গল আশা করতে পারে না। স্যার, এটা স্পষ্ট যে এই সরকার (ইন্টারাপশান) সেনাবাহিনীর সহযোগিতা নিয়ে এসেছে। কাজেই এখানে যতই গলাবাজী করুক না কেন তাতে

কোন কাজ হবে না। এই সাপ্লিমেন্টারীর মধ্যে পুলিশের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেই সম্পর্কে আমাদের মাননীয় বিরোধী দলনেতা ঠিকই বলেছেন যে, এই পুলিশ দিয়ে ত্রিপুরার জনসাধারণের উপর অত্যাচার চালান হচ্ছে। এবং তার সঙ্গে আমি আরও ক'টি উদাহরণ দিচ্ছি। উদয়পুরে আমরা দেখেছি সেখানে পুলিশ দিয়ে জনসাধারনের উপর কিভাবে অত্যাচার চালান হচ্ছে—উদয়পুরে পিত্রাতে শ্রীসত্যেন্দ্র বর্ধন ও শ্রীহরেন্দ্র পালকে এ্যারেষ্ট করে তাদের উপর পুলিশ নির্মম ভাবে অত্যাচার করে। অথচ তাদের বিরুদ্ধে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল না। পুলিশ তাদের উপর নির্মম ভাবে অত্যাচার করে। সেখানে পুলিশ দিয়ে বামফ্রন্ট কর্মীদের পেটানো হচ্ছে। যদি এই সরকারের একটু লজ্জা থাকত তাহলে এইসব কখনই হত না, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কত ঘটনার কথা উল্লেখ করব? উদয়পুরে আইন শৃঙ্খলা বলতে কিছুই নাই। একটা সভ্য সমাজে এই ধরনের বর্বর আক্রমণ জনসাধারণের উপর গুণ্ডা দিয়ে সমাজবিরোধীদের দিয়ে আধা সামরিক বাহিনীর সহযোগিতা নিয়ে করান হতে পারে এটা কল্পনাও করা যায় না।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ—সে দিন কি হয়েছে? গত ৫ (পাঁচ) তারিখ থেকে দিনের বেলায় ক্রমাগত ৫।৬।৭ তারিখ থেকে ১৫ দিন যাবৎ যারা নির্যাতিত হয়েছে আমি উল্লেখ করতে চাই। এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী, স্বনামধন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রয়েছেন একবার দুঃখ প্রকাশ করলেন না, তদন্ত করে দেখলেন না, আর, এস, পি অফিস, কমিউনিষ্ট অফিস ভাংচুর করা হল, গুণ্ডা লেলিয়ে দেওয়া হল, জয়পাল সাহার স্ত্রী বর্ণা সাহাকে রাম দা দিয়ে আঘাত করা হল, দুবছরের শিশুকে আছাড় দিয়ে মারা হল তা কি তদন্ত করে একবার দেখা হয়েছে? এই হচ্ছে কংগ্রেসের শাসন। ৪০।৪৫টা বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে গত ১৮ই ....

শ্রীরসিকলাল রায় ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি যে দিনের কথা এখানে আলোচনা করেছেন সেটা কংগ্রেস সরকারের আমলের ঘটনা নয়। তখন বামফ্রন্ট শাসনেই হয়েছিল।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ---আমরা গত ১৮ তারিখে এসেসমেন্ট করেছি। সরকারী পক্ষ থেকে তো কোন এ্যাসেসমেন্ট করা হয় নি। আমি এবং দক্ষিণ জেলার আর, এস পি, সম্পাদক এ্যাসেসমেন্ট করে সাবমিট করেছি। দুঃখজনক, এখন পর্যন্ত সরকারী তরফ থেকে কোন তদন্ত করা হয় নি। যাদের ধন সম্পত্তি লুট করা হয়েছে তাদের জন্যও সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। এমন কি, আমরা এ্যাসেসমেন্টের কপি পাঠিয়েছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে। কিন্তু কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নির্বাচনের পরে আমার শালগড়া কেন্দ্রে যাকে নির্বাচনী পোলিং এজেন্ট করা

হয়েছে তাকে ভয় দেখাচ্ছে। থানায় ঘটনা লিপিবদ্ধ করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আর একজন পোলিং এজেন্ট রাজর্ষি দেবনাথ ১৭ তারিখ রাত্রে তার বাড়ীতে শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপ করা হয়। ঘরের দরজা ভেদ করে ভেতরে বোমা ঢুকে। যদি তার উপরে পড়ত তবে কি হত সহজেই অনুমান করা যায়। আর এক পোলিং এজেন্টের বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেসের নেতৃত্বে এ সব কিছু চলছে। এখানে জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। শুধুমাত্র উদয়পুর নয়, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে শ্মশানের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। স্যার, নির্বাচনের আগে কামিনী দাস, রঞ্জিত বাবু মন্ত্রী হবে—কেহ ফিরার মিনিষ্টার, কেহ সমবায় মন্ত্রী এ ধরনের প্রচার করা হয়। নির্বাচনে পরাজিত হবার পরে হতাশায় খুন সন্ত্রাস শুরু করেছে। এই হচ্ছে, কংগ্রেসের রাজত্ব। অতিরিক্ত বলা যাবে না. সময় লেগে যাবে · মাননীয় অধ্যক্ষ, মহোদয়, রাধাকিশোরপুরের এম. এল. এ. চিত্ত রঞ্জন সাহা তাঁর বাড়ীতে বোমা ফেলা হয়েছে। মাননীয়, অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে বাড়ীতে থাকি, নরেন মজুমদারের বাড়ী সেখানেও বোমা ফেলা হয়েছে। এই হচ্ছে কংগ্রেসী রাজত্ব। প্রকাশ্যে দিবালোকে খুন হচ্ছে। মাননীয় স্বনামধন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বেতার ভাষণ দিয়েছেন, নিরাপত্তার জন্য ন্যাসা. এ্যাস্মা জারী করেছেন। আমরা জরুরী অবস্থার সময় দেখেছি, তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও বলেছিলেন, সমাজবিরোধী দের জন্য নাসা-এ্যাস্মা প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু, আমরা জানি, তা কাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ হয়েছিল। এই হচ্ছে নমুনা। পুলিশ প্রশাসনের কথা কত বলব। উদয়পুরের একটি রেশন সপকে হেমন্ত মজুমদার নামে এক উঠতি কংগ্রেসী নেতার দরখাস্তের চাপের কাছে উঠিয়ে সরিয়ে নিতে হয়েছে। কোন তদন্ত হয় নি। রিটেন ও অর্ডার দেওয়া হয় নি। মৌখিক অর্ডারেই সরে যেতে হয়েছে। এই হচ্ছে, কংগ্রেসী রাজত্ব। ৫০০ লোক সই করে এস. ডি. ও. এর কাছে দিয়েছে কিন্তু কিছু হচ্ছে না। যারা জনগণের স্বার্থের কথা চিন্তা করে না, জনগণের মঙ্গলের কথা ভাবতে পারে না তারই নমুনা হচ্ছে, কংগ্রেসী রাজত্বের। এই সরকারের কাজই হচ্ছে, জনগণকে দেখিয়ে দাবিয়ে রাখা। আর এই ভয় দেখানোর জন্যই বিভিন্ন আইন কানুন তৈরী করছে। এর চেয়ে আর কি কলংকজনক অধ্যায় হতে পারে? পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, নোটিফায়েড এরিয়া ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, মিউনিসিপ্যালিটি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। সেই পূর্বের ন্যায়, ৩০ বছর আগের ন্যায় আমলাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে। আবার সেই অরাজকতাই আবার ফিরিয়ে আনতে চাওয়া হয়েছে এটাই হচ্ছে বুর্জোয়া সমাজের নিয়ম।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস ঃ—এই বলেই আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি, এবং ডিমাণ্ড ফর সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টসকে সমর্থন করতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার ঃ—এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল।

AFTER RECESS AT 2-00 P. M.

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়দের কাছ থেকে নামের তালিকা পেয়েছি। কিন্তু শাসক দলের কাছ থেকে যে নামের তালিকা পেয়েছিলাম সেটা প্রথম বেলার। এখন যারা আলোচনায় অংশ গ্রহন করবেন তাদের নামের তালিকা আমায় দেবার জন্য আমি শাসক দলের চীফ হুইপ মহোদয়কে অনুরোধ করছি। এখন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী জওহর সাহা মহোদয়কে আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী জওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ---মিঃ স্পীকার, স্যার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর অনুমোদন চেয়েছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি। এর উপর বিরোধী পক্ষ থেকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রনোদিতভাবে বিরোধীতা করেছেন। বিরোধী দলের কিছু কিছু সদস্য পুলিশের বরাদ্দ সম্পর্কে এমনকি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধেও বিষোদগার প্রকাশ করেছেন। আসলে, ব্যাপারটা হলো গত ১০ বছর ধরে ক্ষমতা থাকা কালীন থানাগুলিকে পার্টি অফিসে পরিনত করেছিলেন। পুলিশদেরকে তাদের দলীয় ক্যাডারে পরিনত করেছিলেন। পুলিশ অফিসারদেরকে একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল। বা অনেক ক্ষেত্রে পুলিশকে কাজ করতে দেওয়া হয় নি। স্যার, আজকে আমাদের এই নূতন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আইন শৃংখলার ব্যাপারটি আমরা কিছুটা সুরাক্ষা করতে পেরেছি এবং রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষ এর জন্য আমাদেরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিন্তু বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়রা বিষোদগার প্রকাশ করছেন, কারন, তাদের দলের খুনীরা আজকে খুন করতে পারছে না। পুলিশ আজকে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। ওদের দলের টি, এন, ভিরা বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে পারছে না, সন্ত্রাস সৃষ্টি করার কোন সুযোগই তারা পাচ্ছে না। সুতরাং, মাননীয় বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য মহোদয়রা এমতাবস্থায় পুলিশের উপর এবং সামরিক বাহিনীর উপর বিষোদগার প্রকাশ করবেন এটা বিচিত্র কি? তবে উনারা জেনে রাখুন ১০ বৎসর ধরে যে খুনের রাজত্ব উনারা কায়েম করেছিলেন এই ত্রিপুরা রাজ্যে, সে রাজত্বে আর ফিরে যেতে আমরা দেব না। উনাদের আর সে সুযোগ নেই। রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে আমরা সকল রকম ব্যবস্থা নিয়েছি। পুলিশ আজকে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে শুরু করবে এবং রাজ্যে শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে একটা সহায়ক ভূমিকা নেবে। এবং রাজ্যের যে সমস্ত খুনীরা আত্ম গোপন করে আছে, তারা যতক্ষন পর্য্যন্তনা কারাগারে আবদ্ধ হচ্ছে ততক্ষন পর্যন্ত আমরা আমাদের কাজ স্থগিত রাখব না। এখানে কোন কোন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, কারও কারও বিরুদ্ধে

পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছেন। হ্যাঁ, যদি সেটা করা হয়ে থাকে তাহলে এর জন্য আমরা দুঃখিত। তবে যে দু একটি ঘটনার কথা তারা বলেছেন, সেগুলি আমরা খোজ নিয়েছি। পুলিশ তাদের মারে নি, তারা জনতার হাতে মার খেয়েছেন। যে জনতাকে তারা এতদিন নিষ্পেশিত করেছিল আজকে তারা খোঁয়ার থেকে মুক্ত হয়ে যদি খুনীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়, সেটাতো আমাদের দোষ নয়,। দোষ বিগত ১০ বৎসর ধরে রাজ্যর মানুষের উপর নির্মম ভাবে যারা স্টীম রোলার চালিয়েছিলেন, তাদের। আমাদের কাছে তথ্য আছে, যারা খুনের সাথে জড়িত, যে-সকল লোকদের পর্য্যন্ত তৎকালীঃ বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা দপ্তরের মত একটা গুরত্বপুর্ন দপ্তরে, যে খানে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া শেখানো হবে, নিয়োগ করা হয়েছে। তাহলে ভেবে দেখুনতো কি একটা ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে দিয়ে এই ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষকে দিন কাটাতে হয়েছিল বিগত ১০ বৎসর ধরে। স্যার, বিরোধী দলের একজন মাননীয় সদস্য উদয়পুরের ঘটনার কথা এখানে বলেছেন। উনার বক্তব্য অত্যন্ত দুঃজনক। কিন্তু কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেদিন উদয়পুরে তাদের হয়েছিল এই ব্যপারেতো একটাকথাও উনি বলেন নি। প্রকৃত ঘটনা হলো সে এলাকার একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী বিশু সাহার খুনের ঘটনা নিয়ে। সেদিন প্রকাশ্য দিনের বেলা বিরোধী দলের একজন সদস্য মহোদয়ের বাড়ীর সামনে এবং তাঁরই নির্দেশে তাকে সেখানে খুন করা হয়েছিল। সেদিন একটা সরকারের সপথ নেওয়ার প্রাক মুহুর্ত্তে একটা তাজা প্রাণ খুন হয়ে গেল। এহেন একটা ঘটনার পরেও কি উদয়পুরে মানুষ তথা ত্রিপুরার মানুষ চুপ করে বসে থাকবে আমার কাছে তথ্য আছে সেদিন বিরোধী দলের অন্তর্ঘাত সেদিন কোথাও কোথাও প্রতিফলন হয়েছিল। যেটা পশ্চিমবঙ্গেও হয়েছে। তাদের ফ্রন্টের মধ্যে আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, সি পি আই এর মধ্যে যে দলীয় কোন্দল আছে, সে কোন্দল ত্রিপুরাতেও আছে। সে কোন্দল মেলাঘর, ধর্মনঘর, উদয়পুরে ত্রিপুরার সর্বত্রই আছে। সুতরাং, এটা তাদের দলীয় কোন্দল ফ্রন্টের মধ্যে কোন বিরোধের প্রতি-ফলন কিনা সেটা আমরা তদন্ত করে দেখছি। আমরা আশা করছি, সে রহস্য আমরা উদ্ঘাটন করতে পারব। একথাও ঠিক যে, সেদিন কংগ্রেসের বেশ কিছু সমর্থকদের বাড়ীঘরও তনছন হয়েছে। কোসটা কংগ্রেসের বাড়ী, কোনটা সি পি আই (এর) বাড়ী সেটা আমরা দেখতে চাইনী আমরা আমরা দড় প্রতিজ্ঞ যে কোন মুল্যে আমরা সমস্ত প্রকার উশৃংখলতাকে, অরাজকতা আমরা বন্ধ করব। এটা আমার সরকারের মুল লক্ষ্য। গঠনমূলক সহযোগিতার মনো-ভাব নিয়ে যদি বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়দের তরফ থেকে কোন প্রস্তাব আসে, তাহলে আমার সরকার নিচয়ই তাদের সাথে আলোচনায় বসতে রাজী আছে।

পঞ্চায়েত, মিউনিসিপালিটি আব নোটিফায়েড এলাকাগুলি সর্ম্পকে কেউ কেউ বক্তব্য রেখেছেন। গণতন্ত্রের নামাবলী গায়ে দিয়ে যারা গত ১০ বছর নোটিফায়েড এলাকাগুলিতে লক্ষ লক্ষ টাকা নয় ছয় করেছেন তাদের মুখে এই গণতন্ত্রের নামাবলী শোভা পায় না।

যারা বলবো কেন গত ১০ টা বছর আপনারা নোটিফায়েড এলাকাগুলির নির্ব্বাচন করতে পারলেন না, বিরোধী বেঞ্চ থেকে আমরা বার বার দাবী জানিয়েছিলাম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নোটিফায়েড এলাকাগুলির নির্ব্বাচন সংঘঠিত হোক, কিন্তু সেটা তারা করেননি কারন তাদের দলীয় কিছু লোকের স্বার্থের জন্য। আজকে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আপনাদের কাছে আমরা অনতিবিলম্বে রাজ্যের নোটিফায়েড এলাকাগুলি নির্ব্বাচন ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি, আমরা সেই কাজেও হাত দিয়েছি আমরা আশা করি রাজ্যের সমস্ত অংশের সমস্ত স্বশাসিত সংস্থাগুলির মধ্যে আমরা রাজ্যের মানুষের মধ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধি-দের হাতে ছেড়ে দিতে চাই। রাজ্যের নির্ব্বাচিত প্রতি নিধিরা তাদের উন্নয়ন মূলক কাজ করুন সেটাই আমাদের সরকার দেখছেন। পঞ্চায়েত, আমি নিজেও এক সময়ে পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলাম। বামফ্রন্ট শাসনে সেখানে দেখেছি কিভাবে দলবাজী করা হয়, কিভাবে ক্যাডার রচনা করা হয়, কিভাবে নির্ব্বাচনের প্রাক মুহূর্ত্তে ঐ সরকার যে ভাবে পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর নাম দিয়ে দলীয় ক্যাডারদের পুনর্ব্বাসন দিয়েছেন। সেটা ভাবতেও লজ্জা লাগে যার ফল আজকে পঞ্চায়েত দপ্তরে বেতন দেওয়ার মত অর্থ তাদের হাতে নেই, আজকে সেটা এই সরকারের সামনে একটা বড় সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে। একমাত্র দলীয় ক্যাডার যারা যেই এলাকায় বাড়ী এই দলের ব্যাপারে বিগত নির্ব্বাচনের সময় লাঠি হাতে লাল টুপি মাথায় দিয়ে সি. পি, এমের হয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল সেই সকল লোকদেরকে বিভিন্ন জায়গায় স্ব স্ব পঞ্চায়েত সেক্রেটারী হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের দলীয় প্রধান যারা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি আমাদের এই সরকারের পক্ষ থেকে, কংগ্রেস শাসনে অনেক প্রধান আজও আমরা দেখি যে তাদের সেই চৌচালা ঘরের ছানি তারা একরাত্রিতে পারে না, বছরে একমাত্র চৌচালার মধ্যে একটা চালের ছানি দিতে পারে, খাওয়ার সংস্থান নেই অথচ বিগত ১০ বছরে আমরা দেখেছি যাদের হাতে বিন্দুমাত্র আর্থিক সংস্থান ছিলনা, কিন্তু ওরা যখন বিয়ে করে লক্ষ-লক্ষ টাকার উপঢৌকন সেই বিয়েতে হাজির হয়। ওরা গাড়ীর মালিক হয়েছে, বড় বড় ইট বাট্টার শেয়ার হয়েছে, সুতরাং সেই সকল পেটোয়া প্রধানদের চিহ্নিত করার জন্যই আমাদের এই সরকারের গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা আছে বলেই আমরা দেখেছি পঞ্চায়েতকে কিছুদিনের জন্য স্থগিত রেখেছি। হ্যাঁ, আমরা আইনগত দিক নিবেচনা করছি, আমরা দেখছি এই রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের কল্যাণে যদি প্রয়োজন হয় আমরা পঞ্চায়েতগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে নূতন করে জনসাধরেণের রায় নেব এই রাজ্যের মানুষের কাছ থেকে। ভয়টা কেন ? পঞ্চায়েত স্থগিত রেখেছি, কেউ কেউ বলছেন কাজ বন্ধ হয়ে আছে। আমরা আমাদের মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছি যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতে ব্যাপক-ভাবে কাজ দেবার জন্য। ব্যাধা আসছে ঐ একটা জায়গা থেকেই ঐ যে সিলেকটেড কিছু ক্যাডার যারা বি ডি ও সাহেবের কাজ করছিল, যাদের খাতাটা আমরা আটক করে

রেখেছি, অডিটে দিয়েছি হিসাব পরীক্ষা করার জন্য, ঐ তাদের কিছু চিহ্নিত ক্যাডার বিগত দিনে লাল টুপি মাথায় দিয়ে, রাম দা দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে ঐ পঞ্চায়েত সেক্রেটারী হিসাবে, তারাই সেখানে উন্নয়নমূলক কাজে বাধা দিচ্ছে। আমরা তাদের সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করছি। আমাদের সরকার যদি দেখে তারা সরাসরি কেউ কেউ সেই সকল ঘটনায় জড়িত, উন্নয়নমূলক কাজে তারা বাধা দিচ্ছে আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবো না। মিউনিসিপালিটিতে—

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী আপনার সময় শেষ।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ শেষ করছি স্যার। মিউনিসিপালিটি এলাকায় প্ল্যানের মাধ্যমে আমরা এখানকার মানুষের শহরের মানুষের বিভিন্ন রকম সমস্যা সেটাক দূর করতে চাইছি। অনেক জঞ্জাল ড্রেনগুলির উপর গত ১০ বছর আমরা দেখলাম সেখানে কিছু টাকার উপঢৌকন নিয়ে নাকি কেউ কেউ বড় বড় বিল্ডিং করার জন্য অনুমতি নিয়েছিলেন তখনকার মিউনিসিপ্যালিটিতে। এছাড়াও আছে পাট্টা দেওয়া নিয়ে, তহশীল নিয়ে ইত্যাদি নিয়ে অনেক দুর্নীতির অভিযোগ আছে। এমন অভিযোগও আমাদের কাছে আছে যারা ছিলেন পূর্বকালের তারা পূর্ব পরিচালক ছিলেন তারা নাকি লক্ষ লক্ষ টাকা বেনামীতে সংগ্রহ করে তারা বাড়ী ঘর কেউ কেউ করেছেন, আমরা সমস্ত কিছু তদন্ত করছি এবং এই যে মিউনিসিপ্যালিটি সেটা আমরা ভাঙ্গলাম, সেটা কেন ভাঙ্গলাম কারণ সেটার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, সেটা অবৈধভাবে তদানিন্তন সরকার তাদের দলের পক্ষে কাজ করার জন্য সেখানে তার অনুমোদন আরও এক বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমরা সেটা করি নি। অনতিবিলম্বে রাজ্যে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির নির্বাচনের জন্য আমরা কাজ করছি, রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে ব্লকে এস আর ই পি, এন আর ই পি এবং আই আর ডি পি-র কাজকে আরও তড়িৎ গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা প্রতিটি ব্লকে সেখানে টাকা দিয়েছি। আমরা নিজেরা, আমাদের সরকার তদারকি করে দেখছেন কোথায় দুর্নীতি, কি দুর্নীতি, কি অভিযোগ কিংবা কোথায় কাজের ত্রুটি হচ্ছে। আমি আশা করি, রাজ্যের মানুষের কল্যাণের স্বার্থে, রাজ্যের বিভিন্ন অংশের যারা শ্রমজীবী মানুষ সেই শ্রমজীবী মানুষের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বিশেষ করে এস আর ই পি, এন আর ই পি এবং আই আর ডি পি স্বনির্ভর কর্মসূচী এইগুলি যাতে আমরা লক্ষমাত্রায় অনতিবিলম্বে পৌঁছতে পারি তারজন্য আমাদের এই সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছেন। নোটিফায়েড এলাকাগুলির গরীব অংশের শ্রমজীবী যারা আছে তাদের কর্মসংস্থানের জন্য আমরা সেখানে বিশেষ কিছু কাজের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। যাই হোক রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যারা আছেন, ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে আমরা সেই সকল সংখ্যালঘু মুসলমানদের আর্থিক সহায়তা এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার

ব্যাপারে আমাদের এই সরকার হাত দিয়েছে। আমি আমার এই বক্তব্য রেখে এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করার জন্য সমস্ত বিরোধী সদস্যদের কাছে আহ্বান রাখছি, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে সাপ্লিমেন্টারি ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্ট যার উপর আলোচনা চলছে আমি সেই ডিমাণ্ডের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এর কারন হচ্ছে যে টাকা এখানে চাওয়া হয়েছে কি পুলিশ দপ্তর কি নির্বাচনী দপ্তরের জন্য বা কি গ্রামের উন্নতির জন্য এই সমস্ত অর্থগুলি দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য অনু-মোদন চাওয়া হয়েছে সে জন্যই আমি তার বিরোধীতা করছি। স্যার, এখানে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নেই, তিনি কিছু পরিসংখ্যান এখানে পেশ করেছিলেন যে বামফ্রন্টের সরকারের এক মাস আর কংগ্রেস এবং উপজাতি যুব সমিতি সরকারের এক মাস। সেই পরিসংখানের মধ্যে সুকৌশলে উনি একটা বিষয়ে এড়িয়ে গিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে যে, বামফ্রন্ট সরকার দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় আসার পর এক মাসের মধ্যে কত কংগ্রেস কর্মীদের দ্বারা বামফ্রন্টের কর্মীরা আহত হয়েছিল এবং পুলিশের আক্রমনে আহত হয়েছিল? এক মাসের মধ্যে কত কংগ্রেসের বাড়ীঘরে লুট হয়েছিল, কংগ্রেস আইয়ের কত কর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রুজু করা হয়েছিল আর কংগ্রেস যুব সমিতি প্রতিষ্ঠা হবার পর এক মাসের মধ্যে কত বামফ্রন্টের কর্মীকে আহত করা হয়েছে, হামলা করা হয়েছে, তাদের বাড়ীঘর লুট করা হয়েছে? কয়েক হাজার বামফ্রন্ট কর্মীর বিরুদ্ধে এর মধ্যেই মামলা রুজু করা হয়েছে, সাজানো মামলা এই তথ্য মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী দেন নি। কারন উনি দায়িত্ব এড়াতে পারেন না, কারন যে বলগাহীন আক্রমন বিরোধী দলের উপর শুরু হয়েছে পুলিশ এবং সি আর পিদের সঙ্গে মিয়ে এটা উনি জানেন এবং জানেন বলেই এই তথ্যটা এখানে গোপন করে রেখেছেন।

বিশালগড় থানা অন্তর্গত কৈয়া ঢেপা যে জায়গা, সেই জায়গাটা হচ্ছে বামফ্রন্টের শক্ত ঘাঁটি, যেখানে কংগ্রেস (আই) দল তার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে পারছেনা। সেই জায়গাটা বিশালগড় থানার নামে রেখে দেওয়া হয়েছে। সি, পি, আই, (এম) কর্মীদের ধর, তাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে শাসাও। তাদের থানায় নিয়ে গিয়ে মারো। ২৪শে ফেব্রুয়ারী জীবন চৌধুরী নামে সি, পি, আই, (এম) কর্মী তাকে থানার লক আপে রেখে মারধোর করা হল। আর বামফ্রন্ট কর্মীদের বলা হচ্ছে, তোমাদের নামে থানায় মামলা রুজু করা হচ্ছে, বলা হচ্ছে তোমাদের ধরে নিয়ে যাওয়া। হবে। এইভাবে বিরোধী দলকে নির্মূল করার লক্ষ্য নিয়ে পুলিশ প্রশাসনকে পরিচালনা করছেন

অনিচ্ছা সত্ত্বেও এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীজহর সাহা কিছু প্রকাশ করে ফেলেছন, দুঃখও প্রকাশ করেছেন, অবশ্য যেহেতু সরকারের যারা, কীর্ত্তি করলে পর, স্বীকার করলে পর অসুবিধা হবে এবং তার জন্য উনি উনার বক্তব্যটা পরবর্ত্তী সময়ে ঘুরিয়ে নিয়েছেন। কি দোষ করেছিল দীপক মজুমদার? ত্রিপুরার কর্মচারী আন্দোলনের এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তি তাকে কংগ্রেস (আই) সমাজদ্রোহী, পুলিশ, সি, আর, পি, প্রহরায় তাকে মারধোর করেন, চড়াও করল। তার কোমড় ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, তাকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আপনার মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তাকে থানার লক আপে নিয়ে মারধোর করা বা সামাজদ্রোহীর মাধ্যমে এই ধরনের মারধোর করা এই আইন তিনি কোথায় পেয়েছেন? অপরাধী হলে কি কোর্ট-এ আইন নেই? তার বিচার নেই? সমাজদ্রোহীর মাধ্যমে মারধোর করা যায়? মাননীয় ২নং মন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া কি এই কথা স্বীকার করতে চান? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সারা রাজ্যে কি চলছে? সেনাবাহিনী আনা হয়েছে, বলা হয়েছে টি, এন, ভি, দমন করা হবে। এখন টি, এন, ভি, কোথায়? এখন টি, এন, ভিরা মুক্ত। কারন তারা জানেন যে ত্রিপুরার রাজ্যে বামফ্রন্টের কর্মীদের খুন খারাপির মধ্য দিয়ে পাঁচ শতাধিকের অধিক বামফ্রন্টের কর্মী টি, এন, ভির হাতে নিহত হয়েছে। এই উপদ্রুত এলাকা ঘোষনা, সেনা নামানো, রিগিং ইত্যাদি এইসব প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করে, সেখানে নির্বাচন করা হয়েছে। টি, এন, ভি, খুশী যে তাদের একটি বন্ধু সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার ফলে কি দেখা গেল এখন সেখানে এই সি, পি, এম কর্মীদের খোঁজ তাদেরকে সেনার মহল্লায় নিয়ে ধরে দাও. তাদের জিজ্ঞাসাবাদ কর. তাদের বলো সি, পি. এম. মানে টি, এন, ভি। এই নতুন নীতি কংগ্রেস এবং যুব সমিতির সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে চালু করে বিরোধী দলকে দমন করার জন্য একটা কৌশল অবলম্বন করেছেন। এর জন্য এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটটাকে আমি সমর্থন করতে পারছিনা। স্যার, এখানে যে রুরেল ডেভালাপমেন্টের জন্য, গ্রামীন উন্নয়নের জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। এখানে আমরা কি দেখি? এই যে প্রহসন করে নির্বাচন করা হল, এই রকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বামফ্রন্টকে ফেলে দেওয়া হল, তারপরে আমরা দেখলাম ত্রিপুরা রাজ্যেল বেশীর ভাগ মানুষ বামফ্রন্টকে ভোট দিয়েছে। উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা. সেনা নামানো. কোন কোন ভোটের ক্ষেত্রে রিগিং এইসব করার পরও আমরা দেখলাম বামফ্রন্টের গতিকে ওরা স্তব্ধ করতে পারেনি। ত্রিপুরা রাজ্যের বেশীর ভাগ মানুষ বামফ্রন্টকেই ভোট দিয়েছে। তার কারন কি? তার কারন হচ্ছে বামফ্রন্ট ১০ বৎসরে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজের জোয়ার সৃষ্টি করেছিল। বামফ্রন্ট গ্রামে গঞ্জের মানুষকে কাজ দিয়ে, সেই গ্রামে

গঞ্জের মানুষের অধিকার দেওয়া, তাদেরকে জীবন-জীবিকার সংগ্রামে হাতিয়ার হিসাবে কাজ করায় বামফ্রন্ট সরকার সাধারণ মানুষকে যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মানুষের আকাংখা কি ছিল ? এই গতি অব্যাহত থাকুক। এই ধরনের আকাংখা তারা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছে। যার ফলে এত সব করা সত্বেও বামফ্রন্টের পক্ষে ভোট বেশী পড়েছে। আমরা মনে করছি কংগ্রেস এবং যুব সমিতি সরকার এই সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের যে মতামত সেই মতামতকে শ্রদ্ধা জানাবে কিন্তু এসে দেখলাম মানুষ যা চেয়েছিল তারা কাজ শুরু করেছেন তার উল্টো। তাদের প্রথম আঘাত মিউন্যাসিপ্যালিটি, তারপর আঘাত পঞ্চায়েত এবং বি. ডি, সির ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া, জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হবেনা। আজকে গ্রাম সম্পর্কে যারা জানেন, গ্রামের কোথায় কিভাবে উন্নয়ন করতে হবে, সবচেয়ে বেশী যারা সাহায্য করতে পারেন তাদেরকে নিস্ক্রীয় করা হল। সেই বি, ডি, সির মধ্যে বামফ্রন্টের ১০ বৎসরে সেই বি, ডি, সির অফিসাররা যেতেন, তাদের কাছে হিসাব দিতেন, তাদের কাজকর্মের ত্রুটি বিচ্যুতি সমস্ত পরীক্ষা নীরিক্ষা করে নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতেন, এই ব্যবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যে ছিল। সেখানে পঞ্চায়েতকে, বি, ডি, সিকে নিস্ক্রীয় করে রাখা হয়েছে। কাজেই এই অবস্থায় গ্রামের উন্নয়নের জন্য যে খরচ করবেন, সেটা দলীয় স্বার্থে খরচ করবেন। সেই খরচ দলীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য করা হবে এই অবস্থা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এখনই সৃষ্টি হয়েছে। এই খরচ যাতে এইভাবে না হয় তার জন্য আমি এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে বিরোধীতা করছি আর তা না হলে এখন হাউসের সামনে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলুন যে ক্ষমতা দেওয়া হবে, বি, ডি, সির হাতে আবার ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হবে, পঞ্চায়েত মেম্বারদের ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু জানি স্বৈরাচারী নীতি চলছে এখন, তারা এই ঘোষণা করতে পারে না। তার জন্যই আমি এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী শ্রী রতন চক্রবর্তী

শ্রী রতন চক্রবর্তী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—অনারেবল স্পীকার স্যার, আজকে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর আলোচনায় আমাদের মাননীয় বিরোধী পক্ষ যে অভিযোগ গুলি এনেছেন, আমি অবাক হচ্ছি এই কারনে যে, গত ১০ বৎসরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটা দায়িত্বশীল অবস্থার মধ্যে নিশ্চয়ই থাকার ফলে তাদের ভিতরে এই বোধ থাকার প্রয়োজন ছিল, একটা সরকার যখন ক্ষমতায় আসে তখন তাকে যথেষ্ট সুযোগ এবং সময় দেওয়া প্রয়োজন। আমি প্রথম দিনেই এই কথা বলতে চেয়েছিলাম যে, সমালোচনার জন্য বা বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা এই নীতি সংসদীয়

গণতন্ত্রে অস্বাস্থ্যকর। এখানে কোন এক সদস্য বলেছেন যে, এই সরকারের দুর্নীতির মধ্যেই জন্ম হয়েছে। তাহলে আমার ধরে নিতে হয় গত ১০ বৎসরে ত্রিপুরার অবস্থাটা দুর্নীতিমুক্ত ছিলনা, দুর্নীতির ভিতরে ছিল। যে দুর্নীতির মধ্যে থেকে প্রতিবাদস্বরূপ এই সরকার বেরিয়ে এসেছে যাতে তারা তাদের ত্রুটি অনুধাবন করতে পারেন। সেজন্য কথাটা ঠিকই বলেছিলেন, কয়েকটা শব্দের তারমধ্যে অর্থটা অন্য রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাই হোক গত ১০ বৎসরে গণতান্ত্রিক অবস্থাটা কি ছিল সেটা যদি আমরা লক্ষ্য করে দেখি তাহলে নিশ্চয়ই দেখতে পাওয়া যাবে যারা আজকে গণতন্ত্র-এর কথা এই সমস্ত শব্দ নিয়ে আলোচনা করেছেন তারা একটু দয়া করে লক্ষ্য করবেন যে, গত ১০ বৎসরে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কিভাবে কণ্ঠরোধ করা হয়েছে এবং তাদেরকে সংকুচিত করা হয়েছে।

এইটা পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতরে যে সমস্ত ম্যানিজিং কমিটিগুলি ছিল সেই সমস্ত কমিটিগুলিকে ওরা নির্বাচন করেন নি, এডমিনিস্ট্রেটার বসিয়ে দেওয়া ছিল। সুতরাং সেই অবস্থায় তাদের দিক থেকে সমালোচনা উঠলে স্বভাবতই আমাদের আশ্চর্য্য হতে হয় গণতান্ত্রিক অবস্থা সম্পর্কে ওরা কি করে বলেন। পুলিশকে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার ওরা দিয়েছিলেন, কিন্তু বস্তুতপক্ষে আমরা দেখেছি যে, পুলিশের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারে যারা নির্বাচিত হয়েছিল তাদেরকে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার দেওয়া হয়নি, যার ফলে তারা কাজ করতে পারেন নি এবং তাদের মধ্যে অসন্তোষ দারা বেঁধে উঠেছিল। তারপর জুট মিলে আমরা দেখেছি আই এন, টি ইউ সির যারা তারা ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার নিয়ে কাজ করতে পারেননি, তাদের উপর আক্রমণ হয়েছে বিভিন্ন সময়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে সব অধিকার থাকার প্রয়োজন ছিল তা তারা হারিয়ে ফেলেছে। চা বাগানগুলিতেও আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠন আই এন, টি ইউ সির উপর কিভাবে হামলা হয়েছে এবং তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে সংকুচিত করার চেষ্টা হয়েছে। তার পর বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বমূলক কমিটিগুলিতে যেখানে বিরোধী দলের সদস্যদের থাকার প্রয়োজন ছিল এবং থাকা উচিৎ সেই সমস্ত জায়গায় বিশেষ করে যেমন, সেলফ এমপ্লয়মেন্ট এডভাইসারী বোর্ড, সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যেখানে বেকার সমস্যাটা প্রবল আকার ধারণ করেছে সেখানে আজকে বেকার যুবকদের ভবিষ্যৎ এর সংস্থাব করার জন্য যে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট স্কীম কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন সেখানে আমরা দেখেছি যে, বিভিন্নভাবে দলবাজী করা হয়েছে, উপযুক্ত যারা বেকার আছেন তাদের মধ্য থেকে কাউকে সুযোগ নিতে দেওয়া হয়নি। তারজন্য এখানে পরিস্কারভাবে বলা যায় যে গণতান্ত্রিক অধিকার সেখানে খর্ব করা হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি সেখানে মানা হয়নি। এখানে পত্রিকা সম্পর্কে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে আমরা একটা কথা

পরিস্কারভাবে আগেও বলেছি এখনও বলতে চাই যে সরকার কোন রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের জন্য সরকারী প্রশাসন যন্ত্রকে ব্যবহৃত করতে দেবেন না। কারণ সরকারের এইটা কাজ নয় যে কোন রাজনৈতিক দলের খিজস্ব মতবাদ প্রচার করার জন্য জন-সাধারণের পয়সা যেটা সরকারী অর্থ, আমরা মনে করে সেই অর্থকে ব্যবহার করে গ্রামে গঞ্জে দলীয় মেশিনারী গড়ে তুলতে দেওয়া কোন অবস্থাতেই গনতন্ত্রের মধ্যে সুষ্ঠতার পরিচয় নাই। সুতরাং আমরা এই কারনে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে কোন রাজনৈতিক দলকে তার মতবাদকে জানানোর জন্য সরকারী পয়সায় তার দলীয় মুখপাত্র ব্যবহার করতে দেব সব। এই প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করতে পারি যে গত দশ বছর আমরা লক্ষ্য করেছি যে ত্রিপুরা রাজ্য এবং ইণ্টানজোনে সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকা দৈনিক সংবাদ-এর অধিকারকে খর্ব করার চেণ্টা করা হয়েছে, সেখানে আমরা দেখেছি তাদেরকে বঞ্চিত ও উপেক্ষা করা হয়েছে এবং তাদের অধিকারকে সংকুচিত করার চেণ্টা হয়েছে। পুলিশের সম্পর্কে যে কথাটা এখানে উঠেছে, আমি আশা করি মাননীয় সদস্যরা এইটা বুঝতে চেণ্টা করবেন যে, বিগত নির্বাচনে আইন শৃংখলার প্রশনটা রাজনৈতিক হিসাবে বড় ছিল এবং যেটা রাজ্যের সমস্যা হিসাবে বিবেচিত হয়েছে সাধারন মানুষের কাছে এবং সারা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে, কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে দৈনিক ঘুম থেকে উঠেই আমরা রাজ্য সরকারের গতনের খবর পাইনি, পেয়েছি মানুষের মৃত্যুর খবর। এই মৃত্যু সংবাদটার সঙ্গে একটা কথা পরিস্কারভাবে বলতে পারি য়ে, পুলিশের ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু পেছন দিকে ফিরে যাই তাহলেই দেখা যায় ঘরোয়া প্রশাসন, রাজনৈতিক দলের কর্মীরা রাজনীতিতে থাকার অপরাধে এবং রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করার অপরাধে শাসক দলের রাজনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছে, প্রকাশ্যে তাদের যারা খুন এবং হত্যার ঘটনা ঘটাচ্ছে সেখানে আজকে আমার মাননীয় বিরোধী সদস্য বন্ধুদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, সেই দিনকার সেই সমস্ত ঘটনাগুলি যার মধ্য দিয়ে এইটা প্রমানিত হয়েছে যে, গত দশ বছর ধরে বিরোধী রাজনৈতিক মতবাদকে চেপে দেওয়ার জন্য তাদের কণ্ঠরোধ করার জন্য পুলিশকে যথেণ্টভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তার সব চেয়ে বড় প্রমান হল হরুয়ার ঘটনা, যে ঘটনা রাজনৈতিক মত-বাদকে সম্পূর্ণভাবে ধূলিসাৎ করে দেওয়ার চেণ্টা করা হয়েছে। সুতরাং প্রথমেই আমাদের আশ্চার্য্য হতে হয় যে আজকে একটা সরকার ক্ষমতায় আর সেই সরকারকে কাজ করার সুযোগ না দিয়ে শুধু তার সমালোচনা করার জন্য আজকে যে আইন শৃংখলার দিক দিয়ে পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য বিরোধী দল থেকে বাহবা পাওয়ার প্রয়োজন ছিল সেখানে সেই বাহবা দূরে থাকুক বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য শুধু বিবেচনা প্রসূত নয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বিরোধীতা করতে হয়, সেই বিরোধীতার দিকে লক্ষ্য রেখে এখানে সমালোচনা করা হচ্ছে। পুলিশকে দশ

বছর যা শিখানো হয়েছে, একটা ব্যবস্থার মধ্যে পুলিশ কাজ করেছে এইটা আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। দশ বছর ক্ষমতায় থেকে আজকে যারা বিরোধী আসনে বসেছেন তাদের যে চিন্তা মানে কাজ করার যে রীতিনীতি তার মধ্যে থেকে পুলিশকে কাজ করতে হয়েছে, এই কথা কি আমাদের ধরে নিতে হবে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে পুলিশকে আমরা এমন ট্রেনিং দিয়েছি যে ট্রেনিং-এর মধ্যে থেকে পুলিশ আজকে জন বিরোধী ভূমিকায় চলে যাচ্ছে? নিশ্চয়ই মনে হয় না, এই ধরনের চিন্তা করার কোন অবকাশ নাই। কারণ পুলিশকে আমরা চাই তার আইন শৃংখলা রক্ষা করার ক্ষেত্রে সে তার নিজের ভূমিকা পালন করুক, সেখানে কংগ্রেস কমিউনিষ্ট বড় প্রশ্ন নয়। দেশের সার্বিক আইন শৃংখলা রক্ষার ক্ষেত্রে শান্তিশৃংখলা রক্ষার ক্ষেত্রে পুলিশ তার উপযুক্ত ভূমিকা নিক এবং সেখানে কোন ব্যর্থতা হলে সেই ব্যর্থতার জন্য অবশ্যই বিরোধী পক্ষ সমালোচনা করবেন। এইটা গণতান্ত্রিক বিনিময় এবং এইভাবেই গণতন্ত্র শক্তিশালী হচ্ছে এবং হবে। সুতরাং আজকে যে সমস্ত সমালোচনাগুলি এখানে এসেছে সেই সমালোচনাগুলির পেছনে খুব একটা যুক্তি নাই আমার মনে হয় যারা সমালোচনা করেছেন তারাও বুঝতে পারছেন বলে বিরোধীতা করতে হবে এমন কোন কথা নাই আমার মনে হয়। যদিও আমরা নূতন এসেছি এবং সমস্ত রকম ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি এবং স্বাভবতই নূতন সদস্য হিসাবে এইটা ও আমাদের দৃষ্টিতে এসেছে যে যারা সমালোচনার জন্য সমালোচনা করেছেন তারা যেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে একটু পরিবর্তন করেন। কারণ আইন শৃংখলা যেখানে সার্বিক স্যাস্যা ছিল সেই কে সামনে রেখে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ নূতন করে রায় দিয়েছেন, সেই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আইন শৃংখলার উপর জোর দেওয়ার জন্য পুলিশ প্রশাসনে অধিক অর্থ বরাদ্দ হবে এইটাতো অস্বাভাবিক কিছু না। ত্রিপুরা রাজ্যের পিছিয়ে পরা বঞ্চিত মানুষের জন্য এই সরকার কাজ করছে। বিগত সরকার একদম কাজ করেন নি এই কথা বলার মতঅবিবেচক আমরা নাই। কিন্তু কাজ করতে যে খানে অবিবেচনা মূলক কাজ হয়েছে গিয়ে যেখানে মানুষকে বঞ্চিত করা হয়েছে সেই গুলিকে আমরা খতিয়ে দেখতে চাই, যার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন যে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভবিষ্যতে নির্বাচিত সদস্যদের মাধ্যমে দুর্নীতিমূলক একটা ব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলতে চাই। আজকে এখানে অনেক সদস্য সমালোচনা করেছেন, কিন্তু এইটা ভাবা দরকার ছিল যে পুলিশ হতে শুরু করে সমস্ত রকমের সমালোচনাই আপনাদের ঘোড়ে পরবে এই কারনে যে, গত দশ বছর আপনারা এই ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় আপনাদের এই শাসন ক্ষমতায় থাকা কালীন ব্যবস্থায় পঞ্চায়েতে যদি দুর্নীতি হয়, তার জন্য নূতন দায় আপনাদের ঘাড়ে চাপানোর কোন যুক্তি নাই কারণ আপনারা এখন বিরোধী আসনে আছেন কিন্তু যেই দিন সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে যখন বিধানসভার ভিতরে ও

গণতান্ত্রিক বাহিরে পক্ষে আমরা চিৎকার করেছি তখন যদি গনতান্ত্রিক আন্দোলনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকত তাহলে আমার মনে হয় বিধানসভায় প্রতি দিন দুই চারটা করে পদত্যাগের ঘটনা ঘট উচিৎ ছিল। সেই দিন তদন্ত না করার ফলে আজকে আপনাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে আপনারা পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে সমালোচনা করছেন। কাজেই আমি আশা করি এই সরকারকে আপনারা কাজেই সুযোগ দেবেন এবং এই সুযোগের মধ্যে আপনাদের সমালোচনার কিছু না কিছু আছে, কোন কাজে আমরা যদি ভুল করি, আমাদের কাজে যদি বড় ধরনের কোন ফারাক থাকে বা সেখানে জন-বিরোধী যদি কোন নীতি আসে নিশ্চয়ই তার সমালোচনা করবেন, সেই অধিকার জনগন আপনাদের দিয়েছেন, গনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আপনাদের দিয়েছেন, গনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আপনাদের দিয়েছেন। সুতরাং আমরা আশা করি এই সাপ্লিমেণ্টরী বাজেট যেটা এসেছে এই বাজেটের পক্ষে আপনারা এই সরকারকে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে দেবেন এবং সেখানে গঠন মূলক সমালোচনা ভবিষ্যতে আপনাদের কাছ পাব আমরা এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয সদস্য শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববমা (আশারামবাড়ী) ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রিগিং মাষ্টাররা সংখ্যালঘু সরকারের মন্ত্রীসভা হিসাবে যে সাপ্লিমেণ্টারি গ্র্যাণ্টস্ এখানে উপস্থাপিত করেছেন সেটা আমরা মানতে পারছিনা। কারণ যারা রিগিং মাষ্টার, যারা রিগিং করেছেন তারা শিখিয়েছেন যে কিভাবে ধনতন্ত্রের নামে, ধনতন্ত্রকে বজায় রাখার জন্য ঐ ধনতন্ত্রের দালালরা তাদেরকে রিগিং মাষ্টার হিসাবে এখানে বসিয়েছেন। তাদেরকে কোন্ মানুষ মানবে? এখানে টাকা চাওয়া হয়েছে কিন্তু তাদের লক্ষ্য কি? তাদের লক্ষ্য লুটপাট করা আর সেই লুটপাট করার জন্য এই টাকা চাওয়া হয়েছে। তারা কিছু টাকা বন্টন করেছেন, আরও কিছু টাকা বন্টন করবেন। নির্বাচনের সময়ে তারা রিগিং করে ভোট পেয়েছন। ত্রিপুরার জনগণ তাদেরকে ভোট দেয়নি। ভারতবর্ষের মধ্যে আজকে ধনতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের লড়াই চলছে। আমরা জানি তারা বামফ্রন্টের নামে বিভিন্ন সময়ে আইন শৃংখলা ভঙ্গ করবে। বলুন তো তারা ১টি টি, এন, ভি, ধরেছেন? জওহরলাল নেহেরু থেকে শুরু করে রাজীব গান্ধী পর্যন্ত আমরা দেখছি। এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের অধিকার করার জন্য আমরা আন্দোলন করেছি। তাদের খাওয়া পরার জন্য আমরা আন্দোলন করেছি, কিন্তু এই কংগ্রেস-(ই)রা তাদের ধনতন্ত্রকে বজায় রাখার জন্য সেখানে নাসা/মিসা প্রভৃতি প্রয়োগ করেছে তাদের স্বার্থের জন্য। আজকে একটা মোশন এসেছিল মিলিটারি দ্বারা ভাটি অভয়নগরে যে অত্যাচার হয়েছিল সে সম্পর্কে কিন্তু সেটা তুলতে দেওয়া হয় নাই। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার বাড়ীতে যদি এরকম হয় সেদিন আপনি কি চুপ করে থাকবেন? অথচ আজকে

আমাদেরকে কথা বলতে দিচ্ছেন না। কোন্ ক্ষমতার অধিকারে? কারো বাড়ী-ঘর লুটপাট করুক সে অধিকার এই সংখ্যালঘু সরকারকে দেওয়া হয়নি। এই সংখ্যালঘু সরকার ধনিক গোষ্ঠীর নিয়ম অনুসারে আজকে করছে আরও করবে। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে তাণ্ডবলীলা চলছে তা তাদের কাছে কিছু না। পত্র-পত্রিকায় দেখলাম যে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ৩০।৪০ কোটি টাকা দিতে চেয়েছিল। এসব কিছু করছে এই ধনিক গোষ্ঠী। * তারা করতে পারে,।

ডকাতিও করতে পারে। এই হল তাদের দল।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) ঃ—পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য একজন প্রবীন সদস্য। উনি ভাল করে জানেন যে দালাল, খুনী এগুলি হচ্ছে আনপার্লামেন্টারি। এখানে আনপার্লামেন্টারি যেসব ওয়ার্ড বলা হয়েছে সেগুলি একসপাঞ্জড করা হউক।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) ঃ—আনপার্লামেন্টারি যে ওয়ার্ডগুলি ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি একস্পাঞ্জড করা হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ—এই ওযার্ডগুলি একস্পাঞ্জড করা হল।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ—খুনীকে খুনী বলব না ত কি প্রভু বলব?

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং মন্ত্রী ঃ—পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্যকে খুনী প্রমাণ করতে হবে। সদস্যদের প্রতি এভাবে খুনী ওয়ার্ড ব্যবহার করবেন না। প্রমাণ দাখিল করতে হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ—ধনতান্ত্রিক দালাল যারা তারা এটা করবে। কাজেই সংখ্যালঘু সরকার যে সাপ্লিমেন্টারি গ্র্যান্টস্ এনেছেন সেটা সমর্থন করা যায় না ভারতকে রক্ষার জন্য।

(গণ্ডগোল)

ধনী গোষ্ঠী খুন করবে, ডাকাতি করবে, লুটপাট করবে এটাত স্বাভাবিক। কাজেই সেদিক থেকে এখানে যে সাপ্লিমেন্টারি গ্র্যান্টস্ আনা হয়েছে সেটাকে আমি সাপোর্ট করতে পারি না। এই টাকাগুলি তারা চেয়েছে প্রত্যেক দপ্তরের জন্য গাড়ী কিনতে এবং আরও কতজন মন্ত্রী হবে তার জন্য।

প্রথম অধ্যায় থেকে শুরু করে কতজন মন্ত্রী হয়েছেন আরো নিশ্চয়ই হবে। কাজেই বাজেটকে গ্রাস করার জন্যেই এই টাকাগুলি চাওয়া হয়েছে। এই বাজেটে টাকাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করার জন্যেই সংখ্যালঘু সরকার বসে আছে। কাজেই এই

* Expuaged as ordered by the Chair.

সংখ্যা লঘু সরকারের বাজেটটাকে কি করে সমর্থন করতে পারে মানুষ কারণ এই বাজেট দ্বারা গরীব মানুষের কোন কল্যাণ হবেনা। এখানে পুলিশ বাজেট বাড়ানো হয়েছে পুলিশ বাজেট না বাড়ালে গরীব মানুষকে রক্ষা করা যাবেনা। আমরা অবাক হচ্ছি ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ বাদে পুলিশকে গনতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছেন কারা? কংগ্রেস রাজত্বে পুলিশকে গণতান্ত্রিক অধিকার দিচ্ছেন এমন কোন উদাহরন দেখাতে পারেন আপনারা সেই ভিত্তিতেই বলছি, আপনারা যে গণতন্ত্র গনতন্ত্র বলছেন সেটা কোন গণতন্ত্র ধনীকগোষ্ঠীর গনতন্ত্রের কথাই আপনারা জানেন। প্রকৃত গনতন্ত্র সম্পর্কে আপনাদের কোন আইডিয়া রয়েছে কি? আজকে সারা ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে যেভাবে চেতনা আসছে এতে আপনারা আর তাদের কাছেই যেতে পারবেন না। প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে পদত্যাগ করতে হবে, কারণ ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ সংগ্রামী, তার জন্যে আপনারা তৈরী থাকবেন। সেই দিন আপনাদের ঠিক করতে হবে আপনারা গণতন্ত্রের পক্ষে থাকবেন না সমাজতন্ত্রের পক্ষে থাকবেন। সেদিন আপনাদের পরীক্ষা হবে। সেই দিক থেকে এখনো আপনারা কোন লক্ষ্য স্থির করতে পারেননি। কাজেই এইখানে আপনাদের যে সাপ্লিমেন্টারি বাজেট এনেছেন এইটাকে আমি মোটেই সমর্থন করতে পারিনা। এবং এটাই আমরা বলব যে, সাধারণ মানুষকে লুটেপুটে খাবার জন্যেই এই বাজেটটা আপনারা করেছেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষকরছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) ঃ---মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এনেছেন তাকে আমি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে আমার বক্তব রাখছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে যারা বিরোধী বেঞ্চে রয়েছেন তারা কি ভুলে গেছেন যে, বিগত এই ৮৭-৮৮ সালের যে বাজেট তারা করেছিলেন সেই বাজেট জনগনের কল্যাণে ব্যয় না করে তারা সেটাকে নির্বাচনে জিতবার জন্যে ব্যয় হয়েছেন, ফলে এই নব-নির্বাচিত কংগ্রেস-ই টি, ইউ, জে, এস, সরকার সরকার পরিচালনা করবার জন্যে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট করতে বাধ্য হয়েছেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা কি দেখেছি আজকে যারা এখ বিরোধী বেঞ্চে বসে আছেন, আজকে যারা চিৎকার করেছেন, বিগত পাঁচ বছরে আমরা কি দেখেছি আমরা দেখতে পাই প্রতি বছরই চারটি বা পাঁচটি করে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এনেছিলেন বামফ্রন্ট সরকার। আর অজকে মাত্র একমাস আমাদের এই নব-নির্বাচিত সরকারকে জনগন প্রতিষ্ঠিত করেছেন এই রাজ্যে এবং বিভিন্ন বিভাগের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা ছিল সেই টাকা এই বামফ্রন্ট সরকারের দৌলতে সেই সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করেছে।

যারফলে আজকে আমাদের এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট করতে হয়েছে। আর এখন তারা এর বিরোধীতা করছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের বিরোধীদলের নেতা যিনি ছিলেন বিগত দশ বছর এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। উনি কি ভুলে গেছেন আমাদের স্বরাষ্ট্র হোম ডিপার্টমেন্ট এর জন্য যে বাজেট আনা হয়েছে উনি তার বিরোধীতা করছেন উনি কি ভুলে গেছেন এই রাজ্যে বামফ্রন্টের আমলে হাজার হাজার লোক খুন হয়েছে। এবং আমরা এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে প্রতিদিন রেডিওতে শুনতে পেতাম যে, আজকে এতজন খুন হয়েছেন,কালকে ততজন উগ্রপন্থীদের হাতে খুন হয়েছে, আজকে অমুক জায়গায় ডাকাতি হয়েছে। আর আজকে এই নতুন সরকার ক্ষতায় এসেছেন মাত্র এক মাস কিন্তু এই সময়ের মধ্যে উগ্রপন্থীদের হাতে একটিও খুন হয়নি এই ধরনের খবর কোন পত্রিকায়ও দেখা যায়নি। লজ্জা হয় ভাবতে আবার চিৎকার করছেন বিরোধী বেঞ্চ থেকে ভাবতেও লজ্জা হয়

কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখতে পাই, এই গত দশ বছরে এই রাজ্যে আমাদের নৃপেনবাবুর পকেটে ছিল গুলিটা। স্বরাষ্ট্র দপ্তরতা ছিল উনার হাতে আজকে আমাদের রাজ্যের এই যে পুলিশ তারা গাঁদা বন্দুক নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় তখন ঘুরতেন। কিন্তু নৃপেনবাবুর অনুমতি না পেলে এই উগ্রপন্থী দমন করা বা চুরি ডাকাতি বন্ধ করা যাবেনা। কারন নৃপেনবাবুর পকেট থেকে তো গুলিটা দিতে হবে। এই হচ্ছে তাদের চরিত্র। হাজার হাজার কংগ্রেস কর্মী, টি. ইউ. জে. এস কর্মী খুন হয়েছেন এদের হাতে। আর আজকে তারা বড় বড় বুলি দিচ্ছেন বিরোধী বেঞ্চে এইটা ভাবতেও লজ্জা হয়। চমৎকার সেই বামফ্রন্ট সরকার। আজকে আমাদের এই নব গঠিত সরকার সমস্ত ক্ষতাকে প্রশাসন ভেঙ্গে দিয়েছেন। আজকে আমরা দেখছি, যেই মাত্র সেই নৃপেনবাবু এই রাজ্যে খুন আরম্ভ হবে, চুরি আরম্ভ হবে, ডাকাতি আরম্ভ হবে সেদিন থেকেই এই রাজ্যে খুন চুরি ডাকাতি শুরু হবে। আবার তিনি বললেব এটা বন্ধ হবে বেশ বন্ধ হয়ে গেল। এই হচ্ছে তাদের চরিত্র।

আজকে তারা বললেন, তারা নাকি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু আমি জানিনা গণতন্ত্র বলতে সেটা কি বুঝায় সেটা কার্লমার্কের্সর থিওরীতে আছে কি না সেটা বামপন্থী-রাই একমাত্র বলতে পারেন। আর কংগ্রেস গনতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসী কিনা সেটা ভারতবর্ষের সংবিধান জানে।

কিন্তু আমরা বলতে পারি যে গণতন্ত্রকে আপনারা ধ্বংস করেছেন। গত দশ বছরে কি করেছেন আপনারা? জনগণ আজকে আপনাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন তাই আজকে কংগ্রেস এবং টি ইউ জে এস সরকার টিকে রয়েছেন।

আজকে ল্যাম্পস এবং প্যাক্স-এর কি চিত্র? একটাও ল্যাম্পস এবং প্যাক্স-এর কোন টাকা নাই। সমস্ত নির্বাচনের কাজে ব্যয় করা হয়েছে। আর আজকে বলোছন পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত। বলুন তো দেখি বিগত দশ বছরে আমরা যখন বিরোধী ছিলাম কতজনার বিরুদ্ধে এই হাউসে অভিযোগ এনেছিলাম? যারা প্রধান, বামফ্রন্টের সমর্থক প্রধানরা যে দুর্নীতি করাছন তারজন্য তদন্ত করতে আমরা পঞ্চায়েত কমিশন গঠন করার জন্য দাবী করেছিলাম। কিন্তু যে পঞ্চায়েত কমিটি গঠন করা হয়েছে তার একটিতেও আমাদের কোন সদস্য নেওয়া হয়নি। কেন? তারপর আপনারা বলছেন এই রাজ্যের পঞ্চায়েতকে আপনারা ক্ষমতা দিয়েছেন। কিন্তু সেটা ঠিক নয়, পঞ্চায়েতকে ক্ষমত দিয়েছে কংগ্রেস। আর আপনাদের পঞ্চায়েত-এর মাধ্যমে যে যে কাজ করা হয়েছে গ্রামাঞ্চলে---যে টিউবওয়েলগুলি বসানো হয়েছে তার শতকরা ৯৫টির মাথা নেই। এই বিধানসভায় আমি আগেও বলেছি নয়াগাঁও গাঁওসভায় ১২ লক্ষ টাকার কাজ একজন ক্যাডারকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেটাকে যখন এই হাউসে আনলাম এরপর রাতারাতি সে ওয়ার্ক অর্ডার কেনসেল করে দেওয়া হল। কাজেই এই হলো বামফ্রন্টের চরিত্র। আর আপনাদের এই মধুর বুলিতে চলবে না। জনগণ আপনাদের বুঝতে পেরেছেন। এই বামফ্রন্ট সরকারকে জনগণ ত্রিপুরার মাটি থেকে উৎখাত করেছেন।

কাজেই আজকে মাননীয় সদস্যরা যারা বিরোধী বেঞ্চে রয়েছেন আমি তাদের বলতে চাই, আগামী নির্বাচনে বোধ হয় জনগণ আর তাদের কোন চিহ্নই রাখবেন না। আর জনগন আমাদের কংগ্রেস (ই) এবং টি ইউ জে এস সরকারের উপর যে দায়িত্ব দিয়েছেন এই সরকার ত্রিপুরার বুকে আর কোন উগ্রপন্থীর চিহ্ন রাখবেন না। আপনাদের সৃষ্ট যে নায়ক যে উগ্রপন্থী তাদের আর কোন চিহ্ন থাকবে না।

তারপর মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বিধানসভায় আমরা বার বার বলেছিলাম যে এ ডি সি-র যে টাকা বি ডি সি-র মাধ্যমে খরচ করা হয় তার তদন্ত করার জন্যে একটি করে তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক। সে কমিটি গঠিত হয়েছে কিন্তু সে কমিটিতে আমাদের কোন সদস্য তারা রাখেন নি। আজকে আর চীৎকার করেছেন যে, কংগ্রেস গণতন্ত্র মানে না। বামফ্রন্ট সরকার যে গণতন্ত্র খুব মানে সেটা আমরা জানি। এই যে, যুবক ভাইদের খুন সন্ত্রাস ইত্যাদির পথে আপনারা নিয়ে গিয়েছিলেন সমাজ জীবান তাদের ফিরিয়ে আনার জন্যে আমরা আবেদন জানাই। এই সরকার তাদের সে সুযোগ করে দিয়েছেন। কাজেই জনগন নির্বাচিত এই সরকারের যে বাজেট সেটা জণগনের কল্যাণের জন্যেই করা হয়েছে।

এখন জনগণের সেবার জন্য যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট সেটা আপনারা সমর্থন করুন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের একজন মন্ত্রী বাহাদুর কি করেছেন সেটা বলছি। মোহনপুর ব্লকে যখন কারেন্টের খুঁটি দেওয়ার ব্যবস্থা হলো, যেদিক দিয়ে খুঁটি গেলে ২০০ ঘর তাঁতী উপকৃত হতে পারে সেদিক দিয়ে খুঁটি দেওয়া হলো না। একজন ক্যাডারকে কারেন্ট দেওয়ার জন্য ৫০টা খুঁটি দিতে হয়েছে, কিন্তু যদি খুঁটিগুলি তাঁতীদের উপকারের জন্য দেওয়া হত তাহলে টাকাগুলোর সদ্‌ব্যবহার হত। কাজেই এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে সমর্থন করার জন্য আমি অনুরোধ করছি এবং এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ-- মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) ঃ---মিঃ স্পীকার, স্যার, সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্টস এসেছে। এটার অধিকাংশ হয়েছে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য। বছরের গোড়ার দিকে যখন মূল বাজেট গ্রহন করা হয় ১৯৮৭-৮৮ সালে তখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় ছিলেন। বামফ্রন্ট সরকারের নীতি ছিল জনগণের উন্নয়নের জন্য জনগণের সাথে পরামর্শ করেই জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত গণতান্ত্রিক উদ্যোগগুলির সাথে প্রশাসনকে যুক্ত করে সরকার বাজেটের টাকা খরচ করবেন। বিধানসভা ও রাজ্যে সকল সাধারণ মানুষ তাকে পূর্ণ সমর্থন জানায় এবং গত এক বছরের মধ্যে এমন কি এক মাস আগেও ঠিক ছিল যে ঐ নীতিতেই টাকা খরচ করা হবে এবং হচ্ছিল। কিন্তু আজকে সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্ট আনা হয়েছে বাজেট সম্পর্কে মূল নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে। এই সরকার বাজেটের মূল নীতিকে বাতিল করে দিয়েছেন। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং এই অতিরিক্ত বাজেটের টাকা চাচ্ছেন। সরকার ক্ষমতাসীন হবার মাত্র এক মাস সময়ের মধ্যেই তারা রাজ্যের সর্বত্র এক ভয়ানক অবস্থা সৃষ্টি করেছেন। উন্নয়নমূলক কাজগুলি প্রায় বন্ধ হয়ে আছে। গরীব ও মেহনতী সাধারন মানুষের স্বার্থে সব কাজে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। গ্রামের ভূমিহীন কৃষি মজুর বেকারদের জন্য এস আর ই পি, এন আর ই পি-এর কাজগুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রে বন্ধ। ব্লক অফিসগুলিতে এইসব কাজের জন্য সরকার এবং পঞ্চায়েত ঐক্যবদ্ধভাবে যে পদ্ধতিতে গ্রামের গরীব অসহায়দের সঙ্গে দাঁড়াতেন আগে, এই সরকার তাকে ভেঙে দিয়েছেন। প্রশাসনকে জনগণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় কোন সরকার রাজ্যের মঙ্গল করতে পারে না। কংগ্রেস (আই)-যুব সমিতির সরকার ক্ষমতাসীন হবার আগে এক পক্ষ কালের মধ্যেই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে নির্দেশ গেল ১৯শে ফেব্রুয়ারীর পর ব্লক থেকে ক্যাশ বুক, অ্যাডভান্স বিল রেজিস্টার, ডিসবার্সমেন্ট রেজিস্টার, সমস্ত ডকুমেন্ট —

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) ঃ— পয়েন্ট অব অর্ডার। কোন একটা লেখা থেকে উনি এভাবে পড়ে যেতে পারেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— আমার নোট আমি পড়ছি। ডেপুটি সেক্রেটারী, রুর‍্যাল ডেভেলাপমেন্ট আগরতলা, এর কাছে ২১শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে পেঁীছে দিতে হবে। এইভাবে নির্দেশ গেল। পি, এল, অ্যাকাউন্টস—এ বি, ডি, ওদের মাধ্যমে স্বশাসিত জেলা পরিষদের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা পড়ে আছে। এস, আর, ই, পি ; এন, আর, ই, পি, আর, এল, জি, পি, স্কীম রেজিসটার-এইসমস্ত তুলে আনা হলো।

স্যার, সাব্রুমের সাতচাঁদ ব্লক, সেখানে ৪৫ লক্ষ টাকা পড়ে আছে। সমস্ত উপজাতি জুমিয়াদের জন্য। রাজ্য সরকারের সাহায্য নিয়ে জেলা পরিষদ এই টাকা খরচ করে। কিন্তু রাজ্য সরকার এই টাকা খরচ করা বন্ধ করে দেয়। কি অধিকার আছে জেলা পরিষদের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার ? এতে জুমিয়াদের অবস্থা চরমে পেঁীচেছে। এমন কি জুম বীজ পর্যন্ত কেনার ব্যবস্থা করতে পারছেনা তারা। এন, আর, ই, পি,---এর যে স্কীম মেটেরিয়াল পারচেজ করতে হয় সেই মেটেরিয়াল পারচেজ বন্ধ। বি, ডি, ও,রা বি, ডি, সি,-এর মিটিং ডাকতে পারবেনা। নির্দেশ হয়েছে। গাঁও প্রধানেরা, বি, ডি, সি, এর সদস্যরা যখন যান তখন তাদের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

বাজেট কি এই নীতিতে বরাদ্দ ছিল, যখন নাকি মূল বাজেট এই বিধানসভায় পাশ হয়েছিল ? যাকে ভিত্তি করে আজকে এখানে এই অতিরিক্ত বাজেট আনা হয়েছে ? কাজেই এর সংগে আগের বাজেটের যে নীতি তার কোন মিল নাই। স্যার, রেডিওগ্রামে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আর, ডি, কমিশনার থেকে, বামফ্রন্টের আমলে আই, আর, ডি, পি, নির্বাচন করার জন্য পঞ্চায়েতের যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, এখন থেকে সেটা বাতিল করা হল। ১৯শে ফেব্রুয়ারীর নির্দেশ ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বিভিন্ন বি, ডি, ওদের কাছে গিয়ে পেঁীছল যে ২৯শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদের আই, আর, ডি, পির লিষ্ট তৈরী করতে হবে এবং তাতে গাঁও প্রধানদের কোন পরামর্শ নেওয়া চলবে না, এটা হল সরকারী নির্দেশ। পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদের বলা হল, এবার থেকে তোমরাই দরখাস্ত গ্রহণ করবে, তোমরাই স্ক্রুটিনি করবে। অর্থাৎ সব দায়িত্বই পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদের দেওয়া হল যে, তারা নিজেরাই ব্যক্তিগত ভাবে যে সব দরখাস্ত আসবে সেগুলি সক্রুটিনি করবে, তারপর সেই সব দরখাস্ত তহশীল-দারদের কাছে পাঠাবে, তহশীলদারেরা আবার সেগুলি ইনকোয়েরী করবে, অর্থাৎ ইনকোয়েরী করার অধিকার তহশীলদের দেওয়া হল, যাতে তিনিও কিছু বাতিল করতে পারেন। তহশীলদার কাকে পাঠাবেন ? না তহশীলদার পাঠাবেন সুপারভাইজরের কাছে, আর সুপারভাইজর পাঠাবেন বি, ডি, ওর কাছে, বি, ডি ও, সাহেব কিছু বাঁছাই করবেন, তারপরে সেটা আসবে প্রজেক্ট ডাইরেক্টারের কাছে, প্রজেক্ট ডাইরেক্টার সেগুলি ঝাড়াই বাছাই করে পাঠাবেন ব্যাংকের কাছে। ব্যাংকের

অফিসারেরাও আবার বাঁছাই করবেন। কি অদ্ভুত ব্যাপার, স্যার। গত কয়েক বছর ধরে আই, আর, ডি, পি, প্রগ্রামে কি রকম কাজ-কর্ম হয়েছে, তা দেখার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য, পরিকল্পনা কমিশনে নিযুক্ত অফিসারেরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে এসে সব কিছু দেখে শুনে সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন যে আই, আর, ডি পি, বেনিফিসিয়ার্সদের জন্য কি ধরনের কাজ এই ত্রিপুরা রাজ্যে চলছে। তাই আমার প্রশ্ন, কোণ নীতিতে মূল বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছিল, আর এখন কোন্ নীতিতে অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে? বর্ত্তমান সরকার মূল বাজেটে যে সুর ছিল, মূল বাজেট যে নীতিতে ধরা হয়েছিল এই বিধানসভায়, তার থেকে বিচ্যুত হয়ে যেমন জালিয়াতি করে সরকার গঠন করেছেন, তেমনি মূল যে নীতি, সেই নীতিকে ভেঙ্গে চুড়ে তছনছ করে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ ঘোষণা করে এই অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ এখানে উপস্থাপিত করেছেন। স্যার, এটা হচ্ছে কংগ্রেস (আই) এবং ত্রিপুরা উপজাতি যুবসমিতি সরকারের গাইড লাইন। স্যার, এই আই, আর, ডি পি, বেনিফিসিয়ার্স চিহ্নিত করার জন্য আমাদের বাম ফ্রন্ট সরকার ঠিক করেছিলেন যে, পঞ্চায়েতধীন গ্রামের মধ্যে যে-সমস্ত জনগণ আছেন, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে বেনিফিসিয়ার্সদের ঠিক করা হবে, কারণ সেখানে জনগণের নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রধানেরা রয়েছেন, রয়েছেন নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যরা। যদি সেখানে জনগণকে কেউ অবহেলা করেন, তবে জনগণের অধিকার আছে সেই নির্বাচিত সদস্যদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার এবং নতুন করে আবার নির্বাচন করার, আর আজকের সরকার সেই নীতি থেকে সরে গিয়ে সেখানে পঞ্চায়েতের মধ্যে একটা ঘুষের ব্যবস্থা চালু করেছেন। স্যার, আগে মাত্র একজন পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর পদ ছিল, কিন্তু বাম ফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা কার্য্যকর করার জন্য একজনের জায়গায় দুইজন পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর পদ সৃষ্টি করেছেন। আর আজকের সরকার সেই সব পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদেরকে তাদের কাজ থেকে সরিয়ে এনে রাজ্য সরকারের একজন কর্মচারী হিসাবে ঐসব পঞ্চায়েত প্রধান এবং সদস্য যারা রয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছেন, ফলে গ্রামাঞ্চলের মধ্যে একটা সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে। পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদের বলা হচ্ছে, যে তাদের আর পঞ্চায়েত সদস্যদের মেনে চলার প্রয়োজন নাই, তারা আজকে থেকে স্বাধীন, কি আশ্চর্য ব্যাপার? পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়নের যে-সমস্ত কাজ-কর্ম হত, সেগুলিকে বাঞ্চাল করে দেওয়াই হল, এই সরকারের গাইড-লাইন। স্যার, নির্বাচিত বি, ডি, সিতে সবই নির্বাচিত যেমন এম, এল, এ স, দস্য রয়েছেন, তেমন এ, ডি, সির সদস্য রয়েছেন, এমন কি গ্রাম প্রধানেরাও রয়েছেন। কিন্তু সেই বি, ডি, সিকেও ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। বি, ডি ওকে মিটিং ডাকতে দেওয়া হচ্ছে না, বলা হচ্ছে বি, ডি, ও হচ্ছেন বি, ডি, সির সদস্য-সেক্রেটারী। কাজেই বি, ডি, ওর যে বি, ডি, সির মিটিং ডাকার কাজ সেটাও নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। তার

ফলে বি, ডি, সির কাজ-কর্ম তো বটেই সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কাজেও একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সরকারের এই নতুন গাইড লাইনের ব্যবস্থায়। স্যার, যে ব্যবস্থাটা দশ বছর আগেই বাতিল হয়ে গেছে, জনগণ এখন একটা নতুন কায়দা শিখে নিয়েছে, সেই জায়গাতে গ্রামে গঞ্জের মধ্যে এই কংগ্রেস (আই)-টি,ইউ, জে,এস আর সি, পি, এম, বলুন বা অন্য কোন দলই বলুন সকলই একটা ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করে চলেছে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে, আজকে তার সব কিছু ভেঙ্গে চুড়ে তছনছ করে দক্ষ যজ্ঞ করে দিয়ে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই সরকার একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। স্যার, শুধু কি তাই? এই সরকার এখন থেকে গণ-মাধ্যমগুলির উপরও তাদের আক্রমণকে কেন্দ্রীভুত করে চলেছে। সংবাদপত্র যেগুলি নাকি গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করছে, সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি কোনঠাসা করে জাতীয় সংহতিকে ঐক্যবদ্ধ করছে, মানুষের গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারনাকে সচেতন করে তুলছে, তাদের কন্ঠরোধ করা হচ্ছে। আর যে-সব সংবাদপত্র সাম্প্রদায়িক মনোভাব জাগিয়ে তুলছে, বিচ্ছিন্নতাবাদকে স্বক্রিয় করে তুলছে, সেগুলির প্রচার ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা হচ্ছে। 'ডেইলী দেশের কথা" এই ত্রিপুরা রাজ্যে এমন একটি জনপ্রিয় পত্রিকা অথবা পশ্চিম বঙ্গের "গণশক্তি" পত্রিকা যার প্রচার সংখ্যা সর্বাধিক এবং ত্রিপুরাতে "ডেইলি দেশের কথার" প্রচার সংখ্যা ১০ হাজারেরও বেশী, সেগুলির কন্ঠরোধ করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে ইনফর্মেশন সেন্টার অথবা সাব-সেন্টার যেগুলি আছে সেগুলিতে আর এসব পত্র-পত্রিকা রাখা চলবে না, কেননা এই সরকারের সব চাইতে প্রিয় হচ্ছে 'দৈনিক সংবাদ' যে নাকি সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দেয়, যে নাকি এই রাজ্যে জাতি-উপজাতির মধ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি করার অপকৌশল করে রাজ্যের জনগণের মধ্যে বিভাজনের সৃষ্টি করে, সেই পত্রিকাগুলিই হচ্ছে এই সরকারের বড় বন্ধু, তাই এদের প্রচার ব্যবস্থাকে আরও বেশী করে সংগঠিত করা হচ্ছে বিভিন্ন ইনফর্মেশান সেন্টার ও সাব-সেন্টারের মাধ্যমে, এই সব সংবাদ-পত্রকে আরও বেশী করে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, আর এটাই হচ্ছে বর্তমান সরকারের গাইড লাইন। স্যার, এটা কিসের গাইড লাইন? গাইড লাইনটা হল সাম্প্রদায়িকতাবাদ, আর বিচ্ছিন্নতাবাদকে উস্কিয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যে ক্রীড়নক তার হাতকে আরও শক্তিশালী করা, যেটাকে আমাদের মার্কসবাদী কমিউনিস্টদল কোন মতেই সমর্থন করতে পারে না, তাই আমরা আজকে এটাকে সমর্থন করতে পারছি না।

স্যার, শুধু কি তাই? কি সাংগাঠনিক ভাবে আক্রামন করা হচ্ছে "দেশের কথা" পত্রিকার উপর। সাব্রুমের মনুবাজারে "দেশের কথা" পত্রিকাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে টি' আর, টি সি বাস থেকে পত্রিকার বানডিল নামিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে বহ্নি উৎসব করা হয়েছে। আগরতলা সহরে "দেশের কথা" পত্রিকার হকারদের রাস্তায় মারধর করা হচ্ছে, পত্রিকা কেড়ে নিয়ে আগুন দিয়ে পুড়ান হচ্ছে। কেন না "দেশের কথা" পত্রিকার কথা গণতন্ত্রের কথা। স্যার, এই থেকে এই জিনিষটা বুঝতে পারছি যে, আজকে ভারতবর্ষের মধ্যে যে চক্রান্ত মাথা চারা দিয়ে উঠেছে সেই জিনিষটা আজকে আমাদের ত্রিপুরাতেও মাথা চাড়া দিয়েছে।

স্যার, কি ভয়ানক আজকে একটা পত্রিকার কথা নয় আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সমগ্র মানবতাকে গলা টিপে মারার বাবস্থা নেওয়া হচ্ছে । এটাকে আমাদের আটকাতে হবে এবং সেজন্যই আমাদের এই প্রতিবাদ এবং সেটা শুধু এই বিধানসভার ভিতরেই নয়, আমরা বিধানসভার বাইরেও অান্দোলন করব। এই সব চলতে পারে না, এই সব চলবেনা। স্যার, ওদের আর একটা আক্রমনের লক্ষ্য হচ্ছে সাংস্কৃতিক ফ্রণ্ট। স্যার, আমরা বামফ্রন্ট রবীন্দ্র নাথকে পূজা করি। বামফ্রন্ট সুকান্ত. বামফ্রন্ট নজরুলের কাব্য সাহিত্য ঘরে ঘরে পেঁাছে দেয়। বামফ্রন্ট আগরতলা সহরে নূতন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেলেছে যার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র ভক্ত বেড়ে যাচ্ছে। এখানে কংগ্রেসী কালচার আর থাকছে না, এখানে কংগ্রেসী কালচার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কাজেই আক্রমন কর। কি ভাবে কর, না তাকে হত্যা কর, রবীন্দ্র নাথকে আর থাকতে দেব না, নজরুলকে আর থাকতে দেব না। আমরা প্রতিটি ঘরে ঘরে গত কয়েক বছরে আমরা দেখেছি রবীন্দ্র নাথ, নজরুল সুকান্ত তাদের কাব্য তাদের সাহিত্য প্রতি ঘরে ঘরে আমরা ছড়িয়ে দিতে পেরেছি। প্রতিটি উস্কুলে এমন কোন ছাত্র ছাত্রী নেই এমন কোন শিক্ষক নেই যাদের ঘরে এইগুলি না পেঁাছেছে। আজকে এর মধ্য দিয়ে আমরা গ্রামে গ্রামে গনতন্ত্রের হাওয়া পৌছে দিয়েছি। এবং তার মধ্য দিয়ে আজকে লোকশিল্পী গড়ে উঠেছে। এই লোকশিল্পীরা তারা নানা ভাবে সংগীত রচনা করছেন, তারা জাতি উপজাতির মিলনের কথা বলছেন তারা সমাজে ব্যাপক পরিবর্তনের কথা বলছেন। তারা জাতি-উপজাতি দুটি সংস্কৃতির কথা দুটি ভাষার সকলকে টেনে আনছিলেন তাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। তখনই ওরা ঠিক করলেন আঘাত কর এটাকে ভেংগে চুড়মার করে দাও। আর যারা এই আন্দোলন গড়ে তুলেছে সেই সাংস্কৃতিক কর্মীরা সেই সব কর্মীদের ৯৫ জনকে কলমের এক খোচায় চাকরী থেকে বাতিল করে দেওয়া হল। দোষ কি, না ওরা গনতন্ত্র রায়ে দোষ কি, না ওরা নজরুলকে ভালভাসে সুকান্তকে ভালবাসে, তারা নজরুল-এর গান গায়, ওরা সুকান্তের গান গায়, উরা রবীন্দ্র নাথকে ভালবাসে। এই দুটি জায়গায় ওরা আক্রমন করছে। তাই আমি এই কথা বলতে চাই যে, এই সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যান্ট এই জালিয়েত সরকার এই যে সামান্য সংখ্যা গরিষ্ঠ তারা তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে এটাকে তারা পাশ করিয়ে নেবেন। কিন্তু তারা আজকে যে গাইড লাইন নিয়েছেন, যে নীতি তারা নিয়েছেন আমরা গত ১০ বছরে যে সুষ্ঠ চেতনা গড়ে তুলেছি, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল জাতি-উপজাতি মানুষের মধ্যে সেটাকে ভাঙার জনা যে উদ্যোগ আজকে ওরা নিয়েছেন তার বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন শুধু এই বিধানসভার ভিতরই নয় বিধানসভার বাইরেও আমরা আনদোলন গড়ে তুলব। এই বলে সাপ্লীমেন্টারী গ্র্যান্টের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, কংগ্রেস (আই) ও উপজাতি যুবসমিতির মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমানড ফর গ্র্যান্ট এই হাউসে পেশ করেছেন এটাকে আমি সর্বান্তকরনে সমর্থন করছি। স্যার, আমি বুঝতে পারছি না আমাদের বিরোদ্ধী দলের মাননীয় সদস্যরা কেন

এর বিরোধীতা করছেন। অবশ্য করতে পারেন, আপত্তি নাই। কারণ ওরা কন্ট্রাডিকশানে ভোগছেন। স্যার, আমি এই সম্পর্কে একটু আলোচনা করতে চাই। সারা ভারতবর্ষের মানুষ যখন বৃটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছিলেন তখন এই কমিউনিস্ট পার্টি ভারতবাসীর বিরুদ্ধে বৃটিশকে সহায়তা করেছেন নানা ভাবে। ১৯৬২ সালে চীন যখন ভারতবর্ষ আক্রমন করে তখন ওরা চীনের পক্ষে ওকালতী করেছে এবং এই সম্পর্কে একটা বই আমি দেখেছিলাম এখন আর সেই বইটি দেখতে পাই না। সেই বইটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে তারা বলেছিলেন যে, চীন ভারতবর্ষ প্রথম আক্রমন করে নাই, ভারতবর্ষই প্রথম চীন আক্রমন করে চীনের ভূখণ্ড অধিকার করে নিয়েছিল, কাজেই এটা ভারতবর্ষেরই অন্যায় চীনের অন্যায় নয়। আর আজকে উরা বলছেন যে, আমরা গরীবের দল। অপর দিকে আমরা দেখছি, গত বিধানসভার নির্বাচনের আগে কর্মচারীদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় করেছে, ত্রিপুরার গ্রাম পাহাড়ের কৃষকদের কাছ থেকে মহাজনদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় করেছে। সেখানে জাতি-উপজাতির মানুষ কেউ বাদ পড়ে নাই। কিভাবে আদায় করেছে? যারা বৃদ্ধ তারা ৭৫ টাকা করে পেত তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে ১০ টাকা করে আদায় করেছে। আর এখানে তারাই বলছে, আমরা গরীব মেহনতী মানুষের দল, আমরা তাদের জন্য লড়াই করছি। স্যার, একটু আগে আমাদের মাননীয় বিরোধী দল নেতা বলে গেছেন যে, আমরা নাকি সংখ্যা লঘিষ্ঠ সরকার আর এখন আমাদের মাননীয় সমস্য সমর বাবু বলেছেন, আমরা সংখ্যা গরিষ্ঠ সরকার, সামান্য সংখ্যা গরিষ্ঠ সরকার, কাজেই ওরা কন্ট্রাডিকশানে ভোগছেন। কি করবে না করবে ঠিক করতে পারছেন না। এখানে যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড দেওয়া হয়েছে এটা কেন দেওয়া হয়েছে? স্যার, আমি ক'টি ব্লকে গিয়ে খোঁজ করেছি এবং আমি তাদের জিজ্ঞেস করেছি, আপনাদের কাছে কিছু টাকা আছে কিনা? ওনারা আমাকে বলেছেন যে, না আমাদের কাছে কিছু নাই। আমি বলেছি, এত টাকার বাজেট হয়েছে, টাকা গেল কোথায়? আমাকে বলল যে, স্যার, ইলেকশানের আগে সব টাকা শেষ হয়ে গেছে। আর আবার এখানে এসে অভিযোগ করছেন যে, ইলেকশানের আগে সেনাবাহিনী নামান হয়েছে। অথচ ইলেকশানের আগে বলেছে, আমাকে এত ব্যাটেলিয়ান আসাম রাইফেলস দাও, এত ব্যাটেলিয়ান সি আর পি দাও, এত ব্যাটেলিয়ান বি এস এফ দাও। নইলে ভোট চলবে না, ত্রিপুরার জনসাধারণ নির্বিচনে ভোট দিতে পারবে না, নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হবে না. এইসব তারাই দাবি করেছিলেন। আমরা দেখেছি, ইলেকশানের প্রাক মুহূর্তে প্রতিটি বুথে ১০ জন ১৫ জন ২০ জন করে মানুষ খুন হয়েছে। পাহাড়ে টি এন ভি সার্কুলার ছড়িয়েছে এই বার যদি তোমরা ভোট দাও তাহলে তোমাদের আংগুল কাটা যাবে। ত্রিপুরার জনসাধারণ চিন্তায় পড়েছিল এইবার নির্বিঘ্নে ভোট দেওয়া যাবে কি যাবে না। ঠিক সেই

মুহর্ত্তেই ত্রিপুরায় সৈন্য নামান হয়। তবে আমি কোন বুথে সৈন্য দেখি নাই, কোন বুথেই আমি ছিল না। ওনারা আরও বলছেন যে, ওনারা নাকি পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসীতে বিশ্বাস করে না, আবার এখানে বিধানসভার এম এল এ হওয়ার জন্য কান্নাকাটি করেন। গরীবের জন্য রাস্তা দিতে হবে তারজন্য টাকার দরকার, সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড আনা হল। উনারা বলছেন যে, না উটা হবে না, টাকা চাওয়া যাবে না। আগে ছিল কমিউনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া আর এখন হয়েছেন কমিউনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া (মার্কসিষ্ট)। স্যার, পৃথিবীর কোথাও কমিউনিষ্ট পার্টি অব মার্কসিষ্ট এই নামে কোন পার্টি নাই। কমিউনিষ্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া, কমিউনিষ্ট পার্টি অব আমেরিকা এই রকম আছে। এরা কোথা থেকে এসেছে? এরা হল সুবিধাবাদী। যখন যে-রকম তখন সেই রকম। আর আজকে তারা বলছে, সমরবাবু বলেছেন, সংখ্যাগুরু সরকার। কিন্তু নৃপেন বাবু বলেছেন, সংখ্যালঘু সরকার। তাঁরা হিসাব দেখিয়েছেন পঞ্চাশ পারসেন্ট ভোট তাঁরা পেয়েছেন। আমি বলছি, আপনারা পেয়েছেন, ২৮টি সীট, আমরা ৩১টি। গণতন্ত্র বলছে, ১ থেকে ২ বড়। তাহলে ৩১ বড় না ২৮ বড়? জনগণ যে রায় দিয়েছে সে রায় আপনারা মানছেন না। জনগণ আমাদের ৩১টি আসন দিয়ে বলছে, আপনারা সরকারে আসুন। সেই সরকারকে আপনারা বলছেন, স্বীকার করেন না, মানেন না। বাজেটের কথা বলছেন? কালচারের কথা বলছেন? আপনাদের আবার কালচার? গণতান্ত্রিক নারী সমিতি লেখকদের মধ্যে গনতান্ত্রিক লেখক গোষ্ঠী। লেখার মধ্যে আবার আলাদা করে গনতন্ত্র কি? স্কুল কলেজে কমরেড বলতে হবে, বাজারে কমরেড বলতে হবে। সর্বত্রই সেই চেষ্টা চলছিল। আপনারা কমিউনিষ্ট হিসাবে ত্রিপুরার মানুষকে চালাতে চেষ্টা করেছিলেন। আমার এলাকায় এ, ডি, সি, এর মেম্বার সুনীল কান্তি বড়ুয়া তাকে বি, ডি, সি, এর মেম্বার করার জন্য, সাব-কমিটির মেম্বার করার জন্য আমরা ৬ দিন অনশন করেছি কিন্তু কোন কাজ হয় নি। সি, পি, এম, তন্ত্রীদের কাছে গণতন্ত্র হচ্ছে, মুখের বুলি। মনে করেছিলেন, ত্রিপুরার জনগণের বুদ্ধি নাই, যা বলবেন তাই মেনে নেবে। একবার বলছেন, চীনের কথা, আবার সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, ভারতের অখণ্ডতায় আপনারা বিশ্বাসী। নেতাজীকে একবার বলছেন, কুইসলিং। আবার বলছেন নেতাজীকে শ্রদ্ধা করি। রবীন্দ্রনাথকে বলছেন, বুর্জোয়া, বড়লোকের কবি, আবার এখন পূঁজো করছেন। এক ব্যক্তির দুই সত্ত্বা। একবার বলছেন, ঘুষ খেয় না, আবার বলছেন, ঘুষ পাও। আপনাদের সি, পি, এম,-এর প্রধান ৪৫ হাজার টাকা খেয়ে ফেলেছে। বি, ডি. ও, দিয়ে তদন্ত করা হয়েছে। তাঁদেরই একজন লোক প্রধানের কাছে চিঠি লিখেছে, সেক্রেটারী মহাশয় নিজে যা করেন, ৫০০ টাকা নেয়, আপনিও তাই নেবেন। স্যার, ৪৫ হাজার টাকা খেয়ে ফেলেছে। জনগণের টাকা। সি, পি, এম, তন্ত্রের নামে আমরাতো এটা রাখতে পারি না। সেই জন্য অচল করে দিয়েছি। অচল করে দেওয়া মানে কাজ বন্ধ নয়। আমি ৩/৪টা ব্লকে ঘুরেছি, তারা বলছে, স্যার, এত টাকা আছে। আমার বিরোধী দলের নেতা সুস্থভাবে কথা বলতে পারছেন না। ১/২টি

কথা বললেই মেজাজ৯০ ডিগ্রীতে চলে যায়। আমি বলছি, জনগণের রায় মেনে নিন। ম্যাঠ ময়দানে বলবেন না, সংখ্যালঘু সরকার। এটা আর বলবেন না। আপনারা কি আর সাহস করবেন, আবার একমাসের মধ্যে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জনগণের রায় নিতে? পারবেন না। জনগণ আপনাদের কথা বুঝতে পেরেছে। আপনারা আর ফিরে আসতে পারবেন না। আপনাদের অফিসে ভারতবর্ষের কোন মহাপুরুষের একটি ফটো টাঙ্গান নি। আমাদের ভারতবর্ষে চৈতন্য মহাপ্রভু আছেন, কৃষ্ণ আছেন, রবীন্দ্রনাথ আছেন, আছেন গান্ধীজী কিন্তু তাঁদের ফটো না টাঙ্গিয়ে আপনারা টাঙ্গিয়েছেন, লেনিন, স্ট্যালিনের ছবি। যারা গরীবের নাম বলে বলে গরীবের পকেট কাটে তাদের কমিউনিস্ট রাশিয়ার কমিউনিস্ট, চীনের কমিউনিস্ট থেকে আলাদাই হবে। ১০ বছর ক্ষমতায় থেকে এখনকার সি, পি, এম,-দের শরীর ভারী হয়ে গেছে। আগে তাঁদেরকে পাতলা দেখেছি। নিজের পয়সায় নিশ্চয়ই ভারী হন নি? রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ঠিক হতে পারে, কিন্তু এরা কমিউনিস্টের নাম বিক্রী করে নিজের স্বার্থ হাসিল করছে। আপনারা ১০ বছরে কি করেছেন তার হিসাব আছে। পঞ্চায়েত কেন ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, ল্যাম্পস্ কেন বন্ধ করা হয়েছে তা নিশ্চয়ই জানেন আপনারাও তথাপি একটি উদাহরণ তুলে ধরছি। জগবন্ধু ল্যাম্পস্-এর ম্যানেজার—এক টাকা নয় দুই টাকা নয় সাত লক্ষ টাকা খেয়েছে। এদের কি রাখবেন আপনারা? আপনারাই বলুন না সি, পি, এম, কর্মী হলেই রাখতে হবে? আপনারা বললে আমরা রাখব। জনগণ বলছে, সি, পি, এম, যত দুর্নীতি করেছে তাই তাদেরকে উচ্ছেদ করতে হবে। জনগণ রায় দিয়েছে। আমরা যদি তা রক্ষা করতে না পারি, তাহলে জনগণ চলে যাবে আমাদের বিপক্ষে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি শুভ বুদ্ধির উপর আস্থা রাখতে চাই, তাঁদের তো অনেক বিশেষন আছে, গরীব, মেহনতী, সর্বহারা, খেটে খাওয়া মানুষ। আমি তাঁদের কাছে অনুরোধ রাখব, আমরাতো ঐ টাকা সর্বহারা, খেটে খাওয়া শ্রমিক কৃষকদের কাজেই ব্যয় করব। কাজেই উনারা যাতে নিজেদের বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিয়ে গরীব মানুষের কাজ করার যে চেষ্টা তাকে সাহায্য করেন। এই বলে, সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্টসকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ-- মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ দাস।

শ্রী সুবোধ দাস (পানিসাগর) ঃ-- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের যে দাবী পেশ করা হয়েছে তা বিভিন্ন কারণে সমর্থন করতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে, জনসাধারণের স্বার্থে এত টাকা ধরা হয় নি। ভাবতে অবাক লাগে স্যার, বামফ্রন্ট সরকার এত টাকা রেখে গেছেন তা এক মাসের মধ্যেই খেয়ে ফেলেছেন। তা যদি না হত, তাহলে এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী রাখা হত না।

স্যার, কাঞ্চনপুর থেকে নির্বাচিত মাননীয় মন্ত্রী শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং এখানে দীর্ঘ সময় ধরে বক্তব্য রেখেছেন। তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে, কত ঝামেলা করে তিনি নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। উনি অনেকক্ষণ ধরে এখানে বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু উনি কি স্বীকার করবেন যে কাঞ্চনপুর ব্লককে আজকে খাদ্য অভাব চলছে? পেচারথল থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিও এটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন না। আজকে পাহাড়ী এলাকায় জুম চাষ হয় নি। ফলে সেখানে আজকে খাদ্যাভাব চলছে। উনি একটা কথা নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে উক্ত এলাকায় ৬০ লক্ষ টাকারও বেশী খাদ্য বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল। আজকে এই যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে আমার আশংকা হচ্ছে, এটা চাওয়া হয়েছে জনগনকে দমন পীড়ন করার জন্য। আজকে এক মাস ধরে এই রাজ্যের হাজার হাজার মানুষকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের ১০ বৎসর কাল শাসনের কথা না হয় বাদই দিলাম, এর আগেও তো ৩০ বৎসর ধরে কংগ্রেস এ রাজ্যকে শাসন করেছিল, তখনও তো এই সমস্ত ঘটনা ঘটেনি যা এই এক মাস ধরে হচ্ছে। স্যার, কিছু দিন আগে পত্রিকায় দেখলাম যে ভাটি অভয়নগর এলাকাতে আসাম রাফেলস-এর জোয়ানদের সঙ্গে ঐ এলাকাবাসীর একটা সংঘর্ষ হয়েছিল। অনেক মানুষ এই ঘটনায় আহত হয়েছে। অনেক মন্ত্রীই সেখানে গিয়েছিলেন এটা অস্বীকার করতে পারবেননা। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে সি. পি, আই (এম) দলের ইঙ্গিতে নাকি আসাম রাইফেলস বাহিনী ঐ এলাকায় কংগ্রেসদের আক্রমন করেছে। এটাকি বিশ্বাসযোগ? সি, পি, আই (এম) তো আজকে ক্ষমতায় নাই, তাহলে আসাম রাইফেলস তাদের কথায় চলবে কি করে? ত্রিপুরার মানুষকে ধোকা দেওয়ার আর কোন পথ পেলেন না। কাজেই আজকে এই হাউসে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে এটা প্রকৃত পক্ষে জনগনের স্বার্থে নয়। বামফ্রন্ট সরকার বিগত ১০ বৎসর ধরে যে জনকল্যানমূলক কাজ করেছিলেন সেগুলিকে আড়াল করার জন্যই এটা আনা হয়েছে। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর সমস্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে হিম ঘড়ে রেখে দিয়েছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য তারা, তাদের মধ্যে কংগ্রেস ও আছে, সি, পি, আই (এম), যুব সমিতি এবং অন্যান্য দলের সদস্যরাও আছেন। এবং তাদেরকে নির্বাচিতও করেছে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ। বলা হচ্ছে, তারা নাকি দুর্নীতি করেছেন, এর জন্য তাদের কাজকর্ম বন্ধ করে রাখা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, তাদের কাজকর্ম বন্ধ করে তারা জনগনকে অপমানই করছেন। শুধু তাই নয়, যে অভিযোগ আজকে উনারা তাদের বিরুদ্ধে করছেন, সে অভিযোগ একদিন তারা বিধান সভার সদস্য মহোদয়দের বিরুদ্ধেও আনতে পারেন। সুতরাং এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দকে আমি সমর্থন করতে পারিনা। এত টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরার কোন প্রয়োজন ছিল না। এখানে মাননীয় মন্ত্রী দ্রাউ বাবু বলেছেন যে, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কোন গণতন্ত্র ছিল না। উনারা

কাঞ্চনপুর বিডি, সির সদস্য, বা সাব-কমিটির সদস্য হতে পারেননি, একথা আদৌ ঠিক নয়। আমি কাঞ্চনপুর বি, ডি, সিতে ১০ বছর ধরে আছি। সুনীল কান্তি বড়ুয়া এ, ডি, সির সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তাকে বি, ডি সির সদস্য, এবং বিভিন্ন সাব-কমিটির সদস্য হিসাবে রাখা হয়। তারপর, মাছমারাতে কংগ্রেস দলের আরেক জন্য সদস্য, তিনিও এই সাব-কমিটিতে ছিলেন যেটার মধ্যে আমিও নেই। বি, ডি, সিতে সবাইকে রাথা সম্ভব, নয়, তাই সাব-কমিটি গঠন করে তাদেরকে সাব-কমিটির সদস্য হিসাবে রাখা হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই অভিযোগ কি করে আনলেন আমি বুঝতে পারছি না। বরং উনাদের কল্যানে আমি বি ডি সির সদস্য আছি কিনা সেটা বুঝতে পারছি না। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গ্রামে গঞ্জে যেভাবে কর্মযজ্ঞ চলছিল, সেই ভাবে যদি এখন কাজ হত, তাহলে এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দকে আমি সমর্থন করতে পারতাম এবং আরও বেশী টাকা ধরলেও আমরা সমর্থন করতাম কিন্তু আজকে আংশিক কাজও হচ্ছে না। আমি বুঝতে পারছিনা যখম উনারা পুনাঙ্গ বাজেট আনবেন, তখন না জানি উনারা কত বেশী টাকা চাইবেন। যে ভাবে আজকে মন্ত্রীর লাইন বাড়ছে, তাতে আমার মনে হচ্ছে, দুই সারিই মন্ত্রী দ্বারা পূণ হয়ে যাবে। সুতরাং, আগামী দিনে উনাদের পার্টির জন্য আরও বেশী টাকা প্রয়োজন হবে এ আর আশ্চর্য্য কি? এত মন্ত্রী থাকা সত্বে ও যেভাবে আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মিথ্যা মামলা, অত্যাচার চলছে নিরীহ জনগনের উপর, এটা অত্যান্ত দুঃখজনক। উনারা যদি উনাদের কাজে একটু নজর দিতেন তাহলে এই সমস্ত অত্যাচার চলত না। আজকে কর্মচারী আন্দোলনের নেতাকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে আটকে রাখা হয় এবং তাকে চিকিৎসার পর্য্যন্ত সুযোগ দেওয়া হয় না। এটাতো বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কোনদিন হয় নি। গত ১০ বৎসরে এই ধরনের একটা ঘটনাও ঘটেনি। বামফ্রন্ট সরকারের আমলেতো সমস্ত মানুষকে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আইনের শাসন ছিল এবং মানুষ সে আইনের শাসন ভোগও করত। কিন্তু গত এক মাসে এই রাজ্য টা কোথায় গিয়ে পৌছেছে এবং আগামী দিনে আরও ভয়ংকর অবস্থায় গিয়ে পৌছুবে এ ব্যাপারে রাজ্য বাসী নিশ্চিত। এই সব কারনে আজকে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে এটা জনস্বার্থে আনা হয় নি, জুলুমবাজী ও গনতন্ত্রকে হত্যা করার জন্য যেসব ব্যবস্থা প্রয়োজন তাই চাওয়া হয়েছে। তাই এটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা মহাশয়।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা (গোলাঘাটি) ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট এনেছেন তাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন জা নিয়ে আমরা বক্তব্য রাখছি এবং আমি আশা করি বিরোধী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরাও এটা

সমর্থন করবেন যেহেতু উনারা বিগত ১০ বছর কি করেছেন সেটা জানেন। জনগণ তাই উনাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন যে, স্বজন পোষণ আর করতে দেব না এবং বিগত ১০ বছর যারা মন্ত্রীত্ব করেছেন তাদের সরিয়ে দিতে হবে কারন আপনারা জানেন বিগত ১০ বছরে আপনারা কি করেছেন। ল্যাম্পস্-প্যাকস্, কোঅপারেটিভ, এক্স পি, ডবলিউ মিনিষ্টার নেই, উনারা যে বিগত ১০ বছরে কি অবস্থা করেছেন শুধু তাই নয় জুট মিলের কথা আপনাদের জানা আছে। আমরা আগেও বলেছি, কাজেই আপনারা সব কিছু জানেন। বিজয় নদীর পুলের জন্য আমি অনেকবার এই বিধানসভায় বলেছি, এক্স পি, ডবলিউ ডি মিনিষ্টারকে বলেছি। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় মিটিং-এর জন্য আমি গুলিরায় গাঁও সভায় গিয়েছি এবং সেখানে দেখেছি গর্জন কাঠের খুটি বিজয় নদীর পুল করার জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি সেটা অফিসে জানিয়েছি। তিনি বলেছেন, এক্স চীফ মিনিষ্টার নৃপেন বাবু আগামী কাল আসবেন উনাকে বলবেন। পরের দিন নৃপেন বাবু গিয়েছেন, আমি বলার পর উনি বলেছেন, কাজ ষ্টপ করতে অর্ডার দিয়েছেন। কিন্তু এই কয়টা গর্জন কাঠের খুটি এনেই ৭০ হাজার টাকা এডভান্স ড্র করেছে আপনাদের ক্যাডার ওভারসিয়ার। উনাকে শাস্তি দিলেন, সদরের মিউনিসিপ্যালিটির ভিতরে দিলেন। এটা কি শাস্তি? এক্স পি, ডবলিউ মিনিষ্টার ভাগ পেয়েছেন কি? বিগত ১০ বছরে স্বাস্থ্য বিভাগে আমরা দেখেছি, ডিসপেনসারির ঘর আছে কিন্তু ডাক্তার নেই, ডাক্তার আছে ঔষধ নেই, ঔষধ কোথায় গেছে? পাশের দোকানে সমস্ত ঔষধ। হেলথ্ মিনিষ্টারও এটার অংশ পেয়েছেন এই রকম ভুরি ভুরি ঘটনা আছে। জনগণ আপনাদের জানেন, ১৯৭৮ সালে আপনারা ৫৬টি আসন পেয়েছিলেন তারপর পেয়েছেন ৩৯টি, এবার আর আপনাদের হলো না। জনগন যে রায় দিয়েছেন সেই রায় আপনারা মেনে নিতে পারছেন না। আপনারা জানেন এই সাপ্লিমেন্টারি কি গরীব জনগণকে, গরীব কৃষককে টাকা দেওয়ার জন্য, আপনারা এটা স্বীকার করুন। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উনাদের ১০ বছরের যে কীর্ত্তি সেটা বলে আর শেষ করা যাবে না। আমি এই সাপ্লিমেন্টারি গ্র্যান্টকে সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধী বেঞ্চের মাননীয় সদস্য যারা আছেন তারাও এই সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্টকে সমর্থন করবেন এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহাশয়।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস (সুরমা) ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৮৭-৮৮ সালের জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ এই বিধানসভায় এনেছেন এবং যার উপর আজকে আলোচনা চলছে সেই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দকে আমি সমর্থন করতে পারছি না বিভিন্ন কারণে। কয়েক ঘন্টা ধরে এটার উপর আলোচনা হচ্ছে

এবং বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরাও অনেক বেশী আলোচনা করেছেন যে, আজকে যেভাবে গণতন্ত্রের উপর আঘাত হানা হচ্ছে সে সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী বলেছেন বি, ডি, সিতে ক্ষমতা খর্ব করা সম্পর্কে। আমি অবাক হয়ে যাই যারা গণতন্ত্রের কথা বলেন যে, ভারতবর্ষে এবং কংগ্রেস (আই) যারা গণতন্ত্রে এশিয়া-বাসীর সর্ব্ব বৃহত্তম গণতন্ত্র এই কথা বলেন, তারা এই সরকারে যাওয়ার পর কি হলো? কি করে সরকারে গিয়েছেন সে তো ভারতবর্ষের মানুষ জানেন, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানেন, সেটা নির্বাচন কমিশনও স্বীকার করেছেন। আমি এই দিকে যাচ্ছি না। অথচ সরকারে যাওয়ার পর তারা বি, ডি, সির কাজকর্ম নিয়ে আর, ডি, কমিশনারের একটা নির্দ্দেশে সেটা বন্ধ করে দিলেন। আমার কমলপুর ব্লকে বি, ডি, সি, মিটিং প্রতি মাসের ১৫ তারিখ হতো। এই ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ তারিখ আমি যখন বি, ডি, সি, মিটিং করতে যাই, প্রধানরা বিভিন্ন গাঁও পঞ্চায়েত থেকে প্রধানরা এসেছেন, কংগ্রেসেরও এসেছেন, উপজাতি যুব সমিতিরও এসেছেন। আমি যখন বি. ডি. সি. মিটিং করতে গেলাম বি. ডি. ও, সাহেবকে যখন ডাকলাম যে, চলুন মিটিং-এ যাই, তিনি বলেছেন যে মিটিং হবে না। আর ডি কমিশনারের একটা মেসেইজ আছে মিটিং না ডাকতে, আমাকে নিষেধ করেছে ১২ তারিখে। তাহলে তিনি কেন আমাদের জানালেন না? তিনি বললেন যে, আমি সেটা জানাবার সুযোগ পাই নি। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে প্রচণ্ড অভাব, কাজকর্ম্ম সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। নির্ব্বাচনের আগে ডামাডুল গেয়েছেন বি. ডি. ওরা এক্সটেনশ্যান অফিসাররা বিভিন্ন ভাবে তারা নির্ব্বাচনী কাজেও ছিলেন ইত্যাদি কারনে, এদিকে ফাল্গুন চৈত্র মাস চলছে, অভাবের সময় বি. ডি. সি, মিটিংটা হল না। আমি যখন বি. ডি. ও, সাহেবের ওখানে গেলাম এবং বললাম, আপনার অর্ডার কোথায় দেখি। আমি গিয়ে যা দেখলাম, যদি আমার কাছে ক্যামেরা থাকতো আমি ফটো তুলে এনে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে দেখাতে পারতাম, তাহলে আপনি বুঝতে পারতেন।

যত সমাজবিরোধী লোক, ২-১ জন কংগ্রেসের গাঁও প্রধান এবং যুব সমিতির গাঁও-প্রধান, আর সব সমাজ-বিরোধী লোকেরা মিলে বি, ডি, ও, অফিস ভর্ত্তি। এমনকি বি.ডি. ও, নড়তে চড়তে পারছেন না। এই ত অবস্থা। স্যার, মাননীয় রুর‍্যাল ডেভোলাপমেন্ট মিনিস্টার এখানে নেই, অবশ্য হাফ মিনিস্টার আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমার কমলপুরে সুরমা গাঁও পঞ্চায়েতে কোন কাজ আছে কিনা? আজকে সব কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, দুর্নীতির কথা উঠেছে। পঞ্চায়েতে দুর্নীতি। স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি অনুরোধ করছি, মাননীয় জওহর বাবু আসুন, আপনি দেখে যান, দেবীছড়া গাঁও পঞ্চায়েতের প্রধান, কংগ্রেসের প্রধান দেবহরি সিংহ ভুমিয়াদের দেওয়ার জন্য ৪৫০ টাকার মধ্যে ১০০ টাকা তিনি মেরে দিয়েছেন। বি, ডি, ওকে এই ব্যাপারে অভিযোগ করা হয়েছে। আমি বলতে চাই, এইটা তদন্ত করে দেখবেন কি? সেই দেবীছড়ার প্রধান হচ্ছে

কংগ্রেসের প্রধান। তিনি দুর্নীতির কথা বলছেন। তিনি পঞ্চায়েতেও দুর্নীতির কথা বলছেন। বি, ডিওসির দুর্নীতির তদন্ত করা হোক, সব কিছুর তদন্ত করা হোক। আমি শুধু বলতে চাই, যারা ক্ষেত মজুর, যারা দিন মজুর, এস, আর, ই, পি এবং এন, আর, ই, পির মাধ্যমে যাদের জীবিকা তাদের মুখের গ্রাস কংগ্রেস ছিনিয়ে নিয়েছেন। কাজেই আজকে তারা বাহাদুরী করে বলছেন বি, ডি, সি, ভাঙ্গবেন, পঞ্চায়েত ভাঙ্গবেন, তা ভাঙ্গুন না। গ্রামে গ্রামে কি হচ্ছে? ডেভোলাপমেন্ট কমিটি করা হচ্ছে,। কতগুলি সমাজদ্রোহী, অ্যাক্স প্রধান তাদের নিয়ে কমিটি করা হয়েছে। আমি শুনলাম ১৫ তারিখে বি, ডি, ও, সাহেবের অফিসে বসে ডেভোলাপমেন্ট কমিটি করার মাধ্যমে কাজ হবে। মাননীয় সদস্য সমর বাবু বলেছেন আই, আর, ডি, পির কথা। সেখানে পঞ্চায়েত সেক্রেটারীকে শাসানো হচ্ছে। যুব কংগ্রেসের নেতারা তাদের শাসাচ্ছে। এই এই নাম দিতে হবে। আমাদের ১৮০০ আই, আর, ডি, পি, মঞ্জুর করা হয়েছে উত্তর ত্রিপুরার জন্য। ২৯ তারিখের মধ্যে দরখাস্ত জমা দিতে হবে। ১৮০০ হিসাব করে দেখেছি আমাদের বিভিন্ন ব্লকে ৩৫০-৪০০ বেশি পড়েনা। আমার ব্লকে অন্যান্য সময়ের মত যদি ভাগ করা হয় ৩৫০ মত হয়। ৫০টা গাঁও পঞ্চায়েতে ৬টা ৭টার বেশী হবে না সেখানে। পঞ্চায়েত সেক্রেটারী কি করবেন উনিই জানেন। উনাকে শাসানো হচ্ছে। উনাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কাজেই পঞ্চায়েত সেক্রেটারীরা তাতে বিভ্রান্ত হচ্ছেন। আজকে গ্রামে গ্রামে যুব কংগ্রেস (আই)-এর কর্মীরা সেখানে গিয়ে শাসাচ্ছে সি, পি, এম, শেষ করবে। আমি কমলপুরের কথা বলতে পারি। আমার কমলপুরে ভাংগন ছড়া গাঁওপঞ্চায়েতে সেখানে যুব কংগ্রেস (আই) কর্মীরা আমাদের প্রধান এবং উপ-প্রধান তাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে শাসাচ্ছে, বলছে, যদি আমাদের দিকে না আস তাহলে 'তোমাদের' নাসায় অ্যারেষ্ট করা হবে। তোমাদের জেলে যেতে হবে। গত ২ তারিখে আমাদের বামুনছড়া গাঁওপঞ্চায়েতে ডলুবাড়ী গ্রামে আমাদের যুবক কর্মী নন্দলাল দাস সন্ধ্যা ৭টা সময় কিছু সমাজদ্রোহীর দ্বারা তাকে আক্রমন করা হয়েছে। তাকে কমলপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কমলপুর হাসপাতাল থেকে তাকে রিলিজ করে দেওয়া হয়েছে, এখন আগরতলায় এসে ভর্তি হয়েছে। জানিনা সে সুস্থ হবে কি হবে না। গত ৩ তারিখে ছাত্র নেতা নিখিল দাসের উপর সেই ডলুবাড়ী গ্রামে তাকে মারধোর করা হয়েছে। যারা এই আক্রমনের নেতৃত্ব দিচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই জানেন নির্মল দাসের কথা যিনি গত বিধানসভার নির্বাচনে পাবিয়াছড়া থেকে নকশাল প্রার্থী হিসাবে ছিলেন। এবার শুনেছি সে নাকি কংগ্রেস (আই)-এ নাম লিখিয়েছে। নির্মল দাসের বাড়ীতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে নিমন্ত্রন করে খাওয়ানো হয়েছে বলে শুনেছি। এই যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য আমরা অভিযোগ করেছি কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ১ জনকেও ধরা হয়নি। আমি গতকাল এখান থেকে এসেছি, এখন পর্য্যন্ত একজনকেও ধরা হয়নি। এইটা একটা জঙ্গলের রাজত্ব শুরু হয়েছে।

স্যার, শিল্পের জন্য টাকা ধরা হয়েছে। উইকার সেক্শান, আমাদের গভর্ণমেন্ট ত্রিপুরা ইণ্ডাস্ট্রিয়েল ডেভালাপমেন্ট কর্পোরেশন-এর মাধ্যমে ১০ হাজার টাকার স্কীম একটা করে ছিলেন। যারা তাঁতী, যারা সূত্রধর, কর্মকার, শীল ক্ষৌর কর্ম যারা করেন তাদের জন্য যে স্কীম ধরা হয়েছে যথারীতি অ্যাডভারটাইজ করে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে। ব্যাংকের প্রতিনিধিরা ছিলেন। আমার ব্লকে ১৮৪ জনের নাম সেখানে পাঠানো হয়েছে। সেটা মঞ্জুরও হয়েছে। টাকাটা দেওয়ার আগে নতুন সরকার আদেশ দিয়েছেন টাকা বিলি করা হবেনা। ১৮৪ জন বঞ্চিত। কাজেই এই সরকার জনগনের কল্যানের জন্য কাজ করবেন এইটা আমরা আশা করতে পারি না। তার জন্য এই ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করতে পারছিনা। আইনশৃংখলার কথা বলছেন? সারা ভারতবর্ষের অবস্থাটা কি? ত্রিপুরার কথা, ত্রিপুরার কংগ্রেস (আই), পার্লামেন্টে যদি কংগ্রেস (আই) না থাকে তাহলে ত্রিপুরাতে বংশে বাতি দেওয়ার মত লোক থাকবে না। সেটা অতীতের ইতিহাস। ১৯৭৭-এর ইতিহাস। আজকে সারা ভারতবর্ষের কি অবস্থা সেখানে যদি জগৎ ডুবে যায়, শিয়াল বাঁচবেনা। রাজীব যদি চলে যায় যে অবস্থা শুরু হয়েছে তাহলে সুধীর বাবু, নগেন বাবু সরকার থাকবেনা, শিয়াল ঢুকে যাবে গর্তে। তার জন্য এই বাজেটকে বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ--- মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ--- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর যে আলোচনা চলছে সেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। বিশেষ করে প্রথমে আমার বলতে হয় এই ১০টা বৎসরে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সরকার ছিলনা। দীর্ঘ ৩০ বৎসর একটা ত্রিপুরা সরকার ছিল। এই ১০ বৎসর ছিলনা। ওরা বিরোধী দলের আজকে যারা আছেন সবসময় বলে থাকেন ত্রিপুরায় নাকি বামফ্রন্ট সরকার। যেই সরকার থাকুক ত্রিপুরা রাজ্যের না, আজকে বিরোধী দলের যারা বক্তব রেখেছেন তারা বামফ্রন্ট সরকার বলেই বক্তব্য রেখেছেন। দীর্ঘ ১০ বৎসরে বামফ্রন্ট সরকারের অপশাসনে এত দিনে ত্রিপুরায় একটা নতুন সরকার এসেছে কংগ্রেস (আই)-এর সরকার এবং উপজাতি যুব সমিতির সরকার। আজকে এই সরকার ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে আজকে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করেছে। তার জন্য এইটাকে সমর্থন জানাচ্ছি। এখানে বিরোধী দলের নেতা একটা কথা বলেছেন।

আমার ভাবতে অবাক লাগে যে, গত কয়েকদিন আগে যিনি শাসনে ছিলেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে এর একটা টেপ-এর মধ্যে একটা কেসেট ঢুকিয়ে দিল সুরটা পাল্টিয়ে গেল, বললেন আইন শৃংখলা, আর্মিকে নিয়ে এসে এই সরকার কি করেছেন, পুলিশের অত্যাচার, এই দশ বছরের শাসনে না কি ছিল না। আমি জিজ্ঞাসা করতে

চাই; অবশ্য বিরোধী দলের নেতা আজকে এখানে নাই, এই দশটি বছর পুলিশের অত্যাচারে ত্রিপুরা রাজ্যে কিভাবে করা হয়েছিল তাতে সেই হিটলারের ঘটনার সঙ্গে তুলনা করা যায়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় সেই ইংরেজরা গুলি করে মেরেছিল মানুষকে, আর তখনকার সরকারে যারা ছিলেন তারা ১৯৮০ সালে জুনের দাঙ্গায় ওরা কি করেছিলেন? একের পর একজনকে জেল খানায় নিয়ে পুরে রেখেছিল, তাদের মধ্যে একজনের নাম হচ্ছে সাধন দেববর্মা, বয়স ১০৩ বছর তাকে জেলে পুরে রেখেছিলেন ৬ মাস, অর্ডিন্যান্সজারীর পরে যেটা বিধানসভায় পাশ করানো হয়নি। আর আজকে ওরা বলতে পারেন যে, দশ বছর পুলিশের কোন অত্যাচার হয়নি, তখন ওনারা কি করেছিলেন? এই জেলের মধ্যে ৫০০ পাওয়ারের লাইট লাগিয়ে চোখের জ্যোতি কমিয়ে দিয়েছিল, তার জন্য আজকে তাকে চশমা নিতে হয়, একের পর এক করে হাতের নখগুলি তুলে নিয়েছিল, আর আজকে এখানে বসে বলছে দশ বছর পুলিশ অত্যাচার করেনি। স্যার, ভাবতে অবাক লাগে সেদিন অত্যন্য জমাতিয়াকে অমরপুরের জেলের মধ্যে তিলে তিলে অত্যাচার করে মেরেছে, আর আজকে মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার বলেছেন জেলে পুরে মারতে হবে এমন কোন কথা আছে না কি? আরে আমরাওতো তাই প্রশ্ন করছি আপনাদের অমলেওতো আমরা সেই কথা বলেছিলাম। আমরা তা করব না নিশ্চিন্ত থাকুন, তবে আইন শৃংখলাটাকে আমরা এই সরকারের আমলে ওইটা করতে দেব না। ভুলে গেছেন আপনারা আপনাদের আমলে যে পরিমল সাহাকে টুকরো টুকরো করে দিনে দুপুরে মারা হয়েছিল। এইটা কি আইন শৃংখলা রক্ষা ছিল? আমরা রক্ষা করব, সে বিরোধী দলেরই হোক আর শাসক দলেরই হোক, প্রত্যেকটি গনতন্ত্র-প্রিয় মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমরা নিয়েছি, আমরা করব রক্ষা। কিন্তু সেই দিনে আমরা যখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে গিয়েছিলাম আমার জীবনের নিরাপত্তার জন্য। তিনি বলেছেন, পুলিশ নাই কেন্দ্রীয় সরকার দেয় না। আমরা দেব নিরাপত্তা শপথ নিয়েছি আমরা। স্যার, আজকে ভাবতে একটু কষ্ট হচ্ছে কারণ আজকেতো আর রেডিও খুললে কোন খুনের খবর আসেনা, আজকে কোন পত্রিকা খুললে পরে সেখানে তিন চারটা খুনের খবর দেখা যায় না। আজকে রাস্তার পাশে মানুষের পচা শিয়াল কুকুরে খাচ্ছে না, এইটা তাদের ভাল লাগছে না, দুঃখ হচ্ছে। তাদের নীতিতে শান্তি বিরাজ করাটা সহ্য হয়না। আমার পুর্ব বক্তা আমাদের ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে উল্লেখ করেছেন আইন শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে, এইটা সহ্য হয় না, হবে কি করে অভ্যাস নাই তো, তাদের অভ্যাস নাই শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে বসবাস করতে। কারণ আমরা দেখেছি ওদের আমলে একজন জুট মিল থেকে কাটা খেয়ে আহত অবস্থায় হাসপাতালে গেল, আর সেখানে তাকে রামদা নিয়ে পুলিশের সামনে টুকরা টুকরা করে মেরে দিয়ে আসল বিধানসভায় উল্লেখ করলাম ওয়াক আউট করলাম। তখন ওনারা বললেন যে, না

পাঞ্জাবের মততো লোক মারা যায় নি, উত্তর প্রদেশের মততো লোক মারা যায় নি। ওনারা তুলনা করছেন পাঞ্জাবের সঙ্গে, এরমানে পাঞ্জাবের মত লোক মারা যাক, আরও মরুক। না, আমরা তা হেত দেব না। বাঁচার জন্য আমরা সংগ্রাম করেছি, মানুষকে বাঁচার অধিকার আমরা দিয়েছি সেই অধিকার আমরা রক্ষা করব। তাদের আমলে যে পুলিশ ছিল আজও সেই পুলিশই আছে, পুলিশকে পরিচালনা করা হয়েছে সেই ভাবে, আজকে বিরোধী দলের নেতা যিনি তিনি ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। তিনি বলেছিলেন রবীন্দ্র দেববর্মাকে উল্টা টাঙ্গিয়ে রেখে তকে রাখতে হয়েছে। আমার একজন আত্মীয় পুলিশের চাকুরী করে তাকে বলা হয়েছে তুমি লাঠিটা নিয়ে তোমার ভাইকে মার। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইটা আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন। তারপর বলেছেন, খাদ্য সম্পর্কে, একটু আগে মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর দাস বলেছেন, অনাহার অর্ধাহার চলছে, আমরা তা হতে দেব না। ওনারা বলেছেন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমরা যে টাকা দিয়ে গিয়েছি সেই টাকা খরচ করে ফেলেছে এই দেড় মাসে। স্যার, এই ইলেকশনের আগে আমাদের ধারণা ছিল, আমরা ক্ষমতায় গিরে দেখব সেই সেক্রেটারীয়েটে বসে দেখব ওরা কি করেছে, নাই সমস্ত পাতি কাচি খেয়ে লাল করে দিয়েছে, কি করেছে ইলেকশনে লাগিয়ে দিয়েছে বিরোধীদেরকে জব্দ করার জন্য, কিন্তু পারেনি. ত্রিপুরা রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ সচেতন, তাই পারেনি। কয়েকদিন আগে যাদেরকে ট্রেজারী বেঞ্চে দেখেছি আস্তে আস্তে কথা বলতে, আজ বিরোধী বেঞ্চে বসে গিয়ে তাদের ব্যাটারী চার্জ বেড়ে গেছে। স্যার, যার জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এই ত্রিপুরা রাজ্যে জাতী-উপজাতী পাহাড়ে বন্দরে যারা প্রচার করছে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব এই-ভাবে প্রচার করবেন না পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দিয়েছে আর কাজ দেওয়া যাবে না বলে। কিছু কর্মচারীকেতো ওনারা ভয় দেখাচ্ছে যে, তোমরা কাজ করতে পারবে না, কাজ করলেতো এই সরকারের সুনাম হবে। অমি তাই বলছি যে, আপনারা এইভাবে বাধার সৃষ্টি করবেন না। যদি বাধার সৃষ্টি করেন তাহলে তো দেখতেই পারছেন যে জনগন আজকে আপনাদেরকে বিরোধী দলে নিয়ে গেছে, এর পরেতো জনগণের দরজায় আপনারা যেতেই পারবেন না, জনগনের দরজা অপনাদের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। এই সব করবেন না। এরপর আসে দুর্নীতির কথা. আমার লজ্জা হচ্ছে, স্যার, ওদের লজ্জা হয় কিনা জানি না, দুর্নীতির কথা এখানে বলছেন, একমাসে আমরা কত দুর্নীতি করব ? এই দশ বছরে একটা কথাওতো উল্লেখ করেন নি আমার আমলে দুর্নীতি হচ্ছে বলে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী চাউবাবু উল্লেখ করেছেন। একটু বলেই এইটা আমি ক্ল্যারিফেকেশান দিচ্ছি। আমি নিজেই গিয়েছিলাম রইসা বাড়ীতে, কো-অপারেটিভে ৮ লক্ষ টাকার হিসাব নাই, কোথায় গেল ? এটেণ্ডেন্স খাতা আছে ? নাই, তারপর কত জন মেম্বার আছে,

জানা নাই, আপনাদের টাকার হিসাব কই, স্যার, এটার ফাইল নাই. দশ বছরে কোথায় গেল এইটা, ওদের আতংক হয়েছে, আমরা তাদেরকে বলেছি, মাননীয় সদস্যবৃন্দ আপনারা ভয় পাবেন না, আমাদের সরকার ইনেসিয়েটিভ নিয়েছেন সমস্ত কিছু পরীক্ষা নীরিক্ষা চলছে, তার চিকিৎসা হবে, পায়খানা প্রস্রাব রক্ত পরীক্ষা হচ্ছে, ভাল করে চিকিৎসা হবে সেইভাবে, হাতুড়ী ডাক্তার দিয়ে নয়, কেপসোলের জায়গায় ক্লোরোক্বাইন দিয়ে নয়, সেই সব ট্যাবলেট আমরা দেব না. যাতে আসল রোগ বের করে তার চিকিৎসা করা যায় সেই রকম কেপসোল আপনাদের দেওয়া হবে। মাননীয় বিরোধী দলের একজন সদস্য এখানে বলেছেন যে গোপা, একটু জিজ্ঞেস করতে পারলেন না ?

আমাদের বিরোধী দলনেতার লটারি কেলেংকারী আমরা জানি সেটা লণ্ডনে পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে, বাংলাদেশের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু সেটাকে চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। পাতলা কাপড় দিয়ে চাপা দিলে কি হবে গর্ন্ধটা বের হয়। ওনার বয়স হল ৮২ বছর আর উনি টাকাও মেরেছেন ৮২ কোটি। ৮২ বছরের সঙ্গে ৮২ কোটি টাকা মিলিয়ে তিনি সকলকে তাজ্জব বানিয়ে ফেলেছিলেন। সেটা হতনা যদি ৮২ কোটি টাকা না হয়ে ৮৩ কোটি টাকা হত। মিঃ স্পীকার, স্যার, এখানে স্বাস্থ্যের কথা বলা হয়েছে। প্রাক্তন স্বাস্থ মন্ত্রী এখানে আছেন। কয়েকদিন আগে ওনারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন জায়গায় জায়গায় মহামারী দেখা দিয়েছিল, আমরা তাদের কাছে গিয়ে বলেছিলাম, কিন্তু কিছুই করা হয় নাই। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে শুধু আগরতলা একটা গণ্ডীর মধ্যে তারা তাদের সরকারকে রেখেছিল। পাহাড়ে বন্দরে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য তারা কিছুই করে নাই। বিদ্যুৎ সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে যে, গতকালকে অনেক লোডশেডিং হয়েছে। মিঃ স্পীকার, স্যার, এখানে ১৯ মেগাওয়াট বিদ্যুতের শর্টেজ আছে ঠিক, তবে কিছু সংখ্যক লোক ইচ্ছাকৃতভাবে এই সরকারের ভাব-মূর্তিকে মানুষের কাছে নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করছে। কারণ এখান এক দিকে বই মেলা চলছে আরেক দিকে পরীক্ষা চলছে। ত্রিপুরা রাজ্যে ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন হয় ১৬ মেগাওয়াট। রীতিমত সামান্য একটু ট্যাকনিকেল ডিফেকটের জন্য বন্ধ করে রাখা হয়েছে। যারা ইচ্ছাকৃত ভাবে এসব করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মিঃ স্পীকার, স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের যাতে বিদ্যুতের সরবরাহ থাকে তার জন্য ব্যবস্থা হচ্ছে। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্ত্তৃক সাপ্লিমেণ্টারির যেসব গ্র্যাণ্টস এসেছে সেগুলি সম্পর্কে একটি কথাও ওনারা বলেন নাই, শুধু প্রতিহিংসামূলক কথা বলে গেছেন। আমরা আপনাদের কাছে অনুরোধ করব যে, গণতন্ত্রই আজকে আপনাদেরকে বিরোধী আসনে বসিয়েছে। কাজেই সেই গণতন্ত্র রক্ষার্থে জনগণের স্বার্থে আমাদেরকে সাহায্য করুন যাতে আগামী দিনে আমরা যেসব বাস্তবায়িত করতে যাচ্ছি সেগুলি করাতে পারি। ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের জন্য আমাদেরকে সাহায্য করুন। নির্বাচনের দুর্নীতির কথা বলছেন ? সে

বাপ্পা বলে ত্রিপুরার জনগণকে আর বিভ্রান্ত করতে পারবেন না। কাজেই নাম্বুদ্রিপাদের আর জ্যোতি বসুর শিখিয়ে দেওয়া কথা এখানে টেপ করে বাজালে আর সুন্দর হবে না। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বুঝতে চেষ্টা করুন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীফয়জুর রহমান।

শ্রীফয়জুর রহমান (কুর্তি) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এই হাউজে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ যেটা পেশ করা হয়েছে আমি সেটার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বর্তমান এই সংখ্যালঘু কংগ্রেস-(ই) ও টি, ইউ, জে, এস, মন্ত্রীসভা শপথ নেওয়ার পর—

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, উনি পান চিবাইতে চিবাইতে কথা বলছেন। এটা বিধানসভায় চলেনা।

শ্রী ফয়জুর রহমান ঃ— সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে অস্থির পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে তাতে বহু মানুষের বাড়ীঘর পুড়েছে, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে। আমরা দেখেছি পূর্বের সুখময় সেনগুপ্ত ও শচীন্দ্র লাল সিংহ মহাশয় যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন যেভাবে মানুষের উপর অত্যাচার ও জুলুম চলছিল আজকেও সেরকম চলছে। আমার কাছে তথ্য আছে যে এই ১ মাসে সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বিশেষ করে সংখ্যালঘু মানুষের কোন নিরাপত্তা নাই। ধর্মনগর শহরে যেদিন এই নূতন সরকারের মন্ত্রীরা শপথ নিয়েছিল ঐদিন রাত্রে মদমত্ত অবস্থায় সংখ্যালঘু মুসলমান বস্তি দক্ষিণ নয়া পাড়ায় ঢুকে মেয়েদের উপর আক্রমণ করেছিল। মাখন মিয়া নামে একজন রিকশা শ্রমিক আজও হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। প্রাণের ভয়ে বহু লোক অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। কমলপুর শহরের নিকটবর্তী গঙ্গানগর গ্রামে মিথ্যা সাজানো মামলা করে সংখ্যালঘু মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। কমলপুরের জালাহালি, মলয়া, শালাই বাড়ী, ধর্মনগরের চন্দ্রপুর, পশ্চিম চন্দ্রপুর প্রভৃতি জায়গারও এসব হচ্ছে। ওখানকার মানুষকে বলা হচ্ছে যে, লাল ঝাণ্ডা ছেড়ে যদি কংগ্রেসে চলে আস তাহলে পুলিশ গ্রেপ্তার করবেনা। বিষ্ণুপুরে আব্দুল খলিল নামে একজন লোককে বে-আইনীভাবে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে যেভাবে মারপিট করা হয়েছে তা বলার ভাষা নাই। তারপরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করে দেখল যে, সে নির্দোষ তাই তাকে ছেড়ে দিল। কিন্তু তার অপরাধ সে সংখ্যালঘু অংশের মানুষ। ফুলবাড়ী সম্পর্কে মাননীয় স্পীকার মহোদয় অবগত আছেন কারণ, ঐ এলাকা থেকে আপনি নিজে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। সেখানকার মানুষের বাড়ীঘরগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আজকে পর্যন্ত সেখানকার মানুষগুলি

বাড়ীতে যেতে পারলনা। প্রাণের ভয়ে তারা মেয়ে লোক নিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। এই ধরনের বহু ঘটনা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ঘটছে। আবার এই বর্তমান সংখ্যালঘু সরকার বলছেন তাদের প্রথম কাজ নাকি রাজ্যের আইন শৃংখলা রক্ষা করা। ধর্মনগরের গোতোকরায় গাঁওসভায় মাত্র পাঁচ ঘর মুসলমান পরিবার বাস করেন। কিন্তু সেখানে জনৈক প্রভাবশালী কংগ্রেস (ই) নেতা তাদের উপর অত্যাচার করবার চেষ্টা করছেন। এইখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিল যে সংখ্যালঘু মানুষের স্বার্থ তারা দেখবেন। আমরা এখন কি দেখছি, আর খোদ দিল্লিতেই বা কি দেখছি, কংগ্রেসের তিন বছরের রাজত্ব? আর এখানেই বা কি দেখছি? এই আগরতলা শহরের মসজিদ রোডে ওয়াকফের একটা মাত্র সাইনবোর্ড ছিল। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এই সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু কংগ্রেসের একমাসের শাসনে আবার ত্রিপুরাতে যেভাবে নির্য্যাতন শুরু হয়েছে তাতে ত্রিপুরার সংখ্যালঘু মুসলিম, উপজাতি, তপশিলি জাতি-সমূহ বেশী বিপদগ্রস্ত হবেন। আজকে আমরা লক্ষ্য করছি এই কংগ্রেস (ই) সারা ভারতবর্ষে যেভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিচ্ছিন্নতাবাদের, কায়েমীস্বার্থবাদীদের শক্তিগুলির সঙ্গে আঁতাত করছে তাদের গদি রক্ষার জন্যে, তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আগামী দিনে আরো বেশী বিপদগ্রস্ত হবেন। এই সমস্ত কাজ গণতন্ত্র-বিরোধী, এবং এই রাজ্যে যারা সরকার পরিচালনা করছেন সংখ্যালঘু সরকার তারা রিগিং করে সরকারে এসেছেন, জনগনের দ্বারা তারা নির্বাচিত সরকার নয়, আজকে তারা এখানে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এনেছেন। কাজেই তাদের এই বাজেটকে আমি কোন মতেই সমর্থন করতে পারিনা। কারন এই বাজেট জনগণের কোন কল্যানে আসবে না। এইটার দ্বারা শুধু মন্ত্রীদের পকেট পূর্ণ হবে। এই বাজেট আসলে পকেট বাজেট। গরীব মানুষের জন্য এই বাজেট নয়। তাই এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারি না, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী অঞ্জু মগ।

শ্রীঅঞ্জু মগ (মনু) ঃ---মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি পুরোপুরি সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এটার বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু বিগত দশ বছরে আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার অনেক সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এনেছেন। এখানে বিরোধীদলের মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে, আমাদের সরকার নাকি কারচুপি করে সরকার করেছেন। কিন্তু কারচুপি তো তারাই করেছেন। আসলে নিজেদের দুর্বলতা ঢাকবার জন্যে তারা এইসব কথা বলছেন। এখানে বিগত

সরকারের হেল্থ মিনিস্টার শ্রীসমর চৌধুরী উপস্থিত রয়েছেন। তিনিই বলেছিলেন যে, এই সাতচাঁদ ব্লকে ৪৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে এলাকায় কাজ করবার জন্যে। কিন্তু সে টাকা খরচ করা হয়নি, কেন? আমি জিজ্ঞেস করতে চাই। এই ৪৫ লক্ষ টাকা কার? এইটা জনসাধারণের টাকা না বামফ্রন্ট পার্টির ক্যাডারদের টাকা। ২৫ লক্ষ টাকা ২৫টি পরিবারের ক্যাডারদের স্বার্থে এই টাকা দিয়েছেন। আমাদের সরকার গদিতে বসেছেন এক মাসের মত হয়। সেই কারণে এইটা ধরা পড়ে গেছে। কাজেই এইটা তাদের মনের দুর্বলতা।

আরেকটা পয়েন্টের কথা বলতে চাই। এ ডি সি-র টাকা নোটিফায়েডের টাকা তারা খরচ করেছেন নিজেদের দলীয় স্বার্থে। জনগণের স্বার্থে খরচ করেন নি। সেইজন্যই আমাদের সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আনতে হয়েছে। আমাদের সরকার চালাতে হবে তো।

তারপর বিরোধীরা বার বার বলছেন এই সরকার নাকি সংখ্যালঘু সরকার। আমি বুঝতে পারি না তারা কি করে বলছেন এটা, ২৮টা বেশী না ৩১টা বেশী? কোনটা সংখ্যা গরিষ্ঠ সেটা তারা হিসেব করে দেখতে পারেন। কাগজপত্রেও খবরের কাগজেও বলছে আমরা সংখ্যা গরিষ্ঠ, তারা বলছেন নাকি আমরা সংখ্যা লঘিষ্ঠ। আজকে আমাদের সরকার এক মাসের মত হয় গদিতে বসেছেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে সারা রাজ্যে নিরাপত্তা ফিরিয়ে এনেছেন। আর আপনাদের বিগত দশ বছরে আপনারা মানুষের উপর চালিয়েছেন অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার এইটা আর আমাদের বলতে হবে না, ইতিহাস কথা বলবে। ত্রিপুরার মানুষ একথা বলবে। গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে আপনারা যে চীৎকার করছো এটা আপনাদের মুখে সাজেনা। মানুষের উপর অন্যায় অবিচার আপনারা করেছেন সেই জন্যে আজকে আপনারা বিরোধী বেঞ্চে বসেছেন। আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষ্কার করে বলেছেন, সামরিক বাহিনী নির্বাচনের আগে ত্রিপুরাতে আসেনি। নির্বাচনের পরে এসেছে। আর আপনারা বলছেন নির্বাচনের আগেই নাকি সামরিক বাহিনী ত্রিপুরাতে এসেছে।

কাজেই আমি আশা করি আপনারা এই সরকার যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এনেছেন তাকে সমর্থন করবেন। কারণ আপনারা বিগত দশ বছরে এই রাজ্যের অর্থনীতিকে যে দুর্বল করেছেন তাকে চাঙ্গা করার জন্যেই এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আনা হয়েছে।

তারপর আপনারা বলছেন আমাদের সরকার নাকি ভোটে কারচুপি করেছে, রিগিং করেছে। কিন্তু আসলে কি রিগিং করেছে? আপনারা এই ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারে বসে পঞ্চায়েত নির্বাচনে, এ ডি সি-র নির্বাচনে, বিধানসভার নির্বাচনে প্রত্যেকটি নির্বাচনে রিগিং করেছেন। আমার কনস্টিটিউয়েন্সীতে আমি একটি উদাহরণ দিতে চাই। আগের

নির্বাচনে আমি আপনাদের দলকে দুই হাজারের বেশী ভোটের ব্যবধানে ডিফিট করেছিলাম। কিন্তু এইবার দুই হাজারের কম ভোটে আপনাদের ডিফিট করেছি। কারণ আমার এলাকার অনেক ভোটারকে আপনারা আসতে বাঁধা দিয়েছিলেন। তার-পরেও আপনারা সেখানে রিগিং করেছেন। আমি, এই হাউসের কাছে তার প্রমাণও দিতে পারি।

আর একটা বলব। আপনারা রিগিং করেছেন। আমরা রিগিং করি নাই। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী শৃংখলা চান। কিন্তু আপনারাই অশান্তি সৃষ্টি করেছেন। কাজেই আপনাদের আমলে নয়, আমাদের আমলেই শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছি। কাজেই বিরোধিতা করার কোন কথাই উঠে না।

ল্যাম্পস, প্যাকস এবং কো-অপারেটিভ সম্বন্ধে বলতে গেলে আমি বলব যে বিভিন্ন রকমের কো-অপারেটিভ আছে। এইগুলিতে কত কোটি টাকা লাভ হয়েছে? সেগুলি কোথায় যাচ্ছে? আমরা দেখেছি দলীয় স্বার্থে সেগুলি খরচ করা হয়েছে, ক্যাডার ভিত্তিক। গত মাসে আমাদের পি, ডব্লিউ, ডি, মিনিস্টার এবং কো-অপারেটিভ মিনিস্টার যখন শিলাছড়ি ভিজিট করেছেন তখন দেখলাম একাউন্টস-এর খাতা নাই, বেতন দিতে পারছে না কর্মচারীদের, ক্যাস বুক নাই। ব্যালেন্স শীট আপনারা দেখতে পারেন নাই। ম্যানেজিং ডিরেক্টারের বাড়ীতে নাকি নিয়ে গেছে। আমার মনে হয় সেজন্যই বোধ হয় অভিরাম বাবু যিনি বিগত মন্ত্রিসভায় কো-অপারেটিভের মন্ত্রী ছিলেন তিনি সভায় আসেন নি। কাজেই আমি আশা করব এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডকে সমর্থন করুন যাতে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের জন্য, গরীব মানুষের জন্য কাজ করতে পারেন। তাহলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হব। আপনারা বাজেট করতে পারেন নাই ঠিক ঠিকভাবে। সেজন্য আমাদের সাপ্লিমেন্টারী আনতে হয়েছে। সেজন্য এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া।

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া (জোলাইবাড়ী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মুখ্যমন্ত্রী যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এনেছেন সেটা আমি মানতে পারি না। ত্রিপুরার মানুষের উন্নয়ন-মূলক কাজের জন্য করেছেন এই বাজেট তাঁরা বলেছেন। আপনারা জনপ্রতিনিধি তো ঠিকই। কিন্তু দেখা যায় যে জনপ্রতিনিধিদের আপনারা সম্মান করেন না। গ্রাম পঞ্চায়েতের হাত থেকে ক্ষমতা সীজ করে প্রধানদের কাছ থেকে ক্ষমতা নিয়ে অফিসার-দের হাতে দিয়েছেন। সেজন্য আমি এটা সমর্থন করতে পারছিনা। কে গরীব, কোথায় রাস্তা করবে, কোথায় ইরিগেশন করবে, সেটা কিভাবে করবে? আপনারা মন্ত্রীরা কি কনট্রাক্টার হবেন। আপনারা এসেছেন ঠিকই। কিন্তু জনগণের আশীর্বাদে আসেন

নাই। এসেছেন মিলিটারীর আশীর্বাদে, রাজীব গান্ধীর আশীর্বাদে। ত্রিপুরার ইতিহাস কি? সরকারে বসে আপনারা কি করেছেন ?

সেই ইতিহাসটা হচ্ছে যেই সরকারে আসুন না কেন, মানুষের আইনের মাধ্যমে শান্তি চায়, গায়ের জোরে কোন শান্তি আসে না। আজকে যে সরকার করেছেন, তাতে কেন মানুষের সর্বনাশ হচ্ছে, এটাই হল আমার প্রশ্ন। তাই বলছি, এসব কি হচ্ছে? আইন শৃংখলা রক্ষা করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের, কিন্তু সেই জায়গাতে কেন্দ্রীয় সরকার কেন মাথা ঘামাচ্ছেন, কেন বা এই রাজ্যে উপদ্রুত ঘোষণা করা হল, এটা সব মানুষই জানতে চাইবে। তবে আপনারা যদি নিজেদের দায়িত্ব পালন না করতে পারেন তবে রাজ্যটা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই তুলে দিতে পারেন, আপনাদের আবার কেন মন্ত্রী টন্ত্রী হওয়ার সাধ। আপনাদের অবর্তমানে তো কেন্দ্রীয় সরকারই এই রাজ্যটা চালাতে পারেন। তাই আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যে উপদ্রুত ঘোষণা করল কে? এটা কি রাজ্যবাসী চেয়েছিল, না এখানকার তৎকালীন মন্ত্রীসভা চেয়েছিল? কেউ তো উপদ্রুত ঘোষনা চেয়েছে বলে আমার জানা নাই, তবু এই ত্রিপুরা রাজ্যে উপদ্রুত ঘোষণা করা হল। সেই ১৯৮০ সালে যখন এই রাজ্যে দাঙ্গা হল, তখনও তো রাজ্য সরকার সময়মত উপদ্রুত ঘোষনা করতে পিছ পা হয় নি, এবারও যদি সেই রকম কিছুর প্রয়োজন হত, নিশ্চয় রাজ্য সরকার সেটা করতেন, কিন্তু রাজ্য সরকার না চাইলেও কেন্দ্রীয় সরকার জোর করে এই ত্রিপুরা রাজ্যে উপদ্রুত ঘোষণা করলেন। তখন যদি সুধীর বাবু নিজে মুখ্য মন্ত্রী থাকতেন তাহলে তিনি কি সেটা করতেন? আমার বিশ্বাস তিনি সেটা করতেন না। কাজেই এই জিনিসটাই আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের সকল অংশের মানুষকে বুঝতে হবে এবং আজকে ত্রিপুরা রাজ্য কি ভাবে চলছে, সেটাও দেখতে হবে। কাজেই এই যে ব্যয় বরাদ্দ বেটা মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী চেয়েছেন, তা আদৌ যুক্তি যুক্ত নয়। কারণ গত দশ বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের জনগনের জন্য যা কিছু করেছেন তার সংগে বর্তমান রাজ্য সরকার কতটা যোগ করতে পারবেন, সেই বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কারণ গত ১০ বছরে উগ্রপন্থির হামলায় যাদের বাড়ী ঘড় নষ্ট হয়েছে সেগুলিও আপনারা এখন পর্যন্ত তৈয়ী করে দিতে পারেন নি অথচ এই ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বিগত ৩০ বছরে আপনাদের কংগ্রেস সরকার যা করতে পারে নি, তারা ১০ বছরেই ৩ গুণ বেশী করেছে। কাজেই বাজেটে বরাদ্দ করলেই হল না, সেই টাকা লুটে পুটে খাওয়া ছাড়া অন্য কোন কাজের কাজ হবে বলে আমি মানে করি না। তাই আমি এখানে যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে, সেটাকে সমর্থন করতে পারছি না। ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের জনপ্রতিনিধিরা এই হাউসে রয়েছেন, তাদের সবারই কম বেশী জনগণের জন্য দায়িত্ব রয়েছে, আমাদেরও সেই দায়িত্ব রয়েছে, কাজেই জনগণের

দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে আমরা যদি অন্য কিছু করি তাহলে জনগণ আমাদের কাউকে ক্ষমা করবেন না। কাজেই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ এখানে যেটা চাওয়া হয়েছে তার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- আজকে মত ১৯৮৭-৭৮ ইং আর্থিক সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সাধারণ আলোচনা শেষ হল। আগামীকাল অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর দফা-ওয়ারী আলোচনা শুরু করার আগে আবার সাধারণ আলোচনা শুরু হবে তারপর দফাওয়ারী আলোচনা শুরু হবে। এ সভা আগামী ৮ই মার্চ মঙ্গলবার, বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, Tripura on the Thuesday, the 8th March, 1988 at 11·00 a. m.

PRESENT

Shri Joytirmoy Nath, Speaker in the Chair, the Chief Minister, The Deputy Speaker, 7 Ministers, 9 State Ministers. and 39 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

Mr. Speaker:—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী।

শ্রী সমর চৌধুরী (ধনপুর) :—কোয়েশ্চান নং ১৫

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—কোয়েশ্চান নং ১৫

প্রশ্ন

১। কোঅপারেটিভগুলির বিশেষ করে ল্যাম্পস এবং প্যাক্সসমূহের দ্বারা ন্যায্য দরে গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা সমূহকে শক্তিশালী করতে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

রাজ্য সরকার গত তিন সপ্তাহের কার্যকালে ল্যাম্প এবং প্যাক্সগুলির পরিচালনাগত ব্যবস্থাগুলি খতিয়ে দেখা শুরু করেছেন যাহাতে দুর্বলতাগুলি দূর করে গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা শক্তিশালী করা যায়।

ল্যাম্পস ও প্যাক্স এর মাধ্যমে যাহাতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ ঠিক মত চালু থাকে তাহার জন্য ইতিমধ্যেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রী সমর চৌধুরী (ধনপুর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সরকারের কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ মূলধনের টাকা না পেলে প্যাক্সগুলির তাদের যে সমস্ত দোকান আছে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের জন্য এমন কি রেশন দোকানগুলি সহ তারা তাদের দোকানগুলিতে যে জন্য চাল রাখার চেষ্টা করছে সেই দোকানগুলি প্রয়োজনীয় টাকার অভাবে চাউল রাখতে পারছে না—এটা জানেন কি না ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার কাছে যে সমস্ত তথ্য আছে সেগুলি আমি হাউসের সামনে রাখছি। বর্তমান আর্থিক বছরে ত্রিপুরা সরকার ল্যাম্প এবং প্যাক্স দ্বারা ন্যায্য মূল্যে দ্রব্য সরবরাহের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলির এখন পর্য্যন্ত গ্রহণ করেছেন।

বিভিন্ন স্কীমের বিবরণ—নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খরিদের জন্য জাতিয় উন্নয়ন নিগমের হইতে শেয়ার ক্যাপিটেল প্রদান বর্তমান আর্থিক বছরে মঞ্জুরীকৃত টাকার পরিমাণ, কোন মঞ্জুরী পাওয়া যায় নাই। কতটি ল্যাম্পস এবং প্যাক্স টাকা পেয়েছে —৩টি ল্যাম্পস এর জন্য ৫৫ হাজার টাকা, ২০টি প্যাক্সের জন্য ৩.১৫ লক্ষ টাকার জন্য আবেদন পত্র নিগমের কাছে পাঠান হয়েছে।

২) ৩০০ কার্ডের কম যে সব ন্যায্যমূল্যের দোকান আছে সেগুলির সেলসম্যান ও ওয়েম্যানের বেতনের জন্য ভর্তুকি প্রদান—যেটা ষ্টেট প্লান থেকে দেওয়া হয়। মোট ৯.৮০ লক্ষ টাকা মোট ৯৮টি ন্যায্যমূল্যের দোকান, ২৬টি ল্যাম্পস, ৪১টি প্যাক্স, ২টি অন্যান্য সমিতিকে এই টাকা দেওয়া হয়েছে। এসেনশীয়েল কমডিটিজ প্রদানের জন্য পার্টি হিসাবে অর্থ প্রদান— ষ্টেট প্লান হইতে দেওয়া হয়। ১.৫০ লক্ষ টাকা। ৮টি প্যাক্সকে দোকান ঘর নির্মাণের জন্য অনুদান হিসাবে ষ্টেট প্ল্যান হইতে দেওয়া হয়েছে এবং ২.৫০ লক্ষ টাকা ১০টি প্যাক্সকে দেওয়া হয়েছে।

এ. ডি. সি. স্কীমে ল্যাম্পসের কার্যকারী মূলধন, পরিবহন ভর্তুকী, আসবাব পত্র খরিদের জন্য, দোকান পরিচালনার জন্য একজন সেলসম্যান ও একজন ওজনদারের বেতনের বাবত ভর্তুকী হিসাবে অনুদান হিসাবে ৩৭৫ লক্ষ টাকা।

তাছাড়া প্রতিটি ল্যাম্পসকে ম্যানেজিং ডাইরেক্টার হিসাবে কাজ পরিচালনার জন্য—সমবায় হইতে ডেপুটেশানের জন্য ল্যাম্পস ও প্যাক্স থেকে দেওয়ার জন্য সরকার থেকে ল্যাম্পস ১২'৭৮ লক্ষ টাকা প্যাকসের জন্য এবং ল্যাম্পসের জন্য ৫৫ লক্ষ টাকা।

ল্যাম্পস এবং প্যাকসের কিছু কর্মীর জন্য সরকার থেকে মেনেজারীয়েল সাবসিডি প্রদানের জন্য যথাক্রমে ১৫'৫৫ ও ২৪'০৫৪ লক্ষ টাকা।

শ্রী সমর চৌধুরী (ধনপুর) :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, রাজ্য সরকার থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন রেশনের দোকান থেকে চাল খরিদ করতে ডি, ও, কাটতে হয়। তাদের হাতে সেই ডি ও' কাটার টাকাও নেই সেজন্য রাজ্য সরকার থেকে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ব্যাংক থেকে ক্রেডিটে নিয়ে তারা চাল খরিদ করবে—অবশ্য পরে সেই টাকাগুলি

পরিশোধ করে দেবো কিন্তু ব্যাংগুলি টাকা দেওয়ার ব্যাপারে কোন সহযোগীতা করছেন না এটা জানা আছে কি না?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ-মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রথমেই বলেছি ল্যাম্পস্ ও প্যাকস্ গুলি যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করতে পারে তার জন্য ইতিমধ্যেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যে সমস্ত দুর্বলতা আছে সেগুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই সব সোসাইটিগুলি চালু রাখার জন্য নিজেরা কিছু লোক নিয়োগ করেন এবং সেজন্য সরকার থেকে কিছু সাবসিডিও দিয়ে থাকেন। রাজ্য সরকার গত কয়েক মাস আগে তাদের সেই সাবসিডির পরিমান কিছুটা বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু গত কয়েক মাসের মধ্যে জিনিষ পত্রের দাম এমন ভাবে বেড়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নূতন বাজেটের ফলে জিনিষ-পত্রের দাম দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে যে পরিমান মজুরীতে সেই সব কর্মচারীদের কাজ করতে হয় আজ তাদের পক্ষে কাজ চালান অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সেজন্য যাতে এই সমস্ত সোসাইটিগুলি তাদের দোকানগুলি চালু রেখে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করতে পারে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন কি?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমি আগেই বলেছি যে সমস্ত দুর্বলতাগুলি সরকার খতিয়ে দেখছেন এবং এই ব্যাপারে সেই রিপোর্ট না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছু বলা সম্ভব নয়।

শ্রী রসিকলাল রায় (সোনামুড়া) :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস গুলি ডি. ও, কাটার জন্য যে টাকা দেওয়া হয় সেই টাকাগুলি কিছু লোক ব্যাক্তিগত ব্যবসায়ে খাটাচ্ছে যার ফলে সময় মত ডি ও. কাটতে পারা যাচ্ছে না এবং রেশনগুলিতে সময় মত চাল আনতে পারছেন না?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):-স্যার, এই সম্পর্কে নির্দিষ্ট প্রশ্ন করলে আমি জবাব দিতে পারব।

শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :—মোহনপুর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বিগত সরকারের আমলে এই রাজ্যের কিছু ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস সম্পর্কে কিছু দূর্নীতির অভিযোগ আছে এবং সেই সব দুর্নীতির যাতে [illegible] ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি যে আমরা দুর্বলতাগুলি খতিয়ে দেখছি কাজেই সেই সব দুর্নীতিগুলিও তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সারা রাজ্যে প্যাক্স এবং ল্যাম্পস্ পরিচালিত সোসাইটিগুলির মাধ্যমে হাজার হাজার শেয়ার হোলডার গ্রামাঞ্চলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করার ফলে কিছু কিছু মুনাফাবাজ ব্যবসায়ী সেটা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারছে না। এবং এইগুলির বিরোদ্ধে যা খুশী তাই প্রচার করে যাচ্ছেন এবং তাদের সঙ্গে কিছু রাজনৈতিক দলও সেই সব মুনাফা বাজদের স্বার্থে সুপারিশ করে যাচ্ছেন এটা জানেন কি না?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩২, রুরেল ডেভেলাপমেন্ট।

শ্রীদীপক কুমার রায় (বড়জলা):—মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ৩২, রুরেল ডেভেলাপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার,, কোয়েশ্চান নং ৩২।

প্রশ্ন

১) সরকার অবগত আছেন কি বর্তমানে রাজ্যের প্রত্যেক অঞ্চলে পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়াছে,

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তাহা প্রতিকারের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

৩) বর্তমানে সদর উত্তরাঞ্চলে মোহনপুর ব্লকে পানীয় জলের সংকট দুর করার জন্য কি কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছে ?

উত্তর

(১ ও ২)—প্রতি বৎসর মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত শুকনা মরশুমে ভূগর্ভস্থ জলস্তর কিছুটা কমে যায়। পানীয় জলের উৎসগুলি কিছু কিছু ক্ষেত্রে শুকিয়ে যায় এবং অকেজো হয়ে যায়। ফলে পানীয় জলের অসুবিধা দেখা দেয়। তবে পানীয় জলের অভাব দূর করার জন্য সরকার হইতে পরিকল্পনা অনুসারে পর্যায়ক্রমে গ্রামীন অঞ্চলে জলের উৎস সৃষ্টি করা হচ্ছে। মার্ক-টু ও সাধারণ টিউবওয়েল বসানো হচ্ছে। তাহা ছাড়া টিউবওয়েল ইত্যাদি মেরামতের জন্যে জরুরী ভিত্তিতে পাইপ, স্ট্রইনার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ বিভিন্ন ব্লকে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩) মোহনপুর ব্লকে অঞ্চলে বর্তমানে ১২৮৩ টি সাধারণ টিউবওয়েল, ৫৮টি রিংওয়েল এবং ১৫৩টি মার্ক-টু টিউবওয়েল বসানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। অকেজো সাধারণ টিউবওয়েল গুলির মেরামত ও পুনঃখননের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শ্রীদীপক কুমার রায় (বড়জলা) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ব্যবস্থাগুলির কথা বললেন সেগুলি কত দিনের মধ্যে নেওয়া হবে ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরায় ৪১২৭টি গ্রামের মধ্যে ৩৪৮টি গ্রামে ৬ষ্ঠ যোজনা পর্যন্ত টিউবওয়েল ও রিংওয়েলের মাধ্যমে পানীয় জলের উৎস সৃষ্টি করা হয়েছে। ৭ম পরিকল্পনা ৫৩৭টি গ্রাম ও পাড়ায় ইণ্ডিয়া মার্ক-টু টিউবওয়েল বসানোর কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে উত্তর ত্রিপুরায় ৮৩৫টি গ্রামে পানীয় জল সরবরাহে দায়িত্ব টেকনোলজি মিশন নিয়াছে। সপ্তম যোজনায় এ পর্যন্ত ১১৩৩টি গ্রামে পানীয় জলের উৎস মার্ক-টু টিউবওয়েলের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে। ত্রিপুরায় গ্রামীণ অঞ্চলে ১৯৪৪টি মার্ক-টু টিউবওয়েল, ৯৮,৮৩ টি সাধারন টিউবওয়েল বর্তমান আছে। তাছাড়া পূর্বর করা প্রায় ৩০০০টি রিংওয়েল আছে। ১৯৮৭ ৮৮ সনে বরাদ্দকৃত ২৫৫ লক্ষ টাকা গ্রামীণন পানীয় জলের খাতে আর, ডি, ডিপার্টমেন্ট-এর মাধ্যমে কাজে লাগানো হইতেছে। মার্চ হইতে মে মাস পর্যন্ত সাধারণ কিছুটা পাননীয় জলের অভাব দেখা দেয়। এই উদ্দেশ্যে এবছর অকেজো সাধারণ টিউবওয়েলগুলি মেরামতের ও পুনর্খননের জন্য পাইপ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ বিভিন্ন ব্লকে পাঠানো হচ্ছে। তাছাড়া বিভিন্ন ব্লকে ২০টি নুতন মার্ক-টু টিউবওয়েল বসানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীদীপক কুমার রায় (বড়জলা) :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে এক শ্রেণীর কর্মচারী সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অসহযোগীতা করছে। জল মানুষের জীবন সেই কাজেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এই রকম কোন স্পেসিফিক অভিযোগ আমাদের কাছে আসিলে সেটা নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে মার্ক-টু টিউবওয়েল বসানোর ব্যাপারটা, সেখানে দুই তিনটা স্কীম আছে, কিন্তু এই ব্যাপারে মেকানিজমের যথেষ্ট অভাব। কাজেই এই কাজটাকে ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমি তো আগেই বলছি যে এই ব্যাপারে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের যে ২০ দফা কর্মসূচী সেটার মধ্যে পানীয় জল সরবরাহ করাও একটা। এই সরকার এই ২০ দফা কর্মসূচী রূপায়ণে যথেষ্ট সচেষ্ট। যে যে জায়গায় দ্রুত করা দরকার সেটা হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বিভিন্ন ব্লকগুলিতে অনেক টিউবওয়েল অকেজো হয়ে পড়ে আছে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রের অভাবে যন্ত্রাংশ পাওয়া যাচ্ছে না। বি. ডি, ও, ডাইরেক্টর কিনতে পারছে না বাহির থেকেও সাপ্লাই যাচ্ছে না। ফলে টিউবওয়েলগুলি অকেজো হয়ে পড়ে আছে। এই ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, যন্ত্রাংশের অভাব রয়েছে এটা ঠিক নয়। এই ওয়াটার সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে প্রচুর যন্ত্রাংশ আছে, প্রচুর পাইপ রয়েছে। সুতরাং এই ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে বিগত সরকারের আমলে—অর্থাৎ আমাদের বামফ্রন্ট সরকার যখন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এই রাজ্যে আমরা সে সময় দেখেছি অনেক টিউব-ওয়েলই দেওয়া হয়েছে তাঁদের ক্যাডার দিয়ে এবং কন্ট্রাক্টর দিয়ে। কিন্তু সেগুলি জনসাধারণের কোন কাজেই লাগেনি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা তদন্ত করে দেখবেন কি? বলা হয়েছে, আমার মোহনপুর ব্লকে মোট ১৩০০টি টিউব-ওয়েল বসানো হয়েছে। কিন্তু আমি বলতে পারি, সেখানে ১৩০০ টিউব-ওয়েল নয় কয়েকটি মাত্র বসান হয়েছিল। পার্টির ক্যাডাররা এবং কন্ট্রাক্টররা কর্মচারীদের যোগ সাজসে মিথ্যা বিল পাশ করিয়ে নিয়েছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা? যদি জানা না থাকে, তাহলে বিলটি তদন্ত করে দেখা হবে কিনা।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—এই ধরনের কোন তথ্য যদি আমাদের কাছে দেওয়া হয়, আমরা তদন্ত করব এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেব।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা (আশারামবাড়ী) :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যেসমস্ত এরিয়া ড্রাই বলে চিহ্নিত, যেখানে মার্কটু দিয়েও জল আসছে না, বসাতে পারছে না পাথরের জন্য। পাথর কেটেও দেখা গেছে সেখানে জল আনার কোন সুযোগ সুবিধে নেই যেমন আমার

খোয়াই-এর তকছাইয়া, আমপুরা সেটা ড্রাইট এরীয়া। শীতকালে সেখানে তাদের খাবার জল থাকেনা, স্নান কোনদিন হয়না। কাজেই ঐ সমস্ত এরীয়ায় গভীর নলকূপ বসিয়ে পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এইগুলি আমরা খোঁজ খবর নিয়ে দেখব, এবং মাননীয় সদস্য যদি স্পেসিফিক খবর দেন, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সে সমস্ত অঞ্চলে পানীয় জলের বন্দোবস্তের সুযোগ করব।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :—এই রুর‍্যাল ওয়াটার সাপ্লাই ব্যবস্থার মধ্যে টিউব-ওয়েল ও মার্কটু চালু করার পর রিং-ওয়েল সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এমন কতকগুলি অঞ্চল আছে যেখানে টিউব-ওয়েল বসে না মার্কটু বসে না. ঐ সমস্ত জায়গায় রিং ওয়েল বন্ধ থাকার ফলে ঐ সমস্ত এলাকার মানুষেরা পানীয় জল সম্পর্কে মহা অসুবিধায় পরেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সরকার থেকে এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমি এই প্রশ্নের জবাব দেবার সময়ই উল্লেখ করেছি যে ৩টি পদ্ধতি ছিল তা চালু রাখব এবং চালু থাকবে। এই খবর যদি থাকে বন্ধ করার সেটা পূর্বতন সরকারই বন্ধ করে দিয়ে ছিলেন। নতুন সরকার সবগুলি পদ্ধতিই জোরদার রাখবে।

মিঃ স্পীকার :—আমি আর সাপ্লিমেন্টারী এলাউ করব না। মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬।

মিঃ স্পীকার ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে জুট কর্পোরেশান অব্ ইণ্ডিয়া বর্তমান আর্থিক বৎসরে কত পরিমাণ পাট ও মেস্তা কি দরে পাট চাষীদের কাছ থেকে ক্রয় করেছেন, এবং

২। উক্ত সংগৃহীত পাটের মধ্যে অ্যাপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে তারা কত সংগ্রহ করেছেন ?

উত্তর

১। এখন পর্যন্ত পাট ও মেস্তা ক্রয়ের পরিমাণ হচ্ছে, ৩৩,৮৪৬.৭৭ কুইন্টাল। পাট ও মেস্তা ক্রয়ের কুইন্টাল প্রতি দর নিম্নরূপ :—

সাদা—ডাব্লু ওয়ান হইতে ডাব্লু— এইট গ্রেড—৩৬০.০০ টাকা হইতে ১৯৫.০০ টাকা

তোষা— ঐ— —৩৭২.৫০ টাকা হইতে ২০৭.৫০ টাকা

মেস্তা—৩ টপ হইতে স্যাক্স টপ বটম পর্যন্ত—২৭৯ টাকা হইতে ১৮৯ টাকা।

২। এপেক্স সোসাইটির মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ১৮,৯৮০.৪৩ কুইন্টাল পাট ক্রয় করা হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, জে, সি, আই, থেকে যে পাট কেনার কেন্দ্রগুলি করা হয়েছে ইতিমধ্যেই পাট ক্রয় কেন্দ্রগুলিতে সরকার থেকে নীতি গ্রহণ

করা হয়েছে যে, ডাইরেক্টলি সমস্ত জুট প্রডিউসার থেকে পাট কিনতে হবে। কিন্তু তা না করে অতি সামান্য পাটই ফড়িয়াদের মাধ্যমে কেনা হয়েছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকের মাধ্যমে যে পরিমাণ পাট উৎপাদিত হয় তার খুব কমই কেনা হয়েছে এ খবর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা তা জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :- স্যার, জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া এবং অ্যাপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি যে পরিমাণ পাট ও মেস্তা ক্রয় করিয়াছে তার বিস্তারিত হিসাব নিম্নরূপ।

জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া ক্রয় করেছে, সাদা- ৩,৩৩৭,৩৬, তোষা- ৩,১১৬,৬৪, মেস্তা- ৮,১১,২.৩৬। মোট ১৪,৫৬৬.৩৪ কুইন্টাল।

অ্যাপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি- সাদা- ২,৬৫২,৮৮, তোষা- ১,৯৮৩,৯২, মেস্তা- ১৪,৩৩৬,৬৩। মোট- ১৮,৯৮০,৪ । সব কিছু মিলিয়ে- ৭,৩৩,৫৪৬,৭ কুইন্টাল।

শ্রীসমর চৌধুরী :- স্যার, আগে যে হিসাব দিয়েছিলেন তার সঙ্গে বর্ত্তমান হিসাবের মিল থাকছে না। হয়ত, আমি ঠিক মত ফলো করতে পারি নি !

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :- স্যার ঠিকই আছে। আমার হিসাবেই ভুল হয়েছিল। সব কিছু মিলিয়ে হবে, ৩৩ ৫৪৬ ৭৭ কুইন্টাল.

শ্রীসমর চৌধুরী :- সাপলিমেণ্টারী স্যার, ত্রিপুরা থেকে কত পাট কিনার জন্য জে. সি, আই-এর টারগেট ছিল ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :- স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। মাননীয় সদস্য ভিন্ন প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :-সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যারা সত্যিকারের পাট উৎপাদক চাষী তাদের কার্ড দেওয়া হয়েছে। সুতরাং পাটিয়া দিবার জন্যই যাদের কাছে এই কার্ড আছে তাদের কাছ থেকেই কিনা হয়েছে নাকি ফড়িয়াদের কাছ থেকে পাট কিনে গ্রোয়ার্সদের বঞ্চিত করা হয়েছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা এবং যদি জানা না থাকে তাহলে এই বিষয়গুলি সঠিক ভাবে তদন্ত করে দেখবেন কিনা যাতে সত্যিকারে যারা গ্রোয়ার্স তাদের কাছ থেকেই পাট কিনা হয়, ফড়িয়াদের কাছ থেকে যাতে কিনা না হয়।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :- স্যার, কার্ড যা দেওয়া হয়েছে, সেগুলি পূর্ববর্ত্তী সরকার দিয়েছেন। সেই কার্ডের মাধ্যমেই পাট ক্রয় করা হয়ে থাকে। উনারাই বলতে পারেন সত্যিকারে যারা পাট উৎপাদন করে তাদেরই এই কার্ডগুলি দেওয়া হয়েছে কিনা, নাকি ফড়িয়াদের দেওয়া হয়েছে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (শাল গড়া) :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা জে, সি, আই পাটের যে মূল্য নির্দ্ধারণ করেছে তাতে যারা পাট চাষী, পাটের উৎপাদন মূল্য পায় না বলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ? এই ব্যাপারে সরকারের জে, সি, আই-এর সঙ্গে আলোচনা করে পাটের মূল্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :- স্যার, আমি আগেই বিভিন্ন দর এবং গ্রেডেশানের

কথা বলেছি। তার মাধ্যমেই দাম ধার্য্য করা হয় এবং এই দাম ধার্য্য করার সময় ক্রিষ্ট অব প্রডাকশনেও বিবেচনার মধ্যে আনা হয়।

শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, বিগত সরকার পাটবিক্রয় করার জন্য যে-সব কার্ড বিতরণ করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে যারা পাট উৎপাদক চাষী তাদেরকে দেন নি। যাদেরকে কার্ড দেওয়া হয়েছিল তারা হচ্ছেন সি, পি, আই (এম) কর্মী, তাদের মাধ্যমেই পাট ক্রয় করাচ্ছেন। সুতরাং, এই বিষয়টি তদন্ত করে সুষ্ঠ ব্যবস্থা সরকার নেবেন কিনা?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যদি নির্দিষ্ট অভিযোগ নিয়ে আসেন তাহলে সেগুলি তদন্ত করা হবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা সরকার নেবেন।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেনস্ পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী চিত্ত রঞ্জন সাহা মহোদয়ের নিকট থেকে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পেয়েছি। আমি নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য মহোদয়কে দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী চিত্ত রঞ্জন সাহা (রাধাকিশোরপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেনস্ বিষয়টি হচ্ছে '৫ই ফেব্রুয়ারী ৮৮ উদয়পুর শহরে দুষ্কৃতকারীদের আক্রমনে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের দাবীতে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী আর, এস, পির পক্ষ থেকে দঃ ত্রিপুরার জেলা শাসকের কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপি প্রসঙ্গে।

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক উল্লেখিত বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে অপারগ হন তবে সময় চেয়ে নিতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগামী ৯,৩,৮৮ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :- আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল মহোদয়ের নিকট থেকে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পেয়েছি। আমি নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য মহোদয়কে দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল (কুলাই) :— স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়টি হচ্ছে— গত ২,৩,৮৮ ইং তারিখে অনুমানিক দুপুর ১২-৩০ মিনিটে আখাউড়া (আগরতলা) রোডস্থিত রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মনের বাসভবনের কাছে ৫টি বোমা বিস্ফোরনের ঘটনা সম্পর্কে"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক উল্লেখিত বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে

অপরাগ হন তবে সময় চেয়ে নিতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগামী ৯,৩,৮৮ ইং তারিখে এ সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ আর একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী মহোদয়ের নিকট থেকে জনৈক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর পেয়েছি। আমি নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য মহোদয়কে দাঁড়িয়ে তার বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী বাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— মিঃ স্পীকার, আমার রেফারেন্সের বিষয়টি হচ্ছে "গত ৫,৩,৮৮ ইং পুরান রাজবাড়ী থানা এলাকার রাজনগরে—দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা সি পি আই (এম) পার্টি অফিস ভাঙচুর, লুটপাট, পার্টি অফিস সংলগ্ন হরিপদ রায়ের দোকান ও বাড়ী আক্রমন এবং তাণ্ডবে অজ্ঞান হয়ে শ্রী হরিপদ রায়ের ৮০ বছরের বৃদ্ধ মাতা মারা যাওয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে।

***Expunged as ordered by the Chair.

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি একটু আপত্তি তুলছি যে কং(আই) শব্দটি বাদ দেওয়া হোক।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য যিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে - কংগ্রেস (আই) শব্দটা এখানে নাই।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— স্যার, মাননীয় সদস্য হাউসের ডেকোরাম ভঙ্গ করেছেন। উনার বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ আনা হোক।

(ইন্টারাপশান)

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— স্যার, আপনি সত্য ঘটনা বিবৃত করুন। আপনাকে আমি অনুরোধ করছি আমার অরিজিনাল নোটিশটি হাউসে উপস্থিত করুন। মাননীয় স্পীকার যদি এই শব্দটা বলার বাদ দিয়েদেন তাহলে সেটা আলাদা কথা। মাননীয় সদস্যদের এই সব কথা কোন অধিকার নেই। আমি এই ব্যপারে মাননীয় স্পীকারের রুলিং চাইছি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) স্যার, আপনাকে আমি অনুরোধ করছি কং(আই) প্রসিডিংস থেকে এ্যাক্সপাঞ্জড করা হোক।

মিঃ স্পীকার আমি হাউসের কাছে অনুরোধ করছি, মাননীয় সদস্য এখানে কং (আই) শব্দটি বলেছেন, ইট ইজ এ্যাকসপাঞ্জড ফ্রম দ্য প্রসিডিংস।

আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্ত্তৃক উল্লেখিত বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে অপারগ হন তবে সময় চেয়ে নিতে পারেন এবং আজ অথবা অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) স্যার, আমি আগামী ৯,৩,৮৮ইং তারিখে এ সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো রেফারেন্স পিরিয়ড।

চৌধুরীর বাড়ীতে একটা মিটিং হওয়ার কথা ছিল কিন্তু দুভার্গ্যবশত: আধঘন্টা আগে উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়। শ্রী রিয়াং সহ টি, ইউ, জি, এসের, কংগ্রেস কর্মীদের খুন করার চক্রান্ত সেই চক্রান্তের লক্ষ্যে এই সংঘাত সংগঠিত হয়েছিল।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ঘটনায় একজন বিধায়ক জড়িত আছেন তার জন্য আমরা সি. আই, ডির তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি। তদন্তের সাপেক্ষে এখন কিছু বলা যাবে না।

শ্রী বাদল চৌধুরী (ঋষ মুখ):—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, যে জায়গায় ঘটনাটা ঘটেছে এটা শান্তির বাজারের মতো একটা জনবহুল এলাকা। যখন প্রথম ডাক বাংলায় খবরটা আসে এস. ডি. ও শংকর চক্রবর্তী শান্তির বাজারের এস, আই সুনীল দত্ত এবং আরও অনেকে ছিলেন সে দিন অজিত সাহার বাড়ীতে একটা সমাবেশ হয় এবং সেখানে যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এবং যারা সেখানে নিহত হয়েছে সেখানে পুলিশ তদন্ত করে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী তদন্ত করে দেখবেন কিনা। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, মানিক চৌধুরী শিক্ষক মহাশয়, যিনি ঘটনার দিন বাড়ীতে ছিলেন না, ঐ দিন বাড়ীর বাহিরে ছিলেন, রাত্রের মধ্যে তাকে বাড়ীতে এনে রাতারাতি অভিযোগ দায়ের করানো হয় এবং কঙ্কান নগর থেকে যুব কংগ্রেসের নেতা সুধীর নন্দী তারা ঘটনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ঢুকে যান এবং তখন থেকেই তারা অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে এই ধিকার দিতে থাকেন যে, সি, পি, এম প্রার্থী মানিক মজুমদার তার নেতৃত্বে এই ঘটনা সংগঠিত হয়েছে সেই উদ্দেশ্য এই ঘটনা ঘটেছে কি না মাননীয় মন্ত্রী তদন্ত করে দেখবেন কিনা?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বিধায়কের প্রথম প্রশ্নের উত্তর জানাচ্ছি, পুলিশ এই মোকদ্দমার তদন্ত করছে। উনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আমি জানাচ্ছি যে সমস্ত ব্যাপার উনি বলেছেন সি, আই, ডিকে উনি জানাতে পারেন। তদন্তের সাপেক্ষে এর বেশী কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রী বাদল চৌধুরী—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় যে সদস্য কলিং এটেনশান এনেছেন তাঁকে ধন্যবাদ। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের এটা জানা আছে কিনা যে, আমাদের বিরোধী বিধায়ক গৌরী শংকর রিয়াং এই এলাকায় যিনি নির্বাচিত হয়েছেন, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, এই ঘটনার অল্প কিছুক্ষন আগে যারা সেখানে খুন করেছে তাদের সমবেত করেছেন এবং অপেক্ষা করছিলেন এবং এই ঘটনা হওয়ার পর তিনি নিজের বাড়ি যাপন করেন। তারা কালো পোষাক পরা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট এই তথ্য আছে কিনা, পুলিশের রিপোর্টে রয়েছে ২জন রাইফেলের গুলিতে নিহত হয়েছে। ২জন যারা মারা গেছেন তারা রাইফেলের গুলিতে মারা গেছেন এইটা মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী)—আমি আগেই বলেছি যেহেতু একজন বিধায়ক সি, পি, (এম) এর বিধায়ক জড়িত, সে জন্য সি, আই, ডি, তদন্তের জন্য দিয়েছি। মাননীয় বিধায়ক বাদল বাবুর নলেজে কিছু থাকে যদি কোন অভিযোগ থাকে তাহলে উনি সি, আই, ডির সংগে যোগাযোগ করে সাহায্য করতে পারেন।

শ্রী বাদল চৌধুরী—পয়েণ্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা, গত ২৮শে জানুয়ারী এখানে ২৯শে জানুয়ারী সকালবেলায় প্রধান মন্ত্রী, সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন যে, টি, এন, ভির সঙ্গে সি, পি, এমের যোগ আছে। নির্বাচনের আগে তারা এইভাবে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের "র"—এর মাধ্যমে কংগ্রেসী, কতগুলি সমাজদ্রোহীর মাধ্যমে খুন গুলি করে, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির লোকদের উপর অভুত্য সুপরিকল্পিতভাবে দোষ চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস বা চক্রান্ত, এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা সম্পূর্ণ আলাদা প্রশ্ন।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :—আমি নিম্নলিখিত সদস্যগণের নিকট হইতে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস। মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহোদয় কর্তৃক আনিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—"সম্প্রতি ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকা ও গণশক্তি পত্রিকা সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য কেনা বন্ধ করা ও "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকার সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া সম্পর্কে।" আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই ব্যাপারে আগামীকাল বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী আগামীকাল বিবৃতি দেবেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :— আজ আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট হইতে আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি পেয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—"গত ৫ই ফেব্রুয়ারী একদল কং-ই দুর্বৃত্ত কর্তৃক দক্ষিন ত্রিপুরার জেলা-সদর উদয়পুরে আর, এস, পি, অফিসে হামলা, লুটপাট, ভাংচুর, গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ও ফাইল আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :—স্যার, এ বিষয়ে আমি আগামীকাল বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী এ বিষয়ে আগামীকাল বিবৃতি দেবেন।

আমি আজ নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট হইতে আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং। মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরী

শংকর রিয়াং মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—"গত ১৭-২-৮৮ইং তারিখে শ্রীবীরচন্দ্র জমাতিয়া(৪০) পিতা মৃত মেচেরায় জমাতিয়া, গ্রাম—দেওয়ানবাড়ী (উদয়পুর) পোঃ—পিত্রাবাজার থানা—কিল্লা, নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি! আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—স্যার, এ বিষয়ে আমি আগামীকাল বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী আগামীকাল বিবৃতি দেবেন।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :-"বিগত ১৯৮২ সনের ১৫ই নভেম্বর নিত্য বাজার (উদয়পুর) থেকে ফেরার পথে দেওয়ান ছড়ায় ২(দুই) জন মহিলাসহ ১(এক) জন কিশোর হত্যার ঘটনার সম্পর্কে।"

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—স্যার, গত ১৫।১১।৮৭ইং তারিখ রাত ১১টার সময় রাধা কিশোরপুর থানাধীন রাজনগর কলোনীর শ্রীতরনী কান্ত সাহা দেওয়ানছড়ায় রাধা কিশোরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কার্যকারককে পাইয়া অভিযোগ করেন যে, গত ১৫।১১।৮৭ তারিখ সকাল প্রায় ১০টার সময় তিনি তাহার স্ত্রী শ্রীমতি কাজল রানী সাহা, তাহার গ্রামের শ্রীমালেক মিঞার স্ত্রী ফিরোজা বিবি, পূর্ব গোকুলপুর গ্রামের শ্রীমদন সাহা এবং আরো কয়েকজন হাট করার উদ্দেশ্যে কিল্লা থানার দেওয়ানছড়া নিত্য বাজারে যান। হাট বাজার সমাধা করে তাহারা বিকালে অনুমান চারটার সময় বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এই সময় বৃষ্টি পড়িতেছিল। বেলা অনুমান ৫টার সময় দেওয়ানছড়ায় আসিয়া তাহারা সাঁকো পার হন। এই সময় ১০।১১ জন পাহাড়ী লোক দা ইত্যাদি নিয়ে তাহাদের দিকে দৌড়াইয়া আসিতে থাকে তাদের দেখিয়া তিনি (শ্রীতরনী কান্ত সাহা) পাশের জঙ্গলে লুকাইয়া যান। দুস্কৃতকারীদের মধ্যে তিনি দেওয়ানছড়ার শ্রীহরনী জমাতিয়া এবং শ্রীকুইড়া জমাতিয়াকে চিনিতে পারেন। শ্রীকুইড়া জমাতিয়া দা দিয়া ফিরোজা বিবিকে কাটিয়া ফেলে। বেশ কিছু সময় পর দুস্কৃতকারীগন পলাইয়া গেলে তিনি জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আসেন, এমন সময় আরো লোকজন সেখানে এসে উপস্থিত হয়। অনুসন্ধানে দেখতে পান তাহার স্ত্রী শ্রীমতী কাজল রানী সাহা, ফিরোজা বিবি এবং শ্রী মদন সাহার রক্তাক্ত মৃতদেহ ঘটনাস্থলে পড়ে আছে। দুস্কৃতকারীগন আক্রান্তদের টাকা পয়সা ইত্যাদি লুট করিয়া নিয়া যায়।

এই অভিযোগটি কিল্লা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫।৩৯৬ ধারায় ১(১১)৮৭ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করেন। তদন্তকালে পুলিশ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে শ্রী তরনী

জমাতিয়া, শ্রীগোহকভানু জমাতিয়া এবং শ্রীরাধামাধব জমাতিয়াকে গত ১৬।১১।৮৭ তারিখ গ্রেপ্তার করিয়া ১৭।১১।৮৭ তারিখ আদালতে প্রেরণ করে। তাহারা বর্তমানে আদালত হইতে জামিনে মুক্ত আছে। অন্য আসামীগণ পলাতক। তাহাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

ঘটনাটি বর্তমানে তদন্তাধীন।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) —পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা গত ১৫।৩।৮৮ ইং তারিখে কলমকাইবাড়ীতে নির্বাচনের জনসভা ছিল. এবং এই জনসভায় রতিমোহন জমাতিয়া উপস্থিত ছিল, এবং এই জনসভার দিনে পুলিশ ২ জনকে গ্রেপ্তার করে গোহকভানু জমাতিয়া এবং তার ছেলে তরনী জমাতিয়া উপস্থিত ছিলেন এই জনসভাতে। এই জনসভা বিকাল ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত ছিল। এইদিন রাত্রিতে গোহকভানু জমাতিয়া এবং তরনী জমাতিয়া এই বিধায়ক মহাশয়ের সংগে রাত্রি যাপন করেন। তদুপরি পুলিশের কাছে মাননীয় বিধায়ক এস, ডি, পি ও উদয়পুর, কাছে এই ঘটনা তিনি জানিয়ে দেন এবং এস, ডি, পি, ও সাহেব এইটা শুনতে রাজি নয় এবং এস, ডি, পি, ও, সাহেব অমানুসিক ব্যবহার করেছেন। উপরন্তু একজন বিধানসভার সদস্য বিরুদ্ধে একটা কথা বললেন, এইটা মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কাছে আছে কিনা। দ্বিতীয়, যে ঘটনা ঘটেছে এবং সেখানে যে এ, টি, পি, এল ও সারাণ্ডারকৃত যারা সারাণ্ডার করেছেন তারাও আছেন। তাদের নাম হচ্ছে জগৎলীলা, জমাতিয়া, দেবজনার্দন জমাতিয়া, ... জমাতিয়া, সর্ব্বোত্তম জমাতিয়া, সাধন কুমার জমাতিয়া, নিকুঞ্জ সাধন জমাতিয়া ওরফে আমুকর্মনি জমাতিয়া জহরলাল জমাতিয়া, রমনী সাধন জমাতিয়া প্রাণবন্ধু, জমাতিয়া, অনন্ত জমাতিয়া, হরেন্দ্র জমাতিয়া, মদনমোহন জমাতিয়া এবং পূর্নরায় জমাতিয়া এই ১৩ জন রয়েছে। এসব তথ্য মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা যে, তাদের মধ্যে এই হরেন্দ্র জমাতিয়া, রমনী সাধন জমাতিয়া, জগৎলীলা জমাতিয়া এবং নিকুঞ্জ জমাতিয়া ওরফে আমুকমনি জমাতিয়া ওরা সারাণ্ডারকৃত এ,টি, পি, এল ও, সদস্য। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর আছে কিনা। গ্রেপ্তারের ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী দেখবেন কিনা?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে অভিযোগ এখানে এনেছেন তা তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীকেশব মজুমদার (কাকড়াবন) :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটা জানেন কি যে, এই ঘটনাগুলি এখানে যে ঘটেছে উনি এখানে জানালেন যে কাজলরানী সাহা, ফিরোজা বিবি, মরন সাহা, কাজলরানী সাহা ও ফিরোজা বিবি গনতান্ত্রিক নারী সমিতির কর্মী, স্থানীয় কর্মী। এই মরন সাহা গকুলপুরের গনতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের একজন কর্মী এবং এরা আগে ওখানেই ছিলেন, ঐ অঞ্চলে তাদের বাড়ীঘর ছিল। পরে ওরা সিফ্‌ট করে এই অঞ্চলে চলে আসেন এবং এখান থেকেই ওখানে গিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করতেন। ২৫ তারিখ ওরা যখন বাজার থেকে ফিরে আসেন তার আগে যে গ্রুফটি তাদেরকে না কি খুন করেছে, এর আগে আরও দুইটা গ্রুফকে আক্রমণ করেছে এবং আক্রমণ করে তাদের কাছ থেকে টাকা পয়সা ছিনতাই করেছে। তারা চিনেছে কারা এইগুলি করেছে এবং এই তরনী জমাতিয়া ও গোহকভানু জমাতিয়া, এই গোহকভানু জমাতিয়া যার নাম পরবর্ত্তী সময়ে যারা যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের কাছ থেকে জেনে পুলিশ এসে বলেছেন যে, উনি উপজাতি যুব সমিতির এই অঞ্চলের সভাপতি, এরা শুধু

এই ঘটনাই নয় দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলে একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছে, এরাই সেখানকার মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মী কৃষক অগাভিয়া যাকে কৃষরাই জমাতিয়া সেখানে বলে থাকে তাকে তারা আক্রমন করেছে, তাকে এবং তার পরিবারের সমস্ত লোককে তারা এই অঞ্চল ছাড়া করেছে. এখনও কৃষরাই বাড়ী যেতে পারেনা ? এই অবস্থায় দৃষ্টি যে হচ্ছে এই সব তথ্য এখন মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কি না যদি না থাকে তাহলে এই যে তদন্ত চলছে তাতে এই সমস্ত বিষয়টাও তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, শ্রীমতি কাজল রানী সাহা, শ্রীমালেক মিঞা ও মরন সাহা ওরা কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িত, ওরা নি পি (আই) এর এর কর্মী এই ধরনের তথ্য আমার কাছে নাই। আর বাকী যে-সমস্ত অভিযোগ তিনি এনেছেন সেইগুলি আমরা তদন্ত করে দেখব।

শ্রীকেশব মজুমদার (কাকড়াবন) :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এখানে যে তথ্য দিলেন এইটা সঠিক না, কারণ উনি নিজে তাদের চেনেন না, পুলিশ যদি দিয়ে থাকে তাহলে ভুল দিয়েছেন। কারণ এরা দীর্ঘদিন ধরে এই মহিলা দুইজন গণতান্ত্রিক নারী সমিতির কর্মী এবং মরন সাহা গোকুলপুরে তার বাড়ী এবং সেখানে সে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন করেন, মাননীয় মন্ত্রীকে ভুল বুঝিয়েছেন পুলিশ আর মাননীয় মন্ত্রী হাউসকে ভুল বুঝাচ্ছেন। মাননীয় মন্ত্রীর এই অংশটাকে এক্স্‌পানজ করা হোক।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এর জবাব আমার কাছে নাই, তবে এই টুকু বলতে পারি যে আমাদের বৈরাই মহাশয় অদ্ভুত ভাষণ এখানে রেখেছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার:— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "বিগত ২৫.১.৮৮ইং তারিখ সন্ধ্যা আনুমানিক ৬ ঘটিকার সময় রাধাকিশোর নগর কেটেল ফার্মে নৃপেন্দ্র নগর কলোনী ও রাধাকৃষ্ণনগর গ্রামের শ্রীঅমর চাঁদ দাস, শ্রীবকুল দাস, শ্রীতাপস চৌধুরীর মৃত্যু হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, গত ২৫.১.৮৮ইং তারিখ সন্ধ্যা প্রায় ৬টা ৩০ মিঃ এর সময় কয়েকজন দুষ্কৃতকারী কাল কাপড়ে মুখ আবৃত অবস্থায় মারাত্মক অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আর, কে, নগর ক্যাটেল ফার্ম সংলগ্ন রাজঘাট রাস্তার উপর শ্রীবকুল দাস, শ্রীহরিচরন দাস ও শ্রীমনোহর দাসকে আক্রমণ করে ও গুরুতর আহত করে। দুষ্কৃতকারীগণ পুনরায় ঐ ফার্মের একটি ঘরের সামনে শ্রীতাপস চৌধুরী ও শ্রীশান্তি রঞ্জন দেবকেও আক্রমণ করে। শ্রীশান্তি রঞ্জন দেব আহত অবস্থায় কোন প্রকারে পালাইয়া গিয়া একটি গাছের নীচে আশ্রয় নেয় দুর্বৃত্তদের আক্রমণে শ্রীতাপস চৌধুরী ঘটনাস্থলেই মারা যান। শ্রীশান্তি রঞ্জন দেব ঐ গাছের নীচে হইতে শ্রীতাপস চৌধুরীর খুনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। প্রথমে আহত তিন ব্যক্তির মধ্যে দুইজন শ্রীবকুল দাস ও শ্রীহরিচরণ দাস হাসপাতালের পথে মারা যান।

আহত শ্রীমনোহর দাস এবং শ্রীশান্তি রঞ্জন দেব হাসপাতালে ভর্ত্তি হন। শ্রীশান্তি রঞ্জন দেবের আঘাত সামান্য বিধায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাহাকে হাসপাতাল হইতে ছেড়ে দেওয়া হয়।

চিকিৎসার পর শ্রীশান্তি রঞ্জন দেব ঐ দিন প্রায় ১০টা ৫মি:-এর সময় পূর্ব আগরতলা থানায় এসে ঐ ঘটনার একটি অভিযোগ দায়ের করেন। তাহার অভিযোগটি ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩২৬, ৩০২, ৩৪ এবং অস্ত্র আইনের ২৫ ধারায় ৩০.(১)৮৮ নং মোকদ্দমা নথীভুক্ত করে, পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করেন।

উক্ত ঘটনায় শ্রীঅমর চাঁদ দাস নামে কেহ আহত বা নিহত হওয়ার কোন সংবাদ পুলিশের কাছে নাই।

তদন্তকালে কেহই দুষ্কৃতকারীদের সন্ধান দিতে পারে নাই। পুলিশ দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তার করার জন্য তদন্ত চালাইয়া যাচ্ছেন। তখনওকাহাকে ও গ্রেপ্তার করা যায় নাই।

আহত শ্রীশান্তি রঞ্জন দেব এবং মৃত তাপস চৌধুরী ক্যাটেল ফার্মে কাজ করতেন বলে প্রকাশ।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :—পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে, এই যে ঘটনাটা ঘটেছিল ২৫.১.৮৮ তারিখ গত নির্বাচনের প্রাক মুহূর্ত্তে গত নির্বাচনকে বানচাল করার জন্যই এই ঘটনাটা সংগঠিত করা হয়েছিল এবং এই ঘটনার আগের দিন নৃপেন্দ্র নগর কলনীতে আমি যখন মিটিং করতে গিয়েছিলাম তখন সেখানে যারা নিহত হয়েছেন বা আহত হয়েছেন তারা যোগদান করেছেন সেই মিটিং-এ। কাজেই পূর্ব পরিকল্পিতভাবে সেখানে একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য এই ঘটনাটা বামফ্রণ্ট সরকার করে-ছিলেন সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না এবং তারা আমাদের কংগ্রেস কর্মী ছিল, মানে কংগ্রেস সাপোর্টার ছিলেন তাদের পরিবারের জন্য মানে যে পরিবার থেকে তারা মারা গেছেন তাদের জন্য আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা হবে কি না এবং প্রত্যেক পরিবারের একজনকে চাকুরী দেওয়া হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মি: স্পীকার মহোদয়, সম্পূর্ণ ঘটনাটা তদন্তধীন, আর যারা মারা গেছেন তাদের পরিবারের কাউকে চাকুরী দেওয়া হবে কি না সেই ব্যপারে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— মি: স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্ন ছিল এই সব পরিবারগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে কি না এবং তাদের চাকুরীর ব্যবস্থা করা হবে কি না, সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এখানে বলছি এটা সম্পর্কে এইখানে যারা নিহত হয়েছেন তাদের রাজনৈতিক পরিচয় সম্পর্কে নানা অবস্থার সৃষ্টি করা হচ্ছে, কিন্তু আমরা জানি, যখন তারা নিহত হন তাদের মৃতদেহ দাবী নিয়ে বিতর্ক উঠেছিল তখন বিতর্কে সেটা শেষ হয়ে যায়। যখন নিহত তাপস চৌধুরীর বাবা নিজে পরিচয় দিয়ে ছিলেন তিনি কংগ্রেস কর্মী এবং তিনি বলেছিলেন এই মৃতদেহ কংগ্রেস সমর্থকদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য।

স্যার, কংগ্রেস হউক আর সি, পি, এম, হউক সেটা কোন প্রশ্ন নয়, নিহত নিহত। তখন ওনারাই শাসন করতেন এবং সেটা রাজনৈতিক কারণে হয়েছে। আমাদের কাছে তাদের পরিবারের লোকেরা যেটা বলেছে সেটাই বলছি। তারা বলেছে যে তারা কংগ্রেস-ই কর্মী এক নং আর ২নং হচ্ছে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য যেটা দেওয়ার সেটা আমরা দেব। সেই সমস্ত পরিবারের পুনর্বাসনে সমস্ত ব্যবস্থা সরকারের তরফ থেকে নেওয়া হবে এবং পুনর্বাসনের জন্য যেটা দরকার সেটা করা হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী তাঁর সংগৃহীত তথ্যে এসব প্রশ্ন আছে কিনা জানাবেন কি যে, তাপস চৌধুরী যিনি নিহত হয়েছেন তিনি ওখানকার মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির প্রার্থী যিনি ছিলেন তার ভাগ্নে এবং তিনি মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির প্রাথমিক সদস্য। ২য় তাপস চৌধুরী খুন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কিছুক্ষণের মধ্যে ওখানকার আরেকজন প্রার্থী যিনি বর্তমানে নির্বাচিত সদস্য শ্রীরতন ঘোষ তার নেতৃত্বে তাপস চৌধুরীর বাবা নৃপেন্দ্র চৌধুরী এবং তার মা এই ২জনকে আগরতলা কংগ্রেস অফিসে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে ২৫ তারিখ থেকে আরেকটা আমি মাঝখানে উল্লেখ করি নাই. মাননীয় মন্ত্রীর সম্ভবতঃ ভুল হয়েছে এবং প্রশ্নকর্তারও হয়ত ভুল হয়েছে যে সে তারিখটা হবে ২৫-১-৮৮। এই তারিখ থেকে তাদেরকে আটক করে রাখা হয় এবং পরের দিন এই দুই জনকে খয়েরপুরে বিমলা বাসে করে নিয়ে যাওয়া হয় রতন ঘোষের নেতৃত্বে। খয়েরপুরে থেকে তাপস চৌধুরীর মা জোর করে বাড়ীতে চলে যান তখন সেই ডেড বডিটা সেখানকার প্রার্থী পবিত্র কর রিসিভ করেন, তিনি সম্পর্কে তাপস চৌধুরীর মামা। তারা ডেড বডিটা বাড়ীতে নিয়ে যায়। তাপস চৌধুরীর বাবা তখন অজ্ঞান ছিল। রতন ঘোষ যখন ডেড বডিটা আনতে চেষ্টা করেছিল তখন তাপস চৌধুরীর মা, বোনেরা ও পাড়ার প্রতিবেশীরা প্রতিরোধ করেন। এভাবে তাপস চৌধুরীর বাবা ও মাকে আটকিয়ে রাখার পেছনে একটা গভীর চক্রান্ত ছিল যে এই খুনকে কিভাবে ব্যবহার করা যায়। সমস্ত জিনিসের পেছনে কোন রহস্য আছে কিনা এখানেই বুঝা যায় যে, অমর চাঁদ দাসের নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু তার নাম সমস্ত ঘটনার কোথায়ও নাই। হরিচরণ দাস, আরেকজন বকুল দাস এই ২জন হচ্ছেন কৃষী মজুর ভূমিহীন। সম্ভবত: তারা বাজার থেকে ফিরছিল পথে, এই ঘটনার মধ্যে পড়ে যান এবং দেখেন যে কালো পোশাকে আবৃত কিছু লোক এই খুন খারাপি করছে। শান্তি দেব এবং মনোহর দাস এই দুই জনও ঘটনার মধ্যে পড়ে যান। শান্তি দেবের বাড়ী হচ্ছে নৃপেন্দ্রনগর আর মনোহর দাসের বাড়ী হচ্ছে পশ্চিম নোয়াবাদীতে। এরা ২জনে আহত হয়ে জি. বি, হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন এবং চিকিৎসিত হয়ে বাড়ী ফিরে যান। স্যার, বিস্ময়ের কথা যে এই শান্তি দেবকে পূর্ব থানা থেকে ২৫-২-৮৮ ইং তারিখে গ্রেপ্তার করে এনে পুলিশ লক-আপে প্রচণ্ড মারপিট করা হয়। কিসের জন্য ? না তাকে স্বীকারোক্তি করতে হবে যে, তারা কংগ্রেস(ই) সদস্য এবং কংগ্রেস(ই) সদস্যদেরকে সি, পি, এমের লোকেরা খুন করার জন্য চেষ্টা করেছিল এবং তাপস চৌধুরীকে খুন করেছে এসব বলতে হবে। কিন্তু কথা আদায় করতে পারে নাই। পূর্ব থানাতে রাত্র ১০টায় এনে প্রচণ্ড মারপিট করে পরের দিন দুপুরে ১টার ছেড়ে দেয় এবং আবার বলে দেয় যে, তাকে আবার ধরে আনা হবে এবং প্রমাণ করা হবে যে কংগ্রেস(ই) কর্মীকে এভাবে সি, পি,

এম খুন করেছে। এসমস্ত কাণ্ডকারখানার মধ্য দিয়ে এটাই মনে হয় যে কংগ্রেস(ই) নেতা, সমর্থক সকলে মিলে সমস্ত ঘটনার পেছনে থেকে চক্রান্ত করেছিল এবং নির্বাচনের কয়েকদিনের মধ্যে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল ভোটে জেতা যায় কিনা তারজন্য। কিছু দুষ্কৃতকারী ঘটনার পেছনে এসব ঘটনা যুক্ত হয়ে এরকম করেছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তারমধ্যে আছে কিনা না থাকলে তদন্ত করে এগুলি দেখা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— স্যার এটা পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান হতে পারেনা।

শ্রী সময় চৌধুরী :— স্যার, আমি অনেকগুলি তথ্য দিয়েছি। কোন অংশটা পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান হয়না যদি বলে দেন তাহলে সুবিধা হবে স্যার। স্যার, আমি কংক্রিট ও স্প্যাসিফিক অনেকগুলি তথ্য দিয়েছি যে কোন্ বাসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং কারা কারা এসবের নের্তৃত্ব দিয়েছিল।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধরনের কোন অভিযোগ সি. পি. এমের পক্ষ থেকে থানতে বা আদালতে করা হয় নাই তবে মাননীয় সদস্য যদি চান তাহলে তদন্ত করা হবে তবে তখন ওনারা ক্ষমতায় ছিলেন।

শ্রী রতন লাল ঘোষ (খয়েরপুর) ঃ— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, বিগত ২৫শে জানুয়ারী যে ৩জন খুন হয়েছে তাদের সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছে সে সম্পর্কে মাননীয় স্পীকারের অনুমতি নিয়ে বলছি যে ঐ ৩জন ছিলেন কংগ্রেস (ই) সমর্থক। ঐদিন সন্ধ্যা ৬-৩০ সময় কংগ্রেসে নির্বচনী জনসভা ছিল পুরাতন আগরতলা। সেখানে কেন্দ্রীয় নেতারা বক্তব্য রাখছিলেন এবং সেখানে উপস্থিত ছিলেন নিহত তাপস চৌধুরীর পিতা। ঐ সভাতে খবর যায় যে, কিছু খুনী কালো কাপড় পরিহিত অবস্থায় এর আগে ফার্মে কমিউনিষ্ট পার্টির ঘাতকরা যে ৩জনকে খুন করেছিল তারা তাপস চৌধুরীকে খুন করেছে। তাপস চৌধুরীর বাবা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। প্রাক্তন মন্ত্রী সমর চৌধুরী যেসব কথা এখানে বলেছেন তাতে আমি বলছি যে ধনপুর থেকে খয়েরপুর খবর বেশী জানা যায়না। ঐ তাপস চৌধুরী ফাম। ওয়ার্কস' এসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন। সে দলিল দস্তাবেজ রয়েছে। এখন মাননীয় মন্ত্রী যদি চান তাহলে আমি সেগুলি মাননীয় স্পীকারের কাছে জমা দিতে পারি। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যে, এ ব্যাপারে আরো সুনির্দিষ্ট তদন্তের ব্যবস্থা করা হউক। কারণ যে গল্প এখানে তৈরী করা হয়েছে সে গল্প দিয়ে এই খুনটাকে ঢাকা যাবেনা। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব যে এ ব্যাপারে বিস্তারিত তদন্তের জন্য। কারন এই খুনের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী কমিউনিষ্টপার্টীর খুনীরা জড়িত কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে জানাবেন কিনা ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ঘটনার তদন্ত হচ্ছে আমি আগেই বলেছি। এই ঘটনাটি সম্পূর্ণভাবে তদন্তাধীন আছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, এই ঘটনার বিবৃতি দিতে গিয়ে

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়েছেন আমি মনে করি সেটা অত্যন্ত মারাত্মক। তিনি বলেছেন যে কংগ্রেস (ই) কর্মী খুন হলে পরে তাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। আমি জানতে চাই যে, এতদিন তো রাজনৈতিক খুন হলে পরে সে সি, পি' এম হোক বা সে কংগ্রেস (ই) হোক খুন হলে সে পরে তাদের পরিবারের কাউকে চাকুরী এবং নগদ ৫০০০ টাকা ক্ষতিপূরন দেওয়া হত। সেই ব্যবস্থাটা চালু থাকবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

তারপর মিঃ স্পীকার স্যার, যেটা আমার দৃষ্টিতে এসেছে যেটা সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। আমি দেখলাম, আপনার পি, এ, মুখ্যমন্ত্রীকে ব্রিফ্ করছেন যে, এইটা ষ্টেটমেন্ট বলে আপনি চিৎকার করুন। সভায় যদি এই ধরনের কাজকর্ম চলে, চিফ মিনিস্টারের যদি এই রকম অবস্থা হয়, আমি দেখছি কখনো হোম মিনিস্টার, উনাকে ব্রিফ করেছেন, কখনো স্পীকারের পি, এ, উনাকে ব্রিফ করেছেন। আমাদের চিফ মিনিষ্টারের যদি এই অবস্থায় হয় তবে আমাদের এই সভার সদস্যপদ থাকবে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বলার সময় বোধহয় মাননীয় সদস্য ঘুমিয়ে ছিলেন। আমি যেটা বলেছি যে, তাদের সি, পি, এম সদস্য বলে চালিয়ে দেবার অপচেষ্টা চলছে। সেইক্ষেত্রে আমি বলেছি যে, সাহায্যের ক্ষেত্রে কংগ্রেস হোক বা সি, পি, এম হোক, বা তারা যেকোন দলের বা যে কোন ব্যক্তিই হোক তাদের সাহায্য দেওয়া হবে। সেটা বলতে গিয়ে আমি বলেছি যে, তাদের সি, পি, এম কর্মী বলে চালিয়ে দেবার অপচেষ্টা চলছে। সেটা পরিস্কার করার জন্যে আমি বলেছি এবং মাননীয় সদস্য শ্রীরতন ঘোষও সেটাকে এইখানে পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, তার বাবা তপু চৌধুরী আমার কাছে এসেছিলেন। তখন তিনি আমাকে বললেন যে, 'আমি জন্ম থেকেই কংগ্রেস করি। সি, পি, এম.—এর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।' তখন তাহার এমন অবস্থা যে তিনি যদি তার পুত্রের ডেডবডি দেখেন তবে হার্ট ফেল করতে পারেন। সেইজন্য তখন পর্যন্ত তাকে এই ঘটনার কথা জানানো হয়নি।

(নেপথ্যে বিরোধী বেঞ্চ থেকে—কিন্তু সেতো পবিত্র করের আপন ভাগিনা, সেটা জানেন কি?)

হতে পারে সে পবিত্র বাবুর আপন ভাগিনে। আমারও তো বহু আত্মীয়স্বজন আছেন যারা সি, পি, এম, করেন। তাই বলে আমিও কি সি, পি, এম, । তারপর আমার বেয়াইও ওখানে রয়েছেন। থাকতে পারে, রাজনীতি রাজনীতি। আত্মীয়তা—আত্মীয়তা। মামা, মাসি, পিসি হতে পারে। কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে তারা কংগ্রেস আর, পবিত্রবাবু সি, পি, এম, হতে পারে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, পবিত্রবাবুর সমস্ত আত্মীয় সি, পি, এম.। আর আমার সমস্ত আত্মীয় কংগ্রেস। এইটা হতে পারেনা। রাজনীতি ব্যক্তিগত ব্যাপার। স্বামী-স্ত্রীও আলাদা হতে পারে। এইটা রাজনীতি। কাজেই এইখানে আত্মীয়তা টেনে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না।

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE.

মিঃ স্পীকার:—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো —

Laying of a copy of the Tripura Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules 1987 as required under sub-section (3) of Section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939.

আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলস্‌টি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

Shri Sudhir Rn. Majumder (Chief Minister) : Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House a copy of the Tripura Motor Vehicles(Fifth Amendment) Rules, 1987 as required under sub-section (3) of section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939.

Mr. Speaker:—Next Business of the home is laying of a copy of the Tripura Motor Vehicles (Sixth Amendment) Rules, 1988 as required under Sub-section (3) of Section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939." আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলস্‌টি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

Shri Sudhir Rn. Majumder (Chief Minister) —Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House a copy of the Tripura Motor Vehicles Sixth Amendment) Rules, 1988 as required under Sub-section (3) of section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939."

মিঃ স্পীকার:—মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অবগতির জন্যে জানানো হচ্ছে যে এই সভায় পেশ করা বিভিন্ন 'রুলস্'-এর প্রতিলিপিগুলি নোটিশ অফিস হইতে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

GENERAL DISCUSSION ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANT FOR 1987-88.

মিঃ স্পীকার:—আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি জেনারেল ডিসকাসনের উপর উনার জবাবী ভাষণ আরম্ভ করার জন্য।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গতকাল যে, ডিসকাসন হয়েছিল জেনারেল ডিসকাসন অন্ ডিমাণ্ড ফর সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস্ ফর দ্যা ইয়ার, ১৯৮৭-৮৮। স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তিনি যে আর্থিক বছরের ব্যয়বরাদ্দ এই সভায় এনেছিলেন এবং সেটা করা হয়েছিল সারা বছরের কথা চিন্তা করে। প্রকৃত কথায় সেটা হচ্ছে একটা কনটিনিউয়াস প্রোসেস্। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা বলতে পারি যে, এটা বিগত সরকারের বোঝা আজকে আমরা বহন করে চলছি। সেখানে কিভাবে তারা ব্যয় করেছেন, কিভাবে অপব্যয় করেছেন সেটা তদন্তের ব্যাপার।

বিভিন্ন অভিযোগে আমাদের কাছে আছে বিভিন্ন দপ্তরের এবং সেই সমস্ত অভিযোগ আমরা তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। কারণ, এই সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, প্রশাসন ঠিকভাবে চালাতে হবে এবং দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে এবং আমি দেখলাম যে এই বরাদ্দের বিপক্ষে বিশেষ কোন বক্তব্য ও'রা রাখতে পারেন নি। বলা হচ্ছে যে নির্বাচনে রিগিং করা হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন তো আমাদের কাছে ছিল না। আমরা কি করে রিগিং করব? তারা প্রশাসন এই-ভাবে করেছে যাতে রিগিং করা যায় এবং প্রাক্তন শিল্প মন্ত্রী হুমকী দিয়ে বলেছিলেন যে, আপনারা পাঁচটার বেশী সীট পাবেন না। কাজেই কারা রিগিং করেছে বুঝতে কষ্ট হয় না। আজকে কাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনছেন?

তারপর উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণার বিরোধিতা করেছেন। সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, বর্তমানে বিরোধী দলের নেতা তাঁর সংগে যখন কথা হয়েছিল

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর, তিনি নিজেও স্বীকার করেছিলেন এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে একমত হয়েছিলেন। কিন্তু আজকে বলা হচ্ছে এটার দরকার ছিল না। বলছেন এটা কেন্দ্রীয় সরকার এবং কংগ্রেস টি, এউ, জ, এস, মিলে একটা কিছু করেছে এবং এখন তারা ক্ষমতায় এসেছে, এখন টি, এন, ভিরা চুপচাপ হয়ে গেছে, কিছু করছে না। জানি না মেডিকেল পরীক্ষা করিয়েছেন কিনা ; কারণ কখন কি তিনি বলেন মনে থাকে না তার। আমরা যখন সর্বদলীয় মিটিং ডেকেছিলাম টি. এন. ভি-এর ব্যাপারে তখন আমাদের দাবী ছিল সারা রাজ্য উপদ্রুত ঘোষণা করা হোক, দাবী ছিল টি, এন, ভি, কে নিষিদ্ধ করা হোক। সেই দাবী তাঁরা মেনে নিলেন না কেন? আজকে সামরিক বাহিনী এসেছে ত্রিপুরায়, সেই সন্ত্রাস বন্ধ হয়েছে এবং আজকে তাদের সঙ্গে কারা জড়িত সেটা সকলেই জানেন। উনারা একটু অপেক্ষা করে দেখুন। সমস্ত তথ্য বেরিয়ে পড়ছে। তারা ভাল করেই জানেন কোথায় কাদের সঙ্গে কি করেছে, কিভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে একটা সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আজকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আমরা প্রথম যখন সভা করলাম, যারা সরকারী কর্মচারী তাদের বললাম, আজ থেকে আপনাদের আমরা মুক্ত করে দিলাম। এতদিন তারা ওদের হাতে বন্দী ছিল, ওদের ক্যাডারদের হাতে বন্দী ছিল। আজ থেকে তারা মুক্ত ; বলতে পারেন কোন কংগ্রেস কর্মী তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করেছে? একটা ঘটনাও দিতে পারবেন না। আমরা যেমন আতঙ্কগ্রস্ত, উদ্বিগ্ন আমাদের দলের বিধায়কদের জন্য, সমভাবে আমরা উদ্বিগ্ন বিরোধী দলের সদস্যদের জন্য। তারা বলেছেন জনৈক বিধায়ক খুনের মামলার সঙ্গে জড়িত। যদি তাই হয়, আইন অনুসারে তার বিচার হবে। আমরা জানি কিভাবে বিধায়ক পরিমল সাহাকে হত্যা করা হয়েছে। কেন বিচার করা হলো না। কেন গৌতম দত্তের খুনীদের ধরা হলো না? যদি তারা এসব না করতেন তাহলে আজকে তাদের আস্তাকুঁড়ে যেতে হত না। যে সরকার জনসাধারণের নিরাপত্তা দিতে পারে না সেই সরকারের কোন অধিকার নেই গদীতে থাকার।

আসল কথা, এই প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় রেখে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য এইসব করা হয়েছে। আমরা সেই রাজনীতির অবসান ঘটাতে চাই, খুনের রাজনীতির অবসান ঘটাতে চাই। আমরা জানি, তারা সক্রিয় হয়ে পড়ছেন জাতি-উপজাতির মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য। সেইভাবে তারা বিধায়ক এবং মন্ত্রীদের হত্যা করার জন্য সক্রিয় হচ্ছেন। এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বলা হচ্ছে তিন মাস থাকবে না এই সরকার (গণ্ডগোল)। কারা কারা এসব বলেছে? বিরোধী দলের সদস্যরাই নিশ্চয় এসব কথা বলছেন, না হলে এটা কেমন করে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়লো? অর্থাৎ এসব কথা বলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা, যাতে বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে একটা দাঙ্গা লেগে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু আমি বলতে চাই যে, ত্রিপুরা রাজ্যে এখন একটা সরকার আছে এবং এই সরকারের পিছনে কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রাজীব গান্ধীর সমর্থন রয়েছে। কাজেই আগে যেমন সরকার থাকতেও দাঙ্গা লাগানোর ব্যবস্থা হত, এখন আর সেই রকম হবার নয়, আমরা কিছুতেই এই রাজ্যে জাতি-উপজাতি বা এক সম্প্রদায়ের সংগে অন্য সম্প্রদায়ের দাঙ্গা লাগাতে দেব না। তাই আপনাদের কাছেও আমার আহ্বান যে গনতান্ত্রিক পথে, শান্তির পথে, জনগণের দাবী নিয়ে

জনগণের সমস্যা নিয়ে রাজনীতি করুন, আর তাহলেই জনগণের কাছে আপনাদের স্থান আছে, অন্যথায় নয়। বিগত বিধানসভার নির্বাচনের আগের মুহূর্তে আপনারা সারা ত্রিপুরা রাজ্য জুড়ে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন আপনাদের সেই প্রচেষ্টা যে আদৌ ফলবতী হয় নি, তা নির্বাচনেই প্রমানিত হয়ে গেছে। আমার আবেদন, আপনারা সেই রাস্তা ছেড়ে দিন, কারন রক্তের হোলি খেলার মধ্যে দিয়ে এই ভারতবর্ষে কমিউনিজিম প্রচার করা অসম্ভব। কাজেই আপনারা যে কমিউনিজমের স্বপ্ন দেখছেন, সেটা ছেড়ে দিন। আপনারা এখানে বিভিন্ন রকমের অভিযোগ করেছেন, আমরা সেগুলি তদন্ত করব এবং তারপর সেগুলির প্রতিকার করার চেষ্টা করব। কারণ যে-সব দুর্নীতির কথা অভিযোগ করে বলেছেন, সেগুলির অধিকাংশই তো আপনাদের সময়তেই হয়েছে, তখন আমরা বিরোধী পক্ষের থেকে প্রতিকার চেয়েছিলাম, কারণ সেগুলি প্রমানিত ছিল, কিন্তু আপনারা সেগুলির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেন নি। এখন আমাদের সেই কাজ করতে হবে। আমরা চাই যে তদন্তের মাধ্যমে সত্য প্রকাশিত হউক, সে যে-কোন দলের, যে-কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে, এমন কি আমাদের দলের মন্ত্রীর বিরুদ্ধে হলেও কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। তবে এখানে যেভাবে অভিযোগ করেছেন, তাতে মনে হয় যে, আপনাদের আমলে যে-সব দুর্নীতি হয়েছিল, সেগুলি আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেস্টা হচ্ছে, যা অত্যন্ত নিন্দনীয়। (এ ভয়েস—আপনার বিরুদ্ধে হলেও ?)—হ্যাঁ, আমার বিরুদ্ধে প্রমানিত হলেও। কারণ আমাদের দলে রাজীব গান্ধী এমন একজন শাসক যে তিনি প্রয়োজনে যে-কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেও সরিয়ে দেন। কাজেই সেকথা নয়, আমি বলছিলাম সেই বিগত মন্ত্রীসভার বিভিন্ন মন্ত্রী এমন কি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও নানা রকমের অভিযোগ আছে। (এ ভয়েজ—সেই রকম কিছু নেই) আছে, অপেক্ষা করুন, সব কিছুরই তদন্ত হবে। তারপর অফিসারদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, তাদের যন্ত্রের মত ব্যবহার করা হচ্ছে, গ্রাম উন্নয়ন সূচীর কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে না। আমি বলব, শুধু অফিসার কেন, অফিসার ছাড়াও তো মন্ত্রীরা রয়েছেন, তার উপর রয়েছে মন্ত্রীসভা। কাজেই যদি দেখা যায় যে কোন কর্মচারী তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যদি সঠিক ভাবে পালন না করেন, তাহলে তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার ২০ দফা কর্মসূচীর মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা এই রাজ্যের তৎকালীন শাসকদের হাতে দিয়েছিলেন, যে টাকা দিয়ে বিভিন্ন পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে কাজ-কর্ম হবে বলে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে এ টাকা দিয়ে পঞ্চায়েত গুলিতে কোন কাজই করা হয় নি, যা কিছু হয়েছে তা দলীয় রাজনীতি আর দলীয় ক্যাডারের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। কাজেই এসব নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের যে-কোন সাধারন নাগরিক অভিযোগ করতে পারেন, যেমন আপনারাও এখানে করেছেন। ত্রুটি যদি কোথাও থেকে থাকে, সেটার কথা নিশ্চয় বলবেন, আমরা তাতে বাধা দেব না বরং আমরা সেসব দূর করার চেষ্টা করব। আর এজন্যই আমাদের মন্ত্রীরা এখন থেকে গ্রামে গ্রামে অথবা পাহাড়ে পাহাড়ে গিয়ে সেখানে কার জনসাধারণের যে সমস্যা যে অভিযোগ সেটা দূর করবার চেষ্টা করছেন। সেই কারনেই বলছি, আপনারা আজকে এখানে যে-সব অভিযোগ করছেন, সেগুলি ধোপে টিকে না। আমরা চাই রাজ্যের মানুষ সুখে শান্তিতে থাকুক, এর মধ্যে কোন রাজনীতি থাকবে না বা কারো ব্যক্তি-গত রাজনীতি করার সুযোগ থাকবে না। তারপর, এখানে নাসা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটা

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে। কিন্তু আমি বলব যে এর মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার আমাদের কোন উদ্দেশ্যেই নাই। (এ ভয়েস—এই নাসা প্রয়োগ করলেন, এর জন্য কি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?)—এটা একটা সেণ্ট্রাল এ্যাক্ট, যেটা আপনারা আপনাদের আমলে প্রয়োগ করেন নি, কিন্তু আমরা করেছি, এই মাত্র তফাৎ। সুতরাং এই যে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন, এটার অপপ্রয়োগ হতে পারে বলে আপনারা যে সন্দেহ প্রকাশ করছেন, তা মোটেই নয়। এই আইন প্রয়োগের আসল উদ্দেশ্য হল যে, রাজ্যের মানুষ যাতে ভয় ভীতি ছাড়া সুখে শান্তিতে বাস করতে পারে। এজন্য আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেখানেই হাজার হাজার মানুষ আমাদের এজন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন এবং সেই সংগে সাধুবাদ জানাচ্ছেন যে, তারা মুক্তির সংবাদ পেয়েছেন। কারণ, আমরা সেই জনতার দাবীর সংগে সহমত পোষণ করতে চাই এবং এই রাজ্যের জাতি-উপজাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংবাদ বজায় রাখতে চাই। আর অন্য দিকে দারিদ্র দূরীকরণের জন্য আমাদের যে-সব কর্মসূচী আছে, যেমন শিল্পায়ন, রেল, যানবাহন এবং আরও বিভিন্ন বিষয়ে আমারা আমাদের প্রচেষ্টা আরও জোরদার করে তুলব। তাই আমরা আশা করব যে আপনারাও আমাদের সংগে এসব কাজে সহযোগীতা করবেন। তারপর, বিরোধী দলের একজন বলছেন, আমাকে নাকি ডিকটেট করা হচ্ছে। এটা সত্য কথা যে আমরা কংগ্রেসীরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, আমরা একে অন্যের কাজে সহায়তা করি পরামর্শ দিই, তাই আমার কোন সহকর্মী যদি আমাকে কোন সৎপরামর্শ দেন সেটা আমি গ্রহণ করি, সেই পরামর্শ আপনারাও দিতে পারেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত মুখ্য মন্ত্রী হিসাবে আমার। কিন্তু সকলেই আমাকে পরামর্শ দিতে পারেন, আপনারাও দিতে পারেন। আপনারা যে-কোন মন্ত্রীকে পরামর্শ দিতে পারেন। আমার প্রয়োজন হলে আমি অন্যের পরামর্শ নেই। আপনাদের সময় সেটা ছিল না, এ দিন আপনার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন বাবু সহ সকলে কংসের কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। এখন আপনারা সকলে মুক্ত হয়েছেন এবং এই রাজ্যের মানুষের মংগলের জন্য যা করা দরকার আমরা তাই করি (ইণ্টারাপশান —হাততালি) যে-কোন কর্মচারীও প্রয়োজন হলে আমাকে ইনফর্মেশান দিতে পারে এর অর্থ এই নয় যে তারা আমাকে ব্রিফ করছে তারা আমাকে ডিকটেট করেছে এই বলে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন আমি আবেদন রাখছি আপনারা সেগুলি তুলে নিন (ইণ্টারাপশান) সেজন্যই আমি বলছি যে, গত সরকারেরই বোঝা কাজেই এটাকে আপনাদের সমর্থন জানান উচিত। এর জন্য আপনারা সমদ্মতি দেবেন (ইণ্টারাপশান) এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ।

DISCUSSION ON THE SUPPLEMENTARY DEMANAS FOR GRANTS FOR 1987-88.

মি: স্পীকার ঃ—এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল ১৯৮৭-৮৮ইং সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আলোচনা এবং ভোট গ্রহণ। আজকের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী সমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি (কাট মোশান) দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরী প্রস্তাবসমূহ সভার কার্যসূচীর সংগে মাননীয় সদস্যদের কাছে দেওয়া হয়েছে। এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি এবং যে-সমস্ত অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলির উপর ছাঁটাই প্রস্তাব (কাট মোশান) আছে সেগুলি একত্রে সভায় উত্থাপিত হয়েছে

বলে গন্য করা হল। এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি এবং প্রস্তাবগুলির (কাট মোশান) উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব যে, আলোচনা চলাকালে তাঁরা যেন তাঁদের বক্তৃতা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সীমারবদ্ধ রাখেন। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি (কাট মোশান) ভোটে দেব এবং তার পরে মূল অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি উভয় দলের হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখবে আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে-সকল সদস্য অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নামের তালিকা আমায় দেবার জন্য। আলোচনার সময় ধার্য হয়েছে দেড় ঘণ্টা। ৪০ মিনিট অপজিশান এবং এবং ৫০ মিনিট রুলিং পার্টি'র।

আমি এখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে উনার সংশ্লিষ্ট বিভাগের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে অনুরোধ করছি। তারপর আজকের কার্য্যসূচীতে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবিসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়গণ সে ভাবে উনাদের সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলির উপর পর পর আলোচনা করবেন এবং অন্যান্য সদস্যগণও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন (সময় মাত্র আর তিন মিনিট আছে কাজেই আলোচনা রিসেসের পর আরম্ভ করা হবে।

সভার কাজ বেলা ২-০০ মিঃ পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্যদের কাছথেকে নামের তালিকা চেয়েছিলাম।

শ্রী সমর চৌধুরী (ধনপুর)—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা ৪০ মিনিট সময় আলোচনার জন্য পেয়েছি। আমাদের মধ্য থেকে চার জন সদস্য বক্তব্য রাখছেন।

মিঃ স্পীকার :—আপনারা চার জনই বলবেন।

শ্রী সমর চৌধুরী (ধনপুর) :—আমরা চার জনের মধ্যেই সময়টা ভাগ করে নিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তী।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তী (কল্যানপুর) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখান সরকার পক্ষ থেকে যে-সমস্ত ডিমাণ্ড পেশ করা হয়েছে সেই ডিমানডগুলির বিরোধীতা করছি এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে সনস্ত কাট মোশন এসেছে সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ যে চাওয়া হয়েছে তার কি উদ্দেশ্য সেটা বুঝতে পারছি না। কারণ আজকে রাজ্যের মানুষের সার্বিক কল্যানের জন্য কি নীতি উনারা নির্ধারণ করেছেন আজ পর্য্যন্ত রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষ বুঝে উঠতে পারছে না। দীর্ঘ সংগ্রামের পর বামফ্রন্ট সরকারের আমলে মানুষের যে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠীত হয়েছিল সেই অধিকার আজকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই রাজ্যের মানুষকে একটি সংকটের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। আজকে পত্রিকা গুলিতে দেখছি "ফিডিং সেণ্টার, গুলিতে খিচুরী খাওয়ার যে বন্দোবস্ত করা হয়েছে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পেনশন ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বৃদ্ধ ভাতা যেটা এই সংকার স্বপনেও কল্পনা করতে পারেন না সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে আমরা হ্যাঁ বা না কিছুই বলতে পারি না। আজকে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীও স্বীকার করেছেন যে, এই সময়ে গ্রামে গনজে গরীব মানুষ একটি সংকটে পড়েন। আজকে পাহাড়ে

জুমিয়ারা খেতে পাচ্ছে না। তীব্র সাকট চলছে। এই পৌরসভার ইলেকশন গত ২১ বছরে হয় নাই। বামফ্রণ্ট সরকার এসে পৌরসভায় ইলেকশন করেছিল। এখন মেয়াদ শেষ হয়েছে এই অজুহাত দেখিয়ে পৌরসভাকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। মানুষের গণতান্ত্রীক অধিকার এইভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় এসেই ঘোষণা করেছিল যে, তিন মাসের মধ্যে সমস্ত গাঁও সভাতে নির্বাচন করা হবে এবং মনুষের গণতান্ত্রীক অধিকার দেওয়া হবে। বামফ্রণ্ট সরকার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এই সরকার ক্ষমতায় এসে সেটা কেড়ে নিয়েছে। গ্রামের মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে, আমরা দেখিয়ে দেব। ১৯৬৫, ১৯৭৫ সালে আপনারা দেখিয়েছেন। কিভাবে দিখিয়ে ছিলেন তার দাগ আমার পিঠে আছে। ১৯৬৪ সালে একটা কেইস আমাদেরকে এরেসট্ করা হয়েছিল। কিন্তু তখনকার কংগ্রেসী সরকার আমাদের বিরুদ্ধে একটা চার্জশীট দিতে পারে নাই। এই সরকার সংখ্যালঘু সরকার। অংকের হিসাবে। আমরা পেয়েছি ৫০ পার্চে'ন্ট ভোট। আর এই সরকার পক্ষ পেয়েছে ৪৭ পার্চে'ন্ট। সংখ্যা লঘু সরকার। কিন্তু মন্ত্রী সভার কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৭ জন মন্ত্রী হয়েছেন। আরও বাড়ানোর জন্য চেষ্টা চলছে। আমরা জানি ১৯৫০ সাল থেকে এই রাজ্যে আছি। এখানে বাংগাল খেদাও আন্দোলন হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস আমলে এখানে যে ট্রাইবেল খেদাও আন্দোলন হয়েছিল সেটা ভুলে যাবেন না। আজকে বামফ্রণ্ট সরকার ট্রাইবেলদের জন্য অটো-নোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউনসিল করেছে।

স্যার, এই যে ট্রাইবেলদের দাবী—অটোনমাস ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিলের দাবী তা যখন মানা হচ্ছিল না, ট্রাইবেল রিজার্ভ ভেঙ্গে দিয়ে যখন তাদের জীবনে ছিন্ন বিচ্ছিন্নতা চলছিল, তখন আমরা আন্দোলন করেছিলাম। ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিলের অধিকার, কক্-বরক্ ভাষায় স্বীকৃতি, ৬ষ্ঠ তপশীলের স্বীকৃতি সবই আমরাই এই বিধানসভায় দিই। স্যার, তখন এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য কংগ্রেসের কেহ এই বিধানসভায় ছিলেন না। ছিলেন উপজাতি যুব সমিতির মাত্র ৬ জন সদস্য।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ—স্যার, পণ্টে অব অর্ডার, জেনারেল ডিসকাশন শেষ হয়ে গেচে। আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ রাখব, কাট মোশনের উপর বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :—স্যার, আমি তাই রাখছি। যখন একের পর এক দাবী পাশ করছে বিধানসভায়, তখন উপজাতি যুব সমিতির ৬ জন সদস্যই বসেছিলেন, আজ উপ-জাতিদের দাবী স্বীকৃত হয়েছে। আমরা এতদিন চেয়েও পাই নি। আমরা জানি' কারা এতদিন ট্রাইবেলদের অধিকার রক্ষায় টাকা দিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই বুঝা গিয়েছে' এটা ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের পক্ষে ত্রিপুরার গণতন্ত্রের পক্ষে নিরাপদ নয়। স্যার, আমরা এখানে দু'টি শক্তিকে কাজ করতে দেখতে পাচ্ছি। একটি হচ্ছে ট্রাইবেল-বিরোধী কংগ্রেস শক্তি পাশাপাশি বাঙ্গাল-বিরোধী উপজাতি যুব সমিতি শক্তি। এই দুই শক্তি ত্রিপুরার ঐক্য সংহতি, ভারতবর্ষের ঐক্য সংহতি ব্যহত করার জন্য চেষ্টা করে চলছিল। আর, আমরা স্যার, তা রক্ষা করার জন্য কাজ করে গেছি। আমি অনুরোধ রাখব আপনাদের কাছে,

আপনারা নির্বাচিত হয়েছেন, মানুষের বাঁচার অধিকার আপনারা রক্ষা করুন, ব্যবস্থা করুন। বিরোধী দল থেকে এখানে যে সমস্ত কাট মোশান আনা হয়েছে সবগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা (রাধাকিশোরপুর) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর আমি আমার বক্তব্য রাখছি। বিরোধী দলের সদস্য দ্বারা অনীত সমস্ত কাট মোশানের সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। পৌর সভা এবং নোটিফায়েড এরীয়ার অথরিটি যে নির্বাচিত।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :—উনি কোন্ কোন্ ডিমাণ্ডের উপর কাট মোশান এনেছেন তার উল্লেখ থাকলে ভাল হত।

শ্রীচিত্ত রঞ্জন সাহা :—এস, আর, ই, পি, কাজের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, গ্যাস-ভিত্তিক শহর উন্নয়নের জন্য যে টাকা ধরা হয়েছে সেই টাকা নির্বাচিত যে সরকার পূর্বে ছিল তাদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা ছিলেন কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস, সরকার প্রতিষ্টিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এইগুলি ভেঙ্গে দিয়ে এখন আমলাদের উপর কাজ করার ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে। তাই আমি মনে করি, এখানে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা ঠিক ঠিক ভাবে খরচ হবে না, হতে পারে না। কারণ হচ্ছে, এই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যারা ছিলেন তাদের কাছে সাধারণ মানুষ সরাসরি এসে তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা জানাতে পারতেন। আর এখন আমাদের হাতে ক্ষমতা দেবায় ফলে তারা সরাসরি এসে তাদের অভাবের কথা বলতে পারবে না, যার ফলে ঠিক ঠিক ভাবে টাকা খরচ হবে না, কাজ হবে না, আগেকার কংগ্রেস আমলে আমরা দেখেছি, কোন উন্নতিই হয় নি। আমি মনে করি, এই টাকা ধরা হয়েছে উন্নয়নের জন্য, গ্যাস-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কিংবা অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের জন্য তা সঠিক ভাবে ব্যয়িত হবে না। অর্থাৎ আগে যে-ভাবে উন্নয়নের জন্য টাকা খরচ হত, এখন সে ভাবে হবে না। আমলাদের হাতে ক্ষমতা যাওয়ার ফলে তা ভূতের বাসায় পরিণত হবে। স্যার, বিরোধী দল থেকে যে-সমস্ত কাট মোশন আনা হয়েছে আমার কাট মোশনের সঙ্গে সঙ্গে সবগুলিকে এক সঙ্গে সমর্থন জানিয়ে এবং ডিমাণ্ডের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :—মিঃ স্পীকার, স্যার, আমাদের যারা এই হাউসে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে পাঠিয়েছেন তাদেরকে অভিনন্দন জানাই এবং তাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি যাতে আমাদের উপর যে দায়িত্ব পাঠান হয়েছে তা যাতে যথাযথ ভাবে পালন করতে পারি। এই কর্ত্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করতে গেলে মাননীয় স্পীকার মহোদয় আপনি সহ এই হাউসের সব সদস্যদের কাছেই সহযোগিতা কামনা করব। আমার যে কাট মোশন আছে তার মধ্যে প্রথমেই হচ্ছে পুলিশ খাতে বরাদ্দ সম্পর্কে।

পুলিশের জন্য অতিরিক্ত টাকা চাওয়া হয়েছে। এটা আমি সমর্থন করতে পারছি না। আমি গত কয়েক দিন ধরে এই হাউসে বসে মাননীয় সদস্য মহোদয়দের কথা শুনেছি এবং একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে, আজকে হুমকির পর হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এক দিকে গ্রামের মানুষদের

প্রলোভন দেখানো হচ্ছে এবং অন্য দিকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। যেন হুমকি দিয়ে তারা সমস্ত মানুষের মনকে জয় করতে চান। স্যার, সংসদীয় গনতন্ত্রের কথা তারা অনেকই বলতে চান। আমরাও বলি। একটা সরকারের কিছু সময়ের আগে বা পরে উত্থান পতন আছে। এবং পরে বিজেতা এবং বিজিত হাত ধরাধরি করে আবার মহান কর্মপথে নেমে পড়েন নূতন করে হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য। এটাই নিয়ম। তার জন্যই তো লিংকন বলেছিলেন—জনগণের দ্বারা, জনগনের জন্য সরকার। রবীন্দ্রনাথ এই কথাটাকে আরও সুন্দর করে বলেছেন, আমরা সবাই রাজা মোদের রাজত্বে, নইলে মোদের রাজা সবাই মিলব কি সত্বে। অত্যন্ত সঠিক কথা তিনি বলেছেন। তাই যদি অবস্থা হবে তাহলে নির্বাচনের পরে এই রাজ্যের চেহারাটা আমরা কি দেখি? যেন মধ্য যুগীয় যুদ্ধ জয়ের উল্লাস। একটা সরকার যখন পতন হয় তখন তারা সমর্থকরা স্বাভাবতই শোক বিহ্বল হবে। সেই শোকাচ্ছন্ন মানুষদের বাড়ীতে গিয়ে সংগঠিক বাহিনী আধা সামরিক বাহিনী, কংগ্রেস (আই)-এর সমর্থকরা নির্মম ভাবে, পৈশাচিক উল্লাসে তাদের আক্রমন করছেন। তারপরেও কি আমরা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারি? একটা সুষ্ঠ গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে উনারা ক্ষমতায় এসেছেন এটা আমরা স্বীকার করতে পারছি না। আমি সমস্ত ঘটনার মধ্যে না গিয়ে কয়েকটির কথা শুধু বলতে চাই। ৫ ৩. ৮৮ ইং তারিখে রাজনগরে সি.পি. আই (এম) পাটি অফিসে আক্রমন হল। সে আক্রমনের নেতৃত্বে ছিলেন টমু ইত্যাদি কংগ্রেস সমর্থকরা। পার্টি অফিসে তারা ভাংগচুর করল। মাননীয় সদস্য গৌরীশংকর বাবুও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তারপর সেখানে হরিপদ রায়ের মেয়েকে মারধর করা হলো, তার বাড়ীঘর তছনছ করা হলো, তার ৮০ বছরের বৃদ্ধা মাকে আক্রমন করা হলো। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং পরের দিন মারা যান। রাজনগর থানাতে এই ঘটনাটি জানানো হলো, অথচ তারা কোন ব্যবস্থা নিল না। উল্টো সি. পি. আই (এম) সমর্থকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হলো। শংকর দাস, যোগেন্দ্র দাস ইত্যাদিকে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া হলো এবং তাদের মারধর করা হয়। তারপর তারা কোর্ট থেকে জামিন নেয়। জামিনের কনডিশান হলো থানায় গিয়ে দেখা করতে হবে। সেইমত তারা থানায় গেলে, আবার তাদেরকে মারধর করে কোর্টে চালান দেওয়া হয় এবং বিলোনীয়া থানায় এনে আবার তাদেরকে মারধর করা হয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন এস. আই. যতীন্দ্র দাস। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করে বলছি, একটা রিড্রেসওতো করা হলো না। থানায় এজাহার দিতে গেলে, এজাহার নেওয়া হয় না। আজকে কলেজের ছাত্ররা কলেজে যেতে পারছে না। এস, এফ, আই-এর সমর্থক প্রথম বর্ষের ছাত্র বাদল বৈদ্যকে বিলোনীয়ার ১নম্বর টিলার সামনে প্রচণ্ড ভাবে মারধর করা হয় এবং তাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে আসামীদের সম্পর্কে তো কোন ব্যবস্থা নেওয়া হল না। তারপর, নেপাল বিশ্বাস, যাইচ্ছা বাড়ী, ডি, ওয়াই, এফ কর্মী তাকেও এক নম্বর টিলায় মারধর করা হয়। সে সম্পর্কেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। কর্মচারী নেতা দীপক মজুমদারকে তার বাড়ী থেকে গুণ্ডারা ধরে এনে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ আবার তাকে মারধর করে এবং আজকে সে মৃত্যু সজ্জায় শায়িত। এই মানুষটি চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা সরকার করছেন না। এটার নাম আইন শৃংখলা? কাজেই এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে এই অতিরিক্ত বাজেটকে আমরা কি করে সমর্থন করতে পারি?

ত্রিপুরা তপশিল জাতি সমন্বয় সমতির সদস্য এবং রাজ্য কমিটির সদস্য শ্রী রামলাল ধাম্বুক, হরিজন, তাকে মিথ্যা মামলায় ধরে আনে পুলিশ এবং তার উপর আক্রমন চালানো হয়। আজকে সারা ভারতবর্ষে এট্রসিটিজ টু দ্য হরিজন হচ্ছে এবং এগুলি কং (আই) শাসিত রাজ্য গুলিতেই হচ্ছে, এটা এখানে সমস্ত মাননীয় সদস্যরাই জানেন। কিন্তু একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যেই ব্যাতিক্রম যেখানে দীর্ঘ সময় ধরে কোন হরিজনের উপর নির্যাতন হয় নি। কিন্তু আজকে কংগ্রেস (আই) সরকারে আসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হরিজনদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার চালানো হচ্ছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে বনারা ধিকৃত ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সমীর বাবুর রাজত্বে এই ধিকৃত ইতিহাস ত্রিপুরা রাজ্যে সৃষ্টি হলো। ত্রিপুরা রাজ্যে তো এট্রসিটিজ টু দ্য হরিজন ছিল না আজকে উনারা এগুলি নূতন করে ষ্টার্ট করছেন। সেনাবাহিনী সম্পর্কে তারা বলছেন যে, যতদিন উগ্রপন্থী এই রাজ্যে থাকবে ততদিন সেনা বাহিনীও এই রাজ্যে থাকবে। কিন্তু উগ্রপন্থী কোথায়? উগ্রপন্থীরাতো সব এখানে বসে আছেন, সুতরাং সেনা বাহিনী কি করে উগ্রপন্থী দমন করবে? যারা এতদিন জঙ্গলে ছিলেন, আজকে তারা হাউসে এসেছেন। স্যার, গত ৪ঠা মার্চ রাত্রে, সাব্রুমের মনু বংকুল ক্যাম্পে সেনাবাহিনী ৩ জন মহিলা শ্লীলতা হানি করে এবং এরা সবাই কংগ্রেস (আই)-এর সমর্থক। তারপর সোনাইতে ৩ জন উপজাতি মহিলাকে সেনা বাহিনীর লোকেরা শ্লীলতাহানি করে, ওরা জঙ্গলে লাকড়ি সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। ওরাও কংগ্রেস (আই)—এর সমর্থক। এই ঘটনাটি যাতে প্রকাশ না হয়, তার জন্য মাননীয় সদস্য অশ্রু মগ, তাদেরকে তাঁর বাড়ীতে এনে বলেছেন, তোমরা এই ঘটনাটি বাইরে বলতে যেও না। কে, সি, পি, আই. (এম)—এর মা-বোনকে কংগ্রেসের মা-বোন, কে টি, ইউ, জে, এস, এর মা-বোন, এটাতো কারো গায়ে লেখা থাকে না। বাঘ যদি একবার মাংসের স্বাদ পায়, তাহলে সে মাংসের লোভেই চলতে থাকে। সুতরাং, সেনা বাহিনীর লোকেরা যখন মেয়েদের উপর অত্যাচার করে তখন সে কার মা-বোন সেটা চিন্তা করে না। সুতরাং আজকে এই রাজ্যে যে জঙ্গলের রাজত্ব চলছে স্বৈরতা চলছে, গনতন্ত্রের কন্ঠ চেপে ধরবার যে প্রয়াস তারা নিচ্ছেন, তাতে ত্রিপুরাবাসী তাদেরকে কবরে দেবার স্বপ্ন দেখছে এবং কবরের পথই হবে ওদের শেষ যাত্রা। এটাই আমি বিশ্বাস করি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী দীনেশ দেববর্মা।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা (সালেমা) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাপ্লিমেণ্টারী গ্রান্টের উপর আমরা বিরোধী পক্ষ থেকে ১২টি কাট মোশান এখানে এনে রেখেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা কথা এটা সকলেই জানেন যে, কি পার্লামেণ্টে কি বিধানসভায় তার কতগুলি প্রসিডিউর আছে। প্রসিডিউর হচ্ছে যে-কোন নির্বাচিত সংস্থা এপ্রুভড বাই দি প্রেসিডেণ্ট তাকে ভাঙ্গতে গেলে নূতন ভাবে এটা আইন সংশোধন করে ডিমাণ্ড এনে এটাকে ভাঙ্গতে হয়। আমি জানি না এখানে যে পঞ্চায়েত তার মেয়াদ আরও দু বছর আছে, কাজেই এই পঞ্চায়েতকে সম্পূর্ণরূপে অচল করে রাখার উদ্দেশ্যে বি. ডি সি. মিটিং ভেঙ্গে দেওয়া হলো, পঞ্চায়েত মিটিং বসতে দেওয়া হবে না, পঞ্চায়েতের সমস্ত কাগজপত্র সীজ করা হলো এটা কোন আইনের মাধ্যমে হয়েছে এটা আমি জানতে চাই। তার জন্য রাষ্ট্রপতির কোন অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল কিনা? কারন আমি জানি, এই পঞ্চায়েত আইন যখন রচিত হয় বিধানসভার সদস্যদের নিয়ে একটা সিলেক্ট

কমিটি গঠন করা হয় সর্বসম্মতিক্রমে এবং এই সিলেক্ট কমিটি বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে এখানে চালু করা হয়েছে। এখানে কংগ্রেস (ই) এবং উপজাতি যুব সমিতির যে মিলিত সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গে কোন আইনে এবং কত নম্বার ধারার অনুবলে কত তারিখে তারা পারমিশ্যান সিক করেছে, কত তারিখ পারমিশ্যান পাওয়া গেছে এবং তার কোন গেজেট নোটিফিকেশ্যান হয়েছে কিনা ? কারণ এই পঞ্চায়েত এটা হচ্ছে জনগণের গণতন্ত্র। যে গণতন্ত্রকে গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের গণতন্ত্র হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে, কারণ যে হেতু রাজ্য সরকার আগরতলায় বসে সব কাজ তদারকি করতে পারে না তার জন্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কংগ্রেস অমেলে কি ছিল ? কংগ্রেস আমলে ১৬ বছর যাবৎ তারা কোন নির্বাচনই করল না। ১৯৭৮ সনে বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় আসে তখন এখানে মাত্র ছিল ৪৬৭টা পঞ্চায়েত এটাকে ডিলিমিটেশ্যান করে আমরা ৭০৪টা পঞ্চায়েত এলাকা নির্ধারন করি। সুতরাং আজকে এই যে গণতন্ত্র প্রাইমারী ডেমক্রেসি অব ত্রিপুরা পীপল এটাকে কোন্ আইনের বলে ভাঙ্গা হয়েছে বা এটা স্থগিত রাখা হয়েছে এটা আমি জানতে চাই। এটা পাবলিসিটি দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যবাসীকে যেন জানানো হয় যে, আমরা এত আইনের বলে এটা ভেঙ্গেছি। আজকে গোটা ভারতবর্ষে এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যে তার মধ্যে কি অবস্থা চলছে পলিসি অব্ দি গভর্ণমেণ্ট, পলিসি অব দি রুলিং পার্টি কারণ এখানে সংবিধান আছে, পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা আছে। ছয়, ছয়টা পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেল। অনেকবার সংবিধান সংশোধন করা হয়েছিল কিন্তু আমি প্রশ্ন করতে চাই যে, এই সমস্ত সংবিধান সংশোধন করার পরে পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে, আমি ত্রিপুরা রাজ্যের কথা বাদই দিলাম সারা ভারত বর্ষের ভিত্তিতে দারিদ্র্য সীমা রেখায় যারা বসবাস করছে তাদের জন্য কি করা হয়েছে ? গরীবরা কি চিরকাল গরীব থাকবে ? কারন এটাই হচ্ছে পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থার মন্ত্র, কারন একটা দেশে অনেক শ্রেণী থাকবে, গরীব শ্রেনী থাকবে, গরীব শ্রেণীর কোন অধিকার থাকবে না। যারা শোষক, যারা এখানে ধনিক শ্রেণী তাদের যাতে শোষন করার রাস্তা আরও সুগম করে দিতে পারে তার জন্যই হয়তো তার প্রশাসনিক সমস্ত ব্যবস্থা। কাজেই আজকে এখানে সরকার যে অবস্থার সৃষ্টি করেছে এটা এক কথায় আমি বলবো ক্যাপিটালিষ্ট ক্রাইসিস। কাজেই এখানে গণতন্ত্র বলতে কিছু থাকতে পারবে না। ব্যক্তি স্বাধীনতা হোক, মৌলিক অধিকার হোক, এমন কি আজকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব এটাও ঠিক থাকবে কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারন যে-ভাবে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কংগ্রেস রুলিং পার্টি ভারতবর্ষের ভিতরে এই সমস্ত মালটি ন্যাশনাল প্ল্যানকে ডেকে এনে এখানে যারা বিদেশী পুঁজিবাদী তাদেরকে বিরাট অবাধ শোষণ করার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঠিক থাকবে না। সুতরাং সে দিক থেকে আজকে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কি পুলিশ, কি প্রশাসন, কি মিলিটারী দ্বারা যে-ভাবে তার দলীয় কর্মীদের মাধ্যমে জনগণের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে, চিরকাল মানুষ এটাকে নীরবে সহ্য করতে পারে না। কাজেই এই চরম অবস্থা হতে হতে যারা দরিদ্র মানুষ, যখন সে বুঝতে পারবে, মানুষ চেতনা নিয়ে জন্ম গ্রহন করে, তার অনুভূতির মধ্যে যখন সে আক্রান্ত হবে এটার প্রতিরোধ একদিন না একদিন হবেই। কাজেই আমি এই জন্যই বলছি যে, পঞ্চায়েত হোক, মিউনিসিপ্যালিটি হোক, রুর‍্যাল ডেভেলোপমেণ্ট একটিভিটিজ হোক যেটাই হয়ে থাকুক যে ভাবে এখানে এই সমস্ত ঘটনার উপর-যে-ভাবে জোর জবরদস্তি করে ভাঙ্গানো হয়েছে আমি মনে করি।

(রেড লাইট)

মি: স্পীকার স্যার, এক মিনিট। পঞ্চায়েতে দুর্নীতি যদি কেউ করে থাকে সে টি ইউ জে এস, করতে পারে, কংগ্রেস করতে পারে, সি.পি.এম করতে পারে, কিন্তু তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু দুর্নীতি প্রমাণিত হওয়ার আগে একটা মানুষের কি করে ফাঁসির অর্ডার হতে পারে, বিচার হতে পারে? কাজেই ১০৪টা পঞ্চায়েতের এগেনষ্টে এলিগ্যাশান আনতে হবে। যদি সব পঞ্চায়েত দুর্নীতিবাজ হয় তাহলে টি,ইউ,জে,এসও পড়বে, কংগ্রেসও পড়বে,. সি, পি, এমও পড়বে। এটা না করে যা খেয়াল খুশ বামফ্রন্টের আমলের কোন কিছু রাখা হবে না, মিউনিসিপ্যালিটি ভেঙ্গে দাও, সব ভেঙ্গে দাও। সব কিছু ভেঙ্গে দিয়ে আজকে যে ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের উপরে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এটাকে বন্ধ রাখার জন্য শাসক দলের কাছে আমি অনুরোধ রাখব। এই অবস্থা আরও চলবে কিনা, কাজেই এই অবস্থা চলবে কিনা, এই অবস্থা চলতে দেওয়া হবে কিনা, কারণ সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ পিছিয়ে পড়া সবদিক দিয়ে। রাজনৈতিক দিয়ে, সামাজিক দিকে তারা পিছিয়ে পড়া। এই অবস্থা, তার বিরুদ্ধে আক্রমণ হল, পঞ্চায়েতের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হল, এন, আর, ই, পির কাজ বন্ধ করে দেওয়া হল, আর, এস, ই, জি, পির কাজ বন্ধ করে দেওয়া হল। এইটা মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সমান। এই জন্য আমি আমাদের পক্ষ থেকে যে ১২টা কাটমোশন আনা হয়েছে সেগুলিকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে এবং এখানে সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্ট চাওয়া হয়েছে এইটার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যেসাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্ট আনা হয়েছে আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন করি এবং বিরোধীদের আনীত কাটমোশান-গুলিকে আমি বিরোধিতা করি এইজন্য যে অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করে বিপুল সমর্থন নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এই সরকার গঠন করে। সি, পি, আই, (এম) এর অপকর্মের খেসারৎ দিতে গিয়ে জনগণের স্বার্থে এই গ্যান্ট আনতে হয়েছে। এই গ্যান্টকে নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী সদস্যরা বক্তব্য রেখেছেন এবং বার বার একটি কথা বলেছেন যে, এই সরকার কম ভোট পেয়েছে। এইটাকে মেনে নেওয়া যায়না। তাদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, উনারা কিছু দিন আগে যে পঞ্চায়েত ডেলিবারেশান নাম দিয়ে যেভাবে ইলেকশান করেছিলেন সেইভাবে যদি আমরা হিসাব করি, উনারা যেসমস্ত পঞ্চায়েত প্রধান বানিয়েছেন সেই অনেক-গুলো পঞ্চায়েতে পুরো পঞ্চায়েতের ভোট যোগ দিলে দেখা যায় প্রধান অনেক জায়গায় আমাদের কংগ্রেসের এবং উপজাতি যুব সমিতির থাকায় কথা ছিল। কৌশল করে সেই পঞ্চায়েতগুলিতে সি, পি, আই, (এম) প্রধান বানিয়েছিলেন। সেটা উনাদের খেয়াল নেই। আজকে উনারা বলছেন যে, আমাদের সরকার সংখ্যালঘু সরকার। কোন্ নিয়মে, কোন্ নীতিতে এই সংশোধনী এনেছেন, মার্কস্ থেকে হাওলাত নিয়ে কিনা সেটা আমাদের জানা নেই। সেটা যদি আমরা জানি তাহলে উনাদের সংগে আমরাও একমত হতে পারতাম, সেটা যদি বাংলা লেখা হত। এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে, উনারা বার বার একটা জিনিসের উপর বলছেন,

সেটা হচ্ছে পুলিশী ব্যবস্থা। উনাদের সবচেয়ে ভয়ের কারণ। বামফ্রন্টের আমলে পুলিশকে বোতলে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল। আমাদের পুলিশ, মন্ত্রী এবং ত্রিপুরা রাজ্যের জনগনের আশার প্রতীক যে সরকার, সেই সরকার বলেছেন যে পুলিশকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হবে। এইটাই উনাদের ভয়ের কারণ। আরও কতগুলি কারণ হল নির্বাচনের আগে বিভিন্ন জায়গায় এমন কতগুলি ঘটনা করা হয়েছিল, সেইসমস্ত ঘটনাগুলির সঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির বামফ্রন্ট সমর্থক জড়িত। সেইসমস্ত ঘটনার কথা উনারা বলছেন যে, উনাদের কর্মীকে নিয়ে মারা হচ্ছে। প্রদীপ পাল (চিত্তামারা), তপন দেবনাথ (শান্তিরবাজার) এইসমস্ত ঘটনাগুলি নির্বাচনের আগে যখন ওরা ক্ষমতায় ছিল। পুলিশ তার আইনের ব্যবস্থা নিচ্ছেন। এইখানে তারা কেন এইগুলি বিরোধিতা করছেন বুঝতে পারছিনা। যে জিনিসটা করার কথা ছিল উনারা করেন নি। তখন ফাইল চাপা দেওয়া হয়েছিল। এই সমস্ত কেইসগুলি, নতুনভাবে কোন কেইস নেওয়া হয় নাই বা করা হয় নাই, সেই সমস্ত কেইস তদন্ত করা হচ্ছে। সেই তদন্তে কেউ কেউ ধরা পড়েছে। আরও বেশি আশ্চর্য্যের কথা পুলিশ যেভাবে কাজ করছে, সেইভাবে যদি কাজ করে, আমরা পত্র-পত্রিকায় দেখি, শান্তি কলোনীতে যে-সমস্ত ড্রেস ব্যবহার করা হয়েছিল, যেসমস্তগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল, পত্রিকায় দেখেছি জনগণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। পত্রিকায় দেখেছি, লেখা হয়েছে উদয়পুর থানা এলাকায় বিশ্বজিৎ সাহা নামে একজন কংগ্রেস নেতার ভাগ্নে নিহত হয়। স্থানীয় লোকের চাপে পুলিশ স্থানীয় সি, পি, এম, অফিস তল্লাসী করে। ত্রিপুরা আর্মি পুলিশের বেল্ট ১৩টি কার্তুজ, পুলিশের পোশাক, টি, এন, ভি-র পোশাক সব কিছু উদ্ধার করেছে। এইটা যদি এইভাবে চলতে থাকে তাহলে উনাদের অনেকেই হয়ত কি ব্যবস্থা হবে, সেটা উনাদের সবচেয়ে ভয়ের কারণ। এইসমস্ত জিনিষগুলি উনারা মানতে পারছেন না। যেসমস্ত পঞ্চায়েতের কথা উনারা বলছেন, পঞ্চায়েতে এমন কতগুলি জিনিস আমরা দেখেছি, যেসমস্ত পঞ্চায়েতে উনাদের প্রধান নাকি উনারা বলছেন যে, আমরা নাকি পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দিয়েছি। পঞ্চায়েত এখনও ভাঙ্গেনি। বার বার বলা সত্ত্বেও উনারা বলছেন যে, পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এখানে একটা পঞ্চায়েত প্রধানের চিঠি যেটা উনি ত্রিপুরা রাজ্যে নেই, উনি চলে গেছেন,। উনার চিঠি। সেখানে লেখা হয়েছে পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর সংগে একত্রিত হয়ে কাগজগুলি সব ঠিক করে নেওয়ার জন্য। এই চিঠি একজন পঞ্চায়েত প্রধানের আর একজন পঞ্চায়েত প্রধান প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী বাদল চৌধুরীর ল্যাফটেনেন্ট, মতাই গাঁওসভার প্রধান নাটু পাল, একদিন দেখা গেল, ৪ঠা তারিখ সকালবেলা কিছু লোক একটা লোককে ঘেরাও করেছে। কেন? কেন জিজ্ঞাসা করে দেখা গেল ঘটনাস্থলে গিয়ে সেই প্রধানের ভাইকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, একটা বেকার ছেলে, ধীরেন্দ্র দত্ত জিজ্ঞাসা করছেন কি ব্যাপার, ১ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে নির্বাচনের আগে, ঘুষ দেওয়া হয়েছে চাকুরীর জন্য, সেই টাকা ফেরত চাই। জনগন তার বিচার করে দিয়েছে। ১ হাজার টাকার বদলে সুদসহ ২ হাজার টাকা দিতে হবে। এই ছিল পঞ্চায়েতের অবস্থা। আর একজন পঞ্চায়েত প্রধান গিয়ে বলছে, আমাদের এখন সর্বনাশ হয়েছে। পঞ্চায়েতের ক্যাডারদের-যারা ক্যাডার পোষণ করেছে, ক্যাডারদের রাত্রির পয়সা পাওয়া হবে না। রাত্রির যে পয়সা খরচ হয় সেটা দেওয়া যাবেনা। কাজেই তাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এইটাই স্বাভাবিক। আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের কর্তৃক আনীত কাটমোশনগুলিকে সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি: স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) — মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের উপর যেসমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব বিরোধী পক্ষ থেকে আনা হয়েছে সেগুলি প্রতিবাদ করছি এবং বিরোধী সদস্যদের আমি অনুরোধ করব এই প্রস্তাবগুলি যাতে তুলে নেন। আমি লক্ষ্য করেছি, আমাদের এই বাজেট-এর বিরুদ্ধে যেসমস্ত অভিযোগগুলি এনেছেন বিরোধী সদস্যরা এগুলির কোন্ যুক্তিসংগত কারণ কিংবা প্রমাণ একটাও তারা দেখাতে পারে নাই। একটা হাওয়ার উপর অভিযোগ বলতে পারেন। এইটাত বিধানসভায় চলেনা। যদি অভিযোগ আনেন তাহলে স্পেশিফিক, সুনির্দিষ্ট প্রমাণ-সহ আনতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সমস্ত দপ্তর নিয়ে আলোচনা করব না, আমি আমার দপ্তর নিয়েই কয়েকটা কথা বলতে চাই। যেমন ফিশারীতে আমি দেখলাম যে, ত্রিপুরা রাজ্যে যেসমস্ত লেইক আছে, সেই লেইকগুলিতে মৎস্য চাষের জন্য তেমন বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই। কতগুলি ফিশারীর কোপারেটিভ সোসাইটি গঠন করা হয়েছে। তাদের কাছে এই লেকগুলি দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে আমি অ্যাগ্রি-মেণ্টগুলি দেখলাম, এত টাকা বৎসরে দেবে বা মাসে দেবে। তারপর এই জলটা এই সোসাইটির হাতে তুলে দেওয়া হবে। এই হচ্ছে অ্যাগ্রিমেণ্ট। তারপরে রাজ্য সরকার থেকে অনুদান, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অনুদান, লেকের মাছ ত আছেই। পরে দেখা গেল যে, এই সোসাইটি-গুলি সরকারের যে রয়্যালিটি সেগুলি দিচ্ছেনা। আরও সবচেয়ে বড় আশ্চার্যের ব্যাপার হচ্ছে মাছগুলি কোথায় যায় তার কোন খোঁজ নেই। এই জলগুলি এমনভাবে ব্যবহার কার হল যেন এক-একজনের মালিকানা হয়ে গেল। যথেচ্ছভাবে এইটা ব্যবহার করা ব্যাক্তিগত মুনাফা লুটের জন্য অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হল। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ঠিক করেছি, এইভাবে চলতে দেওয়া যায়না। একটা সরকারের সম্পত্তি, জনগণের সম্পত্তি মুনাফা লুটের জন্য, কায়েমী স্বার্থের জন্য এইটা ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। এইটা বরদাস্ত করা যায়না এইগুলি আমরা বন্ধ করব। কোন সোসাইটি, যদি ফিশারীর, সরকারের জলাশয় ব্যবহার করতে চান, মৎস্য চাষ করতে চান নিশ্চয়ই সেটা মেনে নেব, কিন্তু সেই মাছগুলি ইচ্ছামত ব্যবহার করবে, ব্ল্যাক মার্কেট করবে সেই সুযোগ আমরা দিতে পারব না। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই কারণে আমরা চাই সরকারী যে জলাশয় আছে, মাছের চাষ হবে, সেগুলি সবটাই আসবে সেল কাউণ্টারে। সেই মাছগুলি বিক্রী করা হবে আমাদের সরকারী নির্ধারিত একটা মূল্য তালিকা, সেই মূল্য তালিকার মধ্যে। একটা হোটেলের সঙ্গে চুক্তি করা যাবে না, কাছাড়ের সঙ্গে চুক্তি করা যাবে না। এইগুলি আমরা বরদাস্ত করব না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মহারাজ-গঞ্জ বাজারে ত্রিপুরা অ্যাপেক্স ফিসারীজ কোঅপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি ছিল। ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। আর এই ডম্বুর জলাশয়ের মাছ অ.গরতলায় আসা বন্ধ করে দিল, সেগুলি সব পাচার হতে শুরু করল, মুনাফা লুটের একটা বিরাট স্বর্গ রাজ্যে পরিনত করা হল। আমি এই চুক্তিটা বাতিল করলাম এই কারণে যে, সরকারের সঙ্গে রয়েলটি তাদের চুক্তি ছিল প্রতি সপ্তাহের বুধবার দিন দেবে, পর পর যদি দুইটা সপ্তাহের টাকা তারা না দেয় তাহলে অটোমেটিক্যালী এইটা কেনসেল হয়ে যাবে। গত দশটা বছর ধরে আর বুধবার আসল না, এই দশ বছরে তাদের কাছে বুধবার নাই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনার সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি খুব সংক্ষেপে শেষ করছি। এই কারণে এখানে যে সমস্ত লুটের রাজত্ব আমরা সে সবগুলি বন্ধ করে দিচ্ছি এবং জনগণের স্বার্থে আমরা এইগুলি ব্যবহার করব। মাননীয় সদস্য অভিযোগ এনেছেন যে, এই সরকার আসার পরে সবাই কাঁদছে কারা কাঁদছে? ওরা কাঁদছে, যারা লুটের রাজত্ব চালিয়ে ছিল। তা এদের চোখের জল আমরা কি করে মুছে দেব? আমরা কি করব? জনগণকে গিয়ে বলুন যে, আমরা পারছি না, আপনারা এমন একটা সরকার এনেছেন যে আমাদের লুটের রাজত্ব বন্ধ করে দিল, আমাদের আবার এনে দিন, আর তবেই আপনারা আবার হাসতে পারবেন। এইটা আপনারা জনগণের কাছে গিয়ে বলুন। আমরা এই সমস্ত সুযোগ দিতে রাজী না। স্যার, একটা করাপশানের বিরুদ্ধে এই সরকারের যে অভিযান শুরু হয়েছে এইটা চলতে থাকলে কারা কাঁদল আর কারা দুঃখিত হল তার উপর আমাদের কোন রকম ক্ষমা নাই। স্যার, আগে পুলিশের ভূমিকা কি ছিল? টি, এন, ভি, যেখানে আছে সেখানে তারা যাবে না, আর ঘটনার পরের দিন দেখা গেল যারা খবর দিয়েছিল তারাই টি, এন. ভি, বলে মামলা সাজাল. এমন কি অম্পিতে তারা এত বেশী সীমানা পেরিয়ে গিয়েছিল যে, আমরাতো জানি টি, এন, ভি, ট্রাইবেলদের সংগঠন, কিন্তু দেখা গেল অম্পিতে বাঙ্গালীদেরও টি, এন. ভি, বানানো হল কংগ্রেস সমর্থন বলে। এই হল আপনাদের পুলিশের ভূমিকা। আমাদের পুলিশের ভূমিকা হল আইনের শাসনে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার কাজে কাউকে রেহাই দেবে না। এবং মিথ্যা মামলা সাজিয়ে একটা পলিটি-ক্যাল পানিসমেণ্ট-এর দিকেও আমরা যাব না। কাজেই এই সরকারের এই যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট এইটাকে জনগণ সমর্থন করবে। আপনারা বিভ্রান্ত হচ্ছেন, এর জন্য আপনারা শাস্তি হয়ে গেছে, আরও শাস্তি হতে পারে যদি আপনারা বিভ্রান্ত মুক্ত না হতে পারেন। কাজেই আপনারা বিভ্রান্ত মুক্ত হন এইটা আমি অনুরোধ করব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি গতকালও বলেছি আজও আবার বলতে চাই যে, আমরা এদের কথা কি করে বুঝব? আজকে দেখলাম যে, যারা গরীবের কথা বলেন ক্যাপিটালিষ্ট সিষ্টেম অফ ইকনমিক্স-এর সমালোচনা করেছেন, এদিকে তাদের অভিরাম বাবুর ছেলের জন্য দুইটা বাস ও একটা জীপ দেওয়া হল, জ্যোতিবাবু গরীবের নেতা তার ছেলে একটা বিস্কুট কোম্পানীর মালিক, এক টাকা দুই টাকার নয় দুইশত কোটি টাকা। জ্যোতি বসুর মধ্যে দুইটা সত্তা আছে আর আমাদের বিদ্যাবাবুর মধ্যেও দুইটা সত্তা আছে। তারপর নির্বাচনের সময় দৈন্য চায় আবার নৃপেন বাবু বলেন যে, নির্বাচনটা অত্যন্ত সুষ্ঠ ভাবে হয়েছে বলে আমরা জনগণের কাছে ধন্যবাদ জানাই, পরক্ষণে কলকাতায় গিয়ে বলেন যে, না রিগিং হয়েছে, অদ্ভুত কথা। তারপর আজকে ওরা বলছে যে, ষ্টাইপেণ্ড বন্ধ করে দেওয়া হবে, জনগণ খেতে পাবে না, টাকা দাও আর টাকা দাও, কাজ দাও আর কাজ দাও, আবার বলে সাপ্লিমেণ্টরী বাজেট আমরা সমর্থন করি না, ভাড় এনে দেওয়া হবে আবার ভাড়ও সরিয়ে নিতে যাবে। কি করে বুঝব আমরা? আমি গত কালও বলেছি সেলফ কনট্রাডিক্‌শানে ওরা ভুগছে। কারণটা হচ্ছে কি বুর্জুয়া, চীন কি বলেছে মার্কস-এর ইকনমিক থিউরী এইটা

সেকেলে হয়ে গেছে, কাজেই এই রাশিয়াতে কি হচ্ছে, আজকে সেখানে সবাই ছোট ছোট ব্যবসার মালিক হতে চলছে, দুই তিন কানি জায়গার মালিক হতে চলেছে, মোটর কিনার ও ছোটখাট দোকানদারী করার সুযোগ হচ্ছে। আমিতো ভাবছি, ভারতের দিকে যেন আস্তে আস্তে আসছে। ভারতের যে মিকস ইকনমিক এইভাবে তারা গ্রহন করতে বাধ্য হচ্ছে। কারণটা কি, এই জোর করে ঘণ্টা বাজিয়ে মানুষের অধিকারকে চেপে রেখে কাজ করানোর একটা প্রচেষ্টা তাদের। আজকে সেই জন্যই আমি বলছি যে, ওনারা গরীবের জন্য কাঁদছেন আর এদিকে এক বৃদ্ধা রিয়াং মহিলার ১৫ টাকা নির্বাচনের সময় কি করে ১০ টাকা চাঁদা আদায় করতে পারলেন, এক টাকা নিলে বুঝতাম ওরা গরীবের জন্য চেষ্টা করে। আগেতো ছই পেট, আমাদের কিসারী মন্ত্রী বলেছেন বুধবার আর কোন দিন আসবে না। আসবে না তো? কারণ নিজেরাই এইটা ডাইনে যাবে বামে যাবে, না কমিউনিষ্ট ইকনমিকটা গ্রহণ করবেন, না কি বুর্জুয়া ক্যাপিটালিষ্ট সিষ্টেম অফ ইকনমিক গ্রহণ করবেন, না কি কি করবেন, কিছুই বুঝা যায় না বলার সময় খুব বলতে পারেন যে, আমরা গরীবের বন্ধু। আমরা দেখেছি গত দশ বছরে গরীবের জন্যতো অনেক করলেন আর আমাদের রাজত্বের এক মাস পরে আজকে শুনতে হয় যে, এখানে জল নাই ওখানে জল নাই। তা জলের জন্য যে টাকা এনেছেন সেটা আপনারা কি করেছেন? টিউব ওয়েল বসানোর জন্যতো আপনারা কম টাকা আনেন নি, এই দশ বছর আপনারা কি করেছেন যে, আজকে মাত্র এক মাস হল আমরা এসেছি, এর মধ্যেই জল নাই জল নাই শুরু হয়ে গেছে। আমরাতো ভেবেছি এই দশ বছরে আপনারা যা করেছেন তাতে জলের জন্য আমাদের আর ভাবতে হবে না। ১৯৭৭ সালেতো আপনাদের গৌরী ভট্টাচার্য বলেছিলেন যে, আমরা জলকে একেবারে পাহাড় পর্য্যন্ত নিয়ে যাব, পাহাড় পর্বতকে আমরা জলময় করে দেব। তাহলে আজ কেন আমাদের শুনতে হয় যে জলের অভাব? তারপর বলেছেন পঞ্চায়েতে দুর্নীতি বন্ধ করব, সমস্ত রকমের দুর্নীতি বন্ধ করব, আর আমরাতো দেখছি সব মন্ত্রীই এখানে মোটামুটি দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছেন। তাই বলছি আপনারা একটা পথ বেছে নিন, যে কোন একটা ইকনমিক পলিসিকে বেছে নিন। কাজেই আপনারা এখানে যে কাট মোশন আনা হয়েছে সেটা অত্যন্ত অন্যায়। কারণ আমরা গরীবদেরকে কিছু দেওয়ার জন্য টাকা আনছি, আর তারা বলছেন আমরা সমর্থন করছি না। আবার বলছেন, আমরা গরীবের জন্য কান্নাকটি করছি। অথচ আমরা দেখি তাদের মধ্যে এখানে গণতন্ত্রের কোন বালাই নাই, কারণ নৃপেন বাবু হাটতে পারেন না, দশরথ বাবু বসতে পারেন না, এখনও সেই বয়সে তারা বিরোধী দলের নেতা, মুখ্য মন্ত্রী থেকে বিরোধী দলের নেতা, কমিউনিষ্ট ছাড়া কোন কান্ট্রিতে আছে? এক টানা ৮০ বছর পর্য্যন্ত যতক্ষণ পর্য্যন্ত মৃত্যু না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত আছেন। কংগ্রেসে কি আছে? জনগণ যাকে চাইছে তাকে দেওয়া হয়েছে। ওখানেতো জনগণের মতামত প্রকাশের কোন ব্যবস্থা নাই, ঐ চীনে যান কয়টা পার্টি আছে, কয়বার নির্বাচন হয়? হয় না। ওখানে নির্বাচন হয় না এবং অন্য কোন পলিটিক্যাল পার্টিও থাকে না, আর ওনারা বলেন যে, আমরা গনতন্ত্র বিশ্বাস করি না; আর কি বলেন? আরও বলেন যে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিতে তাদের বিশ্বাস নাই। আর এখানে যতক্ষণ এসেছেন প্রত্যেকে বলেন যে, সংসদীয় গণতন্ত্র রক্ষিত হচ্ছেন।

মি: স্পীকার :—আমি মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :—কাজেই এই যে কাট মোশন এনেছেন সেগুলি প্রত্যাহার করে নিতে বলছি, কারণ এই কাট মোশনগুলি যদি গৃহীত হয় তা হলে আমরা গরীবদের জন্য কাজ করতে পারব না। হরিজনদের ষ্টাইপেণ্ড বাড়াতে পারব না। যারা মেধাবী ছাত্র তাদের ষ্টাইপেণ্ড বাড়াতে পারব না। কারণ এই ষ্টাইপেণ্ডের উপর তারা কাট মোশন এনেছেন। স্যার, মন্ত্রীদেরকে একটু বলুন যাতে তারা তাদের পার্টিগত চরিত্র, দলগত চরিত্র, নীতিগত চরিত্র একটু পরিবর্তন করেন। কাজেই তারা যাতে তাদের কাট মোশনগুলি তুলে নেন সেই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বীরজিৎ সিন্‌হা।

শ্রীবীরজিৎ সিনহা :—মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এই বিধানসভায় বিরোধী দলের সদস্যরা যে কাট মোশনগুলি এনেছেন সেগুলির আমি পুরোপুরি বিরোধিতা করছি এবং আমার ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে যে প্রশ্নগুলি এসেছে সেগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে বলছি। এই নতুন সরকার আসার পর ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত জায়গায় যাতে প্রতিটি মানুষ পানীয় জল পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ১০ বছর বামফ্রন্ট সরকার এখানে শাসন করেছে আমরা দেখলাম, কোটি কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে কিন্তু সে টাকাগুলি কোথায় গেল? কেন্দ্রীয় সরকার এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বলেছেন যে, ভারতবর্ষের প্রতিটি নাগরিক যাতে পানীয় জলের সুযোগ পেতে পারে তারজন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং সে কারণে কোটি কোটি টাকা এখানে এসেছে। আজকে যারা বিরোধী দলে আছেন তারা কি করেছেন আমরা লক্ষ্য করেছি। এই দপ্তর পাওয়ার পর আমি দেখেছি যে, উত্তর ত্রিপুরায় যেখানে মার্ক ২ টিউব ওয়েল দিয়ে জল পাওয়া যায় না, টিউব-ওয়েলের মাধ্যমে জল পাওয়া যায় না, যেখানে কোন কিছুতেই জল পাওয়া যায় না সেখানে কি মানুষ জল খাবে না? সেসব অঞ্চলের মানুষ যাতে জল পান যার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি টাকা দিয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় ১০ বছরে বামফ্রন্ট সরকার সে দিকে কোন উদ্যোগ নেয় নাই। আমরা সরকারে আসার পর উদ্যোগ নিয়েছি যে, যেখানে জল পাওয়া যায় না সেখানে কি ভাবে জল পাওয়া যেতে পারে তারজন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। কাজেই আজকে যে কাট মোশনগুলি এসেছে সেগুলির কোন যুক্তি নেই। আমরা ক্ষমতায় এসেছি যে বেশী দিন হয় নাই। এরমধ্যে আমরা লক্ষ্য করছি, বামফ্রন্ট সরকার যেসব জঞ্জাল রেখে গেছেন সেগুলি এই ১ মাসের মধ্যে পারস্কার করা যায়না। আমি অনুরোধ করছি যে, আরও ১ মাস ধৈর্য্য ধরুন এবং দেখুন যে আমরা কিভাবে কাজ করি। সারা ভারতবর্ষে যে কর্মোদ্যোগ চলছে সেটা ত্রিপুরায় এতদিন বন্ধ ছিল। বামফ্রন্ট এতদিন বেরিকেটেড করে রেখেছিল এখন সেটা ত্রিপুরা থেকে উঠে গেছে। আপনারা ভয় পাবেন না, আমরা ত্রিপুরার প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি জায়গায়, প্রতিটি ঘরে ঘরে পানীয় জলের ব্যবস্থা করব পঞ্চায়েত সম্পর্কে ওনারা সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে, পঞ্চায়েতগুলি নাকি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। আমরা বলছি যে পঞ্চায়েতগুলি ভাঙ্গা হয়নি কিন্তু আপনারা যখন ক্ষমতায় এসেছিলেন তখন সমস্ত নির্বাচিত কমিটিগুলিকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। আপনারা বলছেন মোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। আপনারা কোথায় নির্বাচন করলেন যে, আজকে ভেঙ্গে

সেখানের প্রশ্ন আসছে ? আপনারা শহর উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। কৈলাশহর ও উদয়পুর শহর উন্নয়নের নামে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কোটি কোটি টাকা পাঠান হয়েছিল কিন্তু সে টাকা কি করলেন ? কয়জন মানুষের উপকার করেছেন পানীয় জলের ব্যবস্থা করে ? ইঞ্জিনিয়ারদের উপেক্ষা করে কন্ট্রাক্টরদের নির্দেশ নিয়ে কাজ হয়েছে তাতে বাস্তবে কোন কাজ হয়নি। ইঞ্জিনিয়ারদের বসিয়ে রাখা হয়েছে অফিসে অফিসে। যারা এত মেধা নিয়ে পাশ করেছেন তাদের কোন মর্যাদাও দেওয়া হয়নি। আমরা চেষ্টা করছি যে, টাকা খরচ হবে সেটা যাতে সঠিকভাবে খরচ হয়। পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে বলছেন কিন্তু জেনে রাখুন যে, পঞ্চায়েতগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়নি। কারন কংগ্রেস (ই) এবং টি. ইউ. জে. এস. গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে। আপনারা কোথায় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন ? আপনাদের দলের মধ্যেওত কোন গণতন্ত্র নাই। আজকে আপনারা গণতন্ত্রের রামাবলী পরে সেই গণতন্ত্রের সুযোগ নিচ্ছেন। পৃথিবীর কোন কমিউনিষ্ট দেশে গণতন্ত্র আছে নাকি ? বাক্ স্বাধীনতা পর্য্যন্ত আপনারা কেড়ে নিয়েছিলেন। সেটা আমরা নূতন সরকার আসার পর ফিরিয়ে দিয়েছি। আজকে জংগলের রাজত্ব শেষ হয়েছে। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। দলের স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ বড় বলে মনে করি। ধন্যবাদ,

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী বিলাল মিয়া।

শ্রী বিলাল মিঞা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিরোধীদল থেকে যেসব কাট মোশন এখানে আনা হয়েছে আমার দপ্তর-সহ সেগুলির আমি পুরোপুরি বিরোধিতা করছি। আমার দপ্তরের ডিমাণ্ড নং হল ৩০, মেজর হেড ২৪০৫। আমার দপ্তরের এই ডিমাণ্ডের উপর বিরোধীরা কাট-মোশন এনেছেন। আমার মনে হয় এই কাটমোশন আনার অর্থ হল জনগণের বিরোধিতা করা, যেহেতু জনগণ তাদেরকে বিরোধিতা করে ছুড়ে ফেলেছে। আমার ডিমাণ্ডের উপর ১৫ লক্ষ ১১ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে, কিন্তু সেখানে আগে ৮৭-৮৮ সালের জন্য ৩ কোটি ২৮ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা ধরা হয়েছিল যে টাকার এখন কোন হিসাব পাওয়া যাচ্ছেনা। কর্মচারীদের ভাতা দেওয়ার ফলে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন অর্থের কমতি হয়ে গেছে। তাই আমরা এখানে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট পেশ করেছি। আজকে দেখা গেল বিরোধী দল আমাদের সাপ্লিমেণ্টারি বাজেটের বিরোধিতা করছেন।

আজকে তারা এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের বিরোধিতা করে কাট মোশন এনেছেন। রাজ্যবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্য আজকে আমরা এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট এনেছি। মাননীয় বিরোধী দলের বন্ধুগণ-এরা জনগনের প্রতিনিধি হয়ে জনগনের ভোট নিয়ে এখানে এসেছেন। ওদের জানার দরকার রয়েছে যে, জনগন আমাদের ভোট দিয়েছেন এইজন্যে যে আমরা জনগনের স্বার্থ রক্ষা করব। কিন্তু স্যার, আজকে আমরা দেখছি কি, ওরা কাট মোশন এনেছেন এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের বিরুদ্ধে। আমরা দেখছি স্যার, এই রাজ্যের মৎস্য দপ্তরে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে যে, এরা এই রাজ্যে দলবেধে এমনভাবে টাকা খরচ করেছেন যে, শেষ পর্য্যন্ত হিসেব করে দেখা গেল যে, যাছের টাকা সমস্তটাই খরচ হয়ে গেছে। এই অবস্থা সারা রাজ্যে স্যার। তাই আজকে মৎস্য বিভাগের উন্নতি করতে আমাদের এই সাপ্লিমেণ্টারী গ্রান্টের প্রয়োজন আছে। বিরোধী দলের একটা জিনিস জানার প্রয়োজন হয়েছে যে রাজ্যবাসী তাদের

স্বার্থে আমাদের ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। কিন্তু এখন তাদের সে স্বার্থকে যদি আমরা উপেক্ষা করি, তাদের স্বার্থকে আমরা উর্দ্ধে না দেখে তাদেরকে নিচের স্তরে দেখি তা হলে তার ফল কি হয় স্যার, এর প্রমান পেয়েছেন ওরা-এই ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে বিরোধী বেঞ্চে যেতে হয়েছে তাদের। এখন আবার যদি এরা বিরোধিতা করে তবে তাদের বিধানসভায় আসার কোন গুরুত্ব দেবেনা ত্রিপুরার জনগণ। তাই আমি সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটকে সমর্থন করছি এবং তার সাথে সাথে সেটাকে গ্রহন করবার জন্যে সদস্যদের কাছে আহ্বান রাখছি। বিরোধীদের কাছে আমি অনুরোধ রাখছি যে, আপনারা আমাদের এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটকে সমর্থন করুন। বিগত দিনে আপনাদের সরকার থাকাকালীন এমন অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছিল যে, সাধারন মানুষ তাদের বিভিন্ন সমস্যাবলী নিয়ে আপনাদের কাছে গিয়েছিলেন কিন্তু আপনারা তাদের সে সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দেননি। তখন এই রাজ্যের মানুষ রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছিলেন এবং দাবী করেছিলেন যে, এই রাজ্যের সংখ্যালঘু থেকে শুরু করে প্রতিটি মানুষের সমস্যার সমাধান করা হোক। আমাদের বর্তমানে বিরোধী দলের যিনি নেতা তিনি আগে ছিলেন এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু উনি তাদের সে-সকল সমস্যা সমাধানের জন্য কোন ব্যবস্থা নেননি।

আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে, গতকালকে আমাদের বিরোধী দলের সদস্য ফয়জুর রহমান বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি বলেছেন যে, সংখ্যালঘুদের উপর কংগ্রেস(ই) উপজাতি যুব সমিতি জোট সরকার নাকি অত্যাচার করছেন। উনি কতকগুলি নাম দিয়েছেন-উত্তর ত্রিপুরার নয়া-পাড়া, ধর্মনগর মহকুমা—এমনভাবে কতকগুলি নাম দিয়েছেন সেখানে নাকি সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমন হয়েছে। আমি আজকে স্পষ্ট করে বলছি যে, যদি আক্রমন হয়ে থাকে তাহলে স্পেসিফিক ভাবে সেটা আপনারা আমাদের কাছে দিন। আমরা সেটা তদন্ত করে দেখব। কারন এই রাজ্যে আইন রয়েছে। সে আইন আইনের গতিতে চলবে। সেখানে সংখ্যালঘু কেন, মুসলিম কেন, হিন্দু কেন, সেখানে কোন ধর্ম নেই, কোন দল নেই। আইন আইনের গতিতেই চলবে। কাজেই আজকে একটা জিনিস লক্ষ্য করার বিষয় যে, স্যার, উনারা আজকে সাজানোভাবে আমাদের সরকারকে হেনস্তা করবার জন্যে উস্কানীমূলক বক্তব্য রাখছেন এই পবিত্র স্থানে। সেটা উস্কানীমূলক বক্তব্য আমি বলতে পারি স্যার। কারন গত দশ বছরে আমরা দেখেছি, পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে উস্কানীমূলক বক্তব্য রেখে গত ৮০'র জুনের দাঙ্গা লাগিয়ে হাজার হাজার মানুষকে খুন করেছে। আর এমনিভাবে আজকে এই পবিত্র স্থানে এরা উস্কানী দিচ্ছে যে মুসলমান ভাইদের, সংখ্যালঘুদের উপর নাকি আক্রমন হচ্ছে। বিগত দশ বছরে আপনারা সংখ্যালঘুদের উপর কিভাবে আক্রমন করেছেন সেটা আমরা জানি এবং তার প্রমানও আছে। আপনারা ক্ষমতায় থাকাকালীন তো এই আগরতলা মসজিদ রোডে যে ওয়াকফ এবং মসজিদ রয়েছে তার ভিতরে জল পড়ে। আর তখন আপনারাই ছিলেন তাদের প্রতিনিধি। তখন আপনারা তাদেরকে খিট করেছেন। আজকে আপনারা সংখ্যালঘু বলে চিৎকার করছেন, কিন্তু দশ বছরে এই বিরোধী বন্ধুরা এই ক্ষেত্রমারীর আগ পর্যন্ত দশ বছর শাসনে ছিল তখন আপনারা সংখ্যালঘুদের জন্যে কি করেছেন? তখন যে সংখ্যালঘু মিনিষ্টার ছিলেন- জনগন তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে উনার কাছে গেলে উনি বলতেন, আমি

এসব ব্যাপারে কিছুই জানিনা. জানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সমরদা। আর সেই চুনাপুড়া রাজ্যবাসী সেই কেবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রীকে ভোটের দ্বারা হারিয়ে দিয়েছে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্যে। তাই আমার সরকার আজকে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নিচ্ছেন। আর এরা আজকে উস্কানীমূলক বক্তব্য রেখে এই রাজ্যে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করবার জন্যে চেষ্টা করছেন। সেই দিকে নজর রাখার জন্যে মাননীয় স্যারের কাছে আমি অনুরোধ রাখছি যে, এই পবিত্রস্থানে এই ধরনের বক্তব্য যারা রাখেন তাদের যেন রেহাই দেওয়া না হয়, সংবিধান অনুসারে তাদের যেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার: মাননীয় মন্ত্রী শ্রীজহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, আগামী দিনগুলিতে এই রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের বিভিন্ন রকম অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে যেসকল কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে সেই কাজকে চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট পেশ করেছেন। কিন্তু এইটা অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি যে, বিরোধী দলের সদস্যরা তার উপর কাটমোশন এনেছেন। তারা যে-সকল ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন সেই ছাঁটাই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে এই সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্রাণ্টস্ পুরাপুরি সমর্থন করছি। এবং আমার কাছে যে দপ্তর আছে সেই দপ্তরগুলি সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা কাট মোশন এনেছেন। তবে প্রকৃত অবস্থা হলো, আজকে যারা বিরোধী বেঞ্চে বসে রয়েছেন তারা গোলকধাঁধায় রয়েছেন। আজকে তারা নিজেদের এই অবস্থার জন্য এই রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিটা উপলব্ধি করতে পারছেন না বলে এই সাপ্লিমেণ্টারী গ্রাণ্টস্ ফর ডিমাণ্ডের সম্পর্কে আবুল তাবুল বক্তব্য রাখছেন।

কিন্তু আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে অনুরোধ করব যে, গত ২রা ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরার মানুষ যে রায় দিয়েছে সেই রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আপনারা রাজ্যের মানুষের কল্যানে নির্বাচিত যে সরকার সেই সরকারের কল্যানমূলক কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য সহযোগিতা করুন। কেউ কেউ বলেছেন যে মিউনিসিপ্যালিটির মত নির্বাচিত সংস্থাকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে অগণতান্ত্রিকভাবে। আমি বলতে চাই, আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি যেটার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল গত ১৫-৭-৮৭ ইং তারিখে। কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকার কারচুপি করার জন্য তার মেয়াদ এক বছর বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে গত ২রা ফেব্রুয়ারী। কাজেই ত্রিপুরার মানুষের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সেই বে-আইনী এবং যাদের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল তাদের বিদায় দিতে হয়েছে। ওদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। এমন কি কোটি কোটি টাকা যা এ রাজ্যে মানুষের কল্যানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছিল সেগুলি মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি আত্মসাত্ করেছে রাঘব বোয়ালের মত। ওদের কমিশনার-দের হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েছিল সেগুলির আইনগত অধিকার নাই। ক্যাশ থেকে যেটা কেউ নিতে পারে না, যে ক্ষমতা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতির নেই, কোন মুখ্যমন্ত্রীর বা কোন মন্ত্রীর নেই সেই ক্ষমতা আগরতলার মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদের দেওয়া হল। ওরা ক্যাশ থেকে টাকা নিয়েছে। সুতরাং আমরা তদন্ত করে দেখছি, কারা

কত টাকা নিয়েছে। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি নাকি অবৈধভাবে বাড়ী করেছেন। সেগুলি আমরা তদন্ত করে দেখব। তাছাড়া ড্রেন পরিস্কার করা, রাস্তা করা—সেগুলিতেও দুর্নীতির অভিযোগ আছে। সেই কারণে আমরা ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছি। যেহেতু তাদের হাতে ক্ষমতা নেই সেজন্য তারা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আমরা নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি ভেঙে দিয়েছি। তাদের আমারাম গয়ারাম লোকদের দিয়ে নোটিফায়েড এড়িয়া কমিটি গঠিত করা হয়েছিল। কি হয়েছে? রাস্তায় আলো জ্বলেনো না, বিদ্যুত সেখানে পৌছলো না। আমরা বিরোধী দল থেকে দাবী জানিয়েছিলাম নোটিফায়েড এরিয়া কমিটির নির্বাচনের জন্য। কিন্তু তারা সেই দাবী মানেন নি। তারা আমাদের হাইকোর্ট দেখিয়ে দিলেন। আমরা এখন করে দেব ঐ নোটিফায়েড এরিয়াগুলি নির্বাচনের জন্য আইন তৈরী করে কিভাবে নির্বাচন করা যায়।

গত ১০ বছর পঞ্চায়েতের সম্পত্তি, যাকে আমরা জনগণের সম্পত্তি বলেছি সেই সম্পত্তিকে মার্কসবাদী প্রধানদের বাড়ীতে নিয়ে জমা করেছে। আমরা সেই সম্পত্তির খোঁজ করে জনগণের কাছে পৌছে দেব। আমরা সেটা খোঁজ করছি। সুতরাং আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্ট যেটা আমরা এনেছি যার উপর বিরোধী পক্ষের সদস্যরা ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন, আমি অনুরোধ করব রাজ্যের ২৬ লক্ষ মানুষের কল্যানে সেগুলি তাঁরা প্রত্যাহার করে নেবেন এবং বাজেটকে সমর্থন করবেন। এই বলেই এই ডিমাণ্ডকে পুরোপুরি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বিশেষ বক্তব্য রাখব না। প্রায় সব কথাই বলা হয়েছে, আমি শুধু যে কাটমোশনগুলি বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য এনেছেন সেই সমস্ত কাটমোশনকে বিরোধিতা করে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে হাউসের কাছে আবেদন রাখব সর্বসম্মতিক্রমে এইগুলিকে গ্রহণ করার জন্য। এই কাটমোশনগুলির মধ্যে আমি মনে করি না কোন যুক্তি আছে। এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের অনেক খরচ ওরাই করেছেন। সুতরাং ঐ কাটমোশনগুলির মধ্যে কি যুক্তি আছে আমি বুঝতে পারছি না। ইলেকশনের ব্যাপারে একটা কাটমোশন এনেছেন। ইলেকশনের আগে, ইলেকশনের সময়ে এবং ইলেকশনের পরে যে সমস্ত খরচ হয়েছে তার জন্য আমরা ৫১,৩০০ টাকা চেয়েছি। আমাদের কাছে আরও দরখাস্ত রয়েছে। সুতরাং এইভাবে যারাই আসছেন তাঁদেরই সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। না দেওয়ার কোন কারণ নেই। দল বা মতের কোন কথা নয়। জনগণই হচ্ছে বড় কথা। সুতরাং এই কাটমোশনটা এখানে আসতে পারে না। আর একটা কাটমোশন এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী ডিমাণ্ড নাম্বার ১৩ এর উপর। "রেশন দোকান এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ন্যায্য দরে বিক্রয়ের জন্য দোকানগুলি পরিচালনায় প্রয়োজনীয় বরাদ্দ সাহায্য না করার প্রতিবাদে।"

এই সম্পর্কে আমি এটুকু বলতে পারি যে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৩ মেজর হেড ৪৪২৫—ক্যাপিটেল আউট-লে অন কো-অপারেশন খাতে ২ লক্ষ টাকা এবং মেজর—হেড ৬৪২৫—লোনস ফর কো-অপারেশন খাতে ৫ লক্ষ টাকা, মোট ৭ লক্ষ ১২ হাজার টাকা এই ডিমাণ্ডে চাওয়া হয়েছে,

কো-অপারেটিভগুলির শেয়ার কণ্টিবিউশান হিসাবে সাহায্য দেওয়ার জন্য এবং রেশন দোকানগুলিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অক্ষুন্ন রাখার জন্য। অরিজিন্যাল বাজেটে এর জন্য বরাদ্দ ছিল ১০ লক্ষ টাকা, অতিরিক্ত এখন আরও ধরা হল ১২ লক্ষ টাকার একটু বেশী। সুতরাং এই অবস্থায় এখানে যে কাটমোশন এনেছে, তার কোন যুক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না, তাই আমি এটার বিরোধিতা করছি। তারপরে আছে ডিমাণ্ড —৩, মেজর—হেড ২০১৫–এর উপরেও একটা কাটমোশন রাখা হয়েছে, সেটা হল, বিধানসভার নির্বাচনে নির্বাচনী আইন বহির্ভূত ব্যবস্থা অবলম্বের প্রতিবাদে। কিন্তু এই সরকার কি নির্বাচনটা চালিয়েছিলেন ? এটা আমার প্রশ্ন। নির্বাচন যেটা হয়েছে, সেটা তো বিরোধী দল যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখন এবং সমস্ত নির্বাচন ব্যবস্থাটা তাদের সরকারই চালিয়েছিলেন , আমরা তখনও বিরোধী পক্ষেই ছিলাম। কাজেই যদি কোন আইন বর্হিভূত ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন, সেটা এখনকার যারা বিরোধী পক্ষে আছেন, তারাই করেছেন, এর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। তাই এখানে তো কোন রকম কাট মোশনের প্রশ্ন উঠে না। তারপর, ডিমাণ্ড নাম্বার—১৬, মেজর হেড ৪৫৫২—এর উপর মাননীয় সদস্য কেশব বাবু একটা কাট মোশন এনেছেন, সেটা হল—জেলা সড়কগুলি নির্মাণের জন্য অপ্রতুল বরাদ্দের প্রতিবাদে। এর জন্য ১৯৮৭–৮৮ সালের সংশোধিত মঞ্জুরী ছিল ৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা, এখানে অতিরিক্ত ধরা হয়েছে আরও ১০ লক্ষ টাকা। কাজেই জেলা সড়ক উন্নয়নের জন্য যে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, তার উপর কাট মোশন রেখে তার উন্নয়নকে বাঁধা দেওয়ার কি কারণ তা আমি বুঝতে পারছি না, তাই আমি এটাকে সমর্থন করতে পারছি না। এছাড়া, অন্যান্য ডিমাণ্ডের উপর যেসব কাট মোশান এসেছে, সেগুলির সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা তার জবাব দিয়ে গেছেন, কাজেই আমি আর এর সম্পর্কে বেশী কিছু বলছি না। আমি শুধু আবেদন রাখছি যে, ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের সার্বিক স্বার্থ ও কল্যানের জন্য মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরাও সহযোগিতা করবেন এবং মাননীয় সদস্যরা যেসব অভিযোগ করেছেন, সেগুলি সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়রা তাদের দপ্তর সম্পর্কিত ব্যাপারে প্রয়োজন বোধে দেখাশুনা করবেন, বিশেষ করে কৃষি ক্ষেত্রে চাষীরা যাতে প্রয়োজনীয় সেচের জল পেয়ে তাদের কৃষি উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করতে পারে, সেদিকে বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া হবে যাতে গ্রামীন অর্থনীতি আরও জোরদার হয়ে উঠে। আর, জনপ্রতিনিধিস্বমূলক সংস্থাগুলি সম্পর্কে আপনারা যেসব অভিযোগ করেছেন, সেগুলি খতিয়ে দেখে আগামী মাস খানেকের মধ্যে কি ব্যবস্থা গ্রহন করা যায়, প্রশাসন যন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে তার কার্যক্রমকে উন্নত করা যায়, সেই দিকটাও আমরা দেখছি। তবে, আপনারা যেসব বিষয় এখানে উল্লেখ করেছেন, সেগুলি তো এক দিনে হয়নি, বিগত ১০ বছর ধরে এসব অব্যবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সারা রাজ্যের মধ্যে একটা জন চেতনা দেখা দিয়েছে, কারণ এই কংগ্রেস (ই) এবং টি, ইউ, জে, এস সরকারের পিছনে জনগনের আশীর্বাদ রয়েছে, সমর্থন রয়েছে এবং জনগনের আশীর্বাদ ও সমর্থন নিয়ে এই সরকার ক্রমশঃ এগিয়ে চলছে, সবার আগেই আমরা এই রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা যাতে সুনিশ্চিত হয়, সেদিকে আমরা দৃষ্টি দিয়েছি, কারণ, আমরা ত্রিপুরার মানুষের কাছে এর জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই সমস্ত গন-মাধ্যমগুলিকে আমাদের সহায়তা করার জন্য আবেদন

রাখছি, আমরা যাতে ত্রিপুরাকে আবার সুজলা, সুফলা করে তুলতে এবং শান্তি ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য অক্ষুন্ন রাখতে স্বচেষ্ট হই। সারা ভারতে যাতে জাতিতে জাতিতে কোন রকম হিংসা, বিদ্বেষ না থাকে, ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও যেন সেই রকমই গড়ে উঠে, তার কাজ আমরা যাতে প্রত্যন্ত দেশের এই প্রান্ত থেকেই শুরু করতে পারি, তার জন্য আমরা এই রাজ্যের সব অংশের মানুষের সাহায্য, সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করি। একথাগুলি বলে বিরোধিপক্ষের সদস্যদের আনীত কাট মোশনগুলির বিরোধিতা করে এবং ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ—মাননীয় সদস্য মহোদয়গন, এই মাত্র ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্ধ-এর দাবী এবং তার উপর ছ'টাই প্রস্তাবের উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ—এর দাবীগুলি একটি একটি করে ভোটে দেব। যদি সংশ্লিষ্ট ডিমাণ্ডের উপর কোন ছ'টাই প্রস্তাব থাকে, তবে সেটি প্রথম ভোটে দেব, তারপর মূল ডিমাণ্ডটি ভোটে দেব।

Now, I am putting the Demand No. 1 to vote. The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Ministor that a further sum not exceeding Rs. 6, 74, 000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 1 under the following Major-head :

2011-Parliament/State/Union Territory/Legislature

Rs 6,74,000/—

(*The Demand was put to voice vote and PASSED*)

Next, the cut motion on the Demand No. 2. I am putting the cut motion to vote first and then the main demand.

The question before the House is the cut motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/— to ventilate the specific grievance that নির্বাচনোত্তর কালে যাদের ঘর-বাড়ী ধ্বংস হয়েছে, জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছে তাদের কোন সাহায্য না দেওয়ার কারণে, (The motion was put to voice vote and LOST.)

Mr. Speaker :— Now question before the House that further sum not exceeding Rs. 9,35,000/- (excluding the charged amount of Rs. 6,12,000/— be granted to dofray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 2 under the following Major Head :—

2013 Council of Ministers. Rs. 9,35.000/—

(*It was put to voice and passed*)

Now question before the House that a further sum not exceeding Rs. 6,16,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 4 under the following Major Heads :—

2029-Land Revenue	Rs. 2'79,000/—
2040-Sale Tax	Rs. 37,000/—

(It was put to voice vote end passed)

Now question before the House that a further sum not exceeding Rs. 35,70,000/— be granted to defray the charges which will eome in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 5 under the following Major Heads —

2506-Land Reforms	Rs. 28,64,000/—
3745-Other General Economic Services	Rs. 7,06,000/—

(It was put to voicc vote and passed)

Now question before the House that a further sum not exceeding Rs. 14,73,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 6 under the following Major Heads :—

2053-District Administration	Rs. 7,18,000/—
2054-Treasury & Accounts Administration	Rs. 4,75,000/—
4059-Capital Outlay on Public Works	Rs. 2,85,000/—

(It was put to voice vote and passed)

Now question before the House that furtber sum not exceeding Rs. 1,55,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 7 under the following Major Head :—

2070-Other Administrative Services	Rs. 1,55,000/—

(It was put to voice vote and paesed)

Now question before the House that a further sum not exceeding Rs. 43,90,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 9 under the following Major Heads :—

2052-Secretariat General Services	Rs. 39,50,000/—
2070-Other Administrative Services	Rs. 4,40,000/—

(It was put to voice vote and passed)

Now question before the House that a further sum not exceeding Rs.27,02,000/— be granted to defray the charges which will come in course of pay-ment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 12 under the following Major Heads :—

8075-Other Transport Services	2,02,000/—
5055-Capital Outlay on Road Transport	Rs. 25,00,000/—

(Is was put to voice vote and passed)

I am putting the Cut Motion raised by Shri Badal Choudhury on Demand No. 13 under the Major Head 4425 to vote

Now question before the House that the amount of the Demand No. 13 under the Major Head 4425 be reduced by Rs. 100/— to ventilate the specific grievances that "রেশন দোকান এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ন্যায্য দরে বিক্রয়ের জন্য দোকানগুলি পরিচালনায় প্রয়োজনীয় বরাদ্দ সাহায্য না করার প্রতিবাদে।"

(It was put to voice vote and lost)

Now I am putting the Demand to vote. Now question before the House that further sum not exceeding Rs. 7,12,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 13 under the following Major Heads :—

2425-Co-operation	Rs. 12,000/—
4425-Capital Outlay on Co-operation	Rs. 2,00,000/—
6425-Loans for Co-operation	Rs. 5,00,000/—

(*It was put to voice vote and passed*)

Now question before the House that further sum not exceeding Rs. 1,46,07,000/— be granted to defray the charges which will come in crurse of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 14 under the following Major Heads :—

2059-Pubic Works	Rs. 41,62,000/—
3054-Roads & Bridges	Rs. 1,04,45,000/—

(*It was put to voice vote and passed*)

Now I am putting the Cut Motion raised by Shri Keshab Majumder on Demand No. under the Major Head 4552 to vote. Now question before the House that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivence that" 'জিলা সড়কগুলির নির্মাণের জন্য অপ্রতুল বরাদ্দে প্রতিবাদে।"

(It was put voice vote and lost.)

Now question before the House that a further sum not exceeding Rs. 10,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31 March, 1988 in respet of Demand No. 16 under the follwing Major Head.

4552—Capital Outlay on North Eastern Areas Rs. 10,00,000/-

(*It was put to voice vote and passed.*)

Now quetion before the House that a further sum not exceeding Rs. 2,34,10,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 17 under the following Major Head.

2801-Power Rs. 2,34,10,000/-

(*It was put to voice vote and passed.*)

Now question before the House that further sum not exceeding Rs. 3,10,30,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 18 under the following Major Head.

2215—Public Health, Sanitation and Water Supply Rs. 2,25,00,000/—

2702—Minor Irrigation Rs. 85,30,000/—

(*It was put to voice vote and passed.*)

Mr. Speaker :— Now I am putting Demand No. 19 to vote. Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 1,06,60,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 19 under the following Major Heads :—

4215—Capital Outlay on Water Suppy and Sanitation. Rs. 45,60,000/-

4711—Capital Outlay on Flood Control Projects Rs. 61,00,000/-

(*Then the demand was put to voice vote and passed.*)

Mr. Speaker :—Now demand No. 25. Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 5,11,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 25 under the following Major Heads :—

2235—Social Security and Welfare Rs. 5,11,000/-

(*Then the demand was put to voice vote and passed*)

Mr. Speaker :—Demand No. 32. Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 29,58 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 32 under the following Major Head :—

2552—North Eastern Areas Rs. 38,000/-

2851—Village and Small Industries Rs. 29,20,000/-

(Then the demand and put voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Demand No.33.Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs.38,00,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No 33 under the following Major Head :—

4425—Capital Outlay on Co-operation. Rs.18,00,000/—5465—Investment in Genral financial and Institutions. Rs.20,00,000/—

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Demand No.34. Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs.2,29,15,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No.34 under the following Major Heads :—

4860—Capital Outlay on Consumers Industries. Rs.55,00,000/—

4885—Capital Outlay on Industry and Minerals. Rs.90,00,000/=

6851—Loans for Village and Small Industries. Rs.84,15,000/—

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

M. Speaker :—Demand No.41. There is one cut motion. The Cut Motion moved by Shri Chitta Ranjan Saha, Demand No.41—2217 that the amount of the Demand be reduced by Rs.100/—to Ventilate the specific grievance that —

"নির্বাচিত মিউনিসিপ্যালিটি এবং নোটিফায়েড অথরিটি সমূহ ভেঙে দিয়ে উহাদের কর্ম-শক্তিকে আমলাদের হাতে তুলে দেবার প্রতিবাদে।"

(Then the cut motion was putt voice vote and lost.)

Mr. Speaker :—I am putting the demand to vote. Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs.20,89,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No.41 under the following Major Heads :—

2059—Public Works	Rs.20,000/—
2217—Urban Development	Rs.20,69,000/—

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Demand No.46. Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs.5,00,000/— (excluding the charged amount of Rs. 1,55,73,000) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No.46 under the following Major Head :—7610—Loans to Government Servants. Rs. 5,00,000/—.

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Demand No. 30. Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs 14,11,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 30 under the following Major Head :—

2405—Fisheries Rs. 14,11,000/-

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Demand No. 35. Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 63,77,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 35 under the following Major Heads :—2401—Crop Husbandry Rs. 17,32,000/-

2435—Other Agricultural Programme Rs. 46,45,000/-

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Demand No. 36. Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 94,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 36 under the following Major Head :—

2403—Animal Husbandry Rs. 94,000/-.

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Ddmand No. 49 Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 74,96,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 49 under the following Major Heads :—

2401—Crop Husbandry	Rs. 13,96,000/-
2402—Soil and Water Conservation.	Rs. 53,00,000/-
2551—North Eastern Areas.	Rs. 8,00,000/-

(*Then the demand was put to voice vote and passed.*)

Mr. Speaker:—Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Keshab Majumder on Demand No. 3. Major Head—2015.

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/—to ventilate the specific grievance that—বিধানসভা নির্বাচনে নির্বাচনী আইন বহির্ভূত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিবাদে ।

(*The Cut Motion was put to voice vote and lost.*)

Mr. Speaker:—Now I am putting the Demand No. 3 to vote. The question before the House is the Demand No. 3 moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Election Department is that a further sum not exceeding Rs. 25,46,000/—be granted to defary the charges which will come in course of payment during the year endnig on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 3 under the following Major Heads:—

2014—Administration of Justice.	Rs. 11,46,000/—
2015—Elections.	Rs, 14,00,000/—

(*The Demand was put to voice vote and passed.*)

Mr. Speaker:—Now the question before the House is the Cut Motion moved by (i) Shri Gopal Ch. Das, (ii) Shri Nakul Das and (iii) Shri Matilal Sarker on Demand No. 11, Major Head—2055.

That the amount of the Demand be reduced by Rs, 100/-to ventilate the specific grievance that--উদয়পুর এবং রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সমাজ বিরোধী দুর্বৃত্তদের সাম্প্রতিক লুটতরাজ, আক্রমন ও সন্ত্রাস বন্ধ করতে পুলিশের ব্যর্থতা সম্পর্কে ।

(*The Cut motion was put to voice vote and lost.*)

Now I am putting the Demand No. 11 to vote. The question before the House is the Demand No. 11 moved by the Hon'ble Home (Police)Minister is that a further sum not exceeding Rs. 2,51'41,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 11 under the following Major Heads:—

2055—Police.	Rs. 1,49,17,000/—
2070—Other Administrative Services.	Rs. 97,24,000/—
3275—Communication Services.	Rs. 5,00,000/—

(*The Demand was put to voice vote and passesd.*)

Mr. Speaker—Now I am putting the Demand No. 22 to vote. The question before the House is the Demand No. 22 moved by the Hon'ble Medical & Public Health Minister is that a further sum not exceeding Rs. 55,98,000/-be granted to defray the Charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 22 under the following Major Heads:—

2210—Medical and Public Health. Rs. 55,98,000/—

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker:—Now I am putting the Demand No. 23 to vote. The question before the House is the Demand No 23 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Family Welfare Dept.t. is that a sum not exceeding Rs. 16,48,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respcet of Demand No. 23 under the following Major Head:—

2211—Family Welfare. Rs. 16,48,000/—

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker:—Now I am putting the Demand No. 29 to vote. The question before the House is the Demand No. 29 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Security and Welfare department is that a further sum not exceding Rs. 4,77,26,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 29 under the following Major Head—

2235—Social Security and Welfare. Rs. 4,77,26,000/-

(The Demand was put to vioce vote and passed.)

Mr. Speaker —Now I am puttiug the Demand No. 42 to vote. The question before the House is the Demand No. 42 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Deptt. is that a further sum not exceeding Rs. 8,86,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment durnig the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 42 under the following Major Head:—

2056—Jails. Rs. 8,86.000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Now I am putting the Demand No. 26 to vote. The question before the House is the Demand No. 26 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of welfare of Sch. Castes & Sch. Tribes etc. Deptt; is that a further sum not exceeding Rs. 2,13,56,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 26 under the following Major Heads:-

3604—Compensation and Assignements to Lacal Bod es & Panchayat Raj Institutions. Rs. 1,63,56,000/—

4253—Capital Outlay on Welfare of Sch. Castes, Sch. Tribes and other Backward Classes. Rs. 50,00,000/—

(The Demand was put voic vote and passed.)

Mr. Speaker:—Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Nakul Das on Demand No. 27,4225.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/--to ventilate the specific grievance that—ত্রিপুরা তফশিলী জাতি সমবায় উন্নয়ন নিগমের কাজ কর্ম আরো ব্যাপক ও সম্প্রসারিত করা সম্পর্কে।"

(*The Cut Motion was put to voice vote and lost.*)

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Sunil Kr. Chaudhury on Demand No. 27-2225.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/--to ventilate the specific grievance that--দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে ছাত্রছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ড হার বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না করার প্রতিবাদে।"

(*The Cut Motion was put to voice vote and lost.*)

Now I am putting the Demand No. 27 to vote. The question before the House is the Demand No. 27 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Welfare for Sch. Castes and Sch. Tribes Deptt. is that a further sum not exceeding Rs. 1,15,65,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 27 under the following Major Heads :—

2225—Welfare of Sch. Castes, Sch. Tribes and other Backward Classes. Rs. 65,65,000/—

3225—Capital outlay on Welfare of Sch. Castes, Sch. Tribes, and other Baekward Classes, Rs. 50,00,000/—

(*The Demand was put to voice vote and passed.*)

Mr. Speaker:—Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Badal Chaudhuri on Demand No. 37-2406.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/--to Ventilate the specific grievance that—গ্রামীন বেকারদের কর্ম সংস্থান প্রকল্পে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কাজকর্ম বন্ধ করার প্রতিবাদে।"

(*The Cut Motion was put to voice vote and lost.*)

Now I am putting the Demand No. 7 to vote. The question before the House is the Demand No. 37 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Forestry and wild Life Department is that a further sum not exceeding Rs. 37,29,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 37 under the following Major Heads :—

2406—Forestry and Wild Life— Rs. 25,29,000/—

2552—North Eastern Areas. Rs. 12,00,000/—

(*The Demand was put to voice vote and passed.*)

Mr. Speaker:—Now I am putting the Demand No. 20 to vote. The question before the House is the Demand No. 20 moved by the Hon'ble Education Minister that a further sum not exceeding Rs. 4.52,59,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 21st March. 1988 in respect of Demand No. 20 under the following Major Heads:—

2202—General Education.	Rs. 4,51,76.000/-
2203—Technical Education.	Rs. 83,000/-

(*The Demand was put to voice vote and passed.*)

Mr. Speaker —Now I am putting the Demand No. 21 to vote. The question before the House is the Demand No. 21 moved by the Hon'ble Education Minister that a further sum not exceeiding Rs. 2,35,92,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 21 under the following Major Heads:—

2202—General Education.	Rs. 1,08,98,000/-
2205—Arts and Culture.	Rs. 1.30,000/-
2235—Social Security and welfare.	Rs. 1,25,64,000/-

(*The Demand was put to voice vote and passed.*)

Mr. Speaker:—Now I am putting the Demand No. 43 to vote. The question before the House is the Demand No. 43 moved by the Hon'ble Labour & Employment Minister that a further sum not exceeding Rs. 3,39,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 43 under the following Major Head:—

2230—Labour and Employment.	Rs. 3,39,000/-

(*The Demand was put to voice vote and passed.*)

Mr. Speaker :—Now I am putting the Demand No. 31 to vote. But there is one cut motion on this Demand. First, I am putting the Cut Motion to vote.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Subodh Ch. Das on Demand No. 31.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/-to ventilate the specific grievance that—স্কীম রূপায়নে বরাদ্দের স্বল্পতার প্রতিবাদে।"

(*The Cut Motion was put to voice vote and lost.*)

Now I am putting the Demand No. 31 to vote. The question before the House is the Demand No. 21 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Programme Deptt. that a further sum not exceeding Rs. 28,25,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March. 1988 in respect of Demand No. 31 under the following Major Head :—

2515—Other Rural Development programme. Rs. 28.25,000/-

(*The Demand was put to voice vote and passed.*)

Mr. Speaker :--Now, I am putting the Demand No. 38 to vote. But there are two Cut Motions on this Demand. First I am putting the Cut Motions to vote one by one.

Now the question before the House is the Cut Motions moved by (i) Shri Bidya Ch. Deb Barma and (ii) Shri Braja Mohan Jamatia on Demand No. 38

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that—

S. R. E. P., N. R. E. P., I. R. D. P. ইত্যাদি প্রকল্পে নির্বাচিত পঞ্চায়েতের অধিকার হরণ করার বিরুদ্ধে।"

(*The Cut Motion was put to voice vote and lost.*)

Now the question before the House is the Cut Motions moved by (i) Shri Subodh Ch. Das and (ii) Shri Matilal Sarker on Demand No. 38.

The amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance " that—'ব. ডি. সি. এবং পঞ্চায়েত সমূহের অধিকার ও তাদের সহবিতা গ্রহন বাতিল করে এন. আর. ই. পি. এবং এল. আর. ই. পি. কর্মসূচী প্রকল্পগুলিতে অচল অবস্থা সৃষ্টির প্রতিবাদে।"

(*The Cut Motion was put to voice vote and lost*)

Now I am putting the Demand No. 38 to vote. The question before the House is the Demand No. 38 moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Employent Department that a further sum not exceeding Rs. 4,43,47,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 38 under the following Major Heads :

2501—Special Programme for Rural Development. Rs. 2,05,96,000/—

2505—Rural Employment. Rs, 2,37,51,000/—

(*The Demand was put to voice vote and passed*).

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 39 to vote. The question before the House is the Demand No. 39 moved by the Hon'ble Water supply and Sanitation Minister that a further sum not exceeding Rs. 6,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 39 under the following Major Head :

2215—Water Supply and Sanitation, Rs. 6,00,000/—

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 48 to vote. The question before the House is the Demand No. 48 moved by the Hon'ble Forestry and Wild Life Minister that a further sum not exceeding Rs. 1,54,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 48 under the following Major Head ;

2406—Forestry and Wild Life. Rs. 1,54,000/—

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker ;— Now I am putting the Demand No. 28 to vote. The question before the House is the Demand No. 28 moved by the Hon'ble Food Minister that a further sum not exceeding Rs. 56,00,000/-- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1988 in respect of Demand No. 28 under the following Major Head :

4408—Capital Outlay on Food storage and ware-housing. Rs. 56,00,000/-

(The Demaed was put to voice vote and passed).

PASSING OF THE MOTION FOR VOTE ON ACCOUTS FOR A PART OF THE FINANCIAL YEAR 1988-89

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্য সূচী হলো "১৯৮৮-৮৯ ইং আর্থিক সনের ভোট অন্ এ্যাকাউন্টের অনুমোদন। ভোট অন্ এ্যাকাউন্ট গত ১লা মার্চ মঙ্গলবার, ১৯৮৮ ইং তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী (অর্থমন্ত্রী) মহোদয় উত্থাপন করেছিলেন। যদি কোন সদস্য মহোদয় এই মোশনের উপর আলোচনা করতে চান, তাহলে আলোচনা করতে পারেন।

যেহেতু কোন মাননীয় সদস্য মহোদয় এটার উপর আলোচনা করতে চান নি, তাই এখন আমি এটি ভোটে দিচ্ছি।

Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Chief Minister (Finance Minister) that a sum not exceeding Rs. 134.79.73.000 (exceeding the Charged Expenditure of Rs. 9,37,43,000) be granted towards defraying the charges for the following services and purposes for the part of the financial year ending on 31st March, 1989, namely :—

Demand No.	Services and purposes	Sums not exceeding
1	2	3
1.	2011—Parliament/State/Union Territory Legislature	17,18,000
	2071—Pension and Other Retirement benefit	2,26,000
	Total : Demand No. 1	19,44.000
2.	2013—Council of Ministers	7,04,000
	Total : Demand No. 2.	7,04,000
3.	2014—Administration of Justice	52,86,000
	2015—Elections	28,92,000
	Total : Demand No. 3	81,78,000
4.	2020—Collection of Taxes on Income & Expenditure	1,01,000
	2029—Land Revenue	81.37.000
	2030—Stamp & Registration	6,73,000
	2039—State Excise	2,93,000
	2040—Sales Tax	7,41,000
	Total : Demand No. 4	99,45,000
5.	2235—Social Security & Welfare	3,75,000
	2245—Relief on Account of Natural Calamities	25,00,000
	2252—Other Social Services	1,92,000
	1506—Land Reforms	49,65,000
	3475—Other General Economic Services	4,95,000
	Total : Demand No. 5	85,27,000

Demand No.—6	1053—District Administration	59,94,000
	2054—Treasury and Accounts Administration	12,48,000
	Total Demand No.—6	72 42,000
Demand No.—7.	2070—Other Administrative Services	4,92,000
	Total Demand No—7	4,92,000
Demand No.—8.	2052—Secretariat Genaral Services	7,72.000
	Total Demand No—8	7,72,000
Demand No.—9.	2070—Other Administrative Services	72,04,000
	Total Demand No—9	72.04.000
Demand No—10.	3451—Secretariat Economic Services	4.47.000
	3454—Census. Survey and Statistics	19.39.000
	Total Demand No—10	23.86.000
Demand No—11	2055—Police	6.60.21.000
	2070—Other Administrative Services	52.85.000
	2070—Other Administrative Services (Civil Defence)	2.02.000
	2070—Other Adminstrative Sevices (Home Guards/Training)	88.11.000
	3275—Other Communication Services (Wireless Planning & Communation)	37.11.000
	Total Demand No—11	11.8.30.000
Demand No—12.	2041—Taxes on Vehicles	3,29,000
	3055—Road Transport	33,000
	3075—Other Transport Services	63,000
	5055—Capital Outlay on Road Transport	26,67,000
	Total Demand No. 12	30,92,000

Demand No—1 3.2425—Co-operation	88,31,000
425—Capital Outlay on Co. operation	38,57,000
6425—Loans for Co—operation	56,16,000
Total Capital	94,73,000
Total Demand No. 13	1,83,04,000
Demand No—14. 2059—Public Works	8,36,61,000
2202—General Education	4,27,000
2203—Technical Education	33,000
2205—Art and Culture	78,000
2210—Medical	2,08,000
2216—Housing	29,55,000
2235—Social Security & Welfare	9,000
2403—Animal Husbandary	5,16,000
2851—Village & Small Industries	75,000
3054—Roads & Bridges	1,29,99000
Total Demand No. 14	10,09.61,000
Demand No—15. 4059—Capital Outlay on Public Works	62,42,000
4202—Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	95,00,000
4210—Capital Outlay on Medical & Public Health	34,17.000
4211—Capital Outlay on Family Welfare	14,3,000
4235—Capital Outlay on Social Security & Welfare	1,58,000
4403—Capital Outlay on Animal Husbandary	2,07,000
4404—Capital Outlay on Dairy Development	1,00,000
4552—Capital Outlay on North Eastern Council	3,33,000
4851—Capital Outlay on Village and Small Industries	3,00,000
Total Demand No. 15	2,16,90,000

Deamnd No—16.	4216—Capital Outlay on Housing	1,02,38,000
	4552—Capital Outlay on North Eastern Council	90,00,000
	5054—Capital Outlay on Roads & Bridges	3,85,97,000
	6216—Loan for Housing	33,38,009
	Total Demand No. 16 (Capital)	7,11,68,000
Demand No—17.	2045—Other Taxes on Commodities & Services	1,80,000
	2801—Power	3,06,30,000
	4552—Capital Outlay on North Eastern Areas	73,33,000
	4801—Capital Outlay on Power	5,43,00,000
	Total Capital	6,16.33,000
	Total Demand No. 17	9,24,43,000
Demand No—18.	2215—Public Health, Sanitation and water Supply	47,80,000
	2702—Minor Irrigation	2,18,81,000
	2711—Flood Control	24,73,000
	Total Demand No. 18	2,91,34,000
Demand No—19.	4215—Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	2,43,9,000
	4701—Capital Outlay on Major and Medium Irrigation	1,60,00,000
	4705—Capital Outlay on Flood Control Project	60,00,000
	Total Demand No.19 (Capital)	4,66,27,000
Demand No-20.	2202—General Education	16,26,80,000
	2203—Technical Education	31,22.000
	2204—Sports and Youth Services	60,07,000
	2236—Nutration	1,24,94,000
	2552—North Eastern Areas	46,000
	3454—Census Survey and Statistics	45,000
	4202—Capital Outlay on Education Sports, Art & Culture	44,00,000
	Total Demand No.—20	18,87,94,000

Mr. Speaker :—

1.	2	3
21.	2202—General Education	1,29,55,000
	2205—Art and Culture	16,92,000
	2235—Social Security and Welfare	1,26,38,000
	2236—Nutration	15,17,000
	Total Demand No. 21.	2,88,02,000
22.	2210—Medical and Public Health	4,79,30,000
	2252—Other Social Services	1,000
	2552—North Estern Areas	5,33,000
	3454—Census Survey & Statistics	1,44,000
	Total Demand No. 22.	4,86,08,000
23.	22aa—Family Welfare	83,25,000
	Total Demand No. 23.	83,25,000
24.	2220—Information & Publicity	54,79,000
	3452—Tourism	5,31,000
	Total Demand No. 24.	60,10,000
25.	2070—Other Administrative services	3,000
	2235—Social Security & Welfare	7,97,000
	2252—Other Social & Community Services	74,000
	Total Demand No. 25 :	8,74,000
26.	2225—Welfare of Sch. Castes, Sch. Tribes & Other Backward Classes	6,62.68,000
	2236—Nutrition	39,41,000
	3604—Compensation & Assingment	49,28,000
	Total Demand No. 26 :	7,51,37,000

27.	2225—Welfare of Sch. Castes Sch. Tribes & Other Backward Classes	65,33,000
	Total Demand No.27 :	65,33,000
28.	2408—Food, Storage & Warehousing	39,35,000
	3456—Civil Supply	7,36.000
	4408 Capital Outlay on Food, Storage & Warehousing	16,48,00,000
	7475—Loan for Other General Economic Services	2,00,000
	Total Capital	16,50.00,000
	Total Demand No. 28 :	16,96,71,000
29.	2235—Social Security and Welfare	3,28,000
	6235—Loan for Social Security and Welfare	27,000
	Total Capital	27,000
	Total Demand No. 29 :	3,55,000
30.	2405—Fisheries	1.07,00,000
	2552—North Eastern Aears	2,50.003
	Total Demand No. 30 :	1,09,50,000
31.	2515—Other Rural Development Programme	1,15,55,000
	Total Demand No. 31:	1,15,55,000
32.	2070—Other Admintstrative Services	1,13,000
	2230—Labour and Employment	9,65,000
	2407—Plantation	12,33,00
	2552—North Eastern Areas	7,43,000
	2851—Village and Small Industries	2,18,78,000
	2875—Industries	20,38,000
	Total Demand No.32 :	2,69,70,000

33.	4216—Capital Outlay on Housing	1,11,000
	4425—Capital Outlay on Co-operation	4,11,000
	6465—Investment in General Financial and Trading Institution	6,00,000
	6425—Loan for Co-operation	97,000
	Total Demaad No. 33. 1	2,08,000
34.	4860—Capital Outlay on Consumers Industries	14,33,000
	4885—Capital Outlay on Industry and Minerals.	10,00,000
	6851—Loans for Village and Small Industries.	11,17,000
	Total Demand No,34 (Capital)	35,50,000
35.	2401—Crop Husbandry.	2,65,81,000
	2408—Food, Storage and Warehousing	1,67.000
	2415—Agricultural Research and Education	4,33,000
	2435—Other Agricultural Programme	56,00,000
	2552 —north Eastern Areas.	14,42.000
	Total Revenue	3,42,23,000
	4401—Capital Outlay on Crop Husbandry	1,66,67,000
	5465—Investment in General Finacial and Trading Institution	33,000
	Total : Capital	1,67,00,000
	Total : Demand no.25	5,09,23,000
36.	2406—Animal Husbandry.	1,59,57,000
	2404—Dairy Development	21,40,000
	2552—North Eastern Areas.	17,41,000
	TOTAL : DEMAND NO.26.	1,98,68,000
37.	2402—Soil and Water Coservation	53,49,000
	2406—Forestry and Wildlife.	2,50,66,000
	2552—North Eastern Areas.,	33,00,000
	TOTAL : DAMAND NO. 37.	3,63,81,000

38.	2216—Housing	20,00,000
	2501—Special Programme for Rural Development	1,15,73,000
	2505—Rural Employment.	1,79,33,000
	TOTAL : Revenue ;	3,15,06,000
	6216—Loans for Housing	12,67,000
	TOTAL : DEMAND NO.38.	3,27,73,000
39,	2215—Watet Supply and Sanitation.	1,09,92,000
40.	2515—Other Rural Development Programme.	6,97,000
41.	2059—Public Works.	Rs 28,000
	2217—Urban Development,	1,11,50,000
	4215—Capital Outlay on Water Supply and Sanitation.	25,00,000
	TOTAL :- Demand No. 41	1,36,78,000
42.	2056—Jails.	28,68,000
43.	2230—Labour and Employment.	24,91,000
44.	2058—Stationery and Printing.	53,30,000
45.	2047—Other Riscal Services.	2,47,000
	2070—Other Administrative Services.	2,17,73,000
	2071—Pension Benefits.	1,06,35,000
	2075—Miscellaneous General Services.	4,14,000
	Total :- Demand No. 45.	3,30,69,000
46.	7610—Loans to Government Servants.	1,10,67,000
47.	3425—Other Research.	23,67,000
	4810—Capital Outlay on Non-Conventional Energy.	18,33,000
	Total :—Demand No. 47	32,64,000

48.	2225—Social Security and Welfare.	7,17,000
	2401—Forestry and Wild Life.	25,47,000
	Total :—Demand Mo. 48	32,64,000
49.	2401—Crop Husbandry.	77,44,000
	2402—Soil and Water Conservation.	54,24,000
	2435—Other Agricultural Programme.	6,67,000
	2552—North Eastern Areas.	41,90,000
	4401—Capital Outlay on Crop Husbandry.	9,34,000
	Total :— Demand No. 49.	1,89,59,000
	GRAND TOTAL :	134.79,73,000

১৯৮৮-৮৯ ইং আর্থিক সনের ভোট অন্ এ্যাকাউন্ট ধ্বনি ভোটে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।

FORMATION OF ASSEMBLY COMMITTEES.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বৃন্দ, এখন আমি একটি ঘোষণা দিচ্ছি যে ১৯৮৯ সনের ৩১ শে মার্চ পর্য্যন্ত পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি, এ্যাষ্টিমেটস্ কমিটি, পাবলিক আণ্ডারটেকিংস্ কমিটি, অন্ ওয়েলফেয়ার ফর সিডিউলড ট্রাইবস্ এবং কমিটি অন্ ওয়েল ফেয়ার ফর সিডিউল কাষ্টস্ গঠন করার জন্য সদস্যদের মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার এবং মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার-এর সময়সীমা নির্দ্দিষ্ট করে গত ১.৩.৮৮ ইং তারিখ আমি এই সভায় ঘোষনা দিয়ে ছিলাম। তদনুযায়ী উক্ত কমিটিগুলির প্রত্যেকটির ১১টি করে মনোনয়নপত্র যথা সময়ে পাওয়া গিয়েছে। সবগুলি মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। পরীক্ষান্তে দেখা গেছে সবগুলি মনোনয়ন পত্রই বৈধ এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেহই মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেননি। উপরোক্ত কমিটিগুলোর প্রত্যেকটির সদস্য সংখ্যা ১১ (এগার) জন। কাজেই নির্বাচনের প্রয়োজন নেই তাই আমি উক্ত কমিটিগুলির জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলকারী সদস্য মহোদয়দের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করছি।

নির্বাচিত সদস্যদের নাম হলো

(১) পাবলিক এ্যাকাউন্টস্ কমিটি

১। শ্রীদশরথ দেব, চেয়ারম্যান,
২। শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ, সদস্য,
৩। শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা, সদস্য,
৪। শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল, সদস্য,
৫। শ্রীদীপক কুমার রায়, সদস্য,
৬। শ্রীরতন লাল ঘোষ, সদস্য,
৭। শ্রীঅমল মল্লিক, সদস্য,
৮। শ্রীবাদল চৌধুরী, সদস্য,
৯। শ্রীবিমল সিনহা, সদস্য,
১০। শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার, সদস্য,
১১। শ্রীবিধুভূষণ মালাকার, সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীদশরথ দেব মহোদয়কে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

এ্যাষ্টিমেটস্ কমিটি,

১। শ্রী রসিক লাল রায়, চেয়ারম্যান,
২। শ্রীদিলীপ সরকার, সদস্য,
৩। শ্রীঅঞ্জু মগ, সদস্য,
৪। শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং, সদস্য,
৫। শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল, সদস্য,
৬। শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ, সদস্য
৭। শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা, সদস্য,
৮। শ্রীমতিলাল সরকার, সদস্য,
৯। শ্রীসমর চৌধুরী, সদস্য,
১০। শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী সদস্য,
১১। অনিল সরকার, সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীরসিক লাল রায় মহোদয়কে এ্যাষ্টিমেটস্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

(৩) পাবলিক্ আণ্ডারটেকিংস্ কমিটি

১। শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ, সদস্য,
২। শ্রীসুশীল কুমার চাকমা, সদস্য,
৩। শ্রীরতন লাল ঘোষ, সদস্য,
৪। শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল, সদস্য,
৫। শ্রীদীপক কুমার রায়, সদস্য,
৬। শ্রীদীপক নাগ, সদস্য,
৭। শ্রীনকুল দাস, সদস্য,
৮। শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা, সদস্য,
৯। শ্রীকেশব মজুমদার, সদস্য
১০। শ্রীসুবোধ দাস, সদস্য,
১১। শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা, সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়কে পাবলিক্ আণ্ডার টেকিনস্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

(৪) কমিটি অন্ ওয়েল ফেয়ার ফর সিডিউল ট্রাইবস্

১। শ্রীবুদ্ধ দেববর্ম্মা, চেয়ারম্যান
২। শ্রীসুশীল কুমার চাকমা, সদস্য,
৩। শ্রীদীপক নাগ সদস্য,
৪। শ্রীঅঞ্জু মগ, সদস্য,
৫। শ্রীঅমল মল্লিক, সদস্য,
৬। শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং, সদস্য,
৭। শ্রীপূর্ন মোহন ত্রিপুরা, সদস্য,
৮। শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া, সদস্য।

৯। শ্রীভরনী দেববর্ম্মা, সদস্য,
১০। শ্রীবিমল সিনহা, সদস্য,
১১। শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা, সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন, বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীবুদ্ধ দেববর্ম্মা মহোদয়কে কমিটি অন্ ওয়েল ফেয়ার ফর সিডিউল্ড ট্রাইবস্-এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

(৫) কমিটি অন্ ওয়েল ফেয়ার ফর সিডিউলড কাষ্টস্।

১। শ্রীদিলীপ সরকার, চেয়ারম্যান।
২। শ্রীঅঙ্গ্ মগ, সদস্য,
৩। শ্রীগৌরী শঙ্কর রিয়াং, সদস্য,
৪। শ্রীরতন লাল ঘোষ, সদস্য,
৫। শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল, সদস্য,
৬। শ্রীরসিক লাল রায়, সদস্য,
৭। শ্রীনকুল দাস, সদস্য,
৮। শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী, সদস্য,
৯। শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস, সদস্য,
১০। শ্রীজীতেন্দ্র সরকার, সদস্য,
১১। শ্রীসুকুমার বর্দ্ধন, সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীদিলীপ সরকার মহোদয়কে কমিটি অন্ ওয়েল ফেয়ার ফর সিডিউলড কাস্টস্ কমিটির চেয়ারম্যাম হিসেবে নিয়োগ করছি।

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্যগণকে জানাচ্ছি যে, বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার উপধারা অনুসারে ১৯৮৯ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত কমিটিগুলি গঠন করা হয়েছে। এখন আমি কমিটিগুলির নাম এবং ঐ কমিটিতে যে সকল সদস্য মনোনীত হয়েছেন তাঁদের নাম ঘোষণা করছি।

(১) রুলস্ কমিটি।

১। শ্রীজ্যোতির্ময়, অধ্যক্ষ, একস্ অফিসিও, চেয়ারম্যান।
২। শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া, উপাধ্যক্ষ, একস্ অফিসিও, সদস্য,
৩। শ্রীদীপক নাগ, সদস্য,
৪। শ্রীদিলীপ সরকার, সদস্য,
৫। শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল, সদস্য,
৬। শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী, সদস্য,
৭। শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী, সদস্য,
৮। শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা, সদস্য,
৯। শ্রীপূর্ন মোহন ত্রিপুরা, সদস্য।

(২) কমিটি অন প্রিভিলেজেস্।

১।	শ্রীঅমল মল্লিক,	চেয়ারম্যান।
২।	শ্রীরতন লাল ঘোষ,	সদস্য,
৩।	শ্রীসুশীল কুমার চাক্মা,	সদস্য,
৪।	শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং.	সদস্য,
৫।	শ্রীরসিক লাল রায়,	সদস্য,
৬।	শ্রীবাদল চৌধুরী,	সদস্য,
৭।	শ্রীরসিরাম দেববর্মা,	সদস্য
৮।	শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস,	সদস্য,
৯।	শ্রীজীতেন্দ্র সরকার,	সদস্য।

(৩) লাইব্রেরী কমিটি

১।	শ্রীঅমল মল্লিক,	চেয়ারম্যান।
২।	শ্রীসুনীল কুমার চাক্মা.	সদস্য,
৩।	শ্রীদীপক নাগ,	সদস্য,
৪।	শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা,	সদস্য,
৫।	শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং,	সদস্য,
৬।	শ্রীসুবোধ দাস,	সদস্য,
৭।	শ্রীজিতেন্দ্র সরকার,	সদস্য,
৮।	শ্রীব্রজ মোহন জমাতিয়া,	সদস্য
৯।	শ্রীফয়জুর রহমান,	সদস্য।

(৪) কমিটি অন্ ডেলিগেটেড্ লেজিসলেশ্যান।

১।	শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং,	চেয়ারম্যান।
২।	শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ,	সদস্য,
৩।	শ্রীদিলীপ সরকার,	সদস্য'
৪।	শ্রীরতন লাল ঘোষ,	সদস্য,
৫।	শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা,	সদস্য,
৬।	শ্রীসমর চৌধুরী,	সদস্য,
৭।	শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস,	সদস্য,
৮।	শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া,	সদস্য,
৯।	শ্রীসুকুমার বর্মন,	সদস্য।

(৫) কমিটি অন্ গভর্ণমেন্ট এ্যাস্যুরেন্স।

১। শ্রীদীপক নাগ, চেয়ারম্যান।
২। শ্রীরসিকলাল রায়, সদস্য,
৩। শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ, সদস্য,
৪। শ্রী অমল মল্লিক, সদস্য,
৫। শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল, সদস্য,
৬। শ্রীঅভিরাম দেববর্মা, সদস্য
৭। শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস, সদস্য,
৮। শ্রীফয়জুর রহমান, সদস্য,
৯। শ্রীব্রজ মোহন জমাতিয়া, সদস্য।

(৬) কমিটি অন এ্যাবসেন্স অব মেম্বারস্ ফ্রম দি সিটিংস্ অব দি হাউস।

১। শ্রীরতনলাল ঘোষ, চেয়ারম্যান।
২। শ্রী অঞ্জু মগ, সদস্য,
৩। শ্রীদীপক রায়, সদস্য,
৪। শ্রীদিলীপ সরকার, সদস্য,
৫। শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল, সদস্য,
৬। শ্রীরসিরাম দেববর্মা, সদস্য,
৭। শ্রীতরনী দেববর্মা, সদস্য,
৮। শ্রীচিত্ত রঞ্জন সাহা, সদস্য,
৯। শ্রীব্রজ মোহন জমাতিয়া, সদস্য।

(৭) কমিটি অন পিটিশনস্।

১। শ্রীঅঞ্জু মগ চেয়ারম্যান।
২। শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ, সদস্য,
৩। শ্রীরসিক লাল রায়, সদস্য,
৪। শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং, সদস্য,
৫। শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা, সদস্য,
৬। শ্রীবিমল সিনহা, সদস্য,
৭। শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস, সদস্য,
৮। শ্রীসুকুমার বর্মন, সদস্য,
৯। শ্রীণগেন্দ্র জমাতিয়া সদস্য,

(৮) হাউস কমিটি।

১।	শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল,	চেয়ারম্যান।
২।	শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ,	সদস্য,
৩।	শ্রীরসিক লাল রায়,	সদস্য,
৪।	শ্রীরতন লাল ঘোষ,	সদস্য'
৫।	শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা,	সদস্য,
৬।	শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী,	সদস্য,
৭।	শ্রীপূর্ণ মোহন ত্রিপুরা,	সদস্য,
৮।	শ্রীবিধুভূষণ মালাকার.	সদস্য,
৯।	শ্রীতরনী দেববর্মা,	সদস্য।

মিঃ স্পীকার :—এই সভা আগামী ৯ই মার্চ, বুধবার, ১৯৮৮ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মূলতুবী রহিল।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY, ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on 9th March, 1988, Wednesday, at 11 A. M.

Shri Jyotirmoy Nath, Speaker in the Chair, Shri Rati Mohan Jamatia, Deputy Speaker, the Chief Minister, 7 (Seven) Ministers, 9 (Nine) Ministers of State and 37 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

Mr. Speaker :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে-কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫।

মিঃ স্পীকার :- এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার -২৫।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি যে এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের রাষ্ট্রমন্ত্রী দেবেন।

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার- ২৫।

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া মির্জাপুরে শিল্পকেন্দ্র করার উদ্দেশ্যে যে পাকাবাড়ী তৈরী হয় তাহাতে কত অর্থ ব্যয় হইয়াছে;

২। বর্তমানে গৃহটিতে কোন প্রকার শিল্প উৎপাদন করা হইতেছে কিনা ?

উত্তর

১। বিলোনীয়া মির্জাপুরে শিল্পকেন্দ্র করার উদ্দেশ্যে যে পাকাবাড়ী তৈরী হয় তাহাতে মোট দুই লক্ষ চৌদ্দ হাজার একশত টাকা ব্যয়িত হয়েছে।

২। ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ কর্তৃক পরিচালিত একটি গ্রামীণ দিয়াশলাই উৎপাদন কেন্দ্র আছে।

শ্রী অমল মল্লিক :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, জনগণের অর্থ নিয়ে, জনগণের কল্যাণের নামে ও শিল্প উৎপাদনের নামে একজন প্রাক্তন মন্ত্রীর মদতে ওখানে একটা চক্রান্ত গড়ে উঠেছিল এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বললেন সেটা আমরা তদন্ত করে দেখব। যদি তদন্ত করে আমরা সেরকম কোন খবর পাই তাহলে নিশ্চয়ই আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেব।

শ্রী অমল মল্লিক :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, সে শিল্প কেন্দ্রে কোন দেয়াশলাই উৎপাদন হয়েছিল কিনা, যদি হয়ে থাকে তাহলে এতদিন সেগুলি বিক্রী হয়নি কেন ? সেই শিল্প কেন্দ্রে সমস্ত সাজ সরঞ্জাম না দিয়ে রাজনীতি করার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রে একটা শিল্প স্থাপন করে ভোট নেওয়ার লক্ষ্যে সেই শিল্প স্থাপন করা হয়েছিল কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, সেটা আমরা তদন্ত করে দেখব।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রী অমল মল্লিক :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬।

মি: স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬।

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬।

প্রশ্ন

১। বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালের শয্যার স্বল্পতা বিবেচনা করিয়া শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

২। থাকিলে কবে নাগাদ বৃদ্ধি করা হবে ;

৩। না থাকিলে কোন পরিকল্পনা নেওয়া হবে কি ?

উত্তর

১। আছে।

২। সপ্তম পরিকল্পনায় শয্যা বৃদ্ধির কাজ সমাপ্ত হইবে বলে আশা করা যায়। গত নভেম্বর মাসে ৯ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকার প্রশাসনিক অ্যাপ্রুভ্যাল্ হয়ে গেছে এবং পূর্ত দপ্তরে সে টাকা প্রেরণ করা হয়েছে কাজ করার জন্য।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী অমল মল্লিক :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, নির্মাণ কার্য্য কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, আমার মনে হয় পূর্ত বিভাগ অলরেডি টেণ্ডার কল করেছে এবং অতি সত্বর কাজ আরম্ভ হবে।

শ্রী অমল মল্লিক :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সেই হসপিটালের নির্মাণ কাজগুলি দ্রুততর করার জন্য পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে সরকারের তরফ থেকে কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? হসপিটালের নির্মাণ কাজগুলি দ্রুততর করতে স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে কোন ইঞ্জিনিয়ারিং সেল গঠন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার, স্যার, অলরেডি পূর্ত দপ্তরের আপ্রুভ্যাল দেওয়া হয়ে গেছে, এখন আমরা যোগাযোগ করব যে কাজটা তারা কবে নাগাদ আরম্ভ করবে।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :—এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল রেফারেন্স পিরিয়ড। গত ২-৩-৮৮ ইং তারিখ মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—আজকের রেফারেন্সগুলি ডিজ-এলাউ করা হয়েছে।

শ্রী সমর চৌধুরী (ধনপুর) :—স্যার, গতকালকে ২ টার সময়, দুপর বেলা সোনামুড়ায়।

মিঃ স্পীকার :—আজকের রেফারেন্সগুলি ডিজ-এলাউ করা হয়েছে।

শ্রী সমর চৌধুরী :—কর্মী চিতু দাস, হিমাংশু দাস—

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যকে বসে পড়ার জন্য অনুরোধ করছি।

(গণ্ডগোল)

শ্রী সমর চৌধুরী :—এখন পর্যন্ত কোন অ্যাকশান নেওয়া হয় নি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করে বলছি যে, এটা ডিজ-এলাউ হয়ে গেছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী (প্রামোদনগর) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা জানতে চাই যে, কোন প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা চলতে দেওয়া হবে কিনা। আমরা দেখতে পাচ্ছি একটার পর একটা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এরমধ্যে একটা যুবককে দিনের বেলা খুন করা হয়েছে। আমরা এটার একটা স্ট্যাটমেন্ট চাই। সোনামুড়া ত বেশী দূর না। সেখান থেকে একটা স্ট্যাটমেন্ট সংগ্রহ করে দেওয়া হউক।

মিঃ স্পীকার :—রেফারেন্সটি হল গত ২-৩-৮৮ ইং তারিখের নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে নিম্ন উল্লিখিত বিষয়বস্তুর উপর একটি বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি। বিষয়বস্তু হল।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যবৃন্দ আমাকে সভার কাজ চালাতে দিন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—এখন আমি মাননীয় স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তু হল—

(গণ্ডগোল)

শ্রী সমর চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ের উপর একটি ষ্ট্যাটমেন্ট দেবেন।

মি: স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কোন ষ্ট্যাটমেণ্ট দিতে ইচ্ছুক আছেন কি ?

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত ১.২.৮৮ ইং তারিখ নতুন-বাজার থানাধীন উত্তর একছড়ি নিবাসী (১) শ্রী হিমাংশু শীল (২) শ্রী বীরেন্দ্র শীল এবং সুকান্ত কলোনী নিবাসী শ্রী রবীন্দ্র দাস নতুন বাজার থানাধীন আনন্দবাজারে হাটবারে হাট করিতে যান। ঐদিন বিকাল বেলা অনুমান ৩.৩০ মিঃ সময় দুইজন উগ্রপন্থী জলপাই রঙের পোশাক পরিহিত অবস্থায় লাঠি, রাইফেল নিয়ে ঐ বাজার আক্রমণ করিয়া শ্রী হিমাংশু শীলকে খুন করে এবং শ্রী বীরেন্দ্র শীল ও শ্রী রবীন্দ্র দাসকে আহত করে। উগ্রপন্থীরা শ্রী বীরেন্দ্র শীলের ক্ষৌরকার্য্যের যন্ত্রপাতি লুট করিয়া নিয়ে যায় এবং শ্রী রবীন্দ্র দাসের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের জিনিসপত্র তছনছ করিয়া নষ্ট করে। আহত শ্রী বীরেন্দ্র শীলকে নতুনবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র হইতে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়া হয়। কিন্তু আহত শ্রী রবীন্দ্র দাসের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাহাকে নতুনবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র হইতে চিকিৎসার জন্য আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় এবং চিকিৎসান্তে বর্তমানে তিনি সুস্থ আছে।

এই ঘটনার সংশ্রবে শ্রী বীরেন্দ্র শীল-এর অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৫। ৩০২। ৩৭৯। ৩৪ এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (১) (ক) ধারায় নতুন বাজার থানায় ১(২)৮৮ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করিয়া পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন।

তদন্তকালে পুলিশ গত ২১.২.৮৮ ইং তারিখ উদয়পুর থানাধীন মহারানী গ্রামের শ্রী বীরবাহু জমাতিয়াকে ঘটনায় জড়িত সন্দেহমূলে গ্রেপ্তার করিয়া মাননীয় আদালতে প্রেরণ করে। তিনি গত ২৬.২.৮৮ ইং তারিখ আদালত হইতে মুক্তি পান। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত ঘটনার পর ঐ এলাকায় ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি হয় যাহার ফলে ২.২.৮৮ ইং তারিখ বিধানসভা নির্বাচনের দিন সকাল বেলা ঐ এলাকার ভোট কেন্দ্রগুলিতে ভোটারদের উপস্থিতির হার কম ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পুলিশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নেওয়ার ফলে বিকালের দিকে ভোট কেন্দ্রগুলিতে ভোটারদের উপস্থিতির হার কিছুটা বৃদ্ধি পায়। নিহত এবং আহত ব্যক্তিগণ কংগ্রেস (আই) দলের সমর্থক বলে প্রকাশ।

শ্রী অমল মল্লিক :—পয়েণ্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, সরকার অবগত আছেন কি না যে, গত ২'রা ফেব্রুয়ারী সারা রাজ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভোট কেন্দ্রগুলি দখল করে সি, পি, এম, দলের পরিকল্পনা অনুসারে কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস, ভোটারদের ভয় ভীতি দেখানোর জন্য সি, পি, এম, নকল টি, এন, ভি,র মাধ্যমে এই ধরনের কাজ করেছে ? এই সকল নকল টি, এন, ভি, দের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না ?

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মি: স্পীকার স্যার, আমরা এই ব্যাপারে তদন্ত করে দেখছি। এবং আমরা এই অভিযোগ পেয়েছি যে, উগ্রপন্থাদের সঙ্গে সি, পি, এম, এর যোগাযোগ রয়েছে এবং তাদের সহায়তায় এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, রেফারেন্স পিরিয়ডে তেলিয়ামুড়ায় শিখা ঘোষের উপর গুলি চালনার উপরে একটা রেফারেন্স ছিল। আজকে সকালে দেখলাম হাসপাতাল থেকে তাকে উধাও করে নেওয়া হয়েছে। অপারেশন কেস্ গুলি বের করা হয়েছে এক জায়গায় নয় দুই জায়গা থেকে। এই সকল ঘটনা কি করে ঘটছে? একজন বিধায়কও এর সঙ্গে জড়িত। হাউস জানবে না, পাবলিক জানবে না কি করে গুলি করা হল। একটা বি. এ. পরীক্ষার্থীনি মেয়ে। আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে, এইটা আগে আলোচিত হবে আগে না ঐটা আলোচিত হবে? জানতে চাই।

মি: স্পীকার :—মাননীয় বিরোধী দলের নেতাকে বলছি, আপনি এই উত্তরের উপর যদি পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসন থাকে বলুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :—পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রেফারেন্স এ যেটা গ্রহণ করা হয়েছে তাতে সি, পি, এম-এর গুপ্ত ঘাতক লেখা হয়েছে। কি করে হলো স্যার, এটা কোন সিদ্ধান্ত হলো, কি করে হলো স্যার? মাননীয় স্পীকারের রুলিংকে অমান্য করা হয়েছে স্যার।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মি: স্পীকার স্যার, এই ধরনের কোন রুলিং মাননীয় স্পীকার দেননি। উনি বলেছেন দুষ্কৃতকারী শব্দটা থাকবেনা। এবং সেই অনুসারে দুষ্কৃতকারী কথাটা বাদ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, এইখানে স্টেটমেন্ট রয়েছে আপনি কাকে বলেছিলেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার, এইখানে ভুল করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে মাননীয় স্পীকার বলেছেন, আসলে মাননীয় স্পীকার-এর বক্তব্যে কোন দলের নাম ছিল না। যেহেতু কোন দলের নামের কথা উল্লেখ করা হয়নি সেহেতু আজকে প্রসিডিংস-এ এটা রয়েছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—প্লিজ, লেট মি কনটিনিউ মাই নেক্সট বিজনেস।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার যেটা বিচার বিবেচনা করে অনুমতি দিয়েছেন সেটাই হাউসে আনা হয়েছে। ইউ আর গোয়িং আউট অব্ দ্যা স্পীকার এণ্ড হিজ প্রিন্সিপলস্।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—আপনারা হাউসের কাজ চলতে দিন। যে সময় এটার কোন উল্লেখ ছিল না। কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহাশয়কে বলতে দিন।

শ্রীঅমল মল্লিক :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসন স্যার, এই সকল নকল টি, এন, ভি, দের অমরপুর থানার জনৈক পুলিশের সাব্ ইন্সপেকটার পরোক্ষভাবে সাহায্য করছেন বলে স্থানীয় জনগণের অভিযোগ। সরকার সেটা তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :—মি: স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে সম্পূর্ণ ব্যাপারটি তদন্তাধীন রয়েছে। কাজেই আমার পক্ষে এই সম্পর্কে এর বেশী বলা সম্ভব নয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসন স্যার, ঘটনাটির "র" এর পরিকল্পিত। এই সম্পর্কে তদন্ত করা হবে কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মি: স্পীকার. স্যার, সম্পূর্ণ ব্যাপারটি তদন্তাধীন রয়েছে। কারণ আমাদের কাছে এই ধরনের বিভিন্ন অভিযোগ এসেছে যে, সি, পি, এম, কর্মীরা জলপাই রঙের পোশাক পরে টি, এন ভি, দের সহায়তায় এই হত্যাকাণ্ড করেছে। আমরা সেই জন্য তদন্ত করে দেখছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসন স্যার, মাননীয় স্পীকার মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি না যে, শুধু এটা নয়, নির্বাচনের প্রাক্ মুহুর্ত্তে কয়েকটি ঘটনা কংগ্রেস (আই) টি, উই, জে, এস, "র"-এর সাথে পরামর্শ করে ঘটিয়েছেন নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করার জন্যে, এইটা তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মি: স্পীকার স্যার, এইটা অত্যন্ত দু:খের বিষয় যে, মাননীয় বিরোধী দলের নেতার "র" এর ফাংকসন সম্পর্কে কোন জ্ঞানই নেই। "র" এর কি ফাংকসন সেটা প্রথমত: উনি শিখে তারপর বক্তব্য রাখুন।

শ্রী রসিকলাল রায় (সোনামুড়া) :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে সি, পি, আই (এম) অফিসে এবং সি, পি, আই (এম) কর্মীদের নিকট থেকে পুলিশের পোশাক পাওয়া গেছে এটা সত্য কি না ?

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ম্যাটারের সংগে এটা সংশ্লিষ্ট নয়।

শ্রী রসিকলাল রায় :—বিভিন্ন গ্রামে দেখা গেছে সি, পি, আই, (এম) কর্মীরা পুলিশের পোশাক পরে ঘুরাঘুরি করছে। এট ঠিক কিনা ?

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ম্যাটারের সংগে এই প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট নয়।

শ্রী কেশব মজুমদার (কাকড়াবন) :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে উত্তর দিয়েছেন, সেখানে যে ঘটনা ঘটেছে সেখানে কংগ্রেস (আই) এবং উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা টি, এন, ভি, এর সংগে যুক্ত হয়েছিল, এটা আগে বহুবার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সম্প্রতি উপজাতি যুব সমিতির কনফারেন্সের পরেও সাংবাদিক সম্মেলনে শ্যামাচরণ ত্রিপুরা টি এন, ভি, এর সংগে কারা যুক্ত কারা কলাবরেটার সেটা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন। তাঁর উদ্ধৃতি হচ্ছে —" আফটার অল দে আর আওয়ার মেন" টি, এন, ভি, সম্পর্কে। সুতরাং এই সম্পর্কে তদন্ত করে দেখবেন কিনা যে উপজাতি যুব সমিতির কোন্ কোন্ কলাবরেটার টি, এন, ভি, এর সংগে যুক্ত ছিল এবং তাদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন কিনা ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথাটা এই প্রশ্নের সংগে জড়িত নয়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :—স্যার, শ্যামাচরণ বাবু এইরকম কোন কথা বলেন নি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে "দৈনিকের" পত্রিকায় দাবী করা হয়েছে যে আগেকার সরকার যে টি, এন, ভি, লিষ্ট তৈরী করেছিলেন সেটা বাতিল করা হোক ?

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কলিং এটেনশানের সংঙ্গে এই প্রশ্নের কোন রকম সম্পর্ক নেই।

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো—"রেফারেন্স পিরিয়ড,,। গত ২-৩-৮৮ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয় বস্তুর উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

> বিষয়বস্তু হলো—"গত ৬-২-৮৮ ইং তারিখে উদয়পুর মহকুমার সি, পি, আই, (এম) এর বিভাগীয় অফিসে তল্লাসী করে বে-আইনী অস্ত্র শস্ত্র, বোমা ও টি, এন, ভি এর এবং টি এস, আর, এর পোশাক ইত্যাদি উদ্ধার ও প্রাক্তন বিধায়ক শ্রীগুণপদ জমাতিয়ার দেহরক্ষী শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মার পলায়ন সম্পর্কে।"

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—গত ৫-২-৮৮ ইং তারিখ রাত্রি ১০-৩০ মিঃ-এর সময় রাধাকিশোরপুর থানায় পুলিশ খবর পায় যে শ্রীমাধব সাহা, শ্রীদীনেশ দেবনাথ, শ্রীরাহুল মিত্রা, শ্রীসমীর সরকার এবং আরও কয়েকজন ঐ দিন অপরাহ্ন অনুমান তিন ঘটিকার সময় বোমা, লাঠি, রামদা ইত্যাদি নিয়া তাহাদের উদয়পুরস্থ সি, পি, আই, (এম) পার্টি অফিসে প্রবেশ করিয়াছে। পুলিশ আরও সংবাদ পায় যে, উপরি উক্ত ব্যক্তিগণ উদয়পুর টাউনে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাঁধাবার চক্রান্ত করিতেছে। এই সংবাদ থানায় নথিভুক্ত করে এবং সংবাদের সুত্র ধরে পুলিশ গত ৫-৬-২-৮৮ তারিখ রাত্রি দুই ঘটিকার সময় উদয়পুর সি, পি. আই, (এম) অফিসে তল্লাসীর জন্য যায়। সি, পি, আই (এম) পার্টি অফিসের বাড়ীর মালিক শ্রীসন্তোষ সাহা এবং পার্টি অফিসের নিকটবর্তী দোকানের কর্মচারী শ্রীঅমৃতলাল সাহাকে নিয়া পুলিশ পার্টি অফিসে ঢুকে এবং তাহাদের মোকাবেলায় সিজার লিস্ট প্রস্তুত করে। তল্লাসীকালে পুলিশ নিম্নলিখিত মালামালগুলি সীজ করে হেফাজতে নেয়। এই মালামালগুলি একটি ট্রাকে ও ট্রাকের বাহিরে ছিল। তল্লাসীকালে জানা যায় এই ট্রাকটির মালিক ত্রিপুরা সশস্ত্র ১ নং পুলিশ ব্যাটেলিয়ানের কনেষ্টবল শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা। শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা গত বিধানসভা নির্বাচনে বাগমা কেন্দ্রের সি, পি, আই, (এম) প্রার্থী শ্রীগুণপদ জমাতিয়ার দেহরক্ষী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। পুলিশ কর্তৃক

সিজ করা প্লাসটিকের সীল ব্যতীত শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মার ট্রাংক প্রাপ্ত নিম্নলিখিত মালামালগুলি তাহার নিজের বলিয়া শ্রীদেববর্মা স্বীকার করেন।

সীজ করা মালামালের বিবরণ

১। ৩০৩ রাউণ্ড—১৯ টি।
২। ৩০৩ এমটি কারট্রিজ কেইস—৩টি।
৩। ফায়ার্ড বুলেট—১টি।
৪। পুল থ্রু—২টি।
৫। বুলেট চাজার—৬টি।
৬। টি, এ, পি, বেজ—৬টি।
৭। ব্রাস নম্বর ৫৮২০—১টি।
৮। প্লাস্টিক বেল্ট পেপার সীল—১৪২টি।
৯। ছুরি ১৪" ১ টি।
১০। খাকী কেপ—৩টি।
১১। খাকী পেন্ট—৫টি।
১২। খাকী শার্ট—৪টি।
১৩। গ্রেট কোট—১টি।
১৪। উলেন জাম্পার—১টি।
১৫। হেলমেট—১টি।
১৬। ওয়েব বেল্ট—১টি।
১৭। হান্টিং জুতা—১ জোড়া।
১৮। এমোনিশান বুট—১ জোড়া।
১৯। পি. টি. সো—১ জোড়া।
২০। গ্রাউণ্ড সিট—১টি।
২১। জঙ্গলি হেট—১টি।
২২। দা—১টি।
২৩। লোহার রড—২টি।
২৪। ব্যাণ্ডলিয়ার—২টি।
২৫। ল' ম্যানুয়েল বুক—১টি
২৬। সাধারণ [illegible]—১টি।

টি, এন, ভি, বা টি, এস, আর—এর কোন পোশাক পাওয়া যায় নাই। কনেষ্টবল রবীন্দ্র দেববর্মা পলাতক বলিয়া কোন তথ্য নাই।

কনেষ্টবল শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মার স্বীকারোক্তি মতে তাহার হেপাজতে প্রাপ্ত উপরি উক্ত গোলা বারুদ বে-আইনী ভাবে রাখার অভিযোগে অস্ত্র আইনের ২৫ (১) (ক) ২৭ ধারায়

রাধাকিশোরপুর থানায় মোকদ্দমা নম্বর ২৩(২) ৮৮ রুজু করা হইয়াছে এবং মোকদ্দমাটির তদন্ত চলিতেছে।

শ্রী কেশব মজুমদার :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, ৫ তারিখে পুলিশ যখন সি, পি, আই, (এম) অফিসে যায় তখন সি, পি, আই, (এম) অফিসটা কি অবস্থায় ছিল ? সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বিবৃতিতে নেই এবং আগে ৯ টার সময়ে কংগ্রেস (আই) সমাজদ্রোহীরা এই অফিসটাকে তছনছ করে, ভাংচুর করে। সেখানে তো স্যার, এইসব জিনিষপত্র ছিল না। সেখানে যদি কামানও রেখে আসতো তাহলে কার কি বলার ছিল ? এর পর সি, পি, আই (এম)-এর লোককে কিছু না জানিয়ে সম্পূর্ণ বে-আইনী ভাবে ওখানে এইসব জিনিষপত্র সীজ করেছে। কারো বাড়ীতে যদি পুলিশকে যেতে হয় তাহলেও তো জানিয়ে যেতে হয়। পুলিশের একটা আইন কানুন তো আছে। সুতরাং সেখানে গিয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে কোন সীজার লিষ্ট না দিয়ে ফিরে আসে। চাবিও পুলিশের কাছে ছিল, যখন পার্লামেন্টারী দল যায় তখন চাবি আনতে হয়েছে পুলিশকে খবর দিয়ে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, সি, পি, আই, (এম) পার্টি আফিস ভাঙ্গা হয়েছে বা তছনছ করা হয়েছে, এই ধরণের কোন কেস উদয়পুর থানায় বা এই ধরণের কোন কেস মাননীয় আদালতেও করা হয়নি। ঐ বাড়ীর মালিক নিজে দরজা খুলে পুলিশকে সেখানে নিয়ে গেছে এবং আইন অনুযায়ী সীজার লিষ্ট তৈরী করে বাড়ীর মালিকের হাতে সীজার লিষ্ট দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, পুলিশকে ঘটনা জানানোর পরেও দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার টি, কে সান্যাল, এডিশন্যাল পুলিশ সুপার পার্শ্বনাথ রায় অনেকক্ষণ দেরী করে সেই খবর সি, পি, এম পার্টি অফিসে পাঠিয়ে আরও যে মালামাল ছিল সেই মালামাল গুণপদ জমাতিয়ার দেহরক্ষী রবীন্দ্র দেববর্মার সংগে পাচার করে দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিভিন্ন রকমের অভিযোগের ভিত্তিতে এই মামলাটি তদন্ত করার জন্য সি, আই, ডিকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, ৬ তারিখ মন্ত্রী মহোদয় সেখানে গিয়েছিলেন এবং তিনি এই খবর পেয়েছেন যে গুণ্ডারা তালা ভেঙ্গেছে, তারপর সেখানে পুলিশ গিয়েছে। তার চাবিটা কিন্তু মন্ত্রী মহোদয়ের কাছেই ছিল এবং মন্ত্রী মহোদয় নিজে খবরে কাগজ ওয়ালাদের বলেছেন যে, সেখানে টি, এন, ভির পোশাক পাওয়া গিয়েছে t কাজেই মাননীয় মন্ত্রী যদি সেখানে একটা ষ্টেন গান ও রেখে দিতেন, তাহলে কারো কিছু বলার ছিল না। কারণ ১০ দিন উনার কাছে চাবিটা ছিল। তিনি আমাদের একটা সীজার লিষ্ট পর্য্যন্ত দেন নি, মাননীয় মন্ত্রী সি, আই, ডি, জানতো বলে যে কথাটা বলেছেন তাও অসত্য, এমন কি অন্য কোন পুলিশ অফিসারও জানত না। মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে সি, পি, এম, থেকে কোন

অভিযোগ দেওয়া হয় নি এটাও অসত্য। সেখানে পার্লামেন্টারী ডেলিগেট ভি এমকে মিট করেছে তিনি অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে কি করে কি হচ্ছে আমি তার কিছুই জানি না। কাজেই এই যে আগ বাড়িয়ে কাজ করা এবং তার ফাঁকে ফাঁকে অভিযোগ করা এটা ঠিক নয়। অপরাধ যদি কেউ করে থাকে, তাহলে তাকে শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু আমি জানি এখানে মূল অপরাধী হলেন স্বয়ং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, কারণ তিনি নিজে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিকে সেখানে একটা হত্যাকাণ্ডের সংগে জড়িত করতে চেয়েছেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—স্যার. আমার মনে হয় মাননীয় বিরোধী দলের নেতা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন, কারণ সেই দিন উদয়পুরে যাওয়ার আমার কোন অফিসিয়েল প্রোগ্রাম ছিল না। আমি মায়ের বাড়ীতে গিয়েছিলাম. কারণ আমি ভগবানে বিশ্বাস করি, উনার মত নাস্তিক নই। কাজেই মাননীয় বিরোধী নেতা এখানে যে কথা বলছেন সেগুলি অপ্রাসঙ্গিক এবং অসত্য।

শ্রীকেশব মজুমদার :—স্যার, এখানে মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সি, পি, এম, থেকে নাকি কোন অভিযোগ দায়ের করা হয় নি। কিন্তু আমি নিজে এফ, আই আর দায়ের করেছি। স্যার, শুধু এই একটা ব্যাপারেই নয়, উদয়পুরে যতগুলি ঘটনা ঘটেছে, তা একটি এফ, আই, আরও থানা কর্তৃপক্ষ মন্ত্রীর নির্দেশে গ্রহণ করে নি। এমন কি আমি নিজে হাতে যে এফ, আই আর করেছি, সেটাও হাফিজ করে দেওয়া হয়েছে। তাই আমি জিজ্ঞাসা করতে চাইছি যে, এই ধরনের ব্যবস্থা চলতে থাকবে কিনা ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী)—মাননীয় সদস্য কেশব বাবুর এটা জানা উচিত যে, যিনি থানায় এফ, আই, আর. করবেন, তাকে আইনত সেই এফ, আই, আরের একটা কপি দেওয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া, যখনকার কথা বলছেন, তখন আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মানসপুত্র সান্যাল সাহেব এবং অন্য আর এক জন মানস পুত্র পার্শ্বনাথ রায়ও ছিলেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার। আমি জানতে চাইছি যে, একজন আই, এফ, এস, পুলিশ অফিসার যিনি এখানে উপস্থিত নেই, তার বিরুদ্ধে এসব মন্তব্য করা কি উচিত ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী)—স্যার, আমি আগেই বলেছি যে আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা এখনকার বিরোধী দলনেতা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন, কারণ আই, এফ, এস অফিসার বলে ত্রিপুরা রাজ্যে কোন পুলিশ অফিসার নেই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, আমি এসব কথা শুনতে চাই না আমি আমার পয়েন্ট অব অর্ডারের জবাব চাই।

মি: স্পীকার—মাননীয় সদস্যগণ, সভার মধ্যে যারা উপস্থিত নাই তাদের নাম না বলার জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী)—স্যার, এখানে কিন্তু মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় কারো বিরুদ্ধে কিছু বলেন নি তিনি যেটা হচ্ছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে ওদের ঘনিষ্ট

যোগাযোগ ছিল। তাই, আবেদন করছি আমরা যদি কারো নাম না বলতে পারি, তাহলে আপনারাও কারোর নাম বলতে পারবেন না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, আমি জানতে চাইছি, পয়েন্ট অব অর্ডারের উপর কোন ডিসকাশন হতে পারে কি ?

মি: স্পীকার—আমি তো বলেছি যে, সভার মধ্যে যিনি উপস্থিত নেই, তার বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না;

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল রেফারেন্স পিরিয়ড। গত ৮-৩-৮৮ইং তারিখ মাননীয় সদস্য শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা কর্ত্তৃক নিম্নে উত্থাপিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে নিম্নে বর্নিত বিষয়বস্তুর উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। বিষয়বস্তু হল—৫ই ফেব্রুয়ারী ৮৮ইং উদয়পুর শহরে দুষ্কৃতকারীদের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের দাবীতে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী আর, এস, পির পক্ষ থেকে ত্রিপুরা জেলা শাসকের কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপি প্রসঙ্গ।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী)—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় আর, এস, পির শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা মহোদয় গত ৫-২-৮৮ইং তারিখে উদয়পুরে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে একটি চিঠি দিয়েছেন। উক্ত চিঠির সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নামের তালিকা দিয়ে আর্থিক সাহায্যের অনুরোধ করা হয়েছিল। জেলা শাসক এই সম্পর্কে তদন্তের জন্য মহকুমা শাসককে নির্দেশ দিয়েছেন এবং মহকুমা শাসক যথারীতি তদন্ত করে জেলা শাসকের নিকট রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। জেলা শাসক উক্ত রিপোর্ট বিবেচনা করে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী প্রাপ্য আর্থিক সাহায্য দিতে মহকুমা শাসককে উপদেশ দিয়েছেন। সাহায্য প্রার্থীগণ মহকুমা শাসকের নিকট গেলেই সাহায্য দিয়ে দেবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, অন এ পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন, এই যে ইন্টার পার্টি ক্লেশ হচ্ছে, এটা নতুন কিছু নয়. আগেও হয়েছে, এখনও হচ্ছে. এতে কেউ খুন হচ্ছে. কেউ বা আহত হয়ে হাসপাতালে যাচ্ছে, আর কারো বা ঘরবাড়ী অগ্নিদগ্ধ হচ্ছে। তাই এই সম্পর্কে আগেকার সরকার যে নীতি নিয়েছিলেন, যেমন কোন পরিবারের কেউ খুন হলে, সেই পরিবারের কাউকে চাকুরী দেওয়া হত, অথবা কেউ আঘাত পেয়ে হাসপাতালে গেলে তাকে চিকিৎসার খরচ দেওয়া হত। এটা সত্য যে যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদের সামগ্রিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সামান্য হলেও কিছুটা আর্থিক সাহায্য যাতে দেওয়া যায়, সেজন্য ডি, এম, অথবা এস, ডি, ওর এ্যাসেস মেন্টের উপর নির্ভর করে, সেটা চালু আছে কিনা বা থাকবে কিনা ? এছাড়া তার সংগে সঙ্গে যে একটা তহবিল আছে, চীফ মিনিস্টার্স রিলিফ ফান্ড থেকে যে সাহায্য দেওয়া হয়, সেটাও চালু থাকবে কিনা, আমি জানতে চাইছি। কারণ এই জিনিসটা জানলে আমি নিশ্চিত হই যে, কিছু কিছু সাহায্য ঐ জায়গা থেকে দেওয়া হবে, এবং এর জন্য যারা আমার কাছে সাহায্যের জন্য আসবে, তাদের ঐ জায়গার কথা বলে দিতে পারব।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, রাজনৈতিক সংঘর্ষে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা অন্য কোন কারণেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদেরকে সরকার সাহায্য দিয়ে যাবে। কিন্তু আমরা বিরোধী দলে থাকতে লক্ষ্য করেছি যে, আমাদের অনেক কর্মী রাজনৈতিক সংঘর্ষে খুন হওয়া সত্বে ও আগেকার সরকার তাদের সাহায্য করা তো দূরে থাকুক, তারা যে রাজনৈতিক সংঘর্ষে খুন হয়েছে, এটাও স্বীকার করে নি।

স্যার, এই সম্পর্কে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা যে কোন কারনেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়—রাজনৈতিক সংঘর্ষ না হলেও এবং এর ফলে যদি কেউ দুঃস্থ হয় তাকে সাহায্য দেওয়া দরকার সেটা দিয়ে যাবেন এবং সেটা যে কোন রাজনৈতিক দলই হউক না কেন। তবে সেটা অনুসন্ধানের ব্যাপার আছে। এর আগেও বহু রাজনৈতিক সংঘর্ষ হয়েছে এবং আমাদের বহু কর্মী নেতা নিহত হয়েছে এবং তখন সেখানে কি বলা হয়েছিল যেহেতু এটা রাজনৈতিক সংঘর্ষ নয় সেহেতু তাকে সম্পূর্ণ সাহায্য দেওয়া যাবে না। এই রকম বহু রাজনৈতিক সংঘর্ষ হয়েছে প্রতিটি ঘটনা রাজনৈতিক ছিল, আমাদের বহু কর্মী নিহত হয়েছে। তখন বিগত সরকার তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখান নাই। আমরা এখন সেগুলি বিবেচনা করে দেখছি এবং আমরা প্রথম ক্যাবিনেটেই ঘোষণা করেছি যে, বিগত ১০ বছরে যারা সি, পি. এম, অর্থাৎ শাসক দলের কর্মীদের দ্বারা নিহত হয়েছেন তাদের জন্য এই সরকার প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সাহায্য দেওয়ার জন্য। এবং সেই ভাবে দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এবং বিভিন্ন ভাবে হয়েছেন তাদের ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে—এই কলিং এটেনশন নোটিশের উত্তর দেওয়া হয়েছে, মাননীয় চিত্ত রঞ্জন সাহা যেটি এনেছেন। কাজেই সাহায্য দেওয়া হবে কি হবে না এই প্রশ্ন করার কোন অবকাশ আছে কি না উনারাই ভেবে দেখবেন তার কোন অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া) :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি জানতে চাই যে, এই সরকার কোন স্পেসিফিক নীতি নেবেন কি না, কি হারে তাদের সাহায্য দেওয়া হবে কারণ প্রশ্নটি অত্যন্ত মানবিক। গত ৫ তারিখের পর আজকে প্রায় এক মাস হয়েছে এখন পর্যন্ত তারা কোন সাহায্য পায় নাই। এমন কি এই সরকারের পক্ষ থেকে কোন সহানুভূতিও জানান হয় নাই। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কাজেই মানবিক দিক থেকে দেখা হবে কি না এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে কথা বলেছেন তাতে যা মনে হয় যেন অনেকটা প্রতিহিংসার জন্যই ঘটনাটি হয়েছে। সেজন্য আমরা সুস্পষ্ট জানতে চাই যে, তাদের সাহায্য দেওয়া হবে কি না ?

শ্রী সুধীরঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, কলিং এটেনশনের যে উত্তর দেওয়া হয়েছে তার মধ্যেই মানবিক দৃষ্টি নিহিত রয়েছে এবং সেটা মানবিক কারনেই দেওয়া হচ্ছে।

শ্রী কেশব মজুমদার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সরকারের সিদ্ধান্ত স্পেসিফিক যদি না থাকে তাহলে এস, ডি, ও, যে সাহায্য করেন সেটা হচ্ছে খয়রাতি সাহায্য। ডি, এম. এর পার্মিশান নিয়ে এস, ডি, ও, মেক্সিমাম ২০০ টাকা পর্যন্ত সাহায্য দিতে পারেন, এর বেশী দিতে পারেন না। যদি সরকারী নীতি না থাকে তাহলে ২০০ টাঃ করে সাহায্য করার অর্থ

হচ্ছে তাদের উপহাস করা মাত্র। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না কোন নীতি নির্ধারন করেছেন কি না ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, উনারা মহকুমা শাসকের সংগে যোগাযোগ করুন এবং সেখানে তাদের দরখাস্তগুলি বিবেচনা করা হচ্ছে, সেখানে গেলেই উনারা দেখতে পারবেন কি হচ্ছে।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, আমরা ডি, এম, র নিকট ডেপুটেশন দিয়েছিলাম। ডি, এম, আমাদের পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে, কোন সাহায্য দেওয়া হবে না, সরকারের কাছে আমরা দরখাস্তগুলি পাঠিয়ে দিয়েছি। সেজন্যই আমরা জানতে চাই যে স্পেসিফিক কোন ঘোষণা দেওয়া হবে কি না ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এই কথা এখানে আসে না, কারন আমি আগেই বলেছি মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন তার উত্তরে আমি বলেছি যে, দরখাস্তগুলি কি অবস্থায় আছে এবং সেখানে গেলেই জিনিসটা তাঁরা বুঝতে পারবেন।

মি: স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল—গত ৮, ৩, ৮৮ইং তারিখ মাননীয় সদস্য শ্রী দিবাচন্দ্র রাঙখল মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তু হল "গত ২, ৩, ৮৮ইং তারিখে আনুমানিক দুপুর ১২—৩০ মিনিট আখাউড়া (আগরতলা) রোডস্থিত রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মনের বাসভবনের কাছে ৫টি বোমা বিষফোরনের ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মি: স্পীকার স্যার গত ২-৩-৮৮ইং তারিখ কলেজ ইউনিয়ন বাতিলের প্রতিবাদে এস, এফ, আই, সংগঠন ত্রিপুরার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘটের ডাক দেয়। ঐ দিন বেলা অনুমান ১২—৩০ মিনিটের সময় বটতলা হইতে ২নং রুট বাসে টি, আর, টি, সি শ্রী অংকুর সাহা এবং আরও কয়েকজন ছাত্র বটতলা হইতে আর, এম, এস, চৌমুহনীতে পৌছিলে এস, এফ, আই, সমর্থক শ্রী প্রলয় ধর, শ্রী সুদীপ দত্ত ভৌমিক, শ্রী মনীষ ভট্টাচার্য, শ্রী অজয় পাল, শ্রী পার্থ দাস, শ্রী প্রশান্ত দে, শ্রী অরিন্দম ভট্টাচার্য্য, শ্রী সিদ্ধার্থ শংকর দেবরায় এবং আরও ৪/৫ জন ছাত্র ঐ বাসে চড়াও হয়ে শ্রী অংকুর সাহাকে প্রচণ্ড ভাবে মারধোর করে। দুইজন তাহাকে ছুরি মারিতে উদ্যত হল এবং তাহাকে টেনে বাহির করিতে চেষ্টা করে তখন বাসের লোকজন ঝাপাইয়া পরিয়া শ্রী অংকুর সাহাকে বাঁচায়। সেই সময় শ্রী বিপ্লব চক্রবর্তী শ্রী অংকুর সাহাকে বাঁচাইতে আসে। দুস্কৃতকারীরা ঘটনাস্থলে বোমা ছুড়ে মারে, ফলে বোমা বিস্ফোরনে শ্রী বিপ্লব চক্রবর্তী আহত হয়। উক্ত সংবাদ পাওয়া মাত্রই পশ্চিম আগরতলার থানার পুলিশ ঘটনা স্থলে ছুটে যায়। তখন এস. এফ. আই. সমর্থক ছাত্ররা পশ্চিম দিকে পলাইয়া যাওয়ার আগে সন্ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রাজ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বাড়ীর সামনে তারা কয়েকটি বোমা বিস্ফোরন ঘটায়। এই দুস্কৃতকারীরা ভি. এম. হাসাপাতাল

চৌমুহনী থেকে পূর্ব দিকে বোমা মারতে মারতে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। দুষ্কৃতকারীরা পুনরায় মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের বাড়ীর সামনের রাস্তায় বোমা ফাটাইতে উদ্যত হইলে কর্ত্তব্যরত পুলিশ ও জনসাধারনের প্রচেষ্টায় দুষ্কৃতকারীগন পলাইয়া যায়। পুলিশ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে পরিস্থিতি আয়ত্বে আনে।

এই ঘটনায় শ্রী অংকুর সাহার অভিযোগ ক্রমে পশ্চিম আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৮/১৪৯/৩৪১/৩২৩/৩০৭ ধারা এবং বিস্ফোরক আইনের ৩ ধারায় ৩(২)৮৮ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করেন। তদন্তকালে পুলিশ শ্রী মনীষ ভট্টাচার্য্য, শ্রী সুদীপ দত্ত ভৌমিক, শ্রী প্রশান্ত দে, শ্রী অরিন্দম ভট্টাচার্য্য এবং শ্রী পার্থ দাসকে গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরন করেন। মাননীয় সি. জে. এম আসামীদের জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে রাখার আদেশ দেন। মাননীয় সি. জে. এম মহোদয়ের আদেশের বিরুদ্ধে আসামী পক্ষ থেকে জামীনের জন্য মাননীয় জেলা জজের আদালতে আপীল করা হয়। মাননীয় জেলাজজ আসামীদের জামিনের আবেদন না মঞ্জুর করেন। তাহারা বর্তমানে জেল হাজতে আছে। বাকী দুষ্কৃতকারীরা পলাতক আছে। তাহাদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ তল্লাসী চালাইতেছে। এই ঘটনায় শ্রী অংকুর সাহা এবং শ্রী বিপ্লব চক্রবর্তী (উভয়েই এন. এস. ইউ. আই-এর সমর্থক) আহত হয়। এস. এফ. আই-এবং ডাকা ধর্মঘট ব্যর্থ হওয়ায় উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে বিশৃঙ্খল এবং গণ্ডগোল সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছিল। পুলিশের সময়োপযোগী ব্যবস্থার ফলে দুষ্কৃতকারীদের এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসু হয় নাই।

পুলিশের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের তত্বাবধানে ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারবেন কি যে, এটা সত্যি নয় ; ছাত্র সমাজের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার একটা যুদ্ধ ঘোষনা করেছেন ? তাদের ছাত্র পরিষদগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে মামলা আনা হচ্ছে এবং পুলিশ মন্ত্রীর ভাইকে অ্যাডভোকেট জেনারেল করা হায়েছে এবং এইভাবে আদালতকে পক্ষে আনবার চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে মানুষ বিচার না পেতে পারে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলতে পারেন যে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল না কেন ? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলতে পারেন যে এস. এফ. আই-কে জেলে ঢোকাবার জন্য একটা জঘন্য ষড়যন্ত্র চলছে ? যে আসামী তাকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। আপনারা যদি এই সব করতে থাকেন তাহলে আমরাও আমাদের পথ বেছে নেব।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে ঘটনাট বিচারাধীন আছে, অথচ উনি আমাকে বাধ্য করছেন মন্তব্য করার জন্য। একটা সময় ছিল যখন উনারা বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতেন, বিচারককে এই হাউসের মধ্যে সমালোচনা করেছেন। সংবিধানের নামে শপথ নিয়ে তারা এই সমস্ত কাজ করেছেন। এখন সেটা চলবে না। আমাদের সরকার সংবিধানকে সম্মান দিবে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যা বললেন এটা দুঃখজনক, বিচারককে বিচারের আসন থেকে নীচে নামিয়ে দিলেন। সমালোচনা করা যাবে না ? বিচারকের আসনে বসে যা খুশী তাই করবেন ? সমালোচনা করা যাবে না ? একশোবার করা যাবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, ঐ ঘটনাটা তদন্তাধীন আছে। তারপরেও নানা রকম বক্তব্য রেখে হাউসের কাজ বিঘ্নিত করা হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে হত্যা করতে গেছে, বোমা ফেলেছে সেটার তদন্ত হবে না ?

শ্রী নকুল দাস (রাজনগর)—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশন স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বোমা বিস্ফোরণের যে ঘটনার কথা বলেছেন সেই ঘটনার স্থানটি হল আর. এম. এস. চৌমোহনী সেলা ১২-৩০ টায়। সেই সময়ে এ' জায়গাতে হাজার হাজার লোক চলাফেরা করে কিন্তু এই বোমা বিস্ফোরণে কোন পথচারী আহত হয় নাই ? অথচ আহত হতে পারতেন।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্য মন্ত্রী).—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে বিষয়টি বিচারাধীন, এটা সাব-জুডিস। এই ব্যাপারে আর কিছু বলতে পারব না।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—মাননীয় সদস্য কি আপনাকে জ্ঞান দেবেন ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):—স্যার, মাননীয় সদস্য যে পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান চেয়েছেন তার উত্তরে আমি বলছি, যেহেতু ঘটনাটি বিচারাধীন আছে সে জন্য কোন মন্তব্য করতে চাই না। কাজেই, এটা অপ্রাসঙ্গিক।

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, গত ৮. ৩. ৮৮ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয় বস্তুর উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয় বস্তু হলো :—গত ৫ ৩. ৮৮ ইং পুরান রাজবাড়ী থানা এলাকার রাজনগরে দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা সি. পি আই. (এম) পার্টি অফিস ভাংচুর, লুটপাট পার্টি অফিস সংলগ্ন হরিপদ রায়ের দোকান ও বাড়ী আক্রমন এবং তাণ্ডবে অজ্ঞান হয়ে শ্রীহরিপদ রায়ের ৮০ বছরের বৃদ্ধ মাতা মারা যাওয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—স্যার, গত ৫.৩.৮৮ইং পুরান রাজবাড়ী থানা এলাকার রাজনগরে দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা সি, পি, আই, (এম) পার্টি অফিস ভাংচুর, লুটপাট, পার্টি অফিস সংলগ্ন শ্রীহরিপদ রায়ের দোকান ও বাড়ী আক্রমন এবং তাণ্ডবে অজ্ঞান হয়ে শ্রীহরিপদ রায়ের ৮০ বৎসরের বৃদ্ধা মাতা মারা যাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।

গত ৫.৩.৮৮ তারিখ সন্ধ্যা প্রায় ৭টার সময় পুরান রাজবাড়ী থানাধীন রাজনগরে জনা পাঁচ ছয় জন সি, পি, আই, (এম) সমর্থক ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্বর্গীয় ইন্দিরাজীর মূর্ত্তি অংকিত একটি পাঁচ টাকার মুদ্রা পা দিয়ে মারায়। এই ঘটনায় এই দোকানে উপস্থিত কং(ই) সমর্থক শ্রীবাবুল দাস প্রতিবাদ জানায়। ইহাতে সি, পি, আই (এম) সমর্থকদের মধ্যে একজন শ্রীনারায়ন দেবনাথ তাহাকে মারধোর করে। সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সেখানে কং(ই) এবং সি, পি, আই, (এম) দুলের কিছু সংখ্যক সমর্থক জড়ো হয়। সি, পি, আই

(এম) সমর্থকগণ উত্তেজিত হয়ে কংগ্রেস (আই) পার্টি অফিসে জোর করে ঢুকে ভাঙচুর আরম্ভ করে এবং জিনিসপত্র তছনছ করে।

এই ঘটনায় শ্রীটুলু দেবনাথের এক্টি অভিযোগ পুরান রাজবাড়ী থানায় ঐদিনই রাত অনুমান ৯টায় সময় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭।১৪৮।৪৪৮।৩২৩।৪২৭।৫০০।৩৭৯ ধারায় ১(৩)৮৮ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করা হয়।

ঘটনার তদন্তকালে পুলিশ অভিযুক্ত শ্রীরথীন্দ্র দাস এবং (২) শ্রীশংকর দত্তকে গত ৬.৩.৮৮ তারিখে গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণ করে। ধৃত এই দুই ব্যক্তি সি, পি, আই, (এম) দলের সমর্থক। অন্যান্য অপরাধীগণ পলাতক আছে। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে।

শ্রীহরিপদ রায়ের মা বৃদ্ধা এবং অসুস্থ ছিলেন। তাঁহার বয়স ৮০ বৎসরের উপর। এই বৃদ্ধার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। এখানে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে গত ৬.৩.৮৮ তারিখ তাহার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। অথচ ঘটনাটি ঘটে গত ৫.৩.৮৮ তারিখ সন্ধ্যা প্রায় ৭টায় সময়। এই ঘটনার সাথে এই মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নাই। শ্রীহরিপদ রায়ের দোকানে এবং তাহার বাড়ীতে কোন আক্রমণ হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এই সম্পর্কে এবং তাহার মাতার মৃত্যুর সম্পর্কে শ্রীহরিপদ রায়, থানায় অথবা আদালতে কোন অভিযোগ দায়ের করেন নাই।

ঘটনার তদন্ত চলছে।

শ্রীমদন চৌধুরী (শ্রীরামপুর) :—এর আগে ও এই সভায় এটা বহুবার আলোচিত হয়েছে, বিশেষ করে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন, যারা বিরোধী তাদের এফ. আই, আর, যাতে করা না হয়। এখানে যে কথাটা বলা হয়েছে মুক্ত নিয়ে, এটা কোন ঘটনাই নয়। সেখানে ঐদিন পরিকল্পিত ভাবে সেখানকার টুলু দেবনাথ এবং অন্যান্য কংগ্রেস (আই) সমর্থক ২০।২৫ জনের একটি দল সি, পি, আই, (এম) পার্টি অফিস আক্রমণ করে, ভাঙচুর করে এবং অফিসের সমস্ত জিনিস-পত্র মিলিয়ে প্রায় আড়াই হাজার টাকার মত লুট পাট করে, চুরি করে। এই পার্টি অফিস বাড়ীর কাছে হচ্ছে শ্রীহরিপদ রায়ের বাড়ী। ঐ গুণ্ডারা হরিপদ রায়ের দোকান লুট করে, তার বাড়ীতে ঢুকে তার মেয়েকে মারধোর করে। এই সমস্ত ঘটনায় হরিপদ রায়ের বৃদ্ধা মাতা অজ্ঞান হয়ে যায়। অজ্ঞান অবস্থায়, পরদিন ঐ বৃদ্ধার মৃত্যু ঘটে। সেখানে হরিপদ রায় এবং মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ থেকে যিনি আমাদের পার্টির দয়িত্বে রয়েছেন সমীর ব্যানার্জী, সুস্পষ্ট ভাবে কেস দায়ের করে এফ, আই, আর, করেন। কিন্তু, আজকে এখানে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলছেন, কোন কেস্ করা হয়নি। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই, যাঁরা বিরোধী দল করেন, তাঁরা আক্রান্ত হচ্ছে, তাদের বাড়ী ঘর লুট করা হচ্ছে, তাণ্ডবে মানুষ খুন হয়ে যাচ্ছে, তাঁদের কোন রকম এফ, আই, আর, নেওয়া হবে না, এখানে সমস্ত ঘটনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হবে এই সমস্ত ঘটনাই চলবে কিনা ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যা বলছি তা হচ্ছে. শ্রীহরিপদ রায়ের দোকান এবং বাড়ীতে আক্রমণ করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি, এবং তাহার বৃদ্ধা মাতার অস্বাভাবিক মৃত্যু সম্পর্কেও কোন অভিযোগ থানায় অথবা আদালতে দায়ের করেননি আমি এই বলেছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বলবেন কি, কোন এফ, আই, আর, থানায় গিয়েছে কিনা সি, পি, আই, (এম) অফিস ভাঙচুর লুটপাট সম্পর্কে ? তাছাড়াও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, তিনি এখানে যে রিপোর্ট দিয়েছেন, রিপ্লাই দিয়েছেন কলিং এটেনশনের তাতে তিনি স্বীকার করেছেন পার্টি অফিস ভাঙচুর এই পরিপ্রেক্ষিতে কি ষ্টেপ তিনি নিয়েছেন ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলছি, আমার দলীয় অফিস ভাঙচুর হয়েছে, আর ঐ দিন সি, পি, আই, (এম) দলের পক্ষ থেকে—

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—বসে বসে আর একটি গল্প তৈরী করেছেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী :—স্যার, ওরা ঐ দিন একজন নারায়ণ দেবনাথ নামে এক ভদ্রলোক একটি চুরির কেস করেছেন। কেস নাম্বার হল ২(৩)৮৮ নং।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আরো আশ্চর্যজনক এই যে, শংকর দত্ত, রথীন্দ্র দাস, নারায়ন দেবনাথ বাদের নামে মামলা করার কথা এখানে বলা হচ্ছে, তারা কোর্ট থেকে জামিন পেয়েছে। আদালত থেকে তাদের বলে দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন থানায় হাজিরা দিতে হবে। তারা নিয়ম মাফিক হাজিরা দিতে গিয়েছিল। সেখানে তাদের গ্রেপ্তার করা হল। গুণ্ডারা পুলিশের সামনে থানার তাদের মারধোর করল ? সেখান থেকে তাদের বিলোনীয়া থানায় নিয়ে যায়। বিলোনীয়া থানায় এস, আই, শ্রীরবীন্দ্র দাস এবং শ্রীপ্রদীপ লস্কর যিনি শান্তির বাজারে ডেপুটেশনে ছিলেন, তখন তারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। থানার ভেতরে তাদের প্রচণ্ড মারধোর করা হয় এবং পরে তাদের আবার কোর্টে পাঠান হয়। এই সমস্ত ঘটনাকে চাপা দেওয়ার জন্য এখানে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী *আশ্রয় নিয়েছেন। আমি আবার মাননীয় স্পীকারের কাছে অনুরোধ করে বলছি, এখানকার মানুষের অধিকারগুলি যে ভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে, এফ, আই, আর, নেওয়া হচ্ছে না, তাদের বক্তব্য শুনা হচ্ছে না, একজনের বাড়ী আক্রমণ হল, খুন হয়ে গেল সেখানে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার, "মিথ্যা" কথাটি আন-পার্লামেন্টারী এটা অ্যাকসপাণ্ড করা হউক।

মিঃ স্পীকার :—দিস ওয়ার্ড ইজ অ্যাকসপাণ্ড।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— ঠিক আছে। অসত্য কথা বলছেন, অসত্য কাজ করছেন, অসত্যের আশ্রয় নিচ্ছেন। হ্যাঁ, সেখানে আমরা যারা বিরোধী আছি, যারা এই সভায় এসেছি, আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি। তাঁরা বাইরের আক্রান্ত হলেও তাঁদের এফ, আই, আর, নেওয়া হবে না থানাতে এই রকম কোন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিনা ? এবং দেওয়া হলে এই জিনিস ই চলবে কিনা ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :-- স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলছি, এখানে মাননীয় মহোদয় যে কথা বলেছেন, এই ঘটনা যখন ঘটেছিল তখন কারা শাসক ছিলেন ? আমরা তখনও আসি নি।

***Expunged as ordered by the Chair.

শ্রীবাদল চৌধুরী :-- আপনারাই এসেছিলেন। আমরা তখন ছিলাম না। মার্চ মাসে ঘটেছে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :-- ঘটনাটি উনি শুনেছেন কিনা সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :-- ঠিক আছে।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :-- এই দিন ১-৩-৮৮ নং মোকাদ্দমা দায়ের করা হয় ১৪৭।১৪৮ ৪৪৮।৩২৩।৪২৭।৫০০।৩৭৯ ধারায় মোকাদ্দমা দায়ের করার পরবর্ত্তী অধ্যায় ২-৩-৮৮ নং মোকাদ্দমা সি, পি, আই (এম) দলের পক্ষ থেকে নারায়ণ দেবনাথ দায়ের করেন। তাতে আনিল ফুল এসেম্বলী এবং ৩৭৯ দেওয়া হয়েছে এবং নারায়ন দেবনাথ সেটা পড়ে সেখানে সই করে এসেছেন। তারপর ওদের এই সমস্ত কথা বলার কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না।

CALLING ATTENTION

মি: স্পীকার :-- আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বারষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো —

"গত ৫ই ফেব্রুয়ারী উদয়পুরে বিশ্বজিৎ সাহা দুস্কৃতকারীদের দ্বারা আক্রান্ত ও নিহত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (স্বারষ্ট্র মন্ত্রী) :-- গত ৫-২-৮৮ ইং রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় রাধাকিশোর পুর থানাধীন সোনামুড়া গ্রামের শ্রী আবদুল গফুর মিঞা রাধাকিশোর পুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেন যে, ঐ দিন বিকাল ৫টা-৩০ মি: সময় সে যখন উদয়পুর হইতে তাহার বাড়ীতে যাইতেছিল, তখন শ্রী কেশব মজুমদারের বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায় সর্বশ্রী বরদা দাস, অর্জুন দাস, অমূল্য, কান্টু দাস তাহাকে বলে যে আবার আসিলে খুন করিব। তখন সে দক্ষিন দিকে চলিয়া যায়। কিছু দূর যাওয়ার পর সে শ্রী দলু মিঞা, শ্রী বাজাল মিঞাকে রাস্তায় দেখিতে পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রী বিশ্বজিৎ সাহা (বিশু) দক্ষিণ দিক হইতে মোটর সাইকেল করিয়া উত্তর দিকে যাইতেছে দেখিতে পায়। তখন শ্রীআবদুল গফুর মিঞা তাহাকে বলে, ঐ দিকে যাইও না। তোমাকে মারিতে পারে। অর্জুন তাহাকে ধমকাইয়াছে। তাহার কথা না শুনিয়া বিশু রওনা হয়। দলু চ মিঞা ও বাজাল মিঞা সহ সে তাহার পিছনে পিছনে আসে। শ্রী কেশব মজুমদারের বাড়ীর সামনে বিশ্বজিৎ (বিশু) আসিলে প্রথম শ্রীবরদা দাস দা দিয়ে কোপ দেয়। যখন বিশু মোটর সাইকেল হইতে পড়িয়া যায় তখন। সে দেখিতে পায়। অর্জুন ডেগার দিয়া বিশুর বুকে ঘাই দিতে থাকে। অমূ্ , কান্টু তাহারা লাঠি দিয়া মারিতে থাকে। বরুন শোভন মিঞা লাঠি নিয়া আসে। আরো ৭।৮ জন দাঁড়ান ছিল। মুখ দেখিয়ে চিনিল। শ্রী কেশব মজুমদার ও তাহার গার্ড শ্রী বিপ্লব চক্রবর্ত্তী দাঁড়ান ছিল। তাহাদিগকে বলিতে শুনি, একেবারে মাইরা ফেল,,। বাদী তাহারা চিৎকার দেয়, অমর সাগরে পূর্ব্ব দিকের লোকজন আসে। শান্তি, গোবিন্দ, বুদ্যা ও আরও কয়েকজন বিশুকে হাসপাতালে নিয়া যায়। বরদা, অর্জুন তাহারা সকলে শ্রী কেশব মজুমদারের বাড়ীতে ঢুকে। হাসপাতালে বিশু মারা যায়।

উক্ত অভিযোগ মূল্যে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩০২।৩৪।১০৯ ধারায় ৩(২)৮৮নং মোকাদ্দমা রাধাকিশোরপুর থানায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

এই মোকদ্দমা তদন্তকালে পুলিশ নিম্নলিখিত ১২ জনকে ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৫.২.৮৮ ইং তারিখে গ্রেপ্তার করেন এবং পরের দিন (৬-২-৮৮ ইং) তাহাদিগকে মাননীয় সি. জে. এম উদয়পুর আদালতে প্রেরন করেন। উক্ত ১২ জন ধৃত ব্যক্তি সকলেই এখনও জেল হাজতে আছে।

১) শ্রী শোভন মিঞা,
২) শ্রী অমূল্য দে,
৩) শ্রী সুখেন চন্দ্র দাস,
৪) শ্রী বিজয় কৃষ্ণ দেবনাথ.
৫) শ্রী গৌতম চৌধুরী,
৬) শ্রী নেপাল মজুমদার,
৭) শ্রী প্রদীপ পাল,
৮) শ্রী সুকুমার মালাকার,
৯) শ্রী দিলীপ দাস,
১০) শ্রী খোকন দাস,
১১) শ্রী বুদ্ধ দেবনাথ,
১২) শ্রী কবির হোসেন।

গত ৩৩-৮-৮ ইং তারিখ এজাহারে বর্নিত শ্রী কান্টু দাসকে আগরতলায় গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাকে ৪-৩-৮৮ ইং তারিখ আগরতলা আদালতে প্রেরন করা হয়। সে বর্ত্তমানে জেল হাজতে আছে। শ্রী কেশব মজুমদার হাইকোর্ট আগাম জামিনের জন্য আবেদন করিয়াছেন এবং মাননীয় হাইকোর্ট তাহার গ্রেপ্তারের উপর চূরান্ত শুনানী সাপেক্ষে তাহাকে গ্রেপ্তার না করার নির্দেশ দিয়াছেন।

বর্ত্তমানে উক্ত মোকাদ্দমা সি. আই. ডির তদন্তাধীন আছে।

উল্লেখ থাকে যে মৃত বিশ্বজিৎ সাহা কং (আই) দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন এবং বিবাদীগন সি. পি. আই (এম) পার্টির সক্রিয় কর্মী ও সমর্থক।

শ্রী অমল মল্লিক :-- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, ঘটনার দিন বিকাল বেলায় বিশু সাহা উদয়পুর সোনামুড়া অঞ্চলে তার নিজস্ব মোটর সাইকেলে করে যাচ্ছিল তখনই মাননীয় বিধায়ক কেশব মজুমদার বাড়ীতে বসে শলাপরামর্শ হচ্ছিল, সেই শলাপরামর্শের মধ্যে পংকজ সাহা, বরুন সাহা, জয়পাল সাহা, দিনেশ সাহা, রাহুল হোসেন তারা চক্রান্ত করে বিশু সাহা যখন ফিরছিল তখন পরিকল্পিত ভাবে তাকে হত্যা করে। এই হত্যা কাণ্ডে মাননীয় বিধায়কের-দেহরক্ষী বিপ্লব চক্রবর্ত্তী জড়িত আছে। এই তথ্যটা তদন্ত করে দেখা হবে কিনা ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :- মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার এবং তাঁর দেহরক্ষী বিপ্লব চক্রবর্ত্তী সম্পর্কে আমরা অভিযোগ পেয়েছি। কিন্তু যেহেতু তদন্ত চলছে সেই জন্য আমি বিস্তারিত কোন কিছু বলতে চাই না।

শ্রী বাদল চৌধুরী :-- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, বিশ্বজিৎ সাহা, যিনি খুন হলেন, তাঁর সঙ্গে রতন চক্রবর্ত্তী বলে আরও একজন যুবক ছিলেন। তারা দুই জনে মদমত্ত অবস্থায় আসছিলেন এবং তাদের জামার নীচে কীরিচ ছিল। তারা ঐ দিন কিসারী অফিসের সামনে কি একটা বিষয় নিয়ে আক্রমন করেন এবং তারা সোনামুড়া পঞ্চায়েতেও যান এবং সেখানে ঘোরাফেরাও করেন। সেখানে রনজিৎ দাসের বাড়ীতে গিয়ে তাকে খুঁজে না পেয়ে তাকে খুন করার হুমকি দিয়ে আসেন এবং শিক্ষক বরুন বনিক ও সোবান মিঞাকে আক্রমণ করেন। বরুন

বনিকের গলা কেটে যায় কীরিচের আঘাতে। বরুন বনিকের বোন ঝাপিয়ে পড়ে কোন রকমে তাকে রক্ষা করেন। বরুণ বনিক ও সাবান মিঞা সেখানে পালিয়ে গিয়ে আত্ম রক্ষা করেন। তারপর তারা সেখানে থেকে খিলপাড়া গ্রামে যান নিজেদের মোটর সাইকেলে করেই এবং সেখানে রমেশ হাইস্কুলের শিক্ষক, যিনি ক্যানসার রোগীও, সেই দীপেন দালালের বাড়ীতে যান তার ছেলেকে খুন করার জন্য। কিন্তু গ্রামবাসীরা সবাই এগিয়ে আসেন এবং কোন ভাবে দীপক দালালের ছেলেকে রক্ষা করেন। এই বিশ্বজিৎ সাহা যখন এই ধরনের গোলমাল করে আসছিলেন তখন খুব দ্রুত মোটর সাইকেল চালিয়ে আসছিলেন এবং কেশব মজুমদার মহোদয়ের বাড়ীর সামনে যখন আসেন তখন ইলেক্ট্রিক পোষ্টের সঙ্গে মোটর সাইকেলের ধাক্কা লাগে এবং এর ধাক্কা বিশ্বজিৎ সাহা মারাত্মক ভাবে আহত হন। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ? আমি আরও বলতে চাই যে বিশ্বজিৎ সাহা, নির্বাচনের কয়েক দিন আগে মাননীয় সদস্য মহোদয়দেরও নিশ্চয়ই জানা আছে যে, গোকুলপুরে ইন্দ্রজিৎ দাস নামে ১১ বছরের ছেলেকে খুন করা হয় তার বাড়ীতেই এবং তার বাবাও মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে জি, বি, হাসপাতালে নিহত হন। এই বিশ্বজিৎ সাহার নেতৃত্বেই ইন্দ্রজিৎ দাসকে খুন করা হয়। স্যার, এটাও তদন্ত করে দেখা হবে কিনা, এই ড: আবদুল গফুর মিঞা যিনি এফ, আই, আর, করেন, তার বাড়ী ঘটনা, স্থল থেকে অনেক দূরে। আশেপাশের কোনমানুষ ঐ ভদ্রলোককে সেদিন সেখানে দেখেন নি, অথচ তিনি এফ, আই, আর করলেন ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মি: স্পীকার স্যার, এটা অত্যন্ত দু:খের ব্যাপার যে, পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশানের নাম করে এখানে বক্তৃতা করা হচ্ছে এবং আমরাও এটা এলাউ করছি। আমি জানিনা কোন আইনে এগুলি হচ্ছে। যাই হোক, বিশু সাহা মোকদ্দমা সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি যে, এটা তদন্তাধীন আছে। আর বিশু সাহার ঘটনা সম্পর্কে যে ধরনের বক্তব্য এখানে রেখেছেন সেগুলি মোকদ্দমার বিচার যখন হবে যখন যেন উনারা আনেন। এখানে বলে কিছু হবে না কারণ, পুলিশ রিপোর্ট এটা বলে না যে, বিশু সাহা থাম পোষ্টে আঘাত লেগে পড়ে মারা যায়। আর, ইন্দ্রজিৎ দাস সম্পর্কে যে গরম উনি বলেছেন, সে সম্পর্কে আলাদা কলিং এটেনশন আনলে আমি জবাব দিতে পারব। এ সম্পর্কে আমার কাছে এখন কোন তথ্য নাই।

শ্রীঅমল মল্লিক :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এই তথ্য জানেন কিনা যে ৫ তারিখে বিশু সাহাকে মারতে গিয়ে খুন করার সময় যে দা এবং লাঠি ব্যবহার করা হয়েছিল সেই দা এবং লাঠি ৬ তারিখ উদয়পুর সি, পি, এমের পার্টি অফিস তল্লাসি করতে গিয়ে পুলিশ যে সিজার লিষ্ট করেছে সেই সিজার লিষ্টে দা, লোহার রড এবং যে কিরিচ পাওয়া গেছে সেই জিনিসগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল এটা তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি মোকদ্দমা তদন্তাধীন আছে। কাজেই এই ব্যাপারে বেশী কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলনে। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ৭ই ফেব্রুয়ারী আনুমানিক সকাল সাড়ে দশটার সময় ৩২—রাধাকিশোরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের আর, এস, পির নব-নির্বাচিত বিধায়ক শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহার বাড়ীতে একদল কংগ্রেস সমর্থিত দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা বোমা, পটকা, রামদা প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আক্রমণ ও ভাঙ্গচুর করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা সম্পর্কে'।"

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ইং মাননীয় বিধায়ক শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহার বাড়ীতে কোন আক্রমন ঘটেছে বলে কেহই রাধাকিশোরপুর থানায় কোন অভিযোগ দায়ের করেন নাই বা এই মর্মে আদালতেও শ্রীসাহা অথবা পার্টির পক্ষে কোন কেইস কেহ করেন নাই। এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করে। মাননীয় বিধায়কের ভাইয়ের ছেলে শ্রীদীপক সাহা গত ৩রা মার্চ্চ স্থানীয় তদন্তের সময় পুলিশকে জানান যে, গত ২৭, ২, ৮৮ তারিখ সকাল ১০টা ৪৫মি: সময় তাহারা ঘরের ভিতরে পরিবারের সবাই মিলিয়া টি, ভি দেখিতেছিলেন। সেই সময় বাড়ীর ১টা গেইটের দরজায় আঘাতের শব্দ শুনিতে পান। তিনি দরজা খুলিয়া দেখেন বাড়ীতে ঢোকার প্রবেশ পথে রাখা একটি স্কুটার (টি. আর, এম ২৭১২) পড়িয়া গেলে দরজাটি সামান্য ক্ষতিসাধন হইয়াছে। তিনি ঐ সময়ে দেখেন ৪/৫ জন অজ্ঞাতনামা যুবক তাহাদের বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়া যাইতেছে, তাহাদের দেখিয়া তিনি দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে চলিয়া যান। পরে বাড়ীর বাইরে কোথাও ২টি শব্দ শুনিতে পান। অবশ্য এই শব্দে কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই। যদিও কেহ কোন অভিযোগ করেন নাই তথাপি এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশ পাওয়ার পর পুলিশ তাহাদের নিজের উদ্যোগে তদন্ত আরম্ভ করেন। বর্তমানে তাহা তদন্তাধীন আছে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস:—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এটা জানেন কিনা এবং জানাবেন কিনা যে এই সরকার আসার পর প্রতিহিংসা চরিতার্থে করার জন্য যিনি রাধাকিশোরপুর থেকে নির্বাচিত হয়েছে চিত্তরঞ্জন সাহা তাকে মারার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস (ই) র দুষ্কৃতকারীরা উত্তম মজুমদারের নেতৃত্বে সেখানে খোকন শীল, পরিচয় দাস এবং শহরের আরও সমাজ—বিরোধী যারা কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল কংগ্রেস প্রার্থী রঞ্জিত সিংহের পক্ষে সেখানে কাজ করেছিল তারা এই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য এই আক্রমন সংঘটিত করেছিল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কিনা ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাস্ট্রমন্ত্রী) : মি: স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি বিধায়কের ভাইয়ের ছেলে দীপক বাবু এই ধরনের থানায় লিপিবদ্ধ করে দিয়ে এসেছেন ঐ দিন কোন ঘটনা ঘটেনি এবং আদালতে কোন মোকদ্দমা চিত্ত বাবুর পক্ষ থেকে বা তাঁর পার্টির পক্ষ থেকে থানাতেও দাখিল করা হয়নি কাজেই এই ধরনের পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশনের কোন অর্থ আছে বলে আমি মনে করি না।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস:—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় মন্ত্রী জওহর সাহাকে জিজ্ঞাসা করবেন কি, উনি নিজে পর্য্যন্ত সেখানে গিয়েছিলেন এবং দেখে এসেছেন সেখানে সমস্ত বোমার স্প্রিণ্টার এবং অন্যান্য টুকরো এইগুলি তিনি গিয়ে দেখে এসেছেন সেটা জানাবেন কিনা যে অসত্য কথা এখানে পরিবেশন করছেন ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী):—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিধায়কের ভাইয়ের ছেলে শ্রীদীপক সাহা যা বলেছেন তাই আমি হাউসে জানালাম।

শ্রীঅমল মল্লিক :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, বিগত নির্ব্বাচনে বিধানসভা কেন্দ্রের সি, পি, এম, প্রার্থী মাধব সাহাকে রাধাকিশোর পুরের আর, এস. পি প্রার্থী পরিকল্পিতভাবে হারিয়ে দিয়েছেন এমন একটা প্রচার হয়েছিল এই তথ্য জানাবেন কি ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :—(স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) মি: স্পীকার স্যার, এটা আলাদা ব্যাপার, ওটা এটার সঙ্গে জড়িত নয়।

মি: স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ৫.২.৮৮ইং ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মা:) উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির অফিস গৃহ প্রথমমত কতিপয় সমাজ-বিরোধী দ্বারা ভাঙচুর, লুটপাট ও পরে পুলিশ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে অফিস সীল করা সম্পর্কে"।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী):—গত ৫.২.৮৮ইং রাত্রি ১০টা ৩০ মিঃ সময় রাধাকিশোর পুর থানার পুলিশ খবর পায় শ্রীমাধব সাহা, শ্রীদীনেশ দেবনাথ, শ্রীরাহুল মিঞা, শ্রীসমীর সরকার এবং আরও কয়েকজন ঐ দিন অপরাহ্ন অনুমান তিন ঘটিকায় সময় বোমা, লাঠি, রামদা ইত্যাদি নিয়া তাহাদের উদয়পুরস্থ সি পি-আই (এম) পার্টি অফিসে প্রবেশ করিয়াছে। পুলিশ আরও সংবাদ পায় যে উপরিউক্ত ব্যক্তিগণ উদয়পুর টাউনে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধাবার চক্রান্ত করিতেছে। এই সংবাদ থানায় নথিভুক্ত করিয়া সংবাদ সূত্র ধরে পুলিশ গত ৬।২।৮৮ইং রাত্রি ২ ঘটিকার সময় উদয়পুর সি-পি-আই (এম) অফিসে তল্লাসীর জন্য যায়। সি.পি.আই (এম) পার্টি অফিসের বাড়ীর মালিক শ্রীসন্তোষ সাহা এবং পার্টি অফিসের নিকটবর্ত্তী দোকানের কর্মচারী শ্রীঅমৃতলাল সাহাকে নিয়া পুলিশ পার্টি অফিসে ঢুকে এবং তাহাদের মোকাবেলায় প্রাপ্ত জিনিসের সিজার লিষ্ট প্রস্তাবক্রমে হেপাজতে নেয়। এই মালগুলি একটা ট্রাকে ও ট্রাকের বাহিরে ছিল। তাল্লাসীকালে জানা যায় ঐ ট্রাকের মালিক ত্রিপুরা ১নং সশস্ত্র পুলিশ ব্যাটালিয়ানের কনেষ্টবল শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মার। শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা গত বিধানসভা নির্বাচনে বাগমা কেন্দ্রের সি-পি-আই (এম) প্রার্থী শ্রীগুণপদ জমাতিয়ার দেহরক্ষী ছিলেন। এই ট্রাকের মধ্যে অন্যান্য জিনিষের মধ্যে ১১টি ৩০৩ রাইফেলের তাজা কার্তুজ, ৩টি এম টি কেইচ, ১টি ফায়ার বুলেট ও পুলিশের পোশাক ও অন্যান্য জিনিষ ছিল।

সি.পি.আই (এম) পার্টি অফিস আক্রমণ ও ভাঙনের ব্যাপারে অদ্যবধি কেহ পুলিশের নিকট কোন অভিযোগ দায়ের করেন নাই বা আদালতে কোন কেইস করে নাই।

পুলিশ উদয়পুরে সি.পি. আই (এম)এর পার্টি অফিস সীল করে নাই। পুলিশের তল্লাশীর পর বাড়ীর মালিক্ পার্টি অফিসে তালা লাগাইয়া দেন। পরবর্ত্তীকালে পার্টি অফিসের লোক আসিলে তালা খুলিয়া দেন এবং বর্তমানে উদয়পুর সি.পি.আই (এম) পার্টি অফিস যথারীতি কাজ করিতেছে।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশন স্যার, এই কাহিনী একটু আগে আমরা আবার শুনেছি, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জানেন কিনা যে, সি.পি.এম অফিস ভাঙচুর করার আমার যে ক্লারিফিকেশ্যান ছিল বা আমার যে কলিং এটেনশন ছিল তায় তো উত্তর পাইনি বরঞ্চ সে সাজানো গল্পটি এখানে বলেছেন যে সি.পি.এমের অফিসে রামদা, বোমা পটকা এই সব নিয়ে গেছে স্যার, এটা তল্লাসির সময় একটা বোমাও পাওয়া গেল না এগুলি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আগে জমা ছিল যারা কেইসটা এখানে রেফারেন্স দিয়েছে যে মাধব সাহা, দীনেশ সাহা, তাদের উঠতে দেখেছে এটাই হচ্ছে আদিত্য নাগের বানানো কাহিনী যেটা থানায় দায়ের করা হয়েছিল, গত পরশু দিন মাননীয় আদালত সম্পূর্ণ অসত্য মামলা বলে তাকে খারিজ করে দিয়েছেন, এটা মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা ? সুতরাং এমন কল্পিত কাহিনী বিধানসভায় পরিবেশন করে হাউসকে বিভ্রান্ত করার কোন অর্থ হয় না, রাত্রি ৯টার সময় পার্টি অফিসকে ভাঙচুর করা হলো।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করছি আপনি ক্ল্যারিফিকেশান কোন্‌টা চান ?

শ্রীকেশব মজুমদার :—এই জিনিসটা পরিকল্পিতভাবে বিধানসভায় পরিবেশন করে হাউসকে বিভ্রান্ত করার কোন অর্থ হয়না। রাত্রি ৯টার সময় অফিস ভাঙ্গচুর করা হয়েছে। পার্লামেন্টারী পার্টি যখন দেখতে গেছেন তখন দোকানের মালিক শংকর সাহা বলেছেন, রাত্রি ৯টায় সময় একদল কংগ্রেস (আই) গুণ্ডা এসে প্রথমে তার দোকান ভাঙ্গতে শুরু করেন, যেহেতু তার দোকানের মধ্য দিয়ে রাস্তা। সুতরাং তারপর দোকানের দরজা খুলে দেন। সেখান দিয়ে ঢুকে তারা পার্টি অফিসে ঢুকে ভাঙ্গচুর করে। চাবিটা দোকানের মালিকের কাছে ছিলনা, পুলিশের কাছ থেকে আনা হয়েছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়-এর জানা আছে কিনা ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) — মাননীয় স্পীকার স্যার, সি, পি; আই, (এম) পার্টি অফিস আক্রমন এবং ভাঙ্গচুরের ব্যাপারে আজ পর্যন্ত সি, পি, এম, পার্টি অফিসের তরফ থেকে এই বিধানসভায় কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ আনা ছাড়া সারা রাজ্যে কিংবা কোন আদালতে কোন মোকাদ্দমা দায়ের করা হয় নাই। কাজেই ইনফরমেশন আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব না।

শ্রীকেশব মজুমদার :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, আমি নিজে বিং সেক্রেটারী অফ ডিভিশন্যাল কমিটি অফ, সি পি, এম, আমি এফ, আই, আর দায়ের করেছি। আমার নিজের হাতের লেখা। এটা কি হল ? গায়েব হল কি করে ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) — স্যার, একজন বিধায়কের এ টুকু কাণ্ডজ্ঞান থাকা উচিত এফ, আই, আর লিখলে পরে থানা কর্তৃপক্ষ সংগে সংগে এফ, আই, আর-এর একটা কপি দেয়।

এইটা দেওয়া হয়নি। তিনি এখানে অসত্য তথ্য পরিবেশন করছেন। কোন এফ, আই, আর, থানায় দেওয়া হয়নি।

শ্রীকেশব মজুমদার :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রীরও কাণ্ডজ্ঞান থাকা উচিত যে থানায় নিয়ম আছে যে শুধু লিখিত না মুখেও খবর দিলে ইট ইজ দি ডিউটি অফ দি পি, এস, টু রেকর্ড ইট অ্যাজ পার ইনফরমেশান রিপোর্ট। এইটা কি শেখা উচিত? বিধানসভায় দাঁড়িয়ে একজন আইনমন্ত্রী হিসাবে এইসব কথা ত বলা উচিত না। উনি বলেছেন যে, কাণ্ডজ্ঞান নেই, উনার কাণ্ডজ্ঞান থাকা উচিত। থানা কিভাবে চলে, এফ, আই আর, সম্পর্কে ল, সম্পর্কে, আইন সম্পর্ক সাধারন যে জ্ঞান থানায় শুধু ইনফরমেশন দিলে সেটা রেকর্ড করা উচিত।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—স্যার, একটা খুনের আসামী এইভাবে দাঁড়িয়ে আইনের কদর্থ করবে তার প্রত্যেকটা পয়েন্ট অফ ক্যারিফিকেশন আমার উত্তর দিতে হবে, এইটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

(গণ্ডগোল)

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, একজন বিধায়কের বিরুদ্ধে যতক্ষন পর্যান্ত মামলা নিষ্পত্তি না হচ্ছে, ততক্ষন পর্যান্ত, যেহেতু সে আসামী, তার জন্য তিনি ইঙ্গিত করতে পারেন না, এইটা তার উচিত না। যতক্ষন পর্যান্ত তিনি এখানে আছেন বিধানসভার সমস্ত অধিকার তার আছে অন্যান্য সদস্যদের মত। সুতরাং মাননীয় মন্ত্রীর এই মন্তব্য প্রত্যাহার করে নিতে হবে। আপনি এইসব কথা এখানে বলতে পারেন না।

(গণ্ডগোল)

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে বলতে দিন। মাননীয় স্পীকার স্যার, শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া যে কলিং অ্যাটেনশন এনেছিলেন সেই কলিং অ্যাটেনশন মাননীয় স্পীকার মহোদয়, যখন আমরা তার রিপ্লাই আনি তাতে পরিষ্কার লেখা আছে গত ৩.৩.৮৮ ইং তারিখে এজাহারে বর্নিত কান্টু দাসকে আগরতলায় গ্রেপ্তার করা হয়। যাহোক ৪.৩.৮৮ তারিখে আগরতলা আদালতে প্রেরন করা হয়। সে বর্ত্তমানে জেল হাজতে আছে। শ্রী কেশব মজুমদার হাইকোর্টে আগাম জামিনের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন এবং মাননীয় হাইকোর্ট তার গ্রেপ্তারের উপর শুনানির সাপেক্ষে তাকে গ্রেপ্তার না করার নির্দেশ দিয়েছেন। আসামী হিসাবে উনি হাইকোর্টে গেছেন। এবং সেখান থেকে উনি জামিনে এসেছেন। কাজেই আমি একজন আসামীকে আসামীই বলব।

মি: স্পীকার :— পয়েন্ট অফ অর্ডার ইজ ডিজ অ্যালাউড।

পয়েন্ট অফ অর্ডার ডিস অ্যালাউড হওয়াতে বিরোধী দলের সদস্যরা ও ওয়াক্‌আউট করেন

মি, স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী গৌরীশংকর রিয়াং। নোটিশ টির বিষয়বস্তু হল :— "গত ২৫শে জানুয়ারী ১৯৮৮ ইং বিলোনীয়া মহকুমাস্থিত কালাছড়ায় মহেন্দ্র দাস সহ ঐ একই পরিবারের ৫ (পাঁচ) জনের নৃশংসভাবে খুন হওয়া সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন এই নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৮৮ ইং তারিখ রাত আনুমানিক ১২টার সময় একদল অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতিকারী দেশী বন্দুক ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিলোনীয়া থানাধীন কালাছড়া গ্রামের শ্রী মহেন্দ্র দাসের বাড়ী আক্রমণ করে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ৪ জনকে ঘটনাস্থলেই হত্যা করে এবং দুইজনকে আহত করে। আহতদের মধ্যে শ্রী রনজিৎ দাস পরে মারা যায়।

নিহত ব্যক্তিদের নাম :— ১। শ্রী মহেন্দ্র দাস। ২। শ্রী সজীব দাস। শ্রী স্বপন দাস। ৪। শ্রীমতি সিন্ধু রানী দাস। ৫। শ্রী রনজিৎ দাস।

আহত ব্যক্তির নাম :—শ্রীমতি অনিমা দাস।

নিহত ও আহত ব্যক্তি সবাই একই পরিবারের।

উক্ত ঘটনাটি কালাছড়া গ্রামের শ্রী সুখেন দাসের অভিযোগমূলে বিলোনীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৪৪৮।৩০২ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫(১)(ক) ধারায় ১০(১) ৮৮নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্তকার্য্য শুরু করে। তদন্তে প্রকাশ দুষ্কৃতকারীরা ঘটনার সময়ে আগ্নেয়াস্ত্র থেকে তিন রাউণ্ড গুলি ছুড়েছিল।

তদন্তকালে পুলিশ বিলোনীয়া থানাধীন কালাছড়া গ্রামের শ্রীকাংল্যা রিয়াংকে গত ২৮-১-৮৮ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে ২৮-১-৮৮ইং তারিখ মাননীয় আদালতে প্রেরণ করে। ধৃত ব্যক্তি বর্তমানে জেল হাজতে আছে। এই ঘটনায় জড়িত অন্যান্য আসামীগণ পলাতক। তাদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ চেষ্টা চালাচ্ছে। ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

মিঃ স্পীকারঃ—আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের মাননীয় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল:—সম্প্রতি ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক ডেইলী দেশের কথা পত্রিকা ও গণশক্তি পত্রিকা সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য কেনা বন্ধ করা ও ডেইলী দেশের কথা, পত্রিকায় সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া সম্পর্কে।,, আমি এখন মাননীয় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি এই বিষয়ে বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন :— (তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্য্যটন মন্ত্রী :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় বিধায়ক শ্রী নকুল দাস,, রাজ্যের বর্তমান সরকার ত্রিপুরায় [illegible] ডেইলী দেশের ,, কথা ও 'গণশক্তি' পত্রিকা কেনা বন্ধ করা সম্পর্কে,, [illegible] দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব এনেছেন। এই প্রস্তাবের পরিপেক্ষিতে আমি বলতে চাই যে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে সরকারী অর্থে রাজনৈতিক দলের কোন মুখপাত্র কিনে তা জনগণের মধ্যে বিতরন করবেন না, রাজনৈতিক দল তার দলের মতবাদ তার সমর্থকদের মধ্যে প্রচার করবে সেই দলের অর্থ ব্যয় করে। তাতে সরকার বাধা দেবেন না। কিন্তু জনগণের অর্থে কোন রাজনৈতিক দলের মতবাদ প্রচার করার জন্য সরকার কোন মতেই উৎসাহ দেবেন না। তাই সরকার এক আদেশমূলে সকল প্রকার দলীয় মুখপত্র যেমন 'ডেইলী দেশের' কথা ও 'গণশক্তি' পত্রিকা তথ্য, উপাধ্যক্ষ ও পাঠকদের জন্য কেনা বন্ধ করে দিয়েছেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে সরকার তথ্য, ও উপতথ্য কেন্দ্রে এবং পাঠচক্রে দৈনিক সংবাদ, ত্রিপুরা দর্পন, স্যন্দন, জাগরণ, মানুষ গণদূত, গণসংবাদ পত্রিকা সরবরাহ করেছেন। জনগণ এই সমস্তপত্রিকার মাধ্যমে রাজ্যের সকল প্রকার সংবাদ পাবেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে দলীয় মুখপত্র না হওয়া সত্বেও পূর্বতন সরকার রাজ্যের বহুল প্রচারিত সংবাদ পত্র 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকা উপ তথ্য কেন্দ্রের জন্য বিগত ১০ই জানুয়ারী ১৯৮৭ ইং হতে কেনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। 'দৈনিক সংবাদ' সংবাদপত্রটি বিভ্রান্তিকর ও অসত্য সংবাদ প্রচার করে, এই অজুহাতে দৈনিক সংবাদ পত্রিকা কেনা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। বস্তুত: পক্ষে 'দৈনিক সংবাদ' বিগত সরকারের অপশাসনের কঠোর সমালোচনা করত। দৈনিক সংবাদের এই তীব্র ও বলিষ্ঠ সমালোচনায় বিব্রত হয়েই বিগত সরকার এই পত্রিকা কেনা বন্ধ করেছিলেন।

হাইকোর্টে বিচারাধীন বিষয়ের প্রতি মাননীয় স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। মি: স্পীকার স্যার, "ত্রিপুরা সরকারকে হাইকোর্টের ,, শোকজ "এই শিরোনামায় ২৬ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ ইং তারিখে যুগান্তর পত্রিকার ৭ নং পৃষ্ঠায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে গণশক্তি পত্রিকার সম্পাদক শ্রী অনিল বিশ্বাসের আবেদন সাড়া দিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রী অজিত কুমার সেনগুপ্ত ত্রিপুরা সরকারকে কিসের ভিত্তিতে ঐ রাজ্যের বিভিন্ন তথ্য দপ্তরে গ্রন্থাগারে ও ভি আই পিদের বাড়ীতে সি পি এম-এর দৈনিক মুখপত্র 'গণশক্তি, পত্রিকা দেয়া বন্ধ করার নির্দেশজারী করেছেন তার কারণ দশাতে বলেছেন। পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী মামলার পরবর্তী দিন স্থির হয়েছে ১৭ই মার্চ, ৮৮ ইং। এই অবস্থায় বিষয়টি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারাধীন। আমি মাননীয় স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, বিচারাধীন বিষয়টি নিয়ে এই সভায় কোন বিবৃতি দেয়া সমীচীন হবে কি না তা আগে বিবেচনা করে দেখা উচিত।

শ্রী নকুল দাস :—পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, একটা পত্রিকা সরকার কিনবে কি কিনবে না তার ভিত্তিটা কি, কোন একটা পত্রিকা কোন পার্টির মুখপত্র কি অমুখপত্র এইটা তার একমাত্র মানদণ্ড হতে পারে না, এই পত্রিকাটা কোন কোন খবর সরবরাহ করছে, সেটা দেশের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে সহায়ক কি না ১ নম্বর। দ্বিতীয়ত খেলাধুলা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি খবর আছে কি না। সমস্ত খবর যদি সেই পত্রিকাতে সরবরাহ করে এবং সেই পত্রিকা যদি আজকে দেশের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে সহায়কভাবে কাজ করে তাহলে সেই পত্রিকাকে বিজ্ঞাপন না দেওয়া বা সেই পত্রিকা না কেনার সরকারী সিদ্ধান্ত কিভাবে হতে পারে ? এইটা কি শুধু ত্রিপুরা সরকারের নিয়ম না গভর্ণমেন্ট অফ্ ইণ্ডিয়ারও কিছু নিয়ম কানুন আছে, এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দয়া করে জানাবেন কি ?

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী) :—মি: স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, যে কোন পার্টির অরগান আমরা কিনব না এখন থেকে।

[বিরোধী সদস্যদের সভা কক্ষে প্রবেশ ও আসন গ্রহন]

শ্রী নকুল দাস :—স্যার, চিনিকক পত্রিকাটির মধ্যে লেখা আছে উপজাতি যুব সমিতির মুখপত্র ডেইলী দেশের কথার মধ্যে এই কথা লেখা নাই, যদিও এইটা সি পি আই (এম)-এর পক্ষে প্রকাশ করা হয়। এখানে লেখা নাই যে এইটা পার্টি'র মুখপত্র এবং বিজ্ঞান, খেলাধুলা ও অন্যান্য বিষয়গুলির যে আলোচনাগুলি থাকে সেগুলি নিশ্চয়ই পার্টি'র মুখপত্র না। এইটার মধ্যে লেখা নাই যে এইটা পার্টি'র মুখপত্র, যদিও পার্টি থেকে এইটা বের করা হচ্ছে। সুতরাং মাননীয় মন্ত্রী কিভাবে ঠিক করলেন যে এইটা পার্টি'র মুখপত্র এইটা তিনি জানাবেন কিনা এবং চিনিকক-এর মধ্যে যদি বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় যেটা বাংলায় প্রকাশ হচ্ছে সেই সংখ্যালঘুদের ভাষায় প্রকাশ হচ্ছে না, সেখানে যদি একটা পার্টি'র মুখপত্রের মধ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, তাহলে এইটার মধ্যে কেন বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে না এবং পত্রিকা কেনা যাবে না, এইটা কোন নিয়ম বা আইন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বললেন, এটা দয়াকরে জানাবেন কি ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী) :—স্যার, আমি যতটুকু জানি 'চিনি কক' পত্রিকা পার্টি'র পত্রিকা নয়। এখন, 'চিনি কক' পত্রিকা যে পার্টি'র পত্রিকা নয় সেটা আমাকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে, এই চিঠি আমার কাছে, যদি আজকে মাননীয় বিরোধী দল থেকে কেউ দেখাতে পারেন যে 'চিনিকক' পত্রিকা বর্তমানে পার্টি'র পত্রিকা তাহলে আমি আমার বক্তব্য তুলে নেব। আমাদের পরিষ্কার সিদ্ধান্ত যে কোন পার্টি'র পত্রিকাকে আমরা কিনব না এবং কোন এডভারটাইজমেণ্ট দেব না।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—স্যার, এখানে পার্টি'র পত্রিকা রাখা হবে না এবং কোন বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে না যে মাননীয় মন্ত্রী বললেন, তা এই ব্যপারে ওনাদের কেন্দ্রীয় সরকারের যে নীতি আছে সেই নীতির সঙ্গে এই নীতির কোন যোগাযোগ আছে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী :—স্যার, আমরা যে নীতি ঠিক করেছি এবং এখানে প্রেস এডভাইসারী বোর্ড আছে সেই বোর্ড সেটা দেখবেন। তাছাড়া গৌহাটি হাই কোর্টের রায় মোতাবেক আমরা আমাদের নীতি নির্ধারন করে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে এডভারটাইজমেণ্ট দেওয়ার জন্য বলে দিয়েছি। মাননীয় গোহাটি হাই কোর্টের রায়ের মোতাবেক।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—স্যার, সরকারের যে বিজ্ঞাপন নীতি আছে ওনাদের দল থেকে পরিচালিত সেটা এখানে মানা হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী) :—মি: স্পীকার স্যার, আমরা গৌহাটি হাই কোর্টের রায় মোতাবেক আমরা নীতি নির্ধারন করব।

শ্রী অনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী বলবেন কি যে গোহাটি হাই কোর্ট বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষেত্রে আগে কি বলেছেন।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী :—আমাদের সরকার পরিষ্কার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোন পত্রিকা দলীয় কোন মুখপত্র আমরা কিনব না এবং এডভারটাইজমেণ্ট দেবে না। তার বিরুদ্ধে যদি কারও কিছু বলার থাকে তাহলে উপযুক্ত ফোরামে তারা গিয়ে সেটা বলতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :—আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—"গত ৫ই ফেব্রুয়ারী একদল দুর্বৃত্ত কর্তৃক দঃ ত্রিপুরার জেলা সদর উদয়পুর আর এস পি অফিসে হামলা, লুটপাট, ভাঙচুর, গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ও ফাইলে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়া সম্পর্কে"। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিষয়ে বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী):—মিঃ স্পীকার স্যার, শ্রী পান্না লাল ঘোষ, দক্ষিণ জেলা আর এস পি কমিটির সেক্রেটারী, উদয়পুর গত ২৪.২.৮৮ তারিখ বেলা ১টা ১৫ মিঃ এর সময় রাধাকিশোরপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন যে, গত ৫।২।৮৮ ইং সন্ধ্যা অনুমান ৭টার সময় কতিপয় অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারী উদয়পুর আর এস পি অফিসের দরজার তালা ভেঙে অফিস গৃহে প্রবেশ করে আলমারী, সাইকেল, ইত্যাদি ভাঙচুর করে এবং নগদ ৫৭৫ টাকা (পাঁচ শত প'চাত্তর টাকা) সহ অন্যান্য জিনিষ-পত্র নিয়ে যায়।

উক্ত অভিযোগ রাধাকিশোরপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮, ১৪৯, ৪৫৭, ৪২৭, ৩৭৯ ধারায় ২০(২)৮৮ নং মোকদ্দমায় নথীভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করে।

তদন্তে প্রকৃত দুষ্কৃতকারীদের নাম প্রকাশ না পাওয়ায় পুলিশের পক্ষে অদ্যাবধি কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। ঐ অফিসে অগ্নি সংযোগের কোন প্রমান পাওয়া যায় নাই। ঘটনাটি গত ৫-২-৮৮ ইং তারিখ ঘটেছে বলে অভিযোগ। অথচ থানায় এজাহার দেওয়া হয় ২০ দিন পরে। এতে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এই কলিং এটেনশান হাউজে আনার জন্যেই এই ধরনের গল্পের অবতারনা করা হয়েছে। ঘটনার সাথে সাথে অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশের পক্ষে তদন্ত করে তথ্যানুসারে দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বনে সহায়ক হয়।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস:—পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে সমস্ত তথ্য দিয়েছেন এই হাউজকে বিভ্রান্ত করার জন্য সেখানে এটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা যে, সেদিন কংগ্রেস(ই) ওদের নেতৃত্বে উদয়পুরে যে তাণ্ডব হয়েছে তাতে প্রায় ৪০টি বামফ্রণ্টের কর্মী সমর্থকদের বাড়ী আক্রান্ত হয়েছে এবং তারমধ্যে আর এস পি অফিস, সি পি এম অফিস ও অন্যান্য গণ-সংগঠনের অফিস ছিল। সেখানে গোপাল সাহার বাড়ীতে তারই ভাতৃবধূ স্বর্ণা সাহাকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে স্ট্যাব করা হয়েছে এবং তারই দুই বছরের শিশু মেয়েকে আহত করা হয়েছে, এ সমস্ত তথ্যগুলি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী):—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, পান্না লাল ঘোষ যিনি দক্ষিণ জেলা আর-এস-পি কমিটির সেক্রেটারী উনি স্পেসিফিক কেইস করেছেন। ১৪৮।১৪৯।৪২৭।৩৭৯ ধারায়। আর এখানে বলছেন যে, আগুন লাগান হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে। এই ধরনের কোন এলিগেশান আর-এস-পি সেক্রেটারী তার মোকদ্দমায় করেন নাই। তাহলে এই পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান কি অর্থে আমি বুঝতে পারছিনা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, আমরা যখন পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান আনি তখন মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্যের জন্য না। ত্রিপুরায় ২২।২৩ লক্ষ লোক বাস করে। ত্রিপুরায় কি ঘটনা ঘটেছে ওরা যদি মনে করে যে এখানকার আওয়াজ বাহিরে যাবেনা তাহলে ভুল করবে। ১৫ দিন উদয়পুরে কোন শাসন ছিলনা একমাত্র সমীররঞ্জনের শাসন ছাড়া। সেই সেই শাসনের নগ্ন চেহারা আমরা এখানে তুলে ধরেছি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী):—মিঃ স্পীকার স্যার, কলিং এটেনশান এসেছে ৫ই ফেব্রুয়ারীর ব্যাপারে আর বিরোধী দল নেতা পার্লামেন্টারি প্রেকটিস এবং প্রসিডিউর জানেন কিনা আমার সন্দেহ হয়, কারণ উনি বলছেন ১৫ দিনের কথা, উত্তর কোনটা দেব ?

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস:—পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার,

মিঃ স্পীকার :— আর এলাউ করছিনা।

আজ আরেকটি নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি মাননীয় সদস্য শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দিতে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল " গত১৭-২-৮৮ ইং তারিখে শ্রী বীরচন্দ্র জমাতিয়া (৪০), পিতা- মৃত- মেচেরায় জমাতিয়া, গ্রাম- দেওয়ানবাড়ী, (উদয়পুর), পোঃ- পিত্রা বাজার, থানা- কিল্লা। নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে "।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, রাধাকিশোরপুর থানাধীন পিত্রা গ্রামে একটি রেশন শপ আছে। এই রেশন শপের মাল বেচা কেনা এবং ট্রেজারীতে জমা দেওয়ার দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে পিত্রা গ্রামের শ্রী হারাধন মজুমদার এবং দেওয়ানবাড়ী গ্রামের শ্রী বীরচন্দ্র জমাতিয়ার উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। গত ১৭-২-৮৮ ইং তারিখ অনুমান সকাল ৮. ৩০ মিনিটের সময় শ্রী হারাধন মজুমদার এবং বীরচন্দ্র জমাতিয়া রেশন শপের মং ৪১৫০ টাকা উদয়পুর ষ্টেট ব্যাংকে ট্রেজারী চালান সহযোগে জমা দেওয়ার জন্য যান। শ্রী মজুমদার নিজ প্রয়োজনে অল্প সময়ের জন্য উদয়পুর মোটর ষ্টেণ্ডে যাওয়ার প্রয়োজন হওয়ায় শ্রী জমাতিয়াকে উক্ত সমূদয় টাকা সহ ষ্টেট ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার কাউন্টারে দাঁড় করাইয়া উক্ত মটর ষ্ট্যাণ্ডে যান। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি ফিরে এসে খোঁজাখুঁজির পর ব্যাংকে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন উক্ত মং ৪১৫০ টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়া হয় নাই। শ্রী মজুমদার ১৭ এবং ১৮-২-৮৮ ইং এই দুই দিন ধরে নানা জায়গায় শ্রীজমাতিয়ার খোঁজ করেন। কিন্তু তাহার কোন হদিস না পেয়ে তিনি গত ১৯-২-৮৮ ইং তারিখ পিত্রা পুলিশ ফাঁড়িতে ঘটনা জানান। এই সংবাদটি পুলিশ ফাড়িতে নথীভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করে। পরবর্তী সময়ে গত ২০-২-৮৮ তারিখে এই ঘটনার রাধাকিশোরপুর থানায় দৈনিক নথীভুক্ত করে ফৌ: কা: বিধির ১৫৭ ধারার বিধানমতে যথারীতি তদন্ত আরম্ভ করা হয়। পুলিশ শ্রী জমাতিয়ার সন্ধানে ব্যাপক তল্লাসী চালায় কিন্তু অদ্যাবধি তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তদন্তে প্রকাশ পায় শ্রী জমাতিয়ার স্ত্রী শ্রীমতী ধন্যা রাণী জমাতিয়া গত ১-৩-৮৮ তারিখ থেকে প্রেরিত মঃ ৫০০ টাকার একটি মনি অর্ডার পান। শ্রী তিতু কুমার জমাতিয়া নামক এক ব্যক্তি উক্ত ৫০০ টাকা শিলং থেকে ২০-২-৮৮ তারিখ ডাকযোগে শ্রীমতী জমাতিয়ার নামে পাঠায়। সন্দেহ হচ্ছে ছদ্মনামে শ্রী জমাতিয়াই এই টাকা শিলং থেকে পাঠায়। ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত চলছে। শ্রী জমাতিয়া এবং শ্রী মজুমদার উভয়েই সি. পি. আই (এমের) সমর্থক।

মিঃ স্পীকার :— দি হাউজ ইজ এডজোর্ণ টিল ২ পি. এম.।

AFTER RECESS AT 2-00 P M

GOVERNMENT BILLS

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— " The Tripura Appropriation (No. 3) Bill. 1988 (Tripura Bill No. 2 of 1988) " উত্থাপন।

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— মাননীয় স্পীকার স্যার, "The Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1988 (Tripura Bill No 2 of 1983),,

এই সভায় উৎথাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার : এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উৎথাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো : " The Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1988 (Tripura Bill No. 2 of 1988),, এই সভায় উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার : সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :— " The Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1988 (Tripura Bill No. 2 of 1988),, এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, " The Tripura Approprintion (No. 3) Bill 1988 (Tripura Bill No. 2 of 1988).,, বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার:—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উৎপাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো:—"The Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1988 (Tripura Bill No. 2 of 1988)".

বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার:—আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। "বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৩নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক। "

(ধ্বনিভোটে বিলের ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার —আমি এখন বিলে অনুসূচীটি (সিডিউল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (সিডিউল) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক। "

(ধ্বনিভোটে উক্ত অনুসূচীটি (সিডিউল) এই বিলের অংশরূপে সভাকর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার:—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো: —বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(ধ্বনিভোটে বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার:—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো: —The Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1988 (Tripura Bill No. 2 of 1988)."

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করতে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1988 (Tripura Bill, No. 2 of 1988). পাশ করা হউক।"

মিঃ স্পীকার:—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মানন য় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো——"The Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1988 (Tripura Bill No. 2 of 1988). পাশ করা হউক।"

(আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মি: স্পীকার:—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো:—"The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1988 (Tripura Bill No. 1 of 1988)" উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী:)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, "The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1988 (Tripura Bill No. 1 of 1988)" এই সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুমতি চাইছি।"

মি: স্পীকার:—এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো—"The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1988 (Tripura Bill No. 1 of 1988)" এই সভায় উত্থাপন করতে অনুমতি দেওয়া হউক।"

(ধ্বনিভোটে সভা কর্তৃক বিলটি উত্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়)

এই সভা অনুমতি দিয়েছেন, কাজেই বিলটি উত্থাপিত হলো।

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো:—"The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1988(Tripura Bill No. 1 of 1988)."

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 19 (Tripura Bill No. 1 of 1988)" বিবেচনা করা হউক।"

মি: স্পীকার:—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো—"The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1988 (Tripura Bill No. 1 of 1988) বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে বিবেচনার জন্য গৃহীত হয়)।

অতএব, প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। "বিলের অন্তর্গত ১ নং হইতে ৩ নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হলো)

অতএব, উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (সিডিউল) ভোটে দিচ্ছি। "বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :—অতএব, উক্ত অনুসূচীটি (সিডিউল) এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :—"বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক"।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)।

অতএব, বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো—"The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1988 (Tripura Bill No. 1 of 1988)"

পাশ করার জন্য উত্থাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1988 (Tripura Bill No. 1 of 1988)"

পাশ করা হউক।"

মি: স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—"The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1988 (Tripura Bill No. 1 of 1988)"

পাশ করা হউক।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)।

অতএব, আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

PANEL OF CHAIRMEN

মি: স্পীকার :—হাউসের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ১১(১) ধারা বলে আমি নিম্ন লিখিত সদস্য মহোদয়দের নিয়ে একটি "প্যানেল অব চেয়ারম্যান" গঠন করেছি। মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নাম হলো :—

১। সর্বশ্রী রসিক লাল রায়,

২। রতন লাল ঘোষ,

৩। বুদ্ধ দেব বর্মা,

৪। কেশব মজুমদার।

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

মি: স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—"প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিউলিউশান" আজকের কার্যসূচীতে দুটি প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিউলিউশান আছে। রিজিউলিউশনের প্রায়রিটি অনুসারে প্রথমটি উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার এবং দ্বিতীয়টি উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয়। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার মহোদয়কে উনার রিজিউলিউশানটি সভায় উত্থাপন করতে অনুরোধ করছি।

শ্রী কেশব মজুমদার (কাকড়াবন) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রস্তাবটি হচ্ছে—"ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর উদ্বেগের সংগে লক্ষ্য করছেন যে এমপলয়মেণ্ট একস্চেঞ্জে তালিকা ভুক্ত শিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন যে এই বেকারদের মধ্যে যাদের নাম এমপ্লয়মেণ্ট একস্চেঞ্জে তালিকা ভুক্ত হওয়া সত্বেও গত পাঁচ বছরে অথবা তার বেশী সময়ে তাদের কোন কর্ম সংস্থান হয়নি, তাদের কর্মসংস্থান সাপেক্ষে মাসিক দুইশত টাকা বেকারভাতা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়ার ব্যবস্থা করুন"।

স্যার, এটা সকলেই জানেন যে বেকার সমস্যাটা একটা জাতীয় সমস্যা রূপ পরিগ্রহ করেছে। এটা শুধু ত্রিপুরার নয়, গোটা ভারতবর্ষেই বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। প্রায় সাড়ে তিন কোটি বেকার গোটা ভারতবর্ষে আছে।
আমাদের ত্রিপুরাতে প্রায় ১লক্ষ ১৭ হাজার—এর মত বেকার। যারা লেখাপড়া শিখেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে বা বিদ্যালয়ে এইরকম বেকারের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। ত্রিপুরা রাজ্য এমন একটা রাজ্য যেখানে শুধু সরকারী কর্মসস্থান ছাড়া অন্য কোন স্কোপ সৃষ্টি করা যায় না বা সম্ভব হয় না। অতীতে বহুবার এই প্রস্তাব আমরা আলোচনা করেছি। কর্মসংস্থান-ভিত্তিক কোন পরিকল্পনা এখানে গ্রহন করা যায় না। তার জন্য দরকার ইণ্ডাস্ট্রিলাইজেশান।

এমন একটা অবস্থার মধ্যে আমাদের এই রাজ্য আছে যে এখানে এখনও কোন শিল্প গড়ে উঠে নি, যদিও আমাদের বামফ্রণ্টের আমলে অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে অন্ততঃ পক্ষে একটা কাগজ-কল, সাবের কারখানা, আর একটা জুট মিল, এমন কি এখানে গ্যাস পাওয়া গিয়েছে, তা দিয়ে গ্যাস-ভিত্তিক অনেক রকমের শিল্প গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু একা করতে হলে এই রাজ্যের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়, কারণ এই রাজ্যের আয় অত্যান্ত সীমিত, এর জন্য যেটা সত্যিই প্রয়োজন, সেটা হল কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ এবং আর্থিক সহযোগিতা, যেটার থেকে এই রাজ্য বহুদিন ধরে বঞ্চিত হয়ে আসছে। আবার, অন্য দিকে আমরা এটাও দেখছি যে, এই রাজ্যের মানুষেরা রেলের জন্য চীৎকার করছে। আমরা এত জানি যে রেল লাইন হয়ে গেলেই যে রাতারাতি এই রাজ্যে উন্নতি হয়ে যাবে, তা নয়, তবে রেলকে ভিত্তি করে নানা রকম শিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনা দেখা দেবে এবং তাতে করে যে কিছু কর্ম সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। এই দশকে আমরা লক্ষ্য করছি যে সারা ভারতে রেল লাইন কম বেশী বেড়ে চলেছে, কিন্তু রেল কর্মীর সংখ্যা সে হারে বাড়ে নি, বরং ক্রমশ: কমে আসছে। আমাদের কাছে খবর আছে প্রায় আড়াই লক্ষ কর্মচারী যারা বিভিন্ন ভাবে রেলে কাজ করত তাদের ছাঁটাই হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কিন্তু এখানে সে দিকটা একেবারেই বন্ধ। তবে এটা ঠিক যে শুধু মাত্র সরকারী চাকুরী দিয়ে যে আর সব বেকারদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে না, এবং এটা সম্ভবও নয়। অথচ আমাদের সংবিধানের ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল যেটা আছে, তার মধ্যেই এটা স্পষ্ট করে উল্লেখ আছে যে, দেশের মধ্যে যারা বেকার আছে, তাদের কর্মসংস্থানের দায়িত্ব সরকারের, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব। এখন সরকার যদি সেটা না করতে পারেন, তাহলে এই যে বেকার যাদের কোন কর্মসংস্থানই করা যাচ্ছে না তাদের অন্তত: কিছুটা আর্থিক সাহায্য দেওয়া যায় কিনা যাতে তারা পরিবারের অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে থেকে পড়ে বেঁচে থাকতে পারে, এটা

করার দায়িত্ব সংবিধান কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়েছে। আমরা এই বিধানসভাতেই বিভিন্ন সময়ে বেকারদের বেকার ভাতা দেওয়ার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে অনেক প্রস্তাব দিয়েছি, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাতে কোন সাড়াই দেন নি হয়তো এমন হতে পারে তখন এই রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মতাদর্শের সরকার ছিল, তাই কেন্দ্রীয় সরকার সাড়া দেন নি। এখন সেই জায়গাতে কংগ্রেস টি, ইউ, জে এস, জোটের সরকার এসেছে, যেটা নাকি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে বলছেন সম ব্যথী সরকার, অর্থাত সুখ-দুঃখে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন। কাজেই সঙ্গত কারণেই আমরা এটা আশা করতে পারি এই জোট সরকার এই রাজ্যের বেকারদের দুর্দশার কথা চিন্তা করে, কারণ এই রাজ্যে কর্ম সংস্থানের সেই রকম কোন ব্যবস্থা নেই, অনেক বেকার আছে যাদের চাকুরী বয়সীমা পার হয়ে যাচ্ছে, এমন কিছু আছে যাদের বয়ঃসীমা অলরেডি পার হয়ে গিয়েছে তারা যাতে খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে, তার জন্য হলেও কম করে ২০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হউক এবং কেন্দ্রীয় সরকার তার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। কারণ, এই ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকার একা এতটা আর্থিক চাপ সহ্য করতে পারবেন না। আমরা দেখছি যে, এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিচ্ছেন, কেরলা সরকার দিচ্ছেন, এমন কি মহারাষ্ট্র সরকার যেটা কংগ্রেস(ই) শাসিত সরকার তারাও দিচ্ছেন, তবে বেকার ভাতা নামে নয়, অন্য নামে দিচ্ছেন। এছাড়া আমরা যদি গোটা বিশ্বের দিকে তাকাই, তাহলে দেখব যে এই রকম একটা ব্যবস্থা ব্রিটেনেও চালু আছে, জার্মানীতে চালু আছে। আর যদি বলেন সমাজতান্ত্রিক দেশের কথা। সেখানে এই ধরনের ব্যবস্থা নাই, কারণ সেখানে যারা বেকার হবেন, তাদের চাকুরী দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের সমাজতান্ত্রিক দেশের সংবিধানে বেকারদের চাকুরী দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের, বেকার সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে বেকারদের কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে পুঁজিপতি বুর্জুয়া দেশ সেগুলি আছে, সেখানকার সরকারও বেকারদের বেকার ভাতা দিচ্ছেন। চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের একটা নীতি ছিল, সেটা ছিল সমাজের মধ্যে যারা গরীব অংশের মানুষ, সমাজের মধ্যে যারা অ-উন্নত মানুষ বিশেষ করে যারা ট্রাইবেল যারা মোট জনসংখ্যার ২৯ শতাংশ রয়েছে, যাদের অধিকাংশই জুমি ক্ষেত-মজুর কোন রকমে কায় ক্লেশে জীবন যাপন করছে, তাদের কিভাবে আর্থিক সাহায্য দেওয়া যায় অথবা কাজ দিয়ে বাঁচানো যায়, এটাই ছিল বামফ্রন্টের নীতি। অন্ততঃ বামফ্রন্ট তাদের এই দিক দিয়ে কিছুটা এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আর যারা বাড়ী থেকে স্কুলে গিয়ে শিক্ষার সুযোগ নিতে পারেন না। বামফ্রন্ট সরকার সেই সবের জন্যও কিছুটা সুযোগ করে দিয়েছিলেন ভবে এটা ঠিক যে একটা সরকারের পক্ষে রাজ্যের সব মানুষকে সব রকমের সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয়, তবু সরকার যতটা সম্ভব সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এই সরকারের আমলেও সেই সুযোগ সুবিধা থাকার প্রয়োজন রয়ে গেছে। আজকে আমরা দেখছি যে, পঞ্চায়েতগুলিকে ইনঅ্যাকটিভ করে রাখা হয়েছে, যদিও এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই গরীব অংশের মানুষ কিছু আর্থিক সুবিধা পেত, এখন সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। তাই সরকারের কাছে আমার আশা যে ঐ গ্রাম গঞ্জের মানুষ গুলির দুর্দশার কথা চিন্তা করে, তাদের জন্য একটা ব্যবস্থা নেবেন। কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস, সরকারকে এই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য, এই রকম একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। আর,

বর্ত্তমান সরকার চাকুরীর ক্ষেত্রে কি নিয়ম-নীতি গ্রহণ করবেন, তা এখনও আমাদের কাছে সুস্পষ্ট নয়, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের আমলে চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে যে একটা পদ্ধতি ছিল সেটা যাতে বেকারদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে, আর এজন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে সমবেত ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার এই সরকারের পেছনে আছেন। কাজেই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যে, আপনি গ্রামাঞ্চলের বেকারদের মুখে হাসি ফোটান এবং আমি আরও আশা করব এমপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জের শিক্ষিত বেকারদের যাদের বয়স চাকরীর সীমা পার হয়ে গেছে তাদের বিষয় ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে বেকারদের বেকার ভাতা দেওয়ার বিষয়টি সমর্থন জানাবেন এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ —(মোহনপুর) :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য কেশব বাবু এই হাউসে শিক্ষিত বেকারদের বেকার ভাতা দেওয়ার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সেটা সম্পূর্ণ-বিরোধিতা করছি। কেন করছি? কারন এটা আনা হয়েছে শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে। আজকে এত দরদ—এই দরদ এতদিন কোথায় ছিল? আমরা যখন বিধানসভায় এই প্রস্তাব এনেছিলাম এবং আপনারাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বেকারদের এক শত টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে—ক'টি বেকারকে ভাতা দিয়েছেন? এটা বামফ্রন্টের চরিত্র। স্যার, আজকে আমাদের মাননীয় সদস্য কেশব বাবু বলছেন, এই সরকার বেকারদের কিভাবে চাকুরী দেবেন তা তিনি জানেন না। কিছুদিন আগেতো আপনারা বেকারদের চাকরী দেওয়ার জন্য জব ফরম দিয়েছিলেন। আমি প্রশ্ন করতে চাই, এই জব ফরম যারা পূরণ করে দিয়েছিল আজকে যাদের বয়স সীমা পার হয়ে গেছে তাদের মধ্যে ক'টি বেকারদের চাকুরী দিয়েছিলেন? আর আজকে ত্রিপুরার শিক্ষিত বেকারদের জন্য দরদ দেখান হচ্ছে। বড় দরদ: আপনাদের কল্যাণে এই রাজ্যের ৭৫০ জন শিক্ষিত বেকারের চাকুরীর বয়স সীমা পার হয়ে গেছে...কত জনকে চাকুরী দিয়েছিলেন? হঁ্যা; আপনারা চাকুরী দিয়েছেন সমন্বয় ভুক্ত কর্মচারীদের আত্মীয় স্বজনদের যারা ৮৫ সালে পাশ করেছেন, যারা ৮৬ সালে পাশ করেছে তাদের আপনারা চাকুরী দিয়েছেন, বলুনতো বুকে হাত দিয়ে যে আপনারা দেন নাই। আজকে বেকারদের জন্য বেকার ভাতার কথা বলতে লজ্জা হয় না? এই সরকার মাত্র এক মাস হল প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আপনাদের ভাবনা নিয়ে এই কংগ্রেস—টি. ইউ. জে. এস. সরকার চলবে না। এই সরকার তাদের নির্বাচনী প্রতি-শ্রুতি রক্ষা করবেনই। আজকে কেন এ শিক্ষিত বেকারদের চাকুরীর বয়স সীমা পার হয়েছে? মিঃ স্পীকার স্যার, ৮০ সালের জুনের দাঙ্গার পর ত্রিপুরার শিক্ষিত বেকারদের চাকুরী দেওয়ার জন্য কেন্দ্র থেকে টাকা দেওয়া হয়েছিল। ক'জন শিক্ষিত বেকারদের আপনারা চাকুরী দিয়েছিলেন? বলতে লজ্জা হয়না? আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি টাকা দিয়েছেন, সেই টাকা কোথায়? আর আজকে বলছেন—কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন রাখছেন যেন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বেকারদের ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আপনারা যেভাবে এই শিক্ষিত বেকারদের বঞ্চিত করেছেন এই কংগ্রেস—টি. ইউ. জে. এস সরকার তাদের সেই ভাবে বঞ্চিত করবেন না। যারা শিক্ষিত বেকার তাদের চাকুরী দেওয়া হবে। এই সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেটা পালন করা হবে। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি কি দেখেছি—আপনারা গ্রামে কর্ম সংস্থানের অনেক কিছু করেছেন—ব্লকে নোটিশ দিয়েছিলেন যারা শিক্ষিত বেকার

তাদের কি দেওয়া হবে ? রেশনের মাধ্যমে যাদের সাহায্য দেওয়া হবে। কাদের দিয়েছেন ? প্রমাণ চান? সমন্বয় ভুক্ত কর্মচারীর সন্ত্রীকে আপনারা সাহায্য দিয়েছেন। আমার মোহনপুর ব্লকে ২০ হাজার ইন্টারভিউ দিয়েছে, তার মধ্যে মাত্র ৬৫ জনকে আপনারা দিয়েছেন। ভাবতে লজ্জা হয়। তাই মিঃ স্পীকার স্যার, আমি গত বিধানসভায় বলেছিলাম যে আপনাদের এই সব কাজের জন্য আপনাদের আবার বিরোধী বেঞ্চে বসতে হবে—আজকে আপনাদের এই বিরোধী বেঞ্চে দেখতে পাচ্ছি। বেকারদের জন্য দরদ দেখান হচ্ছে। মিঃ স্পীকার স্যার, এই জন্যই আমি মাননীয় সদস্য কেশব বাবু যে প্রস্তাবটি এনেছেন সেটি আমি সমর্থন করতে পারছি না এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার:- মাননীয় সদস্য শ্রী সুকুমার বর্মন।

শ্রী সুকুমার বর্মন (নলছড়):- মিঃ স্পীকার স্যার, এই হাউজে মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার বেকারদের যাদের নাম এম্প্লয়মেন্ট একচেঞ্জে নাম তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পাঁচ বছর বা তার বেশী সময় পার হয়ে গেছে তাদের কর্মসংস্থান সাপেক্ষে মাসিক ২০০ টাকা করে বেকার ভাতা দেওয়া জন্য রাজ্য সরকারের হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়া ব্যবস্থা করার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন সেটি আমি সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে শাসক দলের মাননীয় সদস্যগণ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছেন। আমরা যদি সারা দেশের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে সাড়ে তিন কোটি শিক্ষিত বেকার আছে আর পাঁচ কোটির উপর ভূমিহীন কৃষক বেকার আছে। আর যদি আমরা আমাদের রাজ্যের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই যে ৯০ হাজারের উপর শিক্ষিত বেকার আছে এবং এই রাজ্যে মোট ১লক্ষ ২০ হাজার বেকার এমপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জে নাম লিখিয়েছে। এদের কর্ম-সংস্থানের কোন ব্যবস্থা হয়নি। রাজ্যের মধ্যে শিল্প কারখানা করে কর্মসংস্থানের মত কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। এই বেকারদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তাই এখানে যে প্রস্তাব এসেছে যে বেকার-দেরকে মাসিক দুই শত টাকা করে ভাতা দেওয়ার জন্য। এটা দুঃখের বিষয় যে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে তার বিরোধিতা করা হচ্ছে। প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী ক্ষমতায় আসার পর ১৯৮৪ সালের পর আমাদের দেশে এক লক্ষ বিশ হাজার কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এর ফলে পাঁচ লক্ষ শ্রমিক বেকার হয়েছে। অনেক শ্রমিককে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়েছে, অনেক শ্রমিক মজুরী পাচ্ছে না। সারা ভারতবর্ষে নূতন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় নাই। প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী ক্ষমতায় এসে বলেছিলেন যে ঘরে ঘরে একটি করে চাকুরী দেওয়া হবে। কিন্তু এর মধ্যে দেশে সাড়ে তিন কোটি বেকার সৃষ্টি হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থায় কম্পিউটার চালু করে অনেক শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে। আমরা কম্পিউটারের বিরোধিতা করছি না। কিন্তু এর মধ্যে ৫০ হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে। শিক্ষিত বেকাররা কাজ পাচ্ছে না। মা বাবা তাদের যুবক ছেলে যুবতী মেয়ের কাছ থেকে ভরণ পোষণের আশা করে। কারণ তারা তো পংগু নয়। হাত পা আছে। কিন্তু রাষ্ট্র তাদেরকে কোন কাজ দিচ্ছে না। আমরা দেখি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত আমলে কুমারঘাটে কাগজ কলের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। পরে দেখি যেখানে শ্মশানের মঠ তৈরী হয়েছে। কাগজ কল হয় নি। যদি এখানে কাগজ কল করে, প্রাকৃতিক গ্যাসকে কাজে লাগিয়ে, স্যার কারখানা করে এখানে বেকারদের কর্মসংস্থান করা যেতো। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমরা দেখেছি, বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য যখন টাকা চাওয়া হয়েছে তখন কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেয় নি। কাজেই যতক্ষণ বেকারদের কর্মসংস্থান না হয় ততক্ষণ তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এই দুই শত টাকা বেকার ভাতা

দেওয়ার জন্য যে প্রস্তাব এসেছে সেই প্রস্তাবকে সরকার পক্ষ থেকে বিরোধিতা করা হয়েছে। এটাই আমাদেরকে হতাশা করছে। আমি আশা করব সরকার পক্ষ এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করবেন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার:—মাননীয় সদস্য রতন ঘোষ।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর):—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার ত্রিপুরা রাজ্যে বেকারদেরকে ২০০ শত টাকা বেকার ভাতা দেওয়ার জন্য যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছেন। এই প্রস্তাব এই ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির এটা উদ্দেশ্য প্রনোদিত। এর তীব্র বিরোধিতা করছি। এখানে এই ট্রেজারী বেনচে তো উনারা আগে ছিলেন। বেকারদের জন্য ওরা কি করেছেন? আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে একটা জিনিস পরিষ্কার যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় নৃপেন চক্রবর্তী বিগত দশ বছর বেকারদেরকে নিয়ে সম্পূর্ণ রাজনীতি করার চেষ্টা করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা দিয়ে বেকারদের মানসিকতা বিকলাংগ করে বেকারদেরকে নিয়ে একটা রেজিমেন্ট তৈরী করেছিলেন এবং তাদের হাতে রাম দা, বন্দুক তুলে দিয়েছিলেন। জব ফর্মের নামে যে ইতিহাস উনারা তৈরী করেছিলেন সেটা ত্রিপুরার মানষ ভুলে যায় নি। দলীয় ক্যাডারদেরকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, সমর্থকী কিছু কর্মীর স্ত্রী, শালিকাকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। এদেরকে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জনাই আগের জব ফর্মকে বাতিল করে নতুনভাবে জব ফর্ম ফিলাআপ করা হয়েছিল। তত্‌কালীন শিল্প মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় অনিল সরকার মহোদয় বেকারদেরকে নিয়ে ক্যাডার তৈরী করেছিলেন। তাত্ত্বিক কথা "বিশ্বকর্মার বাবার নাম কি" এই নিয়ে লাইব্রেরী রুমে আলোচনা করেছেন, রিসার্চ করেছেন। এভাবে বেকার সমস্যার সমাধান হয় না।

কোটি কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছিলেন। সেই টাকায় বেকারদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা না করে ক্যাডারদের মধ্যে বিলি বণ্টন করেছেন। কংগ্রেস ও টি. ইউ. জে. এস সরকারের পেছনে রাজীব গান্ধী আছেন এবং তার সংগে ভারতের ৭০ কোটি মানুষ এই সরকারের পেছনে আছে। কাজেই বেকারদেরকে নিয়ে রাজনীতি করার জন্য আর চেষ্টা করবে না। এই রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের তিন চারটা স্কীম চালু হয়েছে। কংগ্রেস ও টি. ইউ. জে. এস সরকার বেকারদেরকে নিয়ে শ্লোগান দেওয়ার চেষ্টা করবে না। এই সরকার মানবিকতার দৃষ্টিভংগী দিয়ে তাদের সমস্যা সমাধানের জনা চেষ্টা করবে। বিগত দশ বছরে এই রাজ্যে মার্কসবাদী লেলিন বাদের নাম করে বেকারদের জীবনকে পংগু করে দেওয়া হয়েছে। অনেক বেকারের যৌবন চলে গেছে। এই সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাদের সমস্যা সমাধান করার জনা। একটু অপেক্ষা করুন। ধৈর্য্য ধরুন। বিগত সরকার বাড়ীতে তুলসী গাছ লাগানো নিয়ে, তাত্ত্বিক তর্ক নিয়ে বেশী সময় নষ্ট করেছেন। বেকারদের সমস্যার সমাধান করে নি। আমি অনুরোধ করব আপনারা সরকারকে সহযোগিতা করুন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার:—মাননীয় সদস্য শ্রী চিত্ত রঞ্জন সাহা।

শ্রীচিত্ত রঞ্জন সাহা (রাধাকিশোর পুর):—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার এখানে যে বেকারদের মাসিক দুই শত টাকা বেকার ভাতা দেওয়ার জন্য

প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি। আজকে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে ৪০ বছর হয়েছে। এর মধ্যে পরপর ছয়টি পরিকল্পনা শেষ হয়েছে। আজকে সারা ভারতবর্ষে বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন কোটি তিন লক্ষ। তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে, এ ৪০ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার বেকারদের সমস্যার সমাধান করতে পারে নি। এই রাজ্যে বেকারের সংখ্যা এক লক্ষ বিশ হাজার। ১৯৮৪ সালে ক্ষমতায় এসে রাজীব গান্ধী বলেছিলেন যে, ঘরে ঘরে একটা করে চাকুরী দেওয়া হবে। তার মধ্যে ছয়টি পরিকল্পনা শেষ হয়েছে। তার মধ্যে এত বেকারীর সংখ্যা বাড়ল কি করে? তাহলে, আমরা কি বিশ্বাস করতে পারি, এই বেকারীর সমস্যার সমাধান ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা সম্ভব হবে না? আমরা জানি, প্রত্যেক ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কি দেশে কি বিদেশে তারা বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারেন না। তাই আমি বলতে চাই, মাননীয় প্রধান মন্ত্রী— অবশ্য উনার অল্প কিছু দিনের রাজত্বকালে ৬৮ লক্ষ বেকার হয়েছেন। ত্রিপুরার মত একটি ছোট রাজ্যে কেন্দ্র যদি আমাদের কিছু সাহায্য করেন, তাহলে কংগ্রেস-টি. ইউ. জে. এস সরকার ২০০ টাকা করে সাহায্য দিতে পারবেন যদি সদিচ্ছা থাকে দেবার এটা আমরা জানি। যদি সদিচ্ছা থাকে, তাহলে ঘরে ঘরে বেকারদেরদের মধ্যে একজনকে চাকুরী দিতে পারবেন তাও আমরা জানি। কিন্তু দেবেন না।

(ভয়েসস্ ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ ;—আপনারা এতদিন কেন করেন নি ?)

মাননীয় সদস্য, ঐ ট্রেজারী বেঞ্চে বসে সমালোচনা করছেন তিনি তো একদিন সি. পি. আই. করতেন। তিনি নিশ্চই জানেন, কি করে সমস্যার সমাধান করতে হয়। তাই আমি বলছি, ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বেকারী সমস্যা সমাধান হবে না এবং কোনদিনই তা সম্ভব নয়, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ॥

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় (সোনামুড়া) :—মি: স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয় বেকার ভাতার দাবী নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করেছেন রাজ্য সরকারকে চাপ দিয়ে বেকার ভাতা দেওয়ার জন্য। উনার বক্তব্যে পরিস্কার রয়েছে, যাদের বয়স সীমা পার হয়ে গেছে তাদের কথা উনি বিশেষ করে উল্লেখ করে বক্তব্য রেখেছেন, জানতে চেয়েছেন তাদেরকে ভাতা দেওয়া হবে কিনা ? আমি মনে করি, এখন বেকারদের প্রতি মাননীয় সদস্যদের দরদ এসে গেছে। কারণ, উনাদের যে দুর্বলতার কারনে ত্রিপুরা রাজ্যে সাড়ে পাঁচ হাজারের উপর বেশী বেকার ভাইদের বয়স সীমা পার হয়ে গেছে তাদের জীবন নষ্ট করে দিয়েছে বিগত বামফ্রন্ট সরকার। উনারা বুঝতে পারছেন, বেকার ভাইদের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে তার জন্য তাঁদের প্রায়শ্চিত্ত করার সময় এসেছে। স্যার, আমি বলতে চাই, কংগ্রেস আমল এ কজনেরও চাকুরীর বয়স সীমা পার হয় নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রী চিত্ত রঞ্জন সাহা মহোদয় ভারতবর্ষের বেকারীর কথা তুলেছেন। ভাল কথা। তিনি ত্রিপুরার রাজ্যের হিসাব দিয়েও বলেছেন, ত্রিপুরা রাজ্যে ১ লক্ষ ২০ হাজার বেকার আছে। আমি বলছি যে, ভারতবর্ষের তুলনা এখানে আনা চলবে না। আমি শুধু বলতে চাই, দেশকে যারা সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে গেছেন, গত ১০ বৎসরের মধ্যে বেকার ভাইদের যারা সর্বনাশ করেছেন, এ্যামপ্লয়মেন্ট অ্যাক্স্চেঞ্জকে

অকেজো করে দিয়ে সমন্বয়ী ভাইদের কথায় চলেছেন, হাজার হাজার ছেলেমেয়েকে চাকুরীর লোভ দেখিয়ে পথে নামিয়েছিলেন তাঁদের মুখে অন্তত, এই কথা শোভা পায় না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে বেকারদের জন্য চিৎকার? ঐ বেকাররাই একদিন চাকুরীর আশায় তাঁদের পেছনে পেছনে ঘুরেছে। আমি একটি উদাহরণ এখানে তুলে ধরতে চাই, এবং এ ব্যাপারে প্রাক্তন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, বিগত দিনে একটি যুবককে নিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী রাজনীতি করেছেন। সূত্রধরকে সিডিউল কাষ্টস্ সার্টিফিকেট করিয়ে ১৯৭৮ সালে চাকুরী দিয়েছেন। অথচ আমাকে মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, এটা জাল সার্টিফিকেট, তাকে বেঁধে রাখব। আমি তাঁকে বলেছিলাম, তাহলে ধরুন আসল অপরাধীকে। যিনি ১৯৭২ ইংরাজীতে সুভাষ সূত্রধরকে নিয়ে রাজনীতি করেছিলেন। উনারা তখন বিরোধী দলে ছিলেন। ট্রেজারী বেঞ্চে ছিল কংগ্রেস সে সময় বলেছিলেন, সুভাষ সূত্রধরকে সিডিউল কাষ্টস্ করেছে আমরাও করব। কতবড় রাজনীতি করেছেন? এই ভাবে যুবকটির সর্বানাশ করা হয়েছে।

হ্যাঁ, বয়স সীমা পার করে দিয়েছেন, প্রতিশোধ নিয়েছেন। আপনাদের বিধায়কদের চরিত্রের অবস্থা দেখে সে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে রাজনীতি করব না। সেই সুভাষ সূত্রধর আপনার চেম্বারে ছিল, ভুলে যাবেন না। আপনি চেম্বারেই বলেছিলেন, চাকপেলে ফেলে দেব। আমি বলেছিলাম, কেস করব সমর বাবুর এগেনইষ্টে। তখন আপনি বলেছিলেন সেটা কোর্ট দেখবে, আমি দেখব না। কথা তিন রকমের। স্যার, আজকে উনারা বেকারদের জন্য দরদ দেখিয়ে ২০০ টাকা ভাতা চাচ্ছেন। বিগত দিনের অপদার্থ সরকার শিক্ষার মানটাকে এত নীচে নামিয়েছেন যে, একজন ক্লাস থ্রি পাস করা দলীয় কর্মী বলে তাকে নোটিফাইড এরিয়া অথিরিটির অফিসার বানিয়ে দিয়েছেন, আর বি, এ, এম. এ. পাস করা ছেলেদের ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য এই অপদার্থ সরকার তাকে ক্ষমতাও দিয়েছেন। এটা অস্বীকার করতে পারবেন? আজকে বয়স সীমা পার হয়ে যাওয়া ছেলেদের জন্য আপনারা আবদার করছেন ২০০ টাকা ভাতা দেবার জন্য। আর আপনাদের নন-মেট্রিক পাশ দলীয় কর্মীরা বেতন পাবে ৯০০ টাকা, তাই না? সেই জন্য ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা আপনাদের এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করছেন। আপনাদের বিশ্বাস নাই। আপনারা যে সত্যি সত্যি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করছেন না, তার কি বিশ্বাস আছে। আজকে আপনাদের পায়ের তলায় মাটি নেই, কাজেই বেকারদের কাছে গিয়ে কি বলবেন? এই কারণেই আপনারা এই প্রস্তাবটি এনেছেন। আপনারা নিজেরাই জানেন যে, আপনারা প্রস্তাব আনলে ট্রেজারী বেঞ্চ এ্যাকসেপ্ট করবে না। বাইরে গিয়ে তো বলতে পারবেন বেকাররা, তোমাদের জন্য এই কথা আমরা বলেছি। ত্রিপুরাকে আপনারা লালে লাল করেছেন, গোমতীর জলকে লাল করেছেন। আর নয়, আর সুবিধা হবে না। আর, ভাতাতো দিয়েছেনই। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ভাতা চেয়েছেন। বৃদ্ধ ভাতার টাকাগুলি কোথায়? উত্তর দিন। বৃদ্ধ হলে ভাতা দেবেন, আর সেখানে ৪০ বছরের বৃদ্ধরা ভাতা পায়, ৮০ বৎসরের বৃদ্ধরা বিছানায় গড়াগড়ি করে, তারা ভাতা পাবে না। সি. পি. আই (এম) হলে ভাতা পাবে, তা সে ৪০ বৎসরই হোক আর ৮০ বৎসরই হোক। আপনাদের নিয়মটা কি? নিয়ম নীতি সম্পর্কে মাননীয় সদস্য কেশব বাবু বলেছেন ওয়াকিবহাল হতে পারলাম না এখানকার কংগ্রেস সরকার

কিভাবে চাকুরী দেবেন। কেন, বুঝেন নাই? ত্রিপুরা রাজ্যে ৪১৫ হাজার বেকারের বয়স সীমা পার হয়ে গেছেএই অপদার্থ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, প্রথমে আমরা দেখব বামফ্রন্ট সরকার যাদেরকে ডিপ্রাইভড করে বয়স সীমা পার করে দিয়েছেন। এই কথাটি কি আপনারা শোনেন নাই? আজকে কংগ্রেস (আই) সরকারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, সুতরাং, আপনাদের দুশ্চিন্তার কোন কারন নেই। আপনারাও যদি গরীব হন, আপনাদের ঘরেও যদি পাস করা বেকার ছেলে থাকে, কংগ্রেস সরকার সেদিকেও লক্ষ্য রাখবে, আপনাদের মত কারচুপি করবে না। এই ভয় নেই। প্রতি ঘরে একটি করে আমরা চাকুরী দেব। যখন আপনারা ক্ষমতায় ছিলেন তখনতো আপনারা এটা চিন্তা করেন নাই। একটি পরিবারে একটি চাকুরী আপনারা কেন দিলেন না? আজকে এই সমস্ত কথা বলার কোন অধিকার আপনাদের নাই। আমরা প্রতি ঘরে একটি করে চাকুরী দেব, তবে আমাদেরকে সময় দিতে হবে। আমরা সুন্দর এবং সুষ্ঠভাবে কাজ করতে চাই। আপনারা রাজনৈতিক উদ্দ্যেশ্যেই এই প্রস্তাবটি এখাকে উথ্থাপন করেছেন, এবং সে কারনেই আমারা ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্য মহোদয়রা এই প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেছেন। আমরা পরিকল্পনা নেব, বেকার ভাইদের ভবিষ্যৎ উজ্জল করব, সর্বনাশ করব না।

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য তরণী দেববর্মা মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রী তরণী দেববর্মা (টাকার জলা) :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার মহোদয় বেকারদের কর্মসংস্থান সাপেক্ষে মাসিক দুইশত টাকা বেকার ভাতা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানিয়ে যে প্রস্তাব এই হাউসে এনেছেন, সে প্রস্তাবকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। স্যার, আমরা জানি, সারা দেশে সাড়ে তিনকোটি রেজিষ্ট্রিকৃত বেকার আছে এবং গ্রামীন বেকার আছে ১০ কোটির মত। তন্মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে বেকার আছে ১.২০ লক্ষের মত। বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন সময়ে এই বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা বারবার দাবী জানিয়ে আসছিলাম যে এই রাজ্যে রেল লাইন করা হউক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, এই রাজ্যে রেল লাইন দেওয়া চলবে না কারন এখানে শিল্প নেই। তখনই আমরা শিল্পের জন্য দাবী করলে উনি বলেন-শিল্প দেওয়া চলবে না, কারন, রেল লাইন নেই। তখনই আমরা বামফ্রন্ট সমর্থিত ছাত্র-যুবক সংগঠনের পক্ষ থেকে দিল্লীতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কাছে ডেপুটেশান দেই এ রাজ্যে শিল্প, রেল, ইত্যাদি স্থাপন করার জন্য। তখন উনি বলেন ত্রিপুরা রাজ্যে রেল, শিল্প করার জন্য টাকা নেই। আসলে, রাজীব গান্ধী ত্রিপুরা রাজ্যে রেল, শিল্প করার মাধ্যমে বেকারদের কর্মসংস্থান হোক এটা তিনি চান নি। কিন্তু নির্বাচনের প্রাক্‌কালে রাজীব গান্ধী ত্রিপুরা রাজ্যে সফরে এসে নির্বাচনী বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিপরিবারে একটি করে তিনি চাকুরী দেবেন। আজকে সারা দেশেরদিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই প্রায় ১.২০ লক্ষের মত শিল্প কারখানা বন্ধ এবং এর ফলে লক্ষ লক্ষ বেকার সৃষ্টি হয়েছে। নূতন করে আরও বেকার সৃষ্টি হচ্ছে। তার মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন অফিস আদালতে লোক নিয়োগ বন্ধ করে দিয়েছেন। আজকে দেশে কম্পিউটার ব্যবহার করা হচ্ছে, এতে দেশে আরও বেকারিত্ব বাড়ছে। কিন্তু তাই বলে আমি কম্পিউটারের বিরুদ্ধে যাচ্ছি না। কারণ, সারা বিশ্ব এখন বিজ্ঞানের পথে চলছে এবং ভারতবর্ষও বিজ্ঞানের পথে চলবে।

কিন্তু আজকে এই যে ভারতব্যাপী যে বেকার তাদের কর্ম সংস্থানের জন্য কি করা হয়েছে ? তাদেরকে কর্ম-সংস্থানের সুযোগ না দিয়ে অফিস আদালতে কমপিউটার বসিয়ে তাদের সমস্ত কিছু খর্ব করা হয়েছে, তাই আমরা আশা করি আপনারা আমাদের এই প্রস্তাবগুলি অতি সত্বর মেনে নেবেন। গত ৩০ বছর আগে তার মানে স্বাধীনতার পরে এই রাজ্যে কংগ্রেস ৩০ বছর শাসন করেছিল তখন আমরা দেখতে পাই যে, ক্লাশ ফোরের চাকুরী নিতে গেলেও হাজার হাজার টাকা ঘুষ দিতে হত মন্ত্রীদের, না হলে চাকুরী দেওয়া হতো না। শুধু কি তাই ? উপজাতিদের ক্ষেত্রে ২৯ পারসেন্ট উপজাতিরা চাকুরী পাবে সংবিধানে আছে, কিন্তু সে সময় শিক্ষার অযোগ্যতা দেখিয়ে সেখানে উপজাতিদের না দিয়ে সুদক্ষতার অভাব দেখিয়ে বাঙ্গালীদের চাকুরী যুগিয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে সেই সমস্ত নিয়ম-নীতি ঠিক করেছে। ঠিক করে সেখানে উপজাতিদের ২৯ পারসেন্ট কোটা সেটা পূরন করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকে এই যে, সংখ্যালঘু সরকার কংগ্রেস এবং উপজাতি যুব সমিতি সংখ্যালঘু সরকার এই সরকারের পদক্ষেপে আমরা দেখতে পাই যে, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য তারা কি করেছেন, কি করতে চাইছেন। তারা বলেছেন নূতন ত্রিপুরা গঠন করবেন, কিন্তু তার বদলে এই সারা ত্রিপুরা রাজ্যে হাজার হাজার বেকারদের খেতে না দিয়ে, হাজার হাজার বেকারের কর্মসংস্থান না করে দিয়ে এই নূতন ত্রিপুরাতে কলংকের ইতিহাস সৃষ্টি করতে চাইছেন, এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার-অনারাবল মিনিষ্টার শ্রী জওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য কেশব বাবু বেকারদের ২০০ টাকা হারে বেকার ভাতা দেবার জন্য এই হাউসে যে প্রস্তাব এনেছেন এটাকে যদি বাস্তব পরিস্থিতির সাথে মিলিয়ে আনতে পারতেন, এই রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতি যদি উপলব্ধি করার মতো মানসিকতা উনার থাকত তাহলে নিশ্চয়ই আমরা যারা ট্রেজারি বেঞ্চে আছি এই রাজ্যের বেকারদের কল্যাণে আরও ব্যাপক কর্ম-সংস্থান কিংবা কাজের সুযোগ সৃষ্টি করার ব্যাপারে আমাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। কিন্তু ব্যাপারটা হয়েছে কি, আজকে যারা বেকারদের কথা বলে মায়া কান্না করছেন, যারা বেকারদের জন্য অশ্রু ছড়াচ্ছেন তাদের কথাগুলি একটু বলতে হয়। এই তো মাত্র এক মাস কয়েক দিন হলো এই রাজ্যে নূতন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু তার আগে ১০টি বছর এই রাজ্যের ক্ষমতা কাদের হাতে ছিল ? এই ব্যাপারটা কেশব বাবু এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাবেন, আর এই বিধানসভায় প্রস্তাব আনলে পরে সব বেকাররা আবার তাদের দলে ফিরে যাবেন, এটা আমার মনে হয় মাননীয় কেশব বাবু সেই পরিস্থিতি, সেই পরিবেশ এবং সেই মানসিকতা আজকে ত্রিপুরার মানুষের কাছে, ত্রিপুরার বেকারদের কাছে তাঁরা সেটা সৃষ্টি করতে পারবেন না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ওদের ১০ বৎসর শাসনে এই রাজ্যের মধ্যে ৭,০০০ শিক্ষিত বেকার যারা মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক কিংবা কলেজ থেকে ডিগ্রি পেয়েছে, উচ্চ শিক্ষা পেয়েছে ওদের চাকুরীর বয়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ওদের ১০ বছরের শাসনে সেই ব্যাপারে একটা কথাও কেশব বাবুদের বেঞ্চ থেকে কেউ সেটা তুললেন না, তোলার চেষ্টা করেন নি। কেন ? কোন্ অবস্থার মধ্য দিয়ে এই রাজ্যের ৭,০০০ তাজা যুবকের প্রাণের একটা সমাধি তাঁরা রচনা করেছেন ? আসল কথা হলো বেকারদের সমস্যার সমাধান নয়, বেকারদের

কথা বলে নিজেদের পায়ের তলার যে মাটি সরে যাচ্ছে সেই মাটি তাঁরা খোঁজ করছেন। নতুন করে মাটির কিছু সংস্থান করার চেষ্টা করেছেন যেখানে তাঁরা দাঁড়াতে পারবেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার জনগণ, ত্রিপুরার যুব সমাজরা সেই সুযোগ আর তাদের দিচ্ছেন না এই উপলব্ধি আজকে তাদের আসা উচিত। হ্যাঁ, বেকারদের দিয়ে কি করেছেন? শিল্প কারখানার কথা বলছেন। ১০টি বছর কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি টাকা আপনাদের কাছে দিয়েছেন শিল্প প্রসারের কথা বলে, কুটির শিল্পের উন্নয়নের কথা বলে। সেখান থেকেই তো বেকার সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেস তৈরী করে দিয়েছিল ত্রিপুরার জুট মিল। আপনারা সেখানে কি করলেন? কিছু মানুষ মারার কারখানা সৃষ্টি করেছেন, যারা খুন সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে পারবে যারা সি.পি.এম, হয়ে বিরোধীদের খুন করতে পারবে সেই সকল খুনীদের পুনর্বাসনের জায়গা আপনারা করে দিয়েছেন। আগরতলার জুট মিল। রাজ্যের ব্লকগুলিতে বি. ডি. সির মাধ্যমে সেখানকার স্বনির্ভর কর্মসূচীতে সেখানে বেকারদের আর্থিক সাহার্য্য দেওয়ার কথা। আপনাদের দলের লোক না হলে কেউ সেটা পাবে না এমন অবস্থা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র। অস্বীকার করতে পারবেন? ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে কি এইগুলি বানানো কথা বলছি? হ্যাঁ, নাম আছে যদি চান, যদি বলেন সেগুলি আমরা অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারবো, এইতথ্য আমাদের কাছে আছে। আপনারা বিগত দিনে এই ভাবে রাজ্যের বেকারদের ঠকিয়ে, রাজ্যের মানুষদের ঠকিয়ে এক দিকে আপনাদের দলীয় তহবিলকে বাড়িয়েছেন আর এক দিকে ত্রিপুরাতে খুন সন্ত্রাসের রাজত্বটাকে কায়েম করার জন্য এবং আপনাদের শাসনকে রাজ্যে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্যই সেই বেকারদের বিপথে পরিচালিত করার জন্য আপনারা এই সমস্ত কাজ করেছিলেন। ফলে আমরা ক্ষমতায় এসে দেখতে পেয়েছি যে, বেকারদের কি ভয়াবহ অবস্থা। আমরা বার বার গত বিধানসভাগুলিতে, বিধানসভার অধিবেশনগুলিতে বেকারদের কর্ম-সংস্থান, বেকারদের চাকুরী ইত্যাদি নিয়ে আমরা বার বার প্রস্তাব তুলেছিলাম। সেদিন আপনাদের ভূমিকা কি ছিল? আপনারা সেদিন কাদের স্বার্থে বিরোধিতা করেছিলেন? এমন বে-সরকারী প্রস্তাব সেদিন আমরাও এনেছিলাম। হ্যাঁ, সিদ্ধান্ত আপনারা নিয়েছিলেন বেকারদেরকে ১০০ টাকা করে বেকার ভাতা দেওয়ার। ১৯৮০ সালে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আজকে যদি ত্রিপুরার বেকাররা আপনাদের জায়গায় জায়গায় ঘেরাও করে, গত ৮টি বছর তাদের সেই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হলো না? জবাব আপনারা দিতে পারবেন না তাই তো আপনারা ভয়ে অস্থির হয়ে এই বিধানসভায় তুলছেন কংগ্রেস নাকি জায়গায় জায়গায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। আসল কথা হলো গত ১০টি বছর এই রাজ্যে সমস্ত অংশের মানুষকে আপনারা যে ভাবে তিলে তিলে দগ্ধ করছেন তার জবাবদিহি আপনাদের করতে হচ্ছে বলেই আজকে আপনারা জুজুর ভয় দেখাচ্ছেন, কংগ্রেসের সন্ত্রাসের কথা বলছেন। ভয় নেই; যদি কখনও সন্ত্রাস আপনাদের উপর আসে আমাদের পুলিশ আপনাদের প্রটেকশন দেবে, তবে খুনীদের বাদ দিয়ে। খুনীদের জন্য আমাদের পুলিশ যাবে না। গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আপনাদের যদি কোন আন্দোলন থাকে আমাদের প্রশাসন সেখানে কোন হস্তক্ষেপ করবে না। নতুন করে কেউ যদি আবার ত্রিপুরাতে জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করার চক্রান্ত করে তিনি যত বড় ক্ষমতাশালীই হোন না কেন আমাদের এই সরকার কোন অবস্থাতেই তা বরদাস্ত করবে না। ত্রিপুরাতে বেকারদের

জন্য আমাদের নতুন সরকার, তাদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন রকম শিল্পের কর্মসূচী নিচ্ছে। আগরতলা পর্য্যন্ত রেল সম্প্রদায়ণের কথা সেটা আমরা খতিয়ে দেখব, খতিয়ে দেখে সেটা হাতে নিচ্ছি। সেদিন আপনাদের হাতে আগরতলা পর্যন্ত রেল লাইনের প্রকল্প তুলে দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার, যদি দিত তাহলে আপনারা আরও নতুন করে আরও কিছু খুনীদের আশ্রয় দিতে পারতেন। তার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অভিনন্দন জানাই। ধন্যবাদ জানাই কেন্দ্রীয় সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের সঠিক পদক্ষেপের ফলে আপনারা সেই সুযোগ পাননি। স্যার, আমাকে একটি কথা বলে শেষ করতে হয়, বেকারদের জন্য মায়া কান্না না করে, ২০০ টাকা করে দিয়ে আমরা বেকারদের আশা মুছতে পারবনা, বরং আসুন আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। এই রাজ্যে শিল্পের প্রসারের জন্য, এই রাজ্যে বিভিন্নভাবে বেকারদের কর্মসংস্থানের স্বার্থে এই সরকার উন্নয়নমূলক কর্মসূচী যেগুলি আছে সেগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে আমরা আপনাদের সবাই-এর সহযোগিতা চাই। স্ব-নির্ভর কর্মসূচী নিয়ে এইযে গোলবাজারে, আগরতলা শহরে যেখানে শিল্প বিভাগ থেকে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির হাতে টাকা দেওয়া হয়েছে। বেকার যারা আছেন তাদের স্ব-নির্ভর কর্মসূচীতে তাদের স্বার্থে, তাদের সাহায্যের জন্য আগরতলায় সুপার মার্কেট করে সেখানে তাদের জায়গা দেওয়া হবে। কাদের আপনারা দিয়েছেন সেই তালিকাটা আছে। আমরা তাদেরকে বের করে দেব। শিল্প বিভাগ থেকে বেকারদের জন্য দেওয়া হয়েছিল সেই ঘরগুলি। দলীয় ক্যাডারদের এখানে, তাদেরকে দিয়েছেন এমন অভিযোগও আছে, তারাই করেছে, তাদের কাছ থেকে ২৫ হাজার ৩০ হাজার টাকা উপঢৌকন নিয়েছে দলীয় নেতারা, কিছু মিউন্যাসিপ্যাল কাউন্সিলাররা। আমরা এখানে তাদেরকে সুখ ভোগ করতে দিচ্ছিনা। সেই সরকার সেই সুযোগ দিয়েছে। শিল্প বিভাগ থেকে টাকা নিয়ে দলবাজি করবে, খুনীদের আশ্রয় দেবে, সেখানে খুনীদের পুনর্বাসন দেবে, সেটা হবেনা। এই রাজ্যের প্রকৃত বেকার যারা আছেন, তাদেরকে আমরা সেখানে দেব। আমরা চাই সবাইয়ের সহযোগিতা নিয়ে এই রাজ্যের ভয়াবহ বেকার সমস্যা যেটা আছে তার সমর্থন করার জন্য। এই কারণে বিরোধী বেঞ্চের তরফ থেকে যে প্রস্তাব এসেছে তাকে বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল চৌধুরী।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী (সাব্রুম):—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় কেশব মজুমদার যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করে এখানে ২-৪টা কথা বলতে চাই। প্রথমত যেটা বলতে হয়, ত্রিপুরা একটি বিচ্ছিন্ন এলাকা। এখানে শিল্প কলকারখানা কিছুই গড়ে উঠেনি কেন্দ্রীয় সরকার এখানে শিল্প, কলকারখানা গড়ে তুলবার কোন পরিকল্পনা নেয়নি। এখানে যে কথাটা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে প্রস্তাবের মধ্যে, অ্যামপ্লয়মেন্ট এ্যাক্সচেঞ্জে নাম রেজিষ্ট্রিকৃত করে ৫ বৎসর চলে গেছে, তারপরেও যাদের চাকরী হয়নি, তাদের বাঁচবার জন্য ২০০ টাকা করে তাদের দেওয়ার জন্য। এই কথাটার মধ্যে পরিস্কার চাকুরী দিতে পারলে ত প্রশ্ন নেই। এখানে অনেকে বলেছেন যে আগে প্রস্তাব আনা হয়নি। আগেও এই প্রস্তাব আমাদের তরফ থেকে আনা হয়েছে। প্রসিডিংস খুললেই দেখা যাবে। আমরা ঐই দাবী আগেই করেছিলাম। এই কথাটা নতুন নয়, চাকুরীর কথা বলা হয়েছে, বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে কোন নীতি কিছু ছিলনা,

এইটা ঠিক নয়। এখানে বিভিন্ন অংশের মানুষ আছে, বিভিন্ন বর্ণ, ধর্ম সমস্ত ধরনের মধ্যে বামফ্রন্টের আমলে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। সাংবিধানিক নিয়ম অনুসারে কোটা ঠিক করে কোটার মাধ্যমে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত চাকরীর ব্যাপারে এস, ডি, ওরা তদন্ত করেছে, তদন্ত করে রিপোর্ট দিয়েছে, তার ভিত্তিতে হয়েছে। কংগ্রেসের কথা বললেত বলতে হয়। ১০ বৎসর আগে কি ছিল ? আমি এই রাজ্যে জন্মগ্রহন করেছি। কংগ্রেসের রাজত্বে আমরা অনেক দেখেছি। কোন নীতি আছে ? শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল চাকুরী। কালা ধলাকে টাকা না দিলে চাকুরী পাবেনা। এইটা পরিস্কার ছিল। এই ধরনের ঘটনা কেউ কেউ অস্বীকার করতে পারবে ? বামফ্রন্টের আমলে কেউ বলতে পারেন ৭টা পয়সা দিয়েছে চাকরীর জন্য ? কেউ বলতে পারবেনা। এইটা বুঝতে হবে। যেগুলি পশ্চাৎপদ এলাকা সেই জুমিয়া তাদের ঘরের ছেলেরা চাকরী পেয়েছে বামফ্রন্টের আমলে বিগত ৩০ বৎসরে কংগ্রেস শাসনে ছিল কোন নীতি ? তাদের ঘরের ছেলেরা চাকরীর কথা চিন্তাও করতে পারেনি। কাজেই এই কথাটা অস্বীকার করা যায় ? এই কথাটা অস্বীকার করা যায়না। এই কথাটা বুঝতে হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে কোন শিল্প, কারখানা গড়ে উঠেনি। সুখময় সেনগুপ্ত কাগজকল-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। তখন কি এইসব প্রশ্ন ছিলনা ? এখানে কয়লা নেই, অন্যান্য কিছু নেই, এইসব প্রশ্ন কি ছিলনা ? এইটা বুঝতে হবে। আজকে এখানে গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে, সেই গ্যাস কাগজকল করা যায়। সেই কাগজকলের মাধ্যমে অনেক লোককে চাকরী দেওয়া যায় প্রত্যক্ষভাবে পরোক্ষ ভাবে। আপনি এইগুলি বুঝবেন না। আপনি মন্ত্রী হতে পারেন। কিন্তু আপনি বিশেষজ্ঞ নন। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে বলেছে এখানে কাগজ-কল হতে পারে। এখানে যদি কাগজকল না হয় তাহলে কি সুখময় সেনগুপ্ত মহাশয় রাজ্যের মানুষকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য কাগজকলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন ? কাজেই এইটা বুঝতে হবে। আমাদের এই রাজ্যে প্রচুর পাট, মেস্তা হয়। যে পাটকে ভিত্তি করে আর একটা জুট মিল তৈরী হতে পারে। আমরা সেই প্রস্তাব করেছিলাম কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, আপনারা সেটা বিরোধিতা করেছেন। হ্যাঁ, আমরা পারিনি, আপনারা করুন। রাজ্যের মানুষের মঙ্গল কামনার জন্য আপনারা করুন জুটমিল। গ্যাস-ভিত্তিক সার কারখানা তৈরী করা যায়। এখানে প্রচুর গ্যাস আছে, বর্তমানে গ্যাস পাওয়া যায়। সবচেয়ে সাংঘাতিক সংবাদ ও,এন,জি,সি, বলেছে, মাটির তলায় কোন বাউণ্ডারী নাই। বাংলাদেশ কূপ খনন করছে। সেই কূপ থেকে গ্যাস তুলে নিচ্ছে। ১০ বৎসর পরে আর গ্যাস পাওয়া যাবেনা। কারন মাটির তলায় কোন বর্ডার নাই সেই গ্যাসকে যদি শিল্পের মধ্যে নিয়ে কাজে লাগানো না যায়, এইটা কাজে আসবেনা। আমাদের গ্যাস অন্যান্য রাজ্যে চলে যাবে এই আশংকা অমূলক নয়। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। এখন আমাদের প্রচুর পরিমাণে ইউরিয়া হতে পারে। কৃষকদের জন্য ইউরিয়া বাইরের থেকে আনতে হয়। কিন্তু এখানে যদি কারখানা গড়ে উঠে তার মাধ্যমে কাজের সৃষ্টি হতে পারে। সেই কাজের মাধ্যমে পরোক্ষ ভাবে, প্রত্যক্ষভাবে গ্রামের মানুষের কাজ দেওয়া যায়। আমাদের সরকারী নিয়ম ছিল ট্রাইবেল যুবক যারা বেশি লেখা পড়া শেখেনি, সেই যুবকদের কাজ দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা ছিল। বিনা টেণ্ডারে কাজ দেওয়া হত। এমন ঘটনা কেউ বলতে পারবেনা

যারা কাজ চেয়ে কাজ পায়নি। অস্বীকার করতে পারবেন? নীতিটা হচ্ছে আসল কথা। গরীব মানুষের প্রতি দরদ কতটুকু এই কথটা বুঝতে হবে। কাজেই আজকে কি হচ্ছে? যেখানে গরীব মানুষকে বাঁচাবার কথা, সেখানে না বাঁচিয়ে সমস্ত জায়গায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হচ্ছে। গরীব মানুষের, সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে মামলা, মোকদ্দমা জারী করে সমস্ত মানুষকে হয়রানী করা হচ্ছে, সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে। লজ্জা আপনাদের আছে এইটাত আমরা বুঝতে পারি। ভারতবর্ষের সমস্ত পত্র-পত্রিকায় বলেছে আপনারা কিভাবে ক্ষমতায় এসেছেন। এটা আমার কথা না। ভারতবর্ষের সমস্ত পত্র-পত্রিকায় বলেছে আপনারা কিভাবে ক্ষমতায় বসেছেন, এই কংগ্রেস টি ইউ জে এস কিভাবে ক্ষমতায় এসেছে এইটা আমার বলার অপেক্ষা রাখে না, ভারতবর্ষের বড় বড় সাংবাদিকরা বলেছেন। কাজেই সেই সাংবাদিকদের কথাতেই লজ্জাটা যদি থাকত তাহলে আপনাদের থাকত, তাহলে এই কথা আর বলতেন না। কাজেই এই কথাটা বলে আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী অরুন কর।

শ্রী অরুণ কুমার কর (শিক্ষা ও শ্রম মন্ত্রী):—মি: স্পীকার স্যার, জন সংখ্যার বৃদ্ধি ও শিক্ষা সম্প্রসারণের দৌলতে দেশের অন্যান্য অংশের মত ত্রিপুরাতেই বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে, এইটা-উদ্বেগজনক একটা পরিস্থিতি একটা সত্যি। বিগত দিনে বছরের পর বছর ক্রমাগত এই পরিস্থিতি জটিল হতে জটিলতর হয়েছে। আমরা দেখি ১৯৭৭ সালে যেখানে এখানে কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে বেকারের সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার তার মধ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ছিল ১২ হাজার, আর ১৯৮৮ সালে এই বিনিয়োগকেন্দ্রে বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৯ হাজারের অধিক এবং শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা সেখানে দাঁড়িয়েছে ৪০ হাজার, আরও দুঃখের কথা এর মধ্যে প্রায় নথিভুক্ত ৩ হাজার শিক্ষিত বেকার বয়সসীমা অতিক্রম করে গেছেন। এখানে দশ বছর যারা-শাসন ক্ষমতায় ছিলেন তাহাদের কাছে কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট পরিমাণে টাকা দিয়েছিলেন পরিকল্পনা খাতে ব্যয় করার জন্য, কিন্তু তারা তখন কোন পরিকাঠামো তৈরী করতে পারেন নি যাতে এই বেকার সমস্যার সমাধান হয় বা বেকার সমস্যার তীব্রতা হ্রাস পায়। আজকে মাননীয় সদস্য কেশব বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন যে বেকারদের ২০০ টাকা করে বেকার ভাতা দেওয়ার জন্য, সেটা কর্মক্ষম যুবকদের মানসিকতা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে নিয়ে তারা এনেছেন। এখানে যদি মাননীয় সদস্য এমন কোন প্রস্তাব আনতেন যাতে স্বনির্ভর কর্ম-প্রকল্পের সুযোগ বৃদ্ধি করে বা কর্ম সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করে তাহলে সেটা আমরা অবশ্যই সমর্থন করতাম। কিন্তু আমরা দেখেছি যুবকমরা এখনও বেকার তাদের মানসিকতাকে নষ্ট করার জন্য এপ্রস্তাব, কাজেই এইটাকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না। আমরা সবেমাত্র ক্ষমতায় এসেছি। আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বেকারদের জন্য আমরা চিন্তা ভাবনা করছি, এই সরকার নূতন ভাবে এই বেকারদের কি করা যায় তা নিয়ে ভাবছেন, আমরা কাজ শুরু করেছি, আমাদেরকে সময় দিন। আমরা মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব উনি ওনার প্রস্তাবটা উঠিয়ে নিন। একটু অপেক্ষা করুন, আমাদেরকে সময় দিন, আমরা বেকারদের জন্য ভাবছি এবং তাদের বেকার সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছি। তারা বুঝবেন, জানতে পারবেন, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার।

মি: স্পীকার :—এই রিজিউলিউশানের প্রস্তাব এখন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন, আপনার জন্য ৫ মিনিট সময় ধার্য্য করা হল।

শ্রীকেশব মজুমদার :— স্যার, এখানে নূতন কংগ্রেস ও টি ইউ জে এস যে সরকার গঠিত হল এই সরকারেরপক্ষ থেকে অনেক আলোচনা করলেন। এই অবান্তর আলোচনা শুনবার জন্য তো বিধানসভায় আসেনি। তা হলে ওনারা জানেন যে বয়স সীমা পেরুতেই পারে। যে রাজ্যের মধ্যে চাকুরীর কোন সুযোগ নাই, সেখানে বয়স পেরুতেই পারে, আমি ওদের জিজ্ঞাসা করি এর আগে বামফ্রন্ট সরকারের আগে ৩৫ বছরের কংগ্রেস রাজত্বে বয়সের সীমাটা ছিল ২৫ বছর। সেটাকে আমাদের টেনে ৩৫ বছর এবং তার পরে ৪০ বছর করতে হয়েছে। অপরাধটা কি? ওদের পাপের বোঝাটা টানতেইতো সেই সময়টা শেষ হয়ে গেল, গত ৩০ বছর কংগ্রেস যা করেছে। স্যার, এই অবস্থাটা এখানে হয়েছে ৩৫ বছর করেও এই সমস্যার সমাধান করা যায় নি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে হ্যাঁ, অন্য রকম যদি হত সেলফ এমপ্লয়মেন্টের ব্যবস্থা যদি হত তাহলে সমর্থন করতেন। ওখানে আছেতো বন্ধ করে দিলেন কেন? ওগুলি বন্ধ না করে খুলে দিন সেলফ এমপ্লয়মেন্ট-এর সব ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকার করেছেন, সেগুলিকে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত করে তার পরে বলছেন সেলফ এমপ্লয়মেন্টের ব্যবস্থা আনলে আমরা করতাম, এতো হতে পারে না। আমরা দেখেছি, চাকুরীর ব্যাপারটা নিয়ে একজন বলেছিলেন যে, এখন আগের সব ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে অফিসারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাদের মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। স্যার, অফিসারদের মুক্ত করার অর্থটা কি, ওটা দুর্নীতির রাস্তাটাকে তৈরী করে সেই জিনিষগুলো আমরা দেখেছি, আগেওতো ছিল অফিসারদের কাঁধের উপর বন্দুকটা রেখে পেছনে কখনও কালা কখনও ধলা দাঁড়িয়ে, তার পেছনে ছিল অর্থের যোগান। বন্দুকের ঘষাটা অফিসারদের কাঁধে লেগেছে আর বাহিরে থেকে তারা সব ফিরে গেছে। এখনও সেই ব্যবস্থাটা করা হয়েছে, যদি কখনও এই দুর্নীতির তদন্ত করা হয় তাহলে অফিসাররাই বাধা পড়বেন। যারা পেছন থেকে ফিরে গেছেন, যারা সুতা নাড়লেন পুতুল নাচালেন তাদের কিছু হবে না। সুতরাং সেই কারণে এই ব্যবস্থাটা তারা আবার প্রবর্তন করছেন। স্যার, আমরা দেখেছি এরা চাকুরীর কথা বলেন, মানুষের অধিকারের কথা বলেন, তাদের কিছুই হবেনা। ধরা ছোঁয়ার মধ্যে যাবেনা। সেই কারণে ওরা আবারও সেই ব্যবস্থাটি প্রবর্তন করেছেন। স্যার, ওনারা চাকুরীর কথা বলেন। আমরা দেখেছি বিগত ৩০ বছরে কি হয়েছে। যেখানে এস, সি-রা শতকরা ১৩টা চাকুরী পাওয়ার কথা এবং এস, টির শতকরা ২৫টি চাকুরী পাওয়ার কথা সেখানে এস, সিরা পেয়েছে শতকরা ৮টা পেয়েছে আর এস, টিরা পেয়েছে শতকরা ৭টা ১৯৭৭ সালের হিসাবে যেটা বেরিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের চাকুরীর সম্পর্কে কথা বলতে ওদের লজ্জা হওয়া কথা। তারা এস, সি, ও এস, টিদের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। চাকুরী বলতে তখন শুধু আগরতলা শহরের মানুষের চাকুরী হত। বামফ্রন্ট সরকার সমগ্র অংশের মানুষের চাকুরীর ব্যবস্থা করেছে। আগে যেমন চাকুরী জন্য বেকারদের ঘোরান হত এখনও তারা সে ব্যবস্থাই করবেন। যারা চাকুরী পাওয়ার যোগ্য তাদের চাকুরী দিন তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু না দিলে পরে যে ঐ [illegible]গুলি মরে যাবে। তাদের ব্যবস্থা হউক সেটা আমরা চাই। সেজন্য আমি [illegible] বেঞ্চের সদস্যদের কাছে বলছি যে, যে পাপ ৩০ বছরে করা হয়েছিল সেটা আর যাতে না হয়।

কারণ জোর জবরদস্তি করে মিলিটারি পাঠিয়ে, লুট করে ক্ষমতায় আসা যায়, কিন্তু মানুষের সমর্থন আদায় করা যায় না। ওরা বেকারদের চাকুরীর ব্যবস্থা করতে পারবে না। সে জন্য বিধানসভায় দাঁড়িয়ে, চোরের মার বড় গলা এরকম একটা কথা আছে, বেকারদের জন্য বড় গলা করে কথা বলছেন। কাকে আপনার চোখ রাঙ্গান ? ত্রিপুরার মানুষকে চোখ রাঙ্গিয়ে কোন কাজ হবে না। আপনাদের শ্রীমতী গান্ধী ভারতের মানুষের বিরুদ্ধে যে অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন তারজন্য তার বিরুদ্ধে মানুষ একত্রিত হয়েছিল। আজকে আবার রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে মানুষ একত্রিত হচ্ছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য।

শ্রী কেশব মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনার কাছে অনুরোধ করছি ওদের শুভ বুদ্ধির উদয় হউক। রাজ্যের সমস্যা নিপীড়িত বেকারদের মুখে হাসি ফুটুক এই আশা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—এখন আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত রিজলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজলিউশানটি হল—"ত্রিপুরা বিধান সভা গভীর উদ্‌বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে এমপ্লয়মেণ্ট এক্‌সচেঞ্জ এ তালিকাভুক্ত শিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত বেকাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতে ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন যে এই বেকারদের মধ্যে যাদের নাম এমপ্লয়মেণ্ট এক্‌সচেঞ্জ-এ নামের তালিকাভুক্ত হওয়া সত্বেও গত পাঁচ বছরে অথবা তার বেশী সময়ে তাদের কোন কর্ম সংস্থান হয়নি, তাদের কর্মসংস্থান সাপেক্ষে মাসিক ২০০ টাকা বেকার ভাতা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়ার ব্যবস্থা করুন"।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে বাতিল হয়)

মিঃ স্পীকার:—এখানে আরেকটি রিজলিউশান আছে মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাসের। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহোদয়কে অনুরোধ করছি ওনার রিজলিউশানটি উত্থাপন করার জন্য।

শ্রী নকুল দাস (রাজনগর):—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রিজলিউশানটি হল"— ত্রিপুরা বিধানসভা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে অনবরত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির ফলে ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরার বাহিরে যে- সমস্ত ছাত্রছাত্রী ষ্টাইপেণ্ড পেয়ে থাকেন প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই কম।

তাই ত্রিপুরা বিধানসভা রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করছেন যে ত্রিপুরায় এবং ত্রিপুরার বাহিরে যে সকল ছাত্রছাত্রী স্টাইপেণ্ড পাচ্ছেন তাদের স্টাইপেণ্ডের হার শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করা হউক।

মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হচ্ছে যখন তখন জিনিষপত্রের দাম বাড়ান হচ্ছে। কেন্দ্রে যারা সরকারে আছেন তারা যখন তখন জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়ে লক্ষ লক্ষ কোটি

কোটি টাকা নিচ্ছেন। এই বছরের মধ্যে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা এভাবে নিয়েছেন। একদিকে ট্যাক্স, অন্য দিকে দেশের সমস্ত জিনিষ অন্যদেশে পাচার করে তারা যে স্বর্গ রাজ্য তৈরী করতে চাইছেন মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের জন্য তাতে বলি হচ্ছে এ দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গরীব মানুষ। কাজেই আমরা জানি এই অবস্থা ততদিন চলবে যতদিন ওরা আছে। কাজেই স্বাভাবিকভাবে আজকে ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থার নাভিশ্বাস হচ্ছে। গত ১০ বছর বামফ্রন্ট সরকার এখানে মূল বাজেটের ২০/২১/২৪/১৯/২৫ ভাগ টাকা এই শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যায় করেছেন। তারজন্যে যেখানে আগে শিক্ষার হার ছিল ৩০ আজকে সেটা বেড়ে হয়েছে ৫২ ভাগ। যারজন্য আমরা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে গর্ব করতে পারি। বিশেষ করে মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, ভারতবর্ষের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে ত্রিপুরার স্থান হচ্ছে প্রথম। শিক্ষার মূল বাধাটা যেটা সেটা হল অর্থনৈতিক বাধা। আমরা কি লক্ষ্য করি? আমরা লক্ষ্য করলে দেখি যে, যারা ক্লাস ওয়ানে ভর্ত্তি হয় তার অর্ধেকও ক্লাস টুতে থেকে যেতে পারেনা। আবার ক্লাস টুতে যারা ভর্ত্তি হয় তার এক তৃতীয়াংশ ক্লাস থ্রিতে যেতে পারেনা। এভাবে গ্রেজুয়েশন সংখ্যাটা কমে আসছে। এমনকি হাজারে ১জন ছাত্র কলেজ স্তর পর্যান্ত যেতে পারেনা। তারপরে বিশ্ববিদ্যালয় সে ত অকল্পনীয় ব্যাপার। কাজেই সে অবস্থার কথা চিন্তা করে যত বেশী সুযোগ সম্প্রসারিত করা যায় কি স্কুল স্তরে কি কলেজ স্তরে সে ব্যবস্থা করা উচিত। বামফ্রন্ট সরকার এখানে গত ১০ বছরে এস. সি. এস. টি. এবং লোয়ার ইনকাম গ্রুপের ছাত্রছাত্রীদের জন্য অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়েছিল বলতে গেলে এখানে শিক্ষাকে একেবারে অবৈতনিক করেছিল। এখানে এমন কোন ছাত্রছাত্রী ছিলনা যারা কম-বেশী স্টাইপেণ্ড পেতনা। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এখানে ২বার ষ্টাইপেণ্ডের হার বাড়ান হয়। যারা বোর্ডিংয়ে থাকে আর যারা বোর্ডিংয়ের বাহিরে থাকে তাদের শিক্ষা চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে জিনিষপত্রের দাম প্রতিদিন বাড়ছে তাতে আর সম্ভব না। এখানে আজকে ক্লাস টুয়েলভ পর্যান্ত বোর্ডিংয়ে ১৫০ টাকা ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় কিন্তু সে টাকায় ঠিকমত ১ বেলা খাওয়া যায়না। মাননীয় সদস্যরা এখানে অনেকে আছেন যাদের সঙ্গে আমরা বিভিন্ন বোর্ডিংয়ে গিয়েছি আমাদের কমিটির তরফ থেকে এবং দেখেছি বিশেষ করে কাশীবাবুর এবং রতিবাবুর সে অভিজ্ঞতা আছে, তারা কিভাবে দিন কাটাচ্ছে। সেজন্য আমাদের কমিটি থেকে আমরা রিকমেণ্ডেশান করেছিলাম ১৫০ টাকার জাগায় ৩০০ টাকা করার জন্য। তখন সরকারের ইচ্ছা ছিল কিন্তু এত টাকা দেওয়া সম্ভব ছিলনা। তাই আজকে আমি আবেদন রাখছি যে, অন্ততঃ ৫০ ভাগ ষ্টাইপেণ্ড যদি বাড়ান হয় তাহলে তারা অন্ততঃ দুই বেলা খেতে পারবে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এখানে স্কুল লেভেলে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হত ১৫০ টাকা এবং কলেজ লেভেলেও ১৫০ টাকাই দেওয়া হত যদিও সেখানে সেণ্ট্রাল গভার্ণমেণ্ট দিত মাত্র ৭৫ টাকা। কলেজের ছাত্রদের ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকার চিন্তা করল যে যেখানে ষ্টাট স্কুল লেভেলে ছাত্রদেরকে ১৫০টাকা দেওয়া হয় সেখানে কলেজের ছাত্রদেরকে সেণ্ট্রালের ৭৫ টাকা দিলে হবেনা সেটা হতে পারেনা, তাই ১৫০ টাকা করা হল। সেণ্ট্রাল গভার্ণমেণ্ট থেকে যে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় তারজন্য ছাত্রদের গার্জিয়ানদের ইনকাম দেখা হত, কিন্তু স্ট্যাট গভার্ণমেণ্টের ছাত্রদের ক্ষেত্রে ইনকামের কোন বার ছিলনা এস সি. ও এস. টি. দের ক্ষেত্রে, যদিও আদার লোয়ার ইনকাম গ্রুপের যারা তাদের ক্ষেত্রে ইনকাম বার ছিল।

কিন্তু সেন্ট্রাল গভার্ণমেণ্ট-এর ক্ষেত্রে এস, টি, এবং এসসি, দের জন্যে ইনকাম বার রয়েছে কাজেই এইজন্য আমরা বলছি যে, আজকে যে, ষ্টাইপেণ্ড সেন্ট্রাল গভার্ণমেণ্ট ৭৫ টাকা দিচ্ছে আর বর্দ্ধমান সরকার যদি সেন্ট্রাল গভামেণ্টের দেওয়া ষ্টাইপেণ্ডের সঙ্গে যেটা বামফ্রণ্ট সরকার আরো ৭৫ টাকা করে দিয়েছিলেন সেটা না তোলেন। তা না হলে কলেজের ছাত্ররা মাত্র ৭৫ টাকা করে স্টাইপেণ্ড পাবে। কাজেই বামফ্রণ্ট সরকারের যে পলিসিটা ছিল সেটাকেই কার্য্যকরী করতে হবে। অধিকারও বর্ত্তমানে জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে সেই অনুযায়ী তাদের স্টাইপেণ্ড বাড়াতে হবে যাতে একটা ছেলে বা মেয়ে সেখানে দিনে অন্ততঃ দুবেলা দুমুঠো খেতে পারবে।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা এই অবস্থার মধ্যে দেখছি রাজ্যের যে ছাত্রাবাসগুলি শুধু এই রাজ্যে যে ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে তাই নয়, আমাদের এখানে যেহেতু আদার টেকনিক্যাল বা মেডিক্যাল কলেজ নেই সেই জন্য আমাদের অনেক ছাত্রছাত্রী কাউকে হয়তো শিলংএ, কাউকে কলিকাতা, দিল্লি, মীরাট ইত্যাদি জায়গায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে পড়াশোনো করতে হয়। কিন্তু তারা যে স্টাইপেণ্ড পান তার পরিমান অত্যন্ত কম। ফলে সেই ষ্টাইপেণ্ড দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা সেখানে দশ দিনের বেশী খরচ মেইনটেইন করতে পারে না। সেখানে তাদের এই স্টাইপেণ্ড বাড়ানো অন্তত দরকার। এইটাই হচ্ছে মূলত; আমার আলোচ্য বিষয়।

এই রাজ্যে এস, টি, এবং এস, সি, ছাত্রছাত্রীদের জন্যে বামফ্রণ্ট সরকার কতকগুলি ছাত্রাবাস তৈরী করেছিলেন। কিন্তু আবার কোন কোন জায়গায় কিছু অসুবিধা দেখা দেওয়ার জন্যে সে ছাত্রাবাসগুলি করা সম্ভব হয়নি। যেমন বিশোনীয়ার বড়পাথরী সেখানে একটি ছাত্রাবাস করার জন্যে গভার্ণমেণ্ট থেকে সেংকশান দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেখানে স্কুলটির সামনে কংগ্রেস-(ই),র ছেলেরা একটা ক্লাব ঘর করে রেখেছে। সেই স্কুলের হেডমাষ্টার মশায় সেই জায়গাটার জন্যে এস, ডি, ও, র কাছে বার বার দরবার করেছেন। কিন্তু সেই জায়গাটা তারা ভেকেণ্ট করে দিলেন না। তারজন্যে সেখানে এস, সি, মেয়েদের জন্য বোডিং ঘর করা সম্ভব হল না। এইজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করছি, যাতে করে সেই জিনিসটা অনতিবিলম্বে দেয়া হয়। এবং যাতে এস, সি, মেয়েদের জন্য বোডিং ঘরটি সেখানে হতে পারে সে উদ্যোগ নেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার স্যার, এইটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দীর্ঘ ৪০ বছর পরেও যেখানে সংবিধানের মধ্যে লেখা রয়েছে যে দশ বছরের মধ্যে যারা তফশিলী জাতি এবং তফশিলী উপজাতি তাদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে হবে, কিন্তু আজপর্য্যন্ত শতকরা ১০ ভাগ তফশিলি জাতি এবং উপজাতি শিক্ষার আলো পায়নি। একটার পর একটা কমিশন হচ্ছে। আমাদের সংবিধানের মধ্যে সেই কমিশন গঠনের কথা আছে। কমিশন অনেক রিপোর্ট দিয়েছেন আমাদের বিধানসভায় এবং পার্লামেণ্টে। বিভিন্ন ভাবে কমিটি তার রিপোর্ট দিয়েছে। কিন্তু গভার্ণমেণ্ট বলছে যে, আমরা কাজ করব। এখন আমরা জানি ১৯৯০ সালে সেই মেয়াদটা শেষ হয়ে যাবে। যদি আর একসটেনসন না করা হয় তবে ১৯৯০ সালেই তার মেয়াদ শেষ। স্বাধীনতার এই ৪০ বছরে যদি মাত্র ১০ ভাগ তফশিলি জাতি

এবং উপজাতিদের শিক্ষিত করা যায় তাহলে তাদের সম্পূর্ণ শিক্ষিত করতে কত সময় লাগবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের কাছে এই অংকটা বের করতে অনুরোধ করছি। এইজন্যে এইটা আমার আবেদন যে, আপনারা সহানুভূতির সঙ্গে বিষয়টা বিবেচনা করুন। এইটা শুধু রাজনীতির জন্য রাজনৈতিক প্রশ্ন নয়। এইটা ছাত্রদের প্রশ্ন শিক্ষার প্রশ্ন, মানবিকতার প্রশ্ন। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে হাউস এই প্রস্তাবটিকে সর্বসম্মতভাবে সমর্থন করবেন বলে আশা রাখি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সেই প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে বিরোধীতা করছি। এইজন্য যে, এই প্রস্তাব এখন আনার উদ্দেশ্য হচ্ছে ত্রিপুরায় নব গঠিত সরকারকে বিব্রত করার জন্যে। যে ষ্টাইপেণ্ডের কথা উনারা বলেছেন এবং উনি যে ষ্টাইপেণ্ড বৃদ্ধির কথা বলেছেন আজকে বিগত দশ বছরে এই ত্রিপুরা রাজ্যে গত সরকার-এর ভুল নীতির জন্যে যদি দারিদ্রতা বেড়ে না যেত তাহলে হয়তো এইটার কোন প্রয়োজন হতো না। দারিদ্রতা যেভাবে বেড়েছে, আজকে গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন জায়গায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে এই দারিদ্রতা বেড়ে গেছে। এরফলে আজকে ত্রিপুরারাজ্যের মানুষ সারা ভারতবর্ষ থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

আমরা দেখেছি যোজনা বরাদ্দের টাকা—বিগত সরকার-এর ভুল শিল্পনীতির দ্বারা কেবলমাত্র সি, পি, এমের উন্নয়নে ব্যয় করেছেন। ২০ দফা কর্মসূচীর টাকা ত্রিপুরার গরীব মানুষের কাছে না দিয়ে সি, পি, এম, সংগঠনের কাজে ব্যয় করেছেন। ফলে দরিদ্র লোকের কাছে সে অর্থ পেঁৗছুতে পারেনি। তারফলে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের অর্থনৈতিক কাঠামো অত্যন্ত দুর্বল। আজকে তারা শিল্পের নাম দিয়ে ত্রিপুরার বুকে পাটকলের নাম দিয়ে পাটকলকে ধ্বংস করেছেন। যে জায়গায় ছাত্রদের অভিভাবকদের উন্নয়নের জন্যে, শিক্ষকদের উন্নয়নের জন্য যে চিনির কল করা হয়েছিল শান্তির বাজারে, দেখা গেল সে চিনির কল বিগত দশ বছরে সেটাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। আজকে দোলাইয়ের শিল্প, এবং অন্যান্য যেসমস্ত কুটির শিল্প রয়েছে সে সমস্তকে গত দশ বছরে ধংস করে দেওয়া হয়েছে। আজকে ৬ষ্ঠ যোজনা এবং ৭ম যোজনার প্রথম ভাগের টাকা যদি ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় করা হতো। নাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা আজকে অনেক উন্নত থাকতো। এবং যদি এই ত্রিপুরা রাজ্যে আরো আগে থেকেই এসমা, নাসা ইত্যাদি চালু রেখে দ্রব্যমূল্য ইত্যাদি বৃদ্ধির প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হত তাহলে এই ত্রিপুরা রাজ্যে এইভাবে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যেত না। তাদের দলীয় স্বার্থের প্রয়োজনে এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে মাল পাচারের সুযোগ করে দিয়ে এবং ব্যবসায়ীদের দলে কালো বাজারীদের আশ্রয় দেবার জন্যে এবং নিজের দলের জন্যে কালো বাজারীদের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করার লক্ষ্যে উনারা এসমা, নাসা চালু না করে ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। যারজন্যে আজকে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

তারপর মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, এই রাজ্যে শিক্ষিতের হার বেড়েছে। কিন্তু এই শিক্ষিতের হার উনাদের নীতির জন্যের বাড়েনি, সেটা বেড়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের যে আই, সি, ডি, এস, প্রকল্পে এবং বয়স্ক শিক্ষানীতি, সেই শিক্ষা নীতির জন্য এই ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার হার

বেড়েছে। এবং অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় যদি এ রাজ্যেও এন, আর, ই, পি, এবং ক্রেস, আর, ই, পি, এবং আই, আর, ডি, পি-এর টাকা দরিদ্র ছাত্রদের অভিভাবকদের কাছে পৌঁছত তাহলে গ্রামের চেহারা অন্যরকম হয়ে যেত। তা না করে শুধু যারা সি, পি, এম, করে তাদের দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচীর টাকা ভাগ করে, কেউ জানে না। এমন কিছু লোক ভাগ পেত যাদের অবস্থা সংঘাতিকভাবে ভালো। যাদের প্রয়োজন তাদের না দিয়ে অন্য জায়গায় মিছিল মিটিং-এর জন্য খরচ করা হয়েছে। এইভাবে বিগত বছরগুলিতে ঠিক ঠিকভাবে খরচ করা হয় নি। শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের সি, পি, এম-এর জন্য সেগুলি খরচ করা হয়েছে এবং তারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করে রেখেছে। বর্ত্তমান সরকার নতুনভাবে কর্মসূচী নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে যে ভাবে পরিকল্পনা নিচ্ছে তাকে জনসাধারণ স্বাগত জানাবেন। এবার থেকে ঋণ মেলা, আই, আর, ডি, পি, ইত্যাদি ঠিক ঠিক ভাবে যাতে হতে পারে তার চেষ্টা করছেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বিধু ভূষণ মালাকার।

শ্রী বিধু ভূষণ মালাকার (পাবিয়াছড়া): মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য নকুল দাস যে প্রস্তাব এনেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে এবং রাজ্যের বাইরে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী শিক্ষার জন্য চেষ্টা করছেন তাদের স্টাইপেণ্ডের হার বৃদ্ধি করা দরকার। তাকে আমি সমর্থন করি। আমরা স্বাধীন ভারতবাসী হিসাবে শিক্ষার একটা অধিকার আছে। সেই অধিকারের ভিত্তিতে এই কথা বলতে চাই যে, ৪০টা বছর অতীত হয়ে যাওয়ার পরেও ছাত্রদের শিক্ষার জন্য বিধানসভার মধ্যে প্রস্তাব আনতে হয়। ৪০ বছরে দ্রব্যমূল্য কত বৃদ্ধি পেয়েছে ? ১৯৫০ সন থেকে এক টাকার মূল্য আজকে ৫০ পয়সায় পরিণত হয়েছে। সেই কারণে স্টাইপেণ্ড বৃদ্ধি করার প্রস্তাব আনতে হয়। সেই কারণেই আমরা বিধানসভার বলতে চাই যে, আলাদা করে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য কাজ করা চলে না। সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে মত বিনিময় করে কাজ করা দরকার। ভারতবর্ষের বাজেটে শিক্ষার জন্য কত টাকা ধরা হয়েছে ? জানিনা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রীরা স্বীকার করবেন কিনা। তবে সারা ভারতবর্ষের মানুষ বলবে এটা ঠিক হয় নি। আমি ১৯৬১ সালে তত্‌কালীন মুখ্য মন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ মহাশয়ের কাছে দরখাস্ত করেছিলাম, আমি দরিদ্র ঘরের ছেলে, আমাকে কিছু টাকা দিন আমার শিক্ষার জন্য। কিন্তু পাই নাই। দরখাস্তের কপিগুলো এখনও আছে। তারপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্তের কাছে আমার এলাকার গ্রামের স্কুলটাকে উন্নত করার জন্য আবেদন করেছিলাম, হলোনা। অবশ্য বর্ত্তমান সরকারপক্ষ বলবেন আগের যারা কংগ্রেস ছিল তারা কংগ্রেস নয়, এখন আমরা সব মিলিয়ে কংগ্রেস হয়েছি। বললাম ত্রিপুরা রাজ্যে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগের জন্য ষ্টাইপেণ্ডের হার দ্বিগুণ করা হোক। সরকার পক্ষের এক মাননীয় সদস্য বলে দিলেন চিনিকক।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি এই কথাটাই শুধু বলতে চাই যে কৈলাশহর মহকুমার মধ্যে ৬৮-৭০ ইং পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলনের জোয়ার বয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার দাবীও বাড়ে। তার জন্য আমরা দেখতে পাই এই ত্রিপুরা রাজ্যে নয়া সংখ্যালঘু সরকার ছাত্র আন্দোলন ভাঙতে চায়। শিক্ষার অধিকার ভারতবর্ষের নাগরিক জীবনের মৌলিক অধিকার। সেজন্য

সংবিধানকে লক্ষ্য রেখে এই পবিত্র বিধানসভার আমরা এই অনুরোধ করব যে জনসাধারণকে সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদের শিক্ষার সুযোগ দিন এবং মাননীয় সদস্যের প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—অনারেবল মিনিস্টার কালিদাস দত্ত। অনুপস্থিত। অনারেবল মিনিস্টার বিমান মিত্র।

শ্রী বিমান মিত্র রাষ্ট্রমন্ত্রী :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য নকুল দাস মহাশয় ষ্টাইপেণ্ড বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব এনেছেন। তাকে আমি বিরোধিতা করছি। এই বিরোধিতার প্রথম কারন হচ্ছে আমাদের নব-নির্বাচিত সরকার এক মাস মাত্র হলো ক্ষমতায় এসেছে, এই এক মাসের মধ্যেই উনি প্রস্তাব এনেছেন, তা কারন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মূলক মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত ১০ বছরে ছাত্র সমাজের মধ্যে বাম সরকার যে অবিচার এবং আবর্জনার স্তুপ সৃষ্টি করে রেখেছেন সেটা কে যদি ছাত্র সমাজের থেকে সরাতে হয় তাহলে আমাদের আরও কিছু দিন চেষ্টা করতে হবে। কেন আবর্জনার স্তুপ সরাতে হবে? কারণ বিগত দশ বছরের তাদের শাসনে কি ঘটেছে, তার খবর আমার কাছে আছে, আমি নিজেই দুই বছর আগে ছাত্র ছিলাম এবং বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। কাজেই ছাত্রদের সমস্যা কি, সেটা সম্পর্কে আমার কম বেশী অভিজ্ঞতা আছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য এখানে প্রস্তাব রেখেছেন যে ছাত্রছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ড শতকরা ৫০ ভাগ বাড়াতে হবে। খুব ভাল কথা, কিন্তু আমি বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যকে প্রশ্ন করছি যে, তিনি কি জানেন বিগত দশ বছরে এই রাজ্যে মোট কটা স্কুল ঘর তৈরী হয়েছে অথবা মেরামত হয়েছে, অথবা কয়টা স্কুলেই সুষ্ঠভাবে লেখাপড়ার কাজ চলেছিল? নিশ্চয় মাননীয় সদস্য, সেই হিসাব দিতে পারবেন না, কারণ তার দল বলে দিয়েছে, বলতে হবে বামফ্রন্ট সরকার এই করেছে, সেই করেছে। কিন্তু বাস্তবে কি করেছেন, সেটা নিজে চোখে কিছুই দেখেন নি। স্যার, আমি আমার সোনামুড়া মহকুমার কথা উল্লেখ করে এখানে বলতে পারি, যে সেখানে অনেকগুলি স্কুল আছে ঠিকই, কিন্তু মাত্র দুটো স্কুলে হেড-মাষ্টার আছেন, অন্যগুলিতে নেই। এসব সত্বেও এখানে দাবী করছেন যে ষ্টাইপেণ্ডের হার বাড়াতে হবে শতকরা ৫০ ভাগ। উনাদের শাসনে উনারা কি এটা উপলব্ধি করেন নাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ড শতকরা ৫০ ভাগ বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল? কিন্তু প্রশ্ন করি, সেটা করলেন না কেন? —কেন্দ্রীয় সরকারের দেয় টাকা কি কিছু কম ছিল? সেই সব টাকা কি ভাবে খরচ হল? ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ নিশ্চিত ভাবে আজকে সেই হিসাব বিগত সরকারের কাছে চাইতে পারে, কিন্তু ভাগ্যের এমন পরিহাস যে আজকে তারা তার থেকে রেহাই পেয়ে গেছেন। আমরা যখন বিরোধী দলে ছিলাম, তখন এই ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ড বাড়াবার জন্য এবং ছাত্রছাত্রীদের অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর জন্য আন্দোলন করেছিলাম, তখন আপনারাই আমাদের পুলিশ দিয়ে লাঠি পেটা করেছিলেন। কেন, তখন কি আপনাদের সরকার ছিল না? আপনারা কেন ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ড বাড়াবেন না? আর সাত মাত্র এক মাস হল, আমরা সরকারে এসেছি, এর মধ্যেই আপনারা সেই ছাত্রদের কাছে টেনে আনার জন্য এখানে ষ্টাইপেণ্ড বাড়াবার কথা বলছেন, কারন আপনাদের যে সংগঠন ভেঙ্গে গেছে সেটাকে জোরদার করতে হবে, তাই [illegible] (?) —টি, ইউ, যে এস জোটের সরকারের বিরুদ্ধে এখন থেকে ছাত্রদের লেলিয়ে দেওয়ার

কাজ শুরু করেছেন, যাতে আপনাদের মিছিল মিটিং ইত্যাদিকে জোরদার করা যায়। এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে আমরা আপনাদের সেই ইঙ্গিতটা পাচ্ছি। আপনারা তো গত নির্বাচনের মাত্র দুই মাস আগে মুসলিম ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ড দেবেন বলে ঘোষনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, ষ্টাইপেণ্ড নিতে হলে নাগারিক কার্ড দেখাতে হবে নির্বাচনের আগে কিন্তু আপনারা এই ব্যাপারে টু শব্দটি পর্য্যন্ত করেন নি। কিন্তু যেই মাত্র নির্বাচন দোর গোড়ায় এসে গেল, অমনি বললেন যে মুসলিম ছাত্রদেরও ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হবে, তাই হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে নাগরিক কার্ড পাওয়ার জন্য এস, ডি, ও, অফিসে দরখাস্ত করল। কিন্তু সেই নাগরিক কার্ড দেওয়ার ব্যাপারেও আপনারা মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের কম হয়রাণি করেন নি, তাদেরকে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় নি। তাই আজকে ছাত্র সমাজও বুঝে গেছে আপনারা তাদের কি রকমের বন্ধু। ছাত্রদের আর ভুলানো যাবে না শত চেষ্টা করেও তাদের আর আপনাদের কাছে টেনে নিতে পারবেন না। তাই, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের কাছে আমার আহ্বান যে, আপনারা এই প্রস্তাব উঠিয়ে নিয়ে আমাদের সরকারের সংগে সহযোগিতা করুন, কারন আমরাও ছাত্র সমাজের সম্পর্কে চিন্তা করছি। একথা বলে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা (আশারাম বাড়ী):—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য নকুল দাস মহোদয় এই হাউসে ছাত্রছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ডের হার শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করার যে প্রস্তাব রেখেছেন, তাকে আমি সমর্থন জানাই। সমর্থন করছি এই জন্য যে প্রতিটি মানুষকে যদি মর্য্যাদা সহকারে বাঁচতে হয়,তাহলে বর্তমানে যেটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, সেটা হল শিক্ষার। এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত যে, ভারতের মধ্যে যে-সব অ-উন্নত জাতি আছে তাদের উন্নত জাতির সমান করে তুলে আনতে হবে, আর সেজন্য তাদের শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজনে যথারীতি আর্থিক সাহায্য দিতে হবে। ভারত কংগ্রেস সরকার বিগত ৪০ বছর ধরে শাসন করে আসছে কিন্তু এই পর্য্যন্ত কংগ্রেস সরকারে অবস্থাটা আমরা কি দেখছি? আমরা দেখছি যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী গত ৫ বছরের মধ্যে ২৩ বার মন্ত্রী সভা গঠন করেছেন, কিন্তু আমাদের এই রাজ্যে মন্ত্রী সভা কয়বার গঠন করা হয়েছে, সেটা রাজ্যের মানুষ জানেন। রাজীব গান্ধি যে কয়টা মন্ত্রী সভা গঠন করেছেন, তার কোনটিই ৬ মাসের বেশী স্থায়ী হয়নি, অর্থাৎ প্রতি ৬ মাস অন্তর অন্তর বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী বদল হয়েছে। আমি জিজ্ঞাস করি, বছরের মধ্যে যদি কম করে দুই বার মন্ত্রী সভা পাল্টাতে হয় তাহলে সেই দেশের অবস্থাটা কি দাঁড়ায়? এই রাজ্যে যে কংগ্রেস-টি, ইউ. জে, এস কোয়ালিশন মন্ত্রী সভা হল, তাঁরও কি সেই রকম অবস্থা হবে? তারপর, আমরা দাবী করছি যে; ছাত্রছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ডের হার শতকরা ৫০ ভাগ বাড়াতে হবে।

এইগুলি নিশ্চয় দেওয়া দরকার। সংবিধানে আছে কাজেই সেগুলি দেওয়া দরকার। সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে ৭৫ টাকায় তাদের এক সপ্তাহও চলে না। কাজেই এই ৭৫টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০ টাকা করা হউক। আজকে সারা ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর বসানোর ফলে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে সেজন্য আমাদের মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে আমি সমর্থন না করে পারছি না। কিন্তু আবার এখানে সরকার পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে মাননীয় সদস্যরা বলছেন। কিন্তু তাঁদের এই বিরোধিতা কিসের জন্য? কোন

যুক্তি নাই, কোন যুক্তি ছাড়া শুধু বিরোধিতা করলেই সেটা চলে না। কাজেই সেই দিক থেকে আমি মনে করি যে এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ড বাড়ান হউক। এই বলে প্রস্তাবকে আবার সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় মন্ত্রী শ্রী রতন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী (রাষ্ট্রমন্ত্রী):—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য নকুল দাস মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন তার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। এরমধ্যে কতগুলি যুক্তিসংগত কারন রয়েছে। সেজন্য কারন প্রস্তাবটি সাধারণ ভাবে বিচার করতে গেলে এই প্রস্তাবের বিরোধিতায় প্রশ্ন আসে না। কারণ একটা দেশের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বা বেকারী বা যে-সমস্ত ঘটনা চলছে — ছাত্ররা কেউই ভিন গ্রহের জীব নয় তাদের সমস্যা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাব না এবং সমাজের সঙ্গে সংগতি রেখে আমরা তাদের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করব না এটা হতে পারে না। ছাত্র সমাজ একটা দেশের এমন একটা অংশ সেই অংশকে যদি সরকার এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারে, যদি তাদের দিকে সরকার সহানুভূতির দৃষ্টি না রাখে তাহলে স্বভাবতই আগামী দিনের প্রজন্ম ভুগবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রস্তাবটা এমন একটা সময়ে এনেছেন — মাননীয় সদস্যের নিশ্চয় সেই অভিজ্ঞতা আছে কারণ ১০ বছর প্রশাসন উনারা দেখেছেন বিভিন্ন দপ্তর চালিয়েছেন, স্বভাবতই আমি আশা করতে পারি এই সমস্ত প্রস্তাবগুলি যখন আনা হয় সমস্ত দপ্তর বা সংস্থার সঙ্গে সংগতি রেখেই সেই ছাত্রসমাজের কথা আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। কারণ একটা শিক্ষার জগৎ নিয়ে যদি আমাদের চিন্তা করতে হয় তাহলে আমাদের দেখতে হবে এর সঙ্গে ছাত্ররা কোন জড়িত আছে তেমনি সকল ঘর নির্মাণেরও প্রশ্ন আছে, উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের প্রশ্ন আছে, অন্যান্য সাজসরঞ্জামের প্রশ্ন আছে। বাস্তব ক্ষেত্রে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের অবস্থাটা নিশ্চয় দেখা উচিত। তাদের যতটুকু সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া যায়—কিন্তু এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে শুধু ছাত্ররাই এফেক্টেড সেটা শুধু চিন্তা করলেই হবে না। এই শিক্ষা ক্ষেত্রকে আমাদের যদি সঠিক ভাবে পরিচালিত করতে হয় তাহলে আজকে যিনি এই প্রস্তাব এনেছেন তাঁকে আমি ভেবে দেখতে বলব, এই প্রস্তাব আনার বোধ হয় একটাই উদ্দেশ্য সরকার সমস্ত বার ভারটা নিজের কাধে নিয়ে নিন। এক দিক দেখতে গেলে অন্য দিক ক্ষতিগ্রস্ত এই বিবেচনা বোধ আমি নিশ্চয় আমি মাননীয় সদস্যের কাছে আশা করব আর এখানে মাননীয় সদস্যদের মধ্যে অনেকেই উপহাস করেছেন কোন এক মন্ত্রী মহোদয়কে। নির্বাচনের সময় থেকে এখন পর্যন্ত আপনাদের যতগুলি বক্তৃতা আমি শুনলাম আমি দেখতে পারছি ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যা চাইতে দেশের সমস্যার দিকে আপনাদের চেষ্টা অনেক বেশী। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠে। এজন্য আমার মনে হয় ১০ বছর আপনারা যে নীতিতে যে ভাবে এইরাজ্যটাকে শাসণ করেছেন তার যথোপযুক্ত উত্তর আমাদের কাছে নেই। আর নেই বলেই আজকে দেশের সমস্যার দিকে ভাবিত হচ্ছেন। দেশের কথা নিয়ে আপনারা ভাবুন এতে আপত্তি নেই, দেশ প্রেমিক হউন এটা আমরাও চাই। জাতীয় সমস্যার সঙ্গে সংগতি রেখে মানুষকে জাতিয় ভাবে উদ্বোধক করুন এটাই গনতন্ত্রের নিয়ম, এটাই গনতন্ত্রের কাম্য।

একটা রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসাবে আমাদের ইচ্ছা আপনারা জাতীয় সমস্যার দিকে আরও দৃষ্টি দিন, সাধারন মানুষের অবস্থার উন্নতির জন্য লড়াই করুন। কিন্তু দু:খ হয় যখন দেখি ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ে যখন আগুন লেগে জলে যায় আর সমতল অঞ্চল জলে ডুবে যায় তখন আমরা দেখি আগরতলা সহরের শিশু উদ্যানে বিচ্ছিন্নতাবাদ আর সাম্রাজ্যবাদের বিরোদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে উনারা শান্তির কবুতর উড়িয়ে দেন দু:খ হয় এই জন্য। যদি আমাদের ত্রিপুরার রাজ্যের ছাত্রদের কথা আন্তরিক ভাবে চিন্তা করতে হয় তাহলে আমাদের আরও গভীরে যাওয়া প্রয়োজন। আজকে উনি ছাত্রদের নিয়ে চিন্তা করছেন তাতে দোষের কিছু নাই। কিন্তু প্রস্তাবটা আনার জন্য উনারা এমন একটা সময় বেছে নিয়েছেন, শিক্ষা দপ্তরকে এই নিয়ে ভাববার প্রশ্ন আছে কোথায় তাকে কতটুকু টাকা দেওয়া যাবে এবং সেটার সঙ্গে সংগতি রেখেই ছাত্রদের সমস্যার কথাটা ভাবতে হবে। আমি সেই সমস্যার সঙ্গে সহমত পোষন করে ছাত্ররা আজকে ব্যক্তি জীবনে যে আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হবে সেটা নিশ্চয় দূর করার প্রয়োজন। কিন্তু এই মূহূর্তে এই প্রস্তাব আনার পিছনে এবটাই রহস্য আছে-এই বিধানসভার শেষ হওয়ার পরেই হয়ত দেখা যাবে এই শ্লোগান রাস্তায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হবে। গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এটা হয় এটা স্বাভাবিক। কিন্তু রাজ্যের সমস্যার কথা, নূতন সরকারের কথা চিন্তা করা মাননীয় সদস্যদের অতীত অভিজ্ঞতার নিরীখে ক। প্রয়োজন ছিল আজকে এই প্রস্তাব নিয়ে অগ্রসর হতে গেলে ছাত্রদের জন্য আরও সুযোগ সুবোধা যত্তে করে দেওয়া যায় এবং তাদেব্ ষ্টাইপেণ্ডের ক্ষেত্রে কতখানি বাড়ান যায় সমস্ত অবস্থার সংগে সংগতি রেখে রাজ্য সরকার সেটা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া যায় না। কারন যেহেতু বিবেচনার ক্ষেত্রটা শুধু ছাত্রদেরই নয়, তার সংগে সংগে যে কথা আমি আগে বলেছিলাম যে বিভিন্ন অংশের মানুষের কথাও আমাদের চিন্তা করতে হবে এবং সেই সুযোগ সরকারকে আপনাদের দিতে হবে। কারন সেই সুযোগ না দিয়ে যদি শুধু প্রস্তাব আনার কারনেই বা ষ্টাইপেণ্ড দিতে হবে এটাকে রাজনৈতিক শ্লোগান করেন তাহলে আপনাদের এই ধরনের প্রস্তাবের সংগে সহমত পোষন করা সম্ভব নয়। স্বাভাবিক ভাবে আপনারা বলতে পারেন এবং বলেছেনও ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হবে এর জন্য বিরোধিতার প্রশ্ন আসে কেন। ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ডর ক্ষেত্রে বিরোধিতার প্রশ্ন নেই। কতটুকু বাড়ান যাবে কতটুকু বাড়ান সম্ভব এটা দেখবার জন্য আমাদের সময় দিতে হবে, সুযোগ দিতে হবে। সেটা না দিয়ে আপনারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রস্তাব আনবেন - এর আগেও আপনারা একটা প্রস্তাব এনেছেন বেকার-দের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে এটা খুব ভাল জিনিষ। ছাত্রদের জন্য চিন্তা নিশ্চয় করতে হবে। কিন্তু দুঃখ হয় এই জন্য এখানে বুর্জোয়া গনতন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে ধনতন্ত্রের অভিশাপের কথা বলা হচ্ছে। আমরা যদি সাইবেরিয়ায় যান তাহলে দেখব সেখানেও কর্ম সংস্থান হয়েছে, বেকারত্ব নেই। চীনের গ্রেট্ ওয়ালের ইতিহাস যদি আমরা দেখি তাহলে সেখানেও আমরা দেখব কর্মসংস্থান হয়েছে। কিন্তু মুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষে সব কিছু সমালোচনা করার অধিকার আছে। কিন্তু সেই অধিকার যদি ব্যাক্তিগত ভাবে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত করা হয় তাহলে যে উদ্দেশ্যে গনতন্ত্র ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটাকে আপনারা বুর্ঝোয়া বা ধনতান্ত্রিক যে অবিধানই আপনারা দিন না কেন—গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার থেকে ১০ বছরে আপনাদেরও কিছু অভিজ্ঞা হয়েছে।

এবং আপনারা এই অবস্থাকে আঁকড়ে ধরে আছেন; এইটাকে অস্বীকার করার কোন পথ নেই। এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চলতে গেলে তার প্রতি সামান্য শ্রদ্ধা নিশ্চয় আপনাদের দেখতে হবে। এছাড়া আপনাদের কোন রাস্তা নেই। এর মধ্যে কোন সমঝোতা হতে পারে না—এই ব্যবস্থাকে আমরা মানব না আবার এই ব্যবস্থা নিয়ে আঁকড়ে থাকব এটা হতে পারে না। তাহলে আপনাদের এর থেকে বেড়িয়ে যেতে হবে। এখানে এসে সমালোচনার জন্য সমালোচনা করব আর বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করব এই নীতিটা মাননীয় বিরোধী পক্ষের বন্ধুদের ত্যাগ করতে হবে। যেহেতু আপনাদের ১০বছরের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা আছে স্বাভাবিক ভাবেই আপনাদের অন্তত বুঝা দরকার এই সমস্ত প্রস্তাবগুলি এই মুহূর্তে আমাদের পক্ষে সমর্থন করা সম্ভব নয়। যদিও আমরাও আপনাদের সঙ্গে সমানভাবে আন্তরিক ছাত্রদের এবং যুবকদের সমস্যা সমাধান করার জন্য। কাজেই আজকের এই প্রস্তাবের আমি বিরোধিতা করছি। বিরোধিতা করছি এই জন্য যে এর মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। সেজন্য আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ ছাত্রদের কথা মনে রেখে ত্রিপুরার সাধারন মানুষের কথা মনে রেখে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা মনে রেখে এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করবেন। এটা সত্যি কথা, ভারতবর্ষের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে এই কথা আমি বলি না এবং বলতে পারি না। এখানে ৪০ বছরের রাজনীতির কথা আপনারা বলেছেন, কিন্তু ৪০ বছরে কতটুকু প্রগতি হয়েছে সেই কথা কেউ বলেন নাই। ৪০ বছরের রাজনীতির কথা বলছেন একজন মাননীয় সদস্য। দারিদ্র দেশ থেকে দূর হয়ে গেছে সেটা কংগ্রেস সরকার এবং রাজ্য সরকার থেকে কেউ বলেন নি। দারিদ্র আছে দেশে সেটা অস্বীকার করতে পারি না। বেকারী আছে। আজকে আপনারা বলছেন যে ভারতবর্ষে তিন কোটি সাড়ে তিন কোটি বেকার আছে। এই কথা বলে আপনারা চিৎকার করছেন। এতে ভারতবর্ষের প্রতি আপনাদের দরদ বাড়বে, জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হবেন। কিন্তু ত্রিপুরার সমস্যার কথা ভাবুন। এর সঙ্গে আপনারাও জড়িয়ে আছেন, আপনাদের বিগত শাসনকাল জড়িয়ে আছে। কাজেই এই প্রস্তাবকে আলাদাভাবে দেখলে হবে না' বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে এর বিচার করতে হবে। এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার:—মাননীয় সদস্য অনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার (প্রতাপ গড়):—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহাশয় শতকরা ৫০ ভাগ স্টাইপেণ্ড হার বৃদ্ধি করার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি। শাসক দলের বন্ধুরা যত যুক্তিই দেখান না কেন আপনারা একটা রং টেটে চলছেন এবং ডিফেন্স দেওয়ার চেষ্টা করছেন যে, আমরা শিশু আমাদের শৈশব এইমাত্র শুরু হয়েছে, ফিডিং বোতলে খাই, এটা মাপ করা হউক। বিশেষ করে মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী রতন চক্রবর্ত্তী আর একটু ভুল পথে এগিয়ে গিয়ে বললেন যে আমরা দেশের কথা চিন্তা করছি কিন্তু রাজ্যের কথা চিন্তা করছি না। আকাশে মেঘ থাকলে মাটিতে জল পড়ে। আকাশে দিল্লী-হাল কাণ্টিকে বাদ দিয়ে ত্রিপুরার কথা চিন্তা করা যায় না। কেন্দ্রে কংগ্রেস গদিতে আসীন হয়ে বলেছিল যে, দশ বছরের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা হবে। হয়েছে কি ? আমরা সকলের জন্য স্বাস্থ্য চাই, শিক্ষা

চাই। সেই জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে এক পার্সেন্ট ইস্কুলের জন্য খরচ করতে পারে না, আমরা তখন ১৬ পার্সেন্ট খরচ করেছি। এই বছর সেটা আরও বেশী হতো। আমরা শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছি। বিশেষত: মেয়েদেরকে আমরা দ্বাদশ শ্রেনী পর্য্যন্ত অবৈতনিক করেছি। গ্রামে যাতে শিক্ষার হার বাড়ে সেই জন্য আমরা মিড্‌ডে মিল চালু করেছিলাম, টিফিনের ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। আমরা চেয়েছিলাম সকলই শিক্ষিত হউক। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল যে দশ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করা হবে। কিন্তু আমরা দেখছি ৪০ বছর পরেও ভারতবর্ষে শিক্ষিতের হার মাত্র ৩৩.৮২ পার্সেন্ট এবং পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নিরক্ষরতার হার বেশী হল এই ভারতবর্ষে ষ্টাইপেনডের সঙ্গে এই নিরক্ষতার একটা যোগাযোগ আছে এবং ছাত্রদের সমস্যাকে আলাদাভাবে দেখা যায় না। প্রত্যেক ফেমিলিতে একটা ছাত্র আছে। সেখানে তাকে খেয়ে আসতে হয়, কাপড় কিনতে হয়। নিরক্ষতার হার সবচেয়ে বেশী এই ত্রিপুরাতে। এস, সি, এবং এস, টি ষ্টুডেনটের জন্য আমরা হোস্‌টেল করেছি। সেখানে তারা ৫০ টাকা ষ্টাইপেনড পান। সেখানে প'াচ টাকা হল তাদের সারাদিনের খাওয়া খরচ। প'াচ টাকায় সারা দিনের খাওয়া হয় না। মাসে একদিন এক টুকরা মাছ খেতে পায় না। সেই জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে তাদের ষ্টাইপেণ্ড আরও বিশ পার্সেন্ট বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। আমাদের একটা লিমিটেশন ছিল। কেন্দ্রীয় যদি দয়াল হতো তাহলে আমরা আরও বেশী খরচ করতে পারতাম। আমরা বলছি না যে কালকেই ষ্টাইপেণ্ডটা বাড়িয়ে দিন। কিন্তু ষ্টাইপেণ্ডটা বাড়ানো দরকার। এর মধ্যে মূল্য সত্তর কত বেড়েছে? ছেলেরা তারা কি খায় ও একটা তরকাঁরী, ডাল ইত্যাদি। ১৯৮৭ সনে মূল্যস্তর বেড়েছে ১৫ পার্সেন্ট। এর মধ্যে ডাল বেড়েছে ১৬,২ পার্সেন্ট, মশলা ৪২,৩ পার্সেন্ট, ভোজ্য তেল ১৯ পার্সেন্ট। সাম্প্রতিক বাজেটে আমরা যে ডেফিসিট দেখছি সেটা হল সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা। এই অবস্থায় ছাত্রদের জন্য আলাদাভাবে চিন্তা করা যাচ্ছে না। নিকারাগুয়া সেখানে সংগ্রাম চলছে ৫০ পার্সেন্ট এডুকেশনের জন্য খরচ করতে হবে। পৃথিবীতে আমরা দেখছি এক বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করছে। ত্রিপুরা এর মধ্যে কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছে। এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল নয়, রেল আসছে না। জিনিসপত্রের দাম এখানকার মানুষদেরকে বেশি দিতে হয়। সেই জন্য আমরা চাইছি স্টাইপেণ্ডটা ৭৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে দেওয়া হউক। কেন্দ্রে তো কংগ্রেস সরকার আছে। এখানে দেখছি রাজীব গান্ধীকে রক্ষা করার জন্য ডিফেনস্‌ দেওয়া হচ্ছে। আমরা ২৫ পার্সেন্ট বাড়াতে চেয়েছিলাম। আপনারা ১৫পার্সেন্ট বাড়ান। এটা হিউম্যানিটি কন্সিডারেশন নয়, এসেনশিয়েল কন্সিডারেশন। এখানে এস,সি এবং এস, টি দের অবস্থা ভয়ঙ্কর। উপজাতীদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন নিরক্ষর এবং রাজস্থানে হিসাবটা হবে ৯২ পার্সেন্ট। বিহারের একটা ঘটনা আমরা জানি যে, এক হরিজন মা তার ছেলেকে নিয়ে কাজ করতে গেছে এক উচ্চ বর্ণের জমিদারের বাড়িতে। জমিদারের মেয়ে উঠানে তার বইটা রেখে স্নান করতে যায়। সেই অবসরে হরিজন ছেলেটি বইটি পড়ে। সেই উচ্চবর্ণের মেয়ের বইটা কেন পড়ল হরিজন সেই জন্য তাকে গাছে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। সেই জন্য আমরা এস, সি এবং এস, টির কথা বলছি। এখানে বলা হচ্ছে বড় বড় ইনডাষ্ট্রির কথা। আমরা ভারতবর্ষে

দেখছি বড় বড় শিল্প কারখানা লক আউট হয়ে যাচ্ছে, উৎপাদন হচ্ছে না। ১৯৭৮ সনে আমরা ক্ষমতায় এসে দেখেছি যে এখানে ছোট ছোট শিল্প কারখানা ছিল ৯৩২ টি। ১৯৭৭ সনে যেখানে এই ক্ষুদ্র ইউনিটগুলিতে উৎপাদন ছিল এক কোটি ৫০ লক্ষ টাকার মত, সেখানে ১৯৮৭ সনে বেড়ে হয়েছে ৬ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার মত। এবং অন্যান্য সব কিছু মিলিয়ে টোটাল মার্কেটিং সিচুয়েশান সেটা যেটা হচ্ছে, ১৮ কোটি ৬২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। শিল্প মানে তো তাঁত। সেই তাঁতের কথাই বলুন। ১৯৭৭ সালে তাঁতীর সংখ্যা ছিল ২২৬ জন। আর ১৯৮৬-৮৭ সালে এসে দাঁড়িয়েছেজেনারেলের মধ্যে, ৫, ২১৬ আর উপজাতি মধ্যে অর্থাৎ পাছড়া প্রকল্পে আমরা ৩ হাজারের মত এনে দাঁড় করিয়া ছিলাম। মোট ৮, ৭৩০।

মি; স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রী অনিল সরকার :—আমি শেষ করে দিচ্ছি। কাগজ কল হবে না এখানে, সেই পেট্রো ক্যামিকেলস্ হবে না, গ্যাস ব্যবহৃত হবে না। কাজেই এতে তার ইকনমিতে চাঙ্গা করা যায় না। এটা যদি কেবল প্রাক্তন সরকারকে খোঁচা দেবার ষড়যন্ত্র হয়, তাহলে খুব ব্যবহার করতে পারেন। কাজেই আমরা বার বার চেষ্টা করছি, একটু ইকনমিক চেঞ্জ আনা যায় কিনা। তবে সে দিক থেকে আপনারা কি চেষ্টা করছেন তা আমরা জানি না। তবে দিনটা কেমন যাবে তা সকাল বেলায় টের পাওয়া যায়। দিনটা মেঘলা, না বড় না দুর্দিন তা বুঝতে পারা যায়। এই জন্য আপনারা যে মাত্র ইনটলারেন্স, যে মাত্র আপনাদের গদ বাধা বুলির জন্য আপনাদের ভাঙ্গা রেকর্ড আমরা ১০ বছরেও দেখেছি, এখনও সেগুলি বাজাচ্ছেন সে জন্য মনে হচ্ছে, দিনটা বড় খারাপ। সেই জন্য আপনাদের কাছে বলে দিলাম যে, যেটা আমরা বলছি, ত্রিপুরার শিক্ষার স্বার্থে, গরীবদের ছেলেমেয়েরা যাতে লেখাপড়া করতে পারে সে জন্য আপনারা ষ্টাইপেণ্ডের হার বাড়ান। মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস যে প্রস্তাব এনেছেন আমি এ টাকে সার্বিকভাবে সমর্থন করছি, এবং আপনাদেরও সমর্থন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার — মাননীয় সদস্য শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল।

শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল (কুলাই) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য নকুল দাস মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন এটাকে সমর্থন করতে পারছি না এই কারণে, এই প্রস্তাব রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক প্রস্তাব। কাজেই এটাকে সমর্থন করা যায় না। কেন না এক মাস আগে যারা ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে বিরোধী বেঞ্চে গেছেন তাদের মুখে এই সম্পর্কে বলা শোভা পায় না। স্যার, বিগত পাঁচ বৎসরে আমিও এই বিধানসভার সদস্য ছিলাম। ছাত্র-ছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ড সম্পর্কে বলেছি, সদস্য হিসাবে আমরা দাবী তুলেছিলাম, প্রস্তাব এনেছিলাম বিধানসভায় হাউসে। তখন আপনাদের তরফ থেকে প্রতিবাদ করা হল। কিন্তু আজকে প্রতিহিংসামূলক এখানে প্রস্তাব এনেছেন নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য। এটা দুঃখ জনক। কেন না, এই ছাত্র-ছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ড সম্পর্কে শাসক গোষ্ঠীই বিবেচনা করবেন। এর আগে বলতে চাই, আপনারা ১০টি বছর শিক্ষা দপ্তরকে কি অবস্থায় এনে ফেলেছেন তা নিজেরাই জানেন। প্রাক্তন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী এখানে আছেন। উনার আমলে ত্রিপুরা রাজ্যে স্কুল কলেজগুলিতে কি করেছেন, কিভাবে সাজিয়েছেন তা খুব ভালই জানেন। পুরোপুরি শুদ্ধ করে তুলতে সময় লাগবে। আপনারা ধৈর্য্য ধরুন। আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না। স্যার, আমি তাঁদেরকে বলতে চাই এখানে

প্রতিহিংসামূলক কোন প্রস্তাবই আর স্থান পাবে না। স্যার. ত্রিপুরা রাজ্যের কোন স্কুল কলেজই সুস্থ নয়। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের অবস্থাতো শোচনীয়। এখন বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করার জন্য, আগামী কালকে এই বিধানসভার বাইরে প্রচার করার সুবিধার্থে আজকে এখানে প্রস্তাব আনা হয়েছে, এ ছাড়া আর কিছু নয়। বিগত কংগ্রেস সরকারের চাইতে বর্তমান কংগ্রেস-যুব সমিতি সরকার সময় মত সব কিছু বিবেচনা করবেন এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না। আমরা সেদিন ট্রাইবেল সদস্য হিসাবে বিধানসভায় দাবী রেখেছিলাম, আর আপনারা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন, বাতিল করেছেন। তবে আজকে কেন. ট্রাইবেলদের জন্য, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই মায়া কান্না এটার কোন অর্থ হয় না। আজকে প্রায় কয়েকশ ছাত্রছাত্রী আগরতলা শহরে আছেন। আপনাদের শাসন কালেও ছিলেন, এখনও আছেন। তারা ঘর পাচ্ছে না, হোষ্টেল পাচ্ছে না। রেসিডেন্সিয়াল স্কুল খোলা হচ্ছে। বামফ্রন্টের আমলে আপনারা করেছেন। বেশ ভাল কথা। কিন্তু সেগুলি কেমন চলছে তার খোঁজ করেছেন কি কোনদিন? আমার তুইসামা এলাকায় একটি স্কুল আছে। সেখানে কমরেড ছাড়া আর কেহ নাই। এই কমলপুর সাব-ডিভিশানে একটি রেসিডেন্সিয়াল স্কুল করা হয়েছে। সেখানে কারা স্থান পাচ্ছে। সব কমরেডের ছেলেমেয়েরা। কংগ্রেস-যুব সমিতির ছেলে মেয়েরা স্থান পাচ্ছে না। এটা যেমন আমি জানি ঠিক তেমনি জানেন, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী নিজেও। জানলেও বলতে পারেন না, মনে রাখতে পারেন না, কিংবা মনে রাখতে পারলেও প্রকাশ করতে পারেন না। এটা আমরা জানি। কাজেই এখন এই যে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, আপনারা শিক্ষা দপ্তরকে কি ভাবে চালাতে চেষ্টা করেছেন? আর এখন যেই মাত্র বিরোধী বেঞ্চে গিয়ে বসেছেন, অমনি ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপারে আপনারা কান্নাকাটি আরম্ভ শুরু করলেন। এটাতে কিছু হবে না। বর্তমান সরকার ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। আপনারা যে শিক্ষায় শিক্ষা দপ্তরকে চালিয়েছেন, কর্মচারী, শিক্ষক শিক্ষিকাদের শিক্ষা দিয়েছেন এখানে আমরা তা করব না, সব কিছুই সুন্দর ভাবে বর্তমান সরকার বিবেচনা করবেন।

মিঃ—স্পীকারঃ—মাননীয় সদস্য, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, আপনার সময় শেষ।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখলঃ—আমি শেষ করছি। আমি আজকে আহ্বান রাখছি, এই যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন তা প্রত্যাহার করে নিবেন। স্যার, আমরা গত বছরও দেখেছি, ভারত সরকারকে, রাজীব সরকারকে আপনারা সমালোচনা করেছেন, এখনও করেছেন কিন্তু দিল্লী সরকারের কাছ থেকেই সব টাকা পয়সা এনে আপনাদের দলকে চলতে হয়েছে। লাখ লাখ টাকা, কোটি কোটি টাকা শিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে এসেছে, সিড্যুল্ড ট্রাইবস ও সিডুল্ড কাষ্টদের জন্য, ষ্টাইপেণ্ডের জন্য। কতজনকে আপনারা স্কুল ড্রেস দিয়েছেন, কতজনকে বই দিয়েছেন, কতজনকে ষ্টাইপেণ্ড দিয়েছেন?

মিঃ স্পীকারঃ—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখলঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কাজেই এই প্রস্তাবকে কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। কাজেই এই প্রস্তাবকে উইথড্র করার জন্য আহ্বান রেখে আমার বক্তব্য সমাপ্ত করছি। ধন্যবাদ।

মি: স্পীকার:—কিছুটা সময় হাতে আছে। প্রস্তাবক নকুল দাস ইচ্ছা করলে কিছু বলতে পারে।

শ্রীনকুল দাস:—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে প্রস্তাবটি আমি হাউসের সামনে উপস্থিত করেছি তা খুবই যুক্তিসঙ্গত, ন্যায় সঙ্গত। কারণ. কি আমাদের পক্ষের. কি সরকার পক্ষের কোন সদস্যই এর বিরোধিতা সরাসরি করতে পারেন নি। সরকার পক্ষ থেকে যে সমস্ত যুক্তি এখানে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন এইগুলির একটিও ধোপে টেকে না। একজন সদস্যও ছাত্র-ছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ড বাড়ানকে বিরোধিতা করবেন না এও জানি। মাঠে গিয়েও বললেন না। অথচ প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন। প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে গিয়ে একটি যুক্তিও দেখাতে পারেন নি। কাজেই, সামগ্রিক যে সমস্যা সেই সমস্যায় সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা তার যদি সমাধান করতে পারি, তাহলে অন্যান্য সমস্যারও সমাধান করতে পারব। যে কোন সরকারই থাকুক না কেন তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে, জনগণের সমস্যার সমাধান করা। সেই জন্যই জনগণের পক্ষ থেকে আমার এই প্রস্তাব আমি আজকে হাউসে এনেছি। বামফ্রণ্ট সরকারের কথা বলছেন? বামফ্রণ্ট সরকারের আগে কংগ্রেস সরকার মাত্র ২৬ টাকা ষ্টাইপেণ্ড দিতেন। মাননীয় মন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া, মাননীয় মন্ত্রী কাশীরাম রিয়াং এবং আমি নিজে হোষ্টেলে থেকে পড়াশুনা করেছি এক সাথে। ঐ ২৬ টাকা পেতাম। একদিকে ডাল ব্যাঙে পড়েছে অন্যদিকে সেই ডাল আমাদের খেতে হয়েছে। আসভাব-পত্র ছিল না, বাসন-পত্র ছিল না. কোন পাচক ছিল না, সুপারিনটেনডেণ্ট ছিল না। বোর্ডিং ঘরের অবস্থা গরু ঘরের চেয়েও খারাপ ছিল কংগ্রেসের ৩০ বছরের শাসনে। আর বামফ্রণ্ট সরকার আসার পরে সেই বোর্ডিং ঘরের সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিন তিন বার ষ্টাইপেণ্ড বাড়ান হয়েছে। ২৬ টাকা ষ্টাইপেণ্ড বাড়তে বাড়তে ১৫০ টাকায় আনা হয়েছে। কেন্দ্র যেখানে ৭৫ টাকা দিচ্ছে তার থেকে আরো ৭৫ টাকা বেশী বাড়ান হয়েছে। কাজেই বামফ্রণ্ট কিছুই করেন নি। এই যুক্তি এখানে আসে না। বামফ্রণ্ট যদি আজকে এখানে থাকত তাহলে ৫০ পারসেণ্ট নয় ১০০ পারসেণ্টই দিত। এই প্রতিশ্রুতি আমাদের মানুষের সামনে ছিল এবং সে অনুযায়ীই কাজ করে যাব। এখানেও সেই চেষ্টা করছি। কিন্তু কার কাছে বলব স্যার? সুধীর বাবু আমাদের বন্ধু মানুষ। কিন্তু তাঁর তো দু'টো হাত কাটা। একদিকে সমীর বাবু. আর একদিকে বিভুদেবী মহোদয়া তাঁর দু' খানা হাতই কেটে দিয়েছেন। কাজেই হাত কাটা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বলে কি হবে? অন্যদের কাছেই বা বলে কি হবে? এখানে কি কেহ শোনার মত আছেন? আরে এক বোতল বিলাতী মদ কিনতে কত লাগে? আর এই ছাত্র-ছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ড বাড়ান যাবে না? আপনারা এটার বিরোধিতা করছেন। এর পর কি করে আশা করব কিছু পাবার আপনাদের কাছে? এখানে কি কোন সরকার আছে? হৃদয় বলতে কিছু আছে? বিবেকবান মানুষ বলতে কেহ আছে? তাঁদের কাছে আমি কি আশা করতে পারি। কাজেই আমি আশা করি, তাঁরা তাঁদের সমস্ত বিরোধিতা প্রত্যাহার করে আমার প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হবেন যদি জনগণের প্রতি বিন্দু মাত্র বিশ্বাস থাকে, দরদ থাকে।

মি: স্পীকার:—এখন আমি মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত রিজিওলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি।

রিজি উলিউশানটি হলো :—ত্রিপুরা বিধানসভা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে অনবরত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরার বাহিরে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী 'স্‌টাইপেণ্ড' পেয়ে থাকেন প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই কম।

তাই ত্রিপুরা বিধানসভা রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করছেন যে ত্রিপুরায় এবং ত্রিপুরার বাহিরে যে-সকল ছাত্র-ছাত্রী 'স্‌টাইপেণ্ড' পাচ্ছেন তাদের স্‌টাইপণ্ডের হার শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করা হউক।

(রিজিউলিউশানটি ধ্বনি ভোটে বাতিল হয়)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গণ আপনারা অধিবেশনের কাজকে পরিচালনা করতে যেভাবে সাহায্য করেছেন, এবং হাউসের কাজ পরিচালনা করার জন্য আমাকেও যে ভাবে সাহায্য করেছেন এ জন্য আমি সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এই সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী ঘোষণা করছি।

Printed by
The Manager, Tripura Government Press,
Agartala.

TGPA—23-4-90—170—J. C. No. 1631.